

# কঙ্কিপুৰাণ

মহৰ্ষি বেদব্যাস প্ৰণীত

মূল শ্লোক, শ্লোকাৰ্থ ও টিপ্পনী সম্বলিত



কঙ্কিকঙ্কৰ

শ্ৰীমৎ স্বামী জগদীশ্বৰানন্দ অনূদিত

শ্ৰীৰামকৃষ্ণ মিশন চক্ৰ  
বেলুড়

প্রকাশিকা

প্রব্রাজিকা মহাগৌরী সরস্বতী

উপাধ্যক্ষ, ত্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

২১১এ গিরিশ বোম্ব রোড, বেলুড়

পো-অঃ বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া

পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশ কাল

২০শে জুলাই, ১৯৫৯

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৬

প্রাপ্তিস্থান

১। মহেশ লাইব্রেরী

২/১ গ্রামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

২। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮ বিধান সরণী

কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর :

শ্রীগোবিন্দ লাল চৌধুরী

ভগবতী প্রেস

১৪/১ ছিদাম মুদি লেন

কলিকাতা-৬

# সূচীপত্র

বিষয়

পত্রাঙ্ক

প্রথম অংশ

প্রথম অধ্যায়

কলিযুগ বিবরণ

....

১

দ্বিতীয় অধ্যায়

কঙ্কির জন্ম ও উপনয়ন

....

২০

তৃতীয় অধ্যায়

শিবের নিকট কঙ্কির বরলাভ

...

৩৫

চতুর্থ অধ্যায়

মহাদেবের নিকট পদ্মার বরলাভ

...

৫২

পঞ্চম অধ্যায়

পদ্মার বিবাহার্থ স্বয়ংবর সভা ও সমাগত রাজগণের নারীত্ব প্রাপ্তি

৬৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

পদ্মা-ভুক্ত সংবাদ

...

৭৭

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্বপুঞ্জ প্রকরণ

...

৮৮

দ্বিতীয় অংশ

প্রথম অধ্যায়

কঙ্কির সিংহলে গমন

...

১০০

বিষয়	পত্রাঙ্ক
দ্বিতীয় অধ্যায়	
কঙ্কি ও পদ্মার কথোপ্রকথন	... ১১৫
তৃতীয় অধ্যায়	
কঙ্কি দর্শনে রাজগণের পুরুষ প্রাপ্তি	... ১২৪
চতুর্থ অধ্যায়	
অনন্তমুনির উপাখ্যান	... ১৪৫
পঞ্চম অধ্যায়	
অনন্ত মুনির সহিত পরমহংসের সাক্ষাৎ	... ১৫৮
ষষ্ঠ অধ্যায়	
কীকটপুরে কঙ্কির গমন	.... ১৭০
সপ্তম অধ্যায়	
বৌদ্ধগণের সহিত কঙ্কির যুদ্ধ	.. ১৮২
তৃতীয় অংশ	
প্রথম অধ্যায়	
শ্বেচ্ছরমণীগণের সহিত কঙ্কির যুদ্ধ	... ১৯৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	
বান্ধসী কুখোদরী বধ	... ২১১
তৃতীয় অধ্যায়	
শ্রীরাম চরিত বর্ণন	... ২২৩
চতুর্থ অধ্যায়	
চন্দ্র-হর্ষবংশ কাণ্ড	... ২৫০
পঞ্চম অধ্যায়	
কলির সহিত কঙ্কির যুদ্ধ	... ২৬৫



বিষয়	পত্রাঙ্ক
<b>ষষ্ঠ অধ্যায়</b>	
কলির সহিত কঙ্কি সৈন্তের যুদ্ধ	... ২৬৯
<b>সপ্তম অধ্যায়</b>	
কোক-বিকোক বধ	... ২৮৬
<b>অষ্টম অধ্যায়</b>	
ভল্লাট নগরে কঙ্কির গমন	... ২৯৬
<b>নবম অধ্যায়</b>	
শশিধ্বজের রাজগৃহে মুচ্ছিত কঙ্কি	... ৩০৭
<b>দশম অধ্যায়</b>	
কঙ্কির সহিত রমার বিবাহ	... ৩১৪
<b>একাদশ অধ্যায়</b>	
জাতিস্মরণ কথন	... ৩২২
<b>দ্বাদশ অধ্যায়</b>	
ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণন	... ৩৩৫
<b>ত্রয়োদশ অধ্যায়</b>	
কৃষ্ণাবতার কথা ও শ্রমস্তুক <del>ক</del> মুণির ইতিবৃত্ত	.... ৩৪৩
<b>চতুর্দশ অধ্যায়</b>	
বিষকল্লার মুক্তিলাভ	... ৩৫৩
<b>পঞ্চদশ অধ্যায়</b>	
শুকদেব-কৃত মায়াস্তব	... ৩৬০
<b>ষোড়শ অধ্যায়</b>	
কঙ্কিপিতা বিষ্ণুশার মোক্ষলাভ	... ৩৬৪
<b>সপ্তদশ অধ্যায়</b>	
দেবদানী ও শর্মিষ্ঠার উপাখ্যান এবং কঙ্কিণী ব্রত বিধি	... ৩৭৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক
<b>অষ্টাদশ অধ্যায়</b>	
পত্নীগণের সহিত কঙ্কির বিহার	৩৮৫
<b>ঊনবিংশ অধ্যায়</b>	
কঙ্কি বৈকুণ্ঠে গমন	.. ৩৯১
<b>বিংশ অধ্যায়</b>	
গঙ্গা স্তোত্র	.... ৩৯৯
<b>একবিংশ অধ্যায়</b>	
কঙ্কিপূবাণ শ্রবণের পুণ্যফল	৪০৪
<b>পরিশিষ্ট</b>	
বরাহ ও নৃসিংহ	৪১৩
অগ্নি পূবাণোক্ত বিষ্ণুধ্যান	.. ৪২২
অগ্নি পূবাণোক্ত শ্রী বিষ্ণু নব ব্যাহার্তন	৪২৪
নৃসিংহ দর্শন	৪২৫
পবন্তবাম	৪২৭
ববাহভূমে ববাহদেবের মূর্তিপূজা	.. ৪৩০



ভগবান কঙ্কিদেব  
বেলুড় ধর্মচক্রে কঙ্কি মন্দির



ওঁ ভগবতে কঙ্কিদ্বেবায় নমঃ

## কঙ্কি পুরাণ

প্রথম অংশ

প্রথম অধ্যায়

সেন্দ্রা দেবগণা মুনীশ্বরজনা লোকাঃ সপালাঃ সদা

স্বং স্বং কর্ম স্তুসিদ্ধয়ে \*প্রতিদিনং ভক্ত্যা ভজন্ত্যন্তমাঃ ।

তং বিশ্লেশমনস্তমচ্যাতমজং সর্বজ্ঞ সর্বাশ্রয়ং ।

বন্দে বৈদিক তান্ত্রিকাদি বিবিধৈঃ শাস্ত্রৈঃ পুরো বন্দিতম্ ॥ ১

**শ্লোকার্থ** । ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুনিবরগণ ও লোকপালগণ<sup>১</sup> স্ব স্ব কার্য সম্যক সিদ্ধির জন্য প্রতিদিন ভক্তিভরে ষাঁহার উপাসনা করেন, পুরাকালে যে দেবদেব .বদন্তাদি শাস্ত্রে আরাধিত হয়েছেন এবং যিনি সর্বজ্ঞ সর্বাধার জন্মরহিত সর্ব বিঘ্ননাশক অবিনাশী মহাপুরুষ, সেই বিষ্ণুদেবকে বন্দনা করি । ১

\*স্বং সর্বার্থ স্তুসিদ্ধয়ে ইতি পাঠান্তর সঙ্গত হয় ।

**টিপ্পণী** ১ । লোকপালগণ দেবতা বিশেষ । দিকপালগণ দশদিকে বিরাজিত থাকিয়া সৰ্বলোককে রক্ষা করেন । অগ্নি পুরাণে অষ্ট লোকপালের নাম নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত । -

ইন্দ্রোঃ বহ্নিঃ পিতৃপাতিনিষ্কতির্বরুনোহনিলাঃ ।

ধনদঃ শঙ্করশ্চৈব লোকপালাঃ পুরাতনাঃ ॥

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নিষ্কতি, বরুণ, পবন, কুবের ও মহাদেব এই অষ্ট দেবতা পূর্বাদি অষ্ট দিকের অধিপতি । কেহ কেহ বলেন, উর্দ্ধে ব্রহ্মা ও নিম্নে অনন্তদেব দিকপালরূপে অবস্থিত । এইরূপে দশদিকপালের সংখ্যা দশ পূর্ণ হয় । অগ্নি পুরাণে ও অমরকোষে ব্রহ্মা ও অনন্তের নাম লোকপালরূপে উল্লিখিত নাই ।

অমরকোষে ‘নিঋতি’কে নৈঋত বলে। ত্রিশীচণ্ডীর দেবীকবচে দশদিকের রক্ষা কত্রী দশদেবীর নাম এইরূপে উল্লিখিত।—

প্রাচ্যাং রক্ষতু মামৈন্দ্রো আগ্নেয়ামগ্নিদেবতা ।  
 দক্ষিণেহবতু বারাহী নৈঋত্যাং খড়্গধারিণী ॥  
 প্রতীচ্যাং বারুণী রক্ষেৎ বায়ব্যাং মৃগবাহিনী ।  
 উদীচ্যাং পাতু কোবেরী ঐশাং শূলধারিণী ॥  
 উর্দ্ধং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্ বৈষ্ণবী তথা ।  
 এবং দশ দিশো রক্ষেৎ চামুণ্ডা শববাহনা ॥

পূর্ব দিকে ইন্দ্রাণী আমাকে রক্ষা করুন। অগ্নিকোণে অগ্নিদেবতা আমাকে রক্ষা করুন। দক্ষিণে বারাহী (যমশক্তি) ও নৈঋত কোণে খড়্গধারিণী (নৈঋতিশক্তি) আমাকে রক্ষা করুন। পশ্চিমে বারুণী (বরুণশক্তি) ও বায়ুকোণে মৃগবাহিণী বায়ুদেবতা আমাকে রক্ষা করুন। উত্তরে কোবেরী (কুবের শক্তি) ও ঐশান কোণে শূল ধারিণী (ঐশান-শক্তি) আমাকে রক্ষা করুন। উর্ধ্ব ব্রহ্মাণী ও অধোদেশে বৈষ্ণবী আমাকে রক্ষা করুন। এইরূপে শবাসনা চামুণ্ডা আমাকে দশদিকে দশরূপে রক্ষা করুন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, নানাশাস্ত্রের মধ্যে মতৈক্য বিद्यমান। মহানির্বাণ তন্ত্রে ত্রয়োদশ উল্লাসে ১১৩ শ্লোকে দশদিকপালের দশমন্ত্র নিম্নোক্ত প্রকারে উল্লিখিত।

লং রং মূঁ ত্রুঁ ঝঁ সমিতি ক্ষঁ হৌঁ ব্রীমমিতি ক্রমাং ।

ইন্দ্রাতনন্তদিকপালাং দশমন্ত্রাঃ সমীরিতাঃ ॥

ইন্দ্রের মন্ত্র লং, অগ্নির মন্ত্র রং, যমের মন্ত্র মূঁ, নিঋতির মন্ত্র ত্রুঁ, বরুণের মন্ত্র ঝঁ, বায়ুর মন্ত্র ঝঁ, কুবেরের মন্ত্র ক্ষঁ, ঐশানের মন্ত্র হৌঁ, ব্রহ্মার মন্ত্র ব্রীঁ এবং অনন্তের মন্ত্র ঐঁ। ইন্দ্রাদি দশদিকপালের এই দশমন্ত্র কথিত হইল।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়-মুদীরয়েৎ ॥ ২

যদোদৃগুকরালসর্পকবল জ্বলাজ্বলদ্বিগ্রহাঃ,  
নেতুঃ সৎকরবাল দণ্ডদলিতা-ভূপাঃ ক্ষিতিক্ষোভকাঃ ।  
শশ্বং সৈন্ধববাহনো দ্বিজ্জনিঃ কন্ধিঃ পরায়া হরিঃ,  
\*পায়াং সত্যযুগাদিকুং স ভগবান্ ধর্ম্য প্রবৃতি প্রিয়ঃ ॥ ৩  
ইতি স্মৃত-বচঃ শ্রদ্ধা নৈমিষারণ্য বাসিনঃ ।  
শৌনকাচ্চা মহাভাগাঃ পপ্রচ্ছুস্তং কথামিমাম্ ॥ ৪

\*পরায়স্য যুগাদিকুং ইতি পাঠান্তরঃ ।

**শ্লোকার্থ।** ভগবান্ অচ্যুতকে নমস্কার করি। নারায়ণকে<sup>২</sup>, নরোত্তম  
রকে<sup>৩</sup> ও দেবী সরস্বতীকে নমস্কার করিয়া জয়<sup>৪</sup> উচ্চারণ করিবে ॥২  
হার দোদৃগুক্রম করাল সর্পের গ্রাসে পতিত ও বিষজ্বালায় জলিত দেহ  
ইয়া, কলিকালের অত্যাচারী ভূপালগণ করবালরূপ দণ্ডে দলিত হইবেন,  
ধনি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম লইয়া সিদ্ধজাত অশ্বে আরোহণপূর্বক সেনানী রূপে  
ত্যাগের<sup>১</sup> অবতারণা করিবেন, সেই সনাতন ধর্মের প্রবর্তক পরমেশ্বর  
ভগবান কন্ধিরূপী হরি সকলকে রক্ষা করুন ॥৩ নৈমিষারণ্যবাসী<sup>৫</sup> শৌনক<sup>৬</sup>  
৩ উগ্রশ্রবা<sup>৭</sup> প্রভৃতি মহর্ষিগণ স্মৃতির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন ৷৪

**টিপ্পনী ২।** নারায়ণ—নারায়ণ বিষ্ণুর নাম। পুরাণ সমূহে নারায়ণ  
নামের অনেক তাৎপৰ্য ও ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে আছে।—

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনবঃ ।

অয়নং তস্ম তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

মহাসংহিতার ১।১০ শ্লোকেও উক্ত ভাব ধ্বনিত হয় ।

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্বনবঃ ।

তা যদস্ত্রায়নং পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

নরশব্দ জীব ও ঈশ্বরের প্রভু শুদ্ধস্বরূপ ব্রহ্মবাচক। আপ্ বা জল উক্ত ব্রহ্ম  
হইতে উৎপন্ন। সামবিধান ব্রাহ্মণে প্রথম প্রপাঠকে আছে, ‘ব্রহ্ম হ বা ইদমগ্র

আসীং। তস্ম তেজো রমোহতিরিচ্যত'। এই সামবাক্য নরসিংহ শব্দে জলার্থ প্রমাণিত করে। জল নর হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহার অগ্ন নাম নার প্রলয়কালে নারায়ণ উক্ত জলে বা নারে অশ্বন (শয়ন) করেছিলেন। এ হেতু তাঁহার নাম নারায়ণ। নারায়ণ নামের ব্যুৎপত্তি সঙ্কল্পে মতভেদ বিद्यমান এই বিষয় ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে ১০৯ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয়ে ব্যাখ্যাত।—

সাক্ষ্যামুক্তিবচনং নারেতি চ বিদ্ববুধাঃ ।

যো দেবোহিপায়নং তস্ম স চ নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

নারাশ্চ কৃতপাপাশ্চাপায়নং গমনং স্মৃতম্ ।

যতো হি গমনং তেষাং সোহয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

নারং চ মোক্ষণং পুণ্যময়নং জ্ঞানমীপ্সিতম্ ।

তয়োজ্ঞানং ভবেদস্মাৎ সোহয়ং নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥

৩। নর—বিষ্ণুর অবতার ঋষি বিশেষ। বিষ্ণু বা ধর্মের ঔরসে এতদক্ষের কন্যা মূর্তির গর্ভে নর নারায়ণের জন্ম হয়। এই দুই ঋষি বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যা করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ৭ম অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে এতদক্ষের ৩য় অধ্যায়ে ৭ শ্লোকে যথাক্রমে আছে, 'ধর্মস্য দক্ষদুহিতর্ষজানষ্টে মূর্ত্য নারায়ণো নর ইতি স্বতপঃ প্রভাবঃ ॥' এবং 'তুর্থে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাব্যুভাহংস্রোপশমোপেতমকরোদুশ্চরং তপঃ' ॥

অগ্নি পুরাণে নর নারায়ণের উৎপত্তি ভিন্নভাবে লিখিত। মহাদেব শর মূর্তি ধারণ পূর্বক দাঁত ও নখ দ্বারা বিষ্ণুদেবের নরসিংহ মূর্তি দ্বিখণ্ডিত করেন উহার নর ভাগ থেকে নর ও সিংহভাগ থেকে নারায়ণ দুই দিব্য ঋষি উৎপন্ন। উক্ত মর্মে কালিকা পুরাণে ২৯ অধ্যায়ে আছে।—

ততো দেহ পরিত্যাগং কতুং সমভবতদা ।

তদা দংষ্ট্রাগ্রভাবেন নরসিংহং মহাবলম্ ॥

শরভো ভগবান্ ভর্গো দ্বিধা মধ্যে চকার হ ।

নরসিংহে দ্বিধাভূতে নরভাগেন তস্ম হু ॥



নর এব সমুৎপন্নো দিব্যরূপী মহানৃষিঃ ।  
তস্ম পঞ্চাশভাগেন নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ ॥  
অভবৎ স মহাতেজা মুনিরূপী জনার্দনঃ ।  
নরো নারায়ণশ্চোভৌ সৃষ্টিহেতু মহামতী  
যয়োঃ প্রভাবো দুর্দ্ধৰ্ঘঃ শাস্ত্রে বেদে তপঃ সূ চ ॥

কেহ কেহ ‘নর’ শব্দের অর্থ অবিদ্যাবিচ্ছিন্ন জীব বলেন। আর মায়াযুক্ত রই নরোত্তম। পরন্তু ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। প্রথমোক্ত দুই বিবরণ দুই প্রধান পুরাণ অনুসারে লিখিত। পুরাণের বাক্যার্থ পুরাণ অনুসারে হওয়াই উচিত।

বামন পুরাণের কাহিনী নিম্নে প্রদত্ত।

৮। জয়—রামায়ণ ও মহাভারতাদি ইতিহাস এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ পড়িলে সংসৃতি বিজিত হয়। ইহার অর্থ, জীব জন্মমূহ্যরূপ শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করে। এইহেতু এইসকল শাস্ত্র জয় নামে অভিহিত। ভবিষ্য পুরাণে আছে—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্ম চরিতং তথা ।  
কাস্ক বেদং পঞ্চমং চ যন মহাভারতং বিদুঃ ॥  
তথৈব শিবধর্মাশ্চ বিষ্ণুধর্মাশ্চ শাস্বতাঃ ।  
জয়েতি নাম তেবাং চ প্রবদন্তি মণীষিণঃ ॥  
সংসার জয়নং গ্রহং জয়নামানমীরয়েৎ ॥

অন্তমতে—চতুর্থাং পুরুষার্থানামপি হেতৌ জয়োহস্ত্রিয়াম্। পুরুষার্থ চতুষ্ঠয়ের কারণ পদার্থত্রয়ের নাম জয়। ইহার সরলার্থ বোঝা যায় না।

৫। সত্যযুগ—প্রথম সত্যযুগ, দ্বিতীয় ত্রেতাযুগ, তৃতীয় দ্বাপরযুগ ও চতুর্থ কলিযুগ। উক্ত মর্মে মৎস্যপুরাণে ১১৮ অধ্যায়ে আছে—

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগানি ঋষয়োহক্ৰবন্ ।  
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিঞ্চৈতি চতুর্বগম্ ॥

ভাগবতপুরাণ অনুসারে সত্যযুগের পরিমাণ ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বৎসর, ত্রেতাযুগের পরিমাণ ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার বৎসর, দ্বাপর যুগের পরিমাণ ৮ লক্ষ

৬৪ হাজার বৎসর এবং কলিযুগের পরিমাণ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর। সত্যযুগে পর ত্রেতাযুগ, ত্রেতাযুগের পর দ্বাপর যুগ এবং দ্বাপর যুগের পর কলিযুগ সমাগত। সত্যযুগ ধর্মময় ছিল। যুগের পর যুগে ক্রমশঃ ধর্ম হানি ঘটেছে কলিকালের শেষার্ধ্বে ধর্মলোপ হয়েছে। যুগের পরিবর্তন ঘটিলে জগতের নিয়ম বিকৃত হয় ও বিনাশ ঘটে। আবার নূতন সংস্কার সৃষ্ট হয়। সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতাযুগে ধর্ম ত্রিপাদ, দ্বাপরযুগে ধর্ম দ্বিপাদ এবং কলিযুগে ধর্ম একপাদ হয়েছে। এই হেতু কলিযুগে ধর্ম সবল নহে, দুর্বল হয়েছে। ইহা ধর্মের পিচ্ছল পথ, কুটিলা গতি। এইরূপে ধর্মের প্ৰাণি ও বিকৃতি হয়েছে।

৬। নৈমিষারণ্য—এই অরণ্যে ভগবান্ বিষ্ণুদেব এক নিমেষ বা পলকমাত্রে দুর্জয় দানবকে পরাজিত করেন। উক্ত কারণে এই অরণ্যকে নৈমিষ বলে। ভগবান গৌরমুখ ঋষিকে বলেছিলেন, এই অরণ্যে দুর্জয় দানবসৈন্যে নিমেষমাত্রে বিনাশ করেছি। এইহেতু এই অরণ্য নৈমিষ নামে প্রসিদ্ধ হইবে। উক্ত মর্মে বরাহ পুরাণে আছে—

এবং কৃত্বা ততো দেবো মুনিং গৌরমুখং তদা।

উবাচ নিমিষেনেদং নিহতং দানবং বলম্ ॥

অরণ্যেহশ্মিততত্ত্বেনৈমিষারণ্যসংজ্ঞিতম্ ॥

বায়ুপুরাণে নৈমিষ শব্দের অর্থ বৃদ্ধান্ত পাওয়া যায় এবং উক্ত শব্দে ষ-কার দ্বারা ষ-কার দৃষ্ট হয়। যথা—

এতন্নানোময়ং চক্রং ময়া সৃষ্টং বিস্মজ্যতে।

যত্রাস্ত্র শীর্ষতে নেমিঃ স দেশস্তপসঃ শুভঃ ॥

ইত্যুক্ত্বা সূর্যসংকাশং চক্রং সৃষ্টা মনোরমম্ ॥

প্রণিপত্য মহাদেবং বিসমর্জ্য পিতামহঃ ॥

তেহপি সৃষ্টতরা বিপ্রাঃ প্রণম্য জগতঃ প্রভূম্।

প্রযযুস্তস্মৈ চক্রস্ত যত্র নেমির্বিদীর্ঘতে ॥

তদ্বনং তেন বিখ্যাতং নিমিষং মুনিপূজিতম্ ॥

কূর্মপুরাণেও উল্লিখিত উপাখ্যান দৃষ্ট হয়, কেবল ভাষার পার্থক্য বিদ্যমান। কূর্মপুরাণে নৈমিষ শব্দে ষ-কার দৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত উপাখ্যানের সংক্ষিপ্তার্থ এইরূপ হয়। প্রথমে ব্রহ্মা বলেন, আমি এই রমণীয় মহা চক্র সৃজন করিলাম। যেখানে এই চক্রের নেমি থেমে যাবে, সেইস্থান তপশ্চর্য্যার পক্ষে অন্তকূল। উক্ত বাক্য অনুসারে ডিজাসু মাছুষ গতিশীল চক্র অনুসরণ করিতে করিতে দেখিবেন, এক স্থানে চক্র নেমি নিশ্চল হইল। উক্ত স্থান নৈমিষারণ্য নামে আলোচ্য পুরাণে প্রসিদ্ধ। পুরাণ পাঠে অবগত হওয়া যায়, পুরাকালে নৈমিষক্ষেত্র পরম পবিত্র যজ্ঞভূমি ছিল। পরে উহা তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইহার ফলে উহা পুরাণ বিচার বা পৌরাণিক আলোচনার প্রধান কেন্দ্র হয়। কূর্মপুরাণের ১০ অধ্যায়ে নৈমিষারণ্যের উৎপত্তি বৃত্তান্ত প্রদত্ত।

৭। শৌনক—ইনি ঙনক মুনির পুত্র ঋষিবিশেষ। শৌনক প্রসিদ্ধ বাজিক ছিলেন ও নৈমিষারণ্যে বাস করিতেন। ঋতু শাস্ত্রে শৌনকের ভিন্ন নাম কুলপতি দেখা যায়। এই মুনি অন্নদানাদি দ্বারা দশ হাজার মুনিগণকে পালন করিতেন ও নানা শাস্ত্র পড়াইতেন। শৌনক জ্ঞানবান্ ও যজ্ঞাচাঠানে অনুরক্ত ছিলেন। ইনি নৈমিষক্ষেত্রে দ্বাদশ বৎসর যজ্ঞ করার পর তথায় মহাভারত কথিত হয়।

৮। উগ্রশ্রবা—ইনি পৌরাণিক মুনি বিশেষ। ইহার পিতা লোমহর্ষণ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং সূতবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণীর গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঠিকসে উৎপন্ন প্রতিলোমজ সংকীর্ণ জাতিকে সূত বলা হয়। উক্ত মর্মে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে কথিত আছে, ব্রাহ্মণ্যং ক্ষত্রিয়ৌহসূতঃ। বলদেবের বরদানে সূতপুত্র উগ্রশ্রবা পুরাণ-বক্তা হন। মহা সংহিতায় ১০।২২ শ্লোকে সূত-জন্ম উল্লিখিত।

হে সূত ! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ! লোমহর্ষণপুত্রক !

ত্রিকালজ্ঞ ! পুরাণজ্ঞ ! বদ ভাগবতীং কথাম্ ॥ ৫

কঃ কলিঃ ? কুত্র বা জাতো জগতামীশ্বরঃ প্রভুঃ ।

কথং বা নিতাধর্ম্মস্তা বিনাশঃ কলিনা কৃতঃ ? ॥ ৬

ইতি তেষাং বচঃ শ্রদ্ধা স্মৃতো ধ্যাওয়া হরিং প্রভুম্ ।

সহর্ষপুলকোদ্ভিন্ন সর্বদাঃ প্রাহ তান্ মুনীন্ ॥ ৭

স্মৃত-উবাচ ।

শৃঙ্খলমিদমাখ্যানং ভবিষ্যৎ পরমাস্তুতম্ ।

কথিতং ব্রহ্মণা পূর্বং নারদায় বিপৃচ্ছতে ॥ ৮

শ্লোকার্থ । হে লোমহর্ষণ-পুত্র স্মৃত, তুমি সর্বধর্মজ্ঞ ও ত্রিকালজ্ঞ স্মৃতির ঐক্যে পুরাণই তোমার অবিদিত নাই । এক্ষণে তুমি ভাগবত বিবরণ বর্ণন কর । কলি কে ? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? তিনি পৃথিবীঃ দৈব হইলেন কিরূপে ? কিরূপেই বা তিনি নিত্য সনাতন ধর্মের বিন্যাস করেন ? মুনিগণের মুখে এই বাক্য শুনিয়া স্মৃত হর্ষভরে পুলকিত কলেবর ভগবান্ হরিকে একবার ধ্যান করিয়া তাঁহাদের নিকট ভাগবত বলিতে লাগিলেন । স্মৃত বলিলেন, আমি ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উপাখ্যান বলিতেছি শ্রবণ করুন । পূর্বে মহর্ষি নারদ জিজ্ঞাসু হওয়ায় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা তাঁহার নিকট ইহা বলেন । «—৮

টিপ্পনী ৯ । লোমহর্ষণ—ইনি বাসদেবের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন তৎপ্রতি বাসদেব প্রসন্ন হয়ে স্বরচিত সর্বগ্রন্থ দান করেন । এই কারণে লোমহর্ষণ পুরাণ-বক্তা হন । ইনি স্মৃতনামে নানা শাস্ত্রে অভিহিত । কিন্তু উহা তাঁহার কুল নাম, যথার্থ নাম নহে । যদি ঐরূপ হইত, তাহা হইলে অনেক পুরাণে ‘স্মৃত পুত্র’ লোমহর্ষণের বিশেষণ হইত না । প্রায় সমস্ত পুরাণে সাধারণ স্মৃত শব্দে লোমহর্ষণ বুঝায় । এই কারণে অনেকে ইহার যথার্থ নাম লোমহর্ষণ মনে করেন কিন্তু এই সিদ্ধান্ত ভ্রমমাত্র । কব্ধিপু্রাণে তৃতীয় অংশে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২০ শ্লোকে লোমহর্ষণের বিশেষণ ‘স্মৃতপুত্র’ দৃষ্ট হয় । যদি তাঁহার আসল নাম স্মৃত হইত, তাহা হইলে ‘স্মৃতপুত্র’ লোমহর্ষণের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইত না

বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে লোমহর্ষণ ব্যাস-শিষ্য ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণে (তৃতীয় অংশে, ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ১৬ শ্লোকে) আছে—

প্রথ্যাতো ব্যাসশিষ্ণোহভূৎ স্রুতো বৈ লোমহর্ষণঃ ।

পুরাণ সংহিতান্তশ্চৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥

ইহার আদি নাম লোমহর্ষণ নহে। তাঁহার মুখে পুৰাণ ব্যাখ্যা শ্রবণে শ্রোতবৃন্দ রোমাঞ্চিত হইতেন। এই কারণে তাঁহার নাম লোমহর্ষণ হয়েছে। কূর্মপুরাণে এই বৃত্তান্ত নিম্নোক্ত শ্লোকে পাওয়া যায়।

লোমানি হর্ষয়াঞ্চক্রে শ্রোতৃণাং যঃ স্বভাবিতৈঃ ।

কর্মণা প্রথিতস্তেন লোমহর্ষণ সংজ্ঞয়া ॥

বলরামের অজ্ঞাবধিতে লোমহর্ষণের মৃত্যু হয়। ইনি ব্যাসসনে বসিয়া নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিবৃন্দকে অনেক পুরাণ শুনাইতেন। এই সময় তীর্থভ্রমণ কালে বলরাম তথায় উপস্থিত হন। সমবেত ঋষিবৃন্দ উঠিয়া কৃষ্ণাগ্রজ বলরামকে সমাদর ও সম্বর্দ্ধনা করেন, কিন্তু লোমহর্ষণ ব্যাসাসন ছাড়িয়া উঠিলেন না। ইহাতে বলরাম লোমহর্ষণকে গর্বিত বুদ্ধিয়া ক্রোধান্বিত হন এবং কুশের সূক্ষ্মাগ্র দ্বারা তাঁহাকে নিহত করেন। যখন ঋষিবৃন্দ সত্ত্ব মৃত লোমহর্ষণকে পুনর্জীবিত করার জন্য বলরামকে প্রার্থনা জানান, তখন বলরাম বলিলেন, “লোমহর্ষণ আর জীবিত হবেনা। ইহার পুত্র উগ্রশ্রবা আপনাদিগকে পুরাণ শুনাইবেন।” শ্রীমদ্ভাগবতে (দশম স্কন্দে, ৭ম অধ্যায়ে, ১৩।১৫।১৯।২৭ শ্লোক চতুর্থে) এই বৃত্তান্ত বর্ণিত। বলরামের বরে উগ্রশ্রবা পুরাণকল্পা হন এবং বক্ষ্যমান কঙ্কি-পুরাণ ব্যাখ্যা করেন।

নারদঃ প্রাহ মুনয়ে ব্যাসায়ামিত তেজসে ।

স ব্যাসো নিজপুত্রায় ব্রহ্মরাতায়ধীমতে ॥ ৯

সগভিমন্ত্যপুত্রায় বিষ্ণুরাতায় সংসদি ।

প্রাহ ভাগবতান্ ধর্ম্মানু অষ্টাদশ সহস্রকান্ ॥ ১০

তদানুপে লয়ং প্রাপ্তে সপ্তাহে প্রশ্নশেষিতম্ ।

মার্কণ্ডেয়াদিভিঃ পৃষ্ঠঃ প্রাহ পুণ্যাশ্রমে শুকঃ ॥১১

তত্রাহং তদনুজ্ঞাতঃ কৃতবানস্মি যাঃ কথাঃ ।

ভবিয়াঃ কথ্যামীহ\* পুণ্যা ভাগবতীঃ শুভাঃ ॥১২

\*কথ্যামাস ইতি পাঠান্তরঃ ।

**শ্লোকার্থ** । পরে নারদও পরম তেজস্বী ব্যাসের<sup>১০</sup> নিকট ইহা কীর্তন করেন । ব্যাস স্বীয় সূত ধীমান্ ব্রহ্মরাতের নিকট এই সমুদায় বলিয়াছিলেন । ব্রহ্মরাতও অভিমত সূত বিষ্ণুরাতের সভায় এই অষ্টাদশ-সহস্র-সংখ্য-শ্লোকাক্ষক ভাগবত ধর্ম বর্ণন করেন । অনন্তর সপ্তাহ অতীত হইলে, প্রশ্ন শেষ থাকিতে রাজা মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন । পরে পুণ্যাশ্রমে মার্কণ্ডেয়াদি<sup>১১</sup> মুনিগণ ঐ প্রশ্নেব শেষ জিজ্ঞাসু হইলে শুক যাহা বলিয়াছিলেন, আমি সেখানে তাঁহার অন্তমতি-ক্রমে তখন তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়াছিলাম । এক্ষণে সেই সমুদায় শুভ ভবিষ্য ভাগবত কথা কহিতেছি । ৯—১২

**টিপ্পণী ১০** । **ব্যাসদেব**—ইনি চতুর্বেদের বিভাগ ও মহাভারত রচনা করেন । প্রাকৃত মানুষ বেদার্থ বোধে সমর্থ নয় । এই কারণে বেদব্যাস বেদার্থের সার সংগ্রহ পূর্বক মহাভারত রচনা করেন । বেদব্যাসের প্রকৃত নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ । বেদ বিভাগের ফলে তিনি বেদব্যাস নামে পরিচিত হন । ব্যাসদেব যমুনা দ্বীপ জাত ও চিরঞ্জীবী ।

**১১** । **মার্কণ্ডেয়**—ইনি মৃকণ্ড মুনির পুত্র মহর্ষি বিশেষ । মার্কণ্ডেয় চিরঞ্জীবী ও মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণের রচয়িতা ।

তাং শৃণুধ্বং মহাভাগাঃ সমাহিত ধিয়োহনিশম্ ।

গতে কৃষে স্বনিলয়ং প্রাহুভূতো যথা কলিঃ ॥ ১৩

প্রলয়ান্তে ভগৎশ্রষ্টা ব্রহ্মা লোক পিতামহঃ ।

সসজ্জ ঘোরং মলিনং পৃষ্ঠদেশাং স্বপাতকম্ ॥ ১৪

স চাধর্ম ইতি খ্যাতস্তস্য বংশামুকীর্তনাং ।

শ্রবনাং শ্রবণাল্লোকঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৫

অধর্মস্য প্রিয়া রমা মিথ্যা মার্জার লোচনা ।

তস্য পুত্রোহিতি তেজস্বী দম্ভঃ পরমকোপনঃ ॥ ১৬

শ্লোকার্থ ভগবান কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠধামে প্রত্যাগত হইলে যেরূপ কলির প্রাচীর্ভাব হয়, তাহা বলিতেছি । হে মহাভাগগণ, আপনারা নিরন্তর সমাহিত-চিন্তে তৎসমস্ত শ্রবণ করুন । ১৩

প্রলয়কালের অবসানে জগৎস্রষ্টা লোক-পিতামহ ব্রহ্মা আপনার পৃষ্ঠদেশ হইতে ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ পাতকের সৃষ্টি করেন । ১৪

সেই পাতক অধর্ম নামে বিখ্যাত হয় । এই অধর্মের বংশ কীর্তন, শ্রবণ বা শ্রবণ করিলে মানবগণ পাপমুক্ত হন । ১৫

অধর্মের মনোহারিণী প্রণয়িণীর নাম মিথ্যা । তাহার চক্ষুদ্বয় মার্জার চক্ষুর তায় পিঙ্গলবর্ণ । মিথ্যার গর্ভে অধর্ম হইতে একটি পুত্র জন্মে । এই পুত্র অতীব কোপনস্বভাব ও অতিশয় তেজস্বী । ইহার নাম দম্ভ । ১৬

স মায়ায়াং ভগিন্যাস্ত লোভঃ পুত্রঞ্চ কণ্ঠকাম্ ।

নিকৃতিং জনয়ামাস তয়োঃ ক্রোধঃ স্মতোহভবৎ ॥ ১৭

স হিংসায়াং ভগিন্যাস্ত জনয়ামাস তং কলিম্ ।

বামহস্তধৃতোপস্থং তৈলাভ্যাক্তাঞ্জন প্রভম্ ॥ ১৮

কাকোদরং করালাসং\* লোলজিহ্বং ভয়ানকম্ ।

পুতিগন্ধং দূতমজ্জ-দ্রৌশুবর্ণ কৃতাশ্রয়ম্ ॥ ১৯

ভগিন্যাস্ত দুৰুক্ত্যাং স ভয়ং পুত্রঞ্চ কণ্ঠকাম্ ।

মৃত্যুং স জনয়ামাস তয়োঃচ নিরয়োহভবৎ ॥ ২০

\*করালাসং ইতি পাঠান্তরঃ ।

শ্লোকার্থ । দম্ভের এক ভগিনীর নাম মায়া । মায়ার গর্ভে দম্ভ হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা উৎপন্ন হয় । পুত্রের নাম লোভ ও কন্যার নাম নিকৃতি । লোভ হইতে নিকৃতির একটি পুত্র জন্মে । তাহার নাম ক্রোধ । ১৭

ক্রোধের ভগিনীর নাম হিংসা। ক্রোধের সহবাসে হিংসা একটি পুত্র প্রসব করিল। এই পুত্রের নাম কলি। ইনি সর্বদা বাম হস্তে পুংচিহ্ন ধারণ করিয়া থাকেন। ১৮

ইহার সর্বাদেহ কাণ্ডিত তৈলাক্ত কজ্জল সদৃশ। তাহার উদর কাকের ন্যায় নিম্ন, মুখ অতীব ভীষণ ও জিহ্বা লোল। ইহার আকার দেখিলে মনে ভয় উদ্ভিত হয়। ইহার সর্বাঙ্গে পুতিগন্ধ নির্গত হইতেছে। ১৯

ইনি দূত-ক্রৌড়াঙ্গলে, মণ্ডালয়ে, বেষ্ঠাগারে ও সুবর্ণ ব্যবসায়ীর নিকট সর্বদা বাস করেন। কলির ভগিনীর নাম দুৰ্দ্ধতি। দুৰ্দ্ধতির গর্ভে কলির ঔরসে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মে। ঐ পুত্রের নাম ভয় ও কন্যার নাম মৃত্যু। ভয়ের ঔরসে মৃত্যুর গর্ভে নিরয় নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। ২০

যাতনায়াং ভগিন্যাস্ত লেভে পুত্রায়ুতায়ুতম্।

ইথাং কলিকুলে জাতা বহবো ধর্মনিন্দকাঃ ॥ ২১

যজ্ঞাধ্যয়নাদিবেদতন্ত্র বিনাশকাঃ।

আধিব্যাধিঞ্জরা গ্লানি দুঃখ শোক ভয়াশ্রয়াঃ ॥ ২২

কলিরাজানুগাশ্চেক্রযু'খশো লোকনাশকাঃ।

বভূবুঃ কালবিশ্রপ্তাঃ ক্ষণিকাঃ কামুকা নরাঃ ॥ ২৩

দস্তাচারহুরাচারাস্তাতমাতৃবিহিংসকাঃ।

বেদহীনাঃ দ্বিজা দীনঃ শূদ্রসেবাপরাঃ সদা ॥ ২৪

শ্লোকার্থ। নিরয়ের ভগিনীর নাম যাতনা। এই যাতনার গর্ভে নিরয়ের ঔরসে শত শত পুত্র জাত হইয়াছে। এইরূপে কলিংশে অসংখ্য ধর্মনিন্দকের উৎপত্তি হইয়াছে। ২১

ইহারা যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, দান প্রভৃতি ধর্ম কর্মের লোপ করে এবং বেদ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের বিলোপ সাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। ইহারা আধি, ব্যাধি, জরা, গ্লানি, দুঃখ, শোক, ভয় প্রভৃতির আধার।

কলিরাজের অন্তগত হইয়া ইহারা সকলেই লোকনাশের নিমিত্ত দলে দলে



ভ্রমণ করিতেছে। ইহারা কালক্রমে ভ্রষ্ট হইয়া মন্থরূপে জন্ম লইতেছে। ঐ সকল মন্থর অল্লায়ু ও কামুক। ২৩

ইহারা দস্তাচার, দুরাচার ও পিতৃমাতৃগণের হিংসাকারী। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ বেদবিহীন, দীন ও সর্বদা শূদ্রজাতির উপাসনারত<sup>১২</sup>। ২৪

**টিপ্পণী।** ১২। **উপাসনা**—বেদপাঠ ব্রাহ্মণের অবশ্য কর্তব্যরূপে বিহিত। ইহা ব্রাহ্মণবর্ণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। মনুসংহিতায় (২য় অধ্যায় ১৬৫ শ্লোকে) আছে, বেদঃ কৃত্বেন্নোহধিগন্তব্যঃ সরহস্তো বিজ্ঞান্না। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও উপনিষৎ সহিত বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের কর্তব্য। বেদপাঠ না করিলে ব্রাহ্মণ জাতিচ্যুত হন। মনুসংহিতায় (২য় অধ্যায় ১৬৮ শ্লোকে) আছে—

যোহনধীতা দ্বিজো বেদমন্ত্রত্র কুরুতে শ্রমম্।

স জীবনৈব শূদ্রদ্রমাণ্ড গচ্ছতি সাধয়ঃ ॥

যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অল্প শাস্ত্র পাঠে অনুরক্ত হন, তিনি জীবনকালেই বংশসহ শূদ্র প্রাপ্ত হন। শূদ্রপ্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণ পতিত হন। ইহা উৎকট পাপরূপে নির্দিষ্ট। উক্ত কারণে কলিযুগে ব্রাহ্মণকৃত দোষাবলীর মধ্যে ইহা পরিগণিত।

কুতর্কবাদবজ্জলা ধর্ম বিক্রয়িনোহধমাঃ।

বেদ বিক্রয়িনো ব্রাত্যা রসবিক্রয়িনস্তথা ॥ ২৫

মাংসবিক্রয়িণঃ তুরা শিশ্নোদর পরায়ণাঃ।

পরদাররতা মন্তা বর্ণসঙ্কর কারকাঃ ॥ ২৬

হৃস্বাকারাঃ পাপসারাঃ\* শঠা মঠনিবাসিনাঃ।

ষোড়শাব্ধ্যাযুযঃ শ্যালবান্ধবা নীচসঙ্গমাঃ ॥ ২৭

বিবাদকলহক্ষুন্নাঃ কেশবেশবিভূষণাঃ।

কলৌকুলিনা ধনিনঃ পূজ্যা বার্কীষিকা দ্বিজাঃ ॥ ২৮

\*পাপচার্য্যঃ ইতি পাঠান্তরঃ।

**শ্লোকার্থ।** ইহারা সহত কুতর্ক করিয়া থাকে। এই অধমগণ ধর্ম-বিক্রয়ী, বেদবিক্রয়ী, ব্রাত্য<sup>১৩</sup> (পতিত), রসবিক্রয়ী, মাংস বিক্রয়ী,<sup>১৪</sup> তুর ও শিশ্নোদর

পরায়ণ। ইহার প্রদার-রত, মদ মত্ত, বর্ণসংকর কারক, খর্বকায়, পাপাচারী, শঠ ও মঠবাসী। ইহাদের পরমাযু প্রায়ই ষোড়শ বৎসর। ইহার শালক ব্যতীত অন্য আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করে না। ২৫—২৭

নীচ সংসর্গে বাস করিতেই ইহার সর্বদা অভিলাষী। ইহার নিরন্তর বিবাদ কলহেই ক্ষুদ্র। কেশ-সংস্কার, বেশবিশ্বাস ও ভূষণ ধারণেই ইহাদের অভিরুচি। ধনী ব্যক্তিমাত্রই কলিকালে বুলান বলিয়া মান্ত হয়। যে সকল ব্রাহ্মণ টাকার স্তূদ<sup>১৭</sup> লইয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহারাই সফলের পুত্র। ২৮

**টিপ্পনী ১৩। ব্রাত্য**—বৈদিক বিধান অনুসারে মাতৃগত হইতে ভূমিষ্ট ব্রাহ্মণ বালক অষ্টম বর্ষে, ক্ষত্রিয় বালক একাদশ বর্ষে এবং বৈশ্য বালক দ্বাদশ বর্ষ বয়সে উপবীত সংস্কার বা উপনয়ন করিবেন। পূর্বেক্ত বয়স ব্যতীত অন্য সময়েও উপনয়নের বিধান প্রাপ্ত। ব্রাহ্মণ কুমার ষোল বৎসব বয়স, ক্ষত্রিয় কুমার বাইশ বৎসব ও বৈশ্য কুমার চব্বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ উপনয়ন করিতে পাবে। নির্দিষ্ট সময় অতীত হইলে উক্ত তিন বর্ষের মাধ্যমকে ব্রাত্য (পতিত) বলে এবং সমাজে অবজ্ঞাত হয়। মনুসংহিতায় (দ্বিতীয় অধ্যায়ে, ৩৯ শ্লোকে) আছে—

অত উর্ধ্বং ত্রয়োহপ্যোতে যথাকালং সংস্থতাঃ ।

সাবিত্রী-পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যর্ধবিগর্তিতাঃ ॥

অসংস্কৃত ত্রৈবর্ষিক সাবিত্রী-পতিত হইলে ব্রাত্যনামে অভিহিত হয়। ব্রাত্য শব্দ বেদে ব্যবহৃত। উপনয়ন অর্থে গুরুবা নিকট গমন পূর্বক বেদপাঠ আরম্ভ ও গায়ত্রীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ। এই সকল কারণে কলিযুগের ব্রাহ্মণের লক্ষণ ব্রাত্য-দোষে দুষ্ট হয়েছে।

**টিপ্পনী ১৪।** বেদ, রস ও মাংস বিক্রয় দ্বিজগণের অন্তর্চিত। মনুসংহিতায় তৃতীয় অধ্যায়ে ১৫৬ শ্লোকে ‘ভূতকাখ্যাপকো বশ্চ’ ইত্যাদি শ্লোকে বেদবিক্রয় অসাধুতা রূপে প্রদর্শিত। উক্ত অধ্যায়ে ১৫২ শ্লোকে ‘মাংস বিক্রয়ন্তথা’

ইত্যাদি স্থলে মাংস বিক্রয় এবং ১৫৯ শ্লোকে 'রসবিক্রয়ী' ইত্যাদি স্থলে রস বিক্রয় ( মতাদি বিক্রয় ) ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ উক্ত হইয়াছে ।

১৫ । যে ব্রাহ্মণ অন্তকে টাকা ধার দিয়ে সুদ নেন, তিনি বাধু'ষিক নামে নির্দিত । যিনি সুদের অর্থে জীবিকা নির্বাহ করেন, তিনি পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ । বিপৎ কালে বৃদ্ধি ( সুদ ) প্রয়োগের বিধি থাকিলেও তাহা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল । যদিও মনুসংহিতায় ( দশম অধ্যায়, ১১৭ শ্লোকে ) আছে, 'ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি বৃদ্ধিং নৈব প্রবোজয়েৎ', তথাপি ইহা সাধারণ বিধি মাত্র । তদনুসারে অল্প সুদে টাকা ধার দেওয়া প্রচলিত হইলেও ব্রাহ্মণের পক্ষে গর্হিত কর্ম ।

সন্ন্যাসিনো গৃহাসক্তা গৃহস্থাস্তবিবেকিনঃ ।

গুরুনিন্দাপরা ধর্ম্মধ্বজিনঃ সাধুবঞ্চকাঃ ॥ ২৯

প্রতি গ্রহরতাঃ শূদ্রাঃ পরস্বহরণাদরাঃ ।

দ্বয়ো স্বীকারমুদাহঃ শঠে মৈত্রী বদান্ততা ॥ ৩০

প্রতিদানে ক্ষমাশক্তৌ বিরক্তি করণাক্ষমে ।

বাচালত্বঞ্চ পাণ্ডিত্যে যশোহর্থৈ ধর্ম্মসেবনম্ ॥ ৩১

ধন'চ'ত্বঞ্চ সাধুভে দূরে নীরে চ তীর্থতা ।

সূত্রমাত্রেণ বিশ্রব্ধং দণ্ডমাত্রেণ মক্ষরী ॥ ৩২

শ্লোকার্থ । বর্তমান কলিকালে সন্ন্যাসীগণ গৃহবাসে রত এবং গৃহস্থগণ অব্যবহিক হয় । কলিকালে সকলেই গুরুনিন্দা-রত হইবে এবং ধর্ম্মচিহ্ন ধারণ পূর্বক সাধুগণকে বঞ্চনা করিবে । ২৯

এই সময় শূদ্রগণ প্রতিগ্রহ পরায়ণ ও পরস্বাপহারক হইবে । এই কলিকালে বরকস্তার সম্মতি মাতেই বিবাহ নির্বাহ হইবে । সকলেই শঠ ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে এবং প্রতিদান কালে বদান্ততা প্রকাশ করিবে । ৩০

কোন ব্যক্তির অপকার করণে অক্ষম হইলে ক্ষমা প্রকাশ করিবে, অক্ষম ব্যক্তির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করিবে । এই কলিকালে সকলে পাণ্ডিত্য প্রকাশার্থ বাচালতা করিবে এবং যশোলাভের জন্ত ধর্ম্মশ্রবণ করিবে । ৩১

লোকে ধনাঢ্য হইলেই সাধুরূপে সম্মানিত হইবে এবং দূরদেশস্থিত জলকেই তীর্থ তুল্য জ্ঞান করিবে। কলিকালে বামকাণ্ঠে যজ্ঞস্থত্র থাকিলেই ব্রাহ্মণ হইবে এবং দণ্ড ধারণ করিলেই পণ্ডিত-জন্ম হইতে পারিবে। ৩২

অল্লশস্ত্রা বসুমতী নদীতীরেহবরোপিতা ।

স্ত্রিয়ো বেষালাপসুখাঃ স্বপুংসাং ত্যক্তমানসাঃ ॥ ৩৩

পরান্নলোলুপা বিপ্রাশ্চণ্ডাল গৃহযাজকাঃ ।

স্ত্রিয়ো বৈধবাহীনাস্চ স্বরুন্দাচরণ প্রিয়াঃ ॥ ৩৪

চিত্রবৃষ্টিকরা মেঘা মন্দাশস্ত্রা চ মেদিনী ।

প্রজাভক্ষা নৃপা লোকাঃ করপীড়াপ্রপীড়িতাঃ ॥ ৩৫

স্বক্ষে ভারং করে পুত্রং কুত্বা ক্ষুদ্রাঃ প্রজাজনাঃ ।

গিরিচূর্ণং বনং ঘোরমাশ্রয়িত্যন্তি দুর্ভগাঃ ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ । বসুমতী অল্লশস্ত্রা হইবেন, নদী তীব্রগতা হইবে। কুলকামিনীগণ বেশার জায় অত্যুচিত আচরণে সুখানুভব করিবে। স্ব স্ব স্বামীর প্রতি তাহার। অত্যন্ত হইবে না। ৩৩

ব্রাহ্মণগণ পবান্নভোগী হইবেন। তাহার। চণ্ডালের যাজক হইতেও পরায়ুত্ব হইবেন না। স্বীলোক আর বিধবা থাকিবে না, তাহার। স্বেচ্ছাচারিণী হইবে ৩৪

মেঘ হইতে অনিয়মিত বৃষ্টিপাত হইবে। বসুমতী মন্দাশস্ত্রা হইবেন। রাজগণ-প্রজাপীড়ন করিবেন। প্রজাবর্গ রাজকরে প্রপীড়িত হইবে। ৩৫

হতভাগ্য প্রজাগণ স্বক্ষে ভার ও হস্তে পুত্রকে ধারণ করিয়া ক্ষুদ্রচিত্তে দুর্গম পর্বত ও গহণ অরণ্য আশ্রয় করিবে। ৩৬

মধুমাংসৈর্মূলফলৈরাহারৈঃ প্রাণহারিণঃ ।

এবং তু প্রথমে পাদে কলেঃ কৃষ্ণবিন্দকাঃ ॥ ৩৭

দ্বিতীয়ে তন্মামহীনাস্তৃতীয়ে বর্ণসঙ্করাঃ ।

একবর্ণাশ্চতুর্থে চ বিশ্বভাচ্যুত সংক্রিয়াঃ ॥ ৩৮

নিঃস্বাধ্যায়-স্বধা-স্বাহা-বৌষড়োঙ্কারবজ্জিতাঃ ।

দেবাঃ সর্বে নিরাহারা ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ॥৩৯

ধরিত্রীমগ্রতঃ কৃতা ক্ষীণাং দীনাং মনস্বিনীম্ ।

দদৃশুঃ ব্রহ্মণৌ লোকং বেদধ্বনিদিতম্ ॥৪০

**শ্লোকার্থ** । তাহারা মধু, মাংস ও ফলমূল খাইয়া জীবনধারণে প্রবৃত্ত হইবে এবং সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করিতে থাকিবে । কলির প্রথম পাদে সকলে এইরূপ অশুচিত আচরণ করিবে । ৩৭

কলির দ্বিতীয় পাদে লোকে কৃষ্ণ-নাম-বজ্জিত হইবে । তৃতীয় পাদে বর্ণ সংকর ঘটিবে । চতুর্থ পাদে চতুর্বর্ণ একবর্ণে পরিণত হইবে ও বিষ্ণুর আরাধনা সর্বৈব বিশ্বত হইবে । ৩৮

পৃথিবীতে বেদাধ্যয়ন এবং স্বধা, স্বাহা, বৌষট, ওঙ্কার প্রভৃতি রহিত হওয়ায় দেবগণ অনাহারে<sup>১৬</sup> কাতর হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন । ৩৯

তাহারা ক্ষীণা দীনা ভগবতীবসুমতীকে অগ্রে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ও দেখিলেন, ব্রহ্মলোক সুমধুর বেদধ্বনিতে নিনাদিত হইতেছে । ৪০

**টিপ্পনী** ১৬ । যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে হোমায়িতে আহুতি প্রদান কর্তব্য । হোম কালে ইন্দ্রাদি দেবগণের মন্তোচ্চারণ পূর্বক আভিতি প্রদান করিলে দেবগণ হতদ্রব্য ভোজন কবেন । কলিকালে মানুষ ধর্মভ্রষ্ট হওয়ায় যাগ-যজ্ঞ বন্ধ হইয়াছে । উক্তরূপে দ্রব্যদান বন্ধ হওয়ায় দেবগণ অতৃপ্ত, অভুক্ত থাকেন । হোমক্রিয়া দেবপূজার প্রধান অঙ্গ ।

যজ্ঞধুমৈঃ সমাকীর্ণং মুনিবর্য্যানিষেবিতম্ ।

সুবর্ণ বেদিকামধ্যে দক্ষিণাবর্তমুজ্জলম্ ॥৪১

বহিঃ স্পৃশ্বিতোদ্যান-বন-পুষ্প-ফলাদ্বিতম্ ।

সরোভিঃ সারসৈর্হংসৈরাহ্বয়ন্ত\*মিবাতিথিম্ ॥৪২

\*হংসৈরাহ্বয়ন্ত ইতিবা

বায়ুলোললতাজাল কুসুমালিকুলাকুলৈঃ ।  
 প্রণামাহ্বানসংকাব-মধুরালাপবীক্ষণৈঃ ॥৪৩  
 তদব্রহ্মসদনং দেবাঃ সেত্ববাঃ ক্লিন্নমানসাঃ ।  
 বিবিশুস্তদমুজ্জাতা নিজকার্য্যং নিবেদিতুম ॥৪৪  
 ত্রিভুবনজনকং সদাসনস্থং সনক-সনন্দন-সনাতনৈশ্চসিদ্ধৈঃ ।  
 পবিসেবিতপাদকমলং ব্রহ্মাণং দেবতা নেমুঃ ॥৪৫

ইতি শ্রীকঙ্কিপুবাণে অষ্টভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমাংশে কলিবিববণং নাম  
 প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

শ্লোকার্থ । চতুর্দিকে বজ্রধুম উখিত হইতেছে । প্রধান প্রধান মহাবীৰ্য্য  
 সমাসীন আছেন । স্তবর্ণ বেদীৰ উপরে উজ্জ্বল দক্ষিণাবর্ত<sup>১৭</sup> অগ্নি  
 প্রজ্জ্বলিত ৷৪১

জল, পুষ্প, ফল প্রভৃতি দ্বারা শুশোভিত উজ্জানে যজ্ঞার্থ পপসমঃ নিখাত  
 বহিয়াছে । সমস্ত সরোবর সাবস ও হংসগণেব মৃত্ত ববদ্বাবা যেন পথিকগণকে  
 আহ্বান করিতেছে ৷৪২

বায়ুবেগে চালিত লতাসমূহ কক্ষমহিত অলিকুল দ্বাবা আকুলিত হইয়া  
 হংস ও সারসগণ পথিকের প্রাত যেন প্রণাম, আহ্বান, সংকার, মধুবালাপ ও  
 দর্শন কবিতেছে ৷৪৩

পরে ইন্দ্রের সাহিত দেবগণ ছুঃখিতান্তঃকবণে ব্রহ্মলোকে উপাস্ত হইলেন  
 এবং ব্রহ্মাব অষ্টমতি লইয়া নিজকার্য্য নিবেদনার্থ তথায় প্রবেশ করিলেন ৷৪৪

সনৎ, সনক, সনন্দন, সনাতন প্রভৃতি সিদ্ধগণ ষাঠাব পদসেবা করিতেছেন,  
 যিনি ত্রিভুবনের বিধাতা ও সর্বদা বোগাসনে উপবিষ্ট, সেই ব্রহ্মাকে তাঁহারা  
 ভক্তিপূত নমস্কার করিলেন ৷৪৫

কঙ্কিপুবাণে ভাব্য অষ্টভাগবতে প্রথমাংশে কলির বিববণ নামক প্রথম  
 অধ্যায়ের অন্তবাদ সমাপ্ত ।

টীকানা ১৭ । আহবনীষ, গাইপত্য ও দক্ষিণাবর্ত—ত্রিবিধ অগ্নিচয়ন

বিহিত। বৈদিক আৰ্যগণ অগ্নির উপাসক ছিলেন। গৃহস্থ যে অগ্নি সবদা প্রজ্জ্বলিত রাখেন, তাহাকে গার্হপত্য অগ্নি বলে। পাশাগৃহে অত্য়পি সদদা অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকে। পাশীগণও অগ্নির উপাসক। উল্লিখিত গার্হপত্য অগ্নি অথবা কোন যজ্ঞাগ্নি হইতে যে অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া দক্ষিণভাগে স্থাপিত হয় তাহাকে দক্ষিণাগ্নি বলে। প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে হোমার্থ যে অগ্নি উদ্ধৃত হয়, তাহা আহবনীয় অগ্নি নামে অভিহিত। বৈদিক সময়ে প্রাপ্ত ত্রিবিধ অগ্নি পূজিত হইত। এখনও যজ্ঞার্থ অগ্নিস্থাপন করিতে হয়। মহাসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ২৩১ শ্লোকে পিতা, মাতা ও আচার্য্যদেবকে যথাক্রমে গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি ও আহবনীয় অগ্নিরূপে উক্ত হইয়াছে।

---

## প্রথম অংশ দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বত উবাচ

উপবিষ্টান্ততো দেবা ব্রহ্মণো বচনাংপুরঃ ।

কলেদৌষাদ্ধর্মহানিং কথয়ামাস্বরাদরাং ॥ ১

দেবানাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা তানাহ হুঃখিতান্ ।

প্রসাদয়িত্বা তং বিষ্ণুং সাধয়িষ্যাম্যভীপ্সিতম্ ॥ ২

ইতি দেবৈঃ পরিবৃত্তো গত্বা গোলোক বাসিনম্ ।

স্তুত্বা প্রাহ পুরো ব্রহ্মা দেবানাং হৃদয়েপ্সিতম্ ॥ ৩

**শ্লোকার্থ ।** স্বত কহিলেন, অনন্তর কলির দোষে যে ধর্মহানি হইতেছে, ব্রহ্মার বচনানুসারে দেবগণ সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া সর্বত্রে তাহা নিবেদন করিলেন । ১

দেবগণের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে কহিলেন, চল, বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া অভীষ্ট সাধন করি । এই কথা বলিয়া দেবগণ পরিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মা গোলকধামে গমন করিলেন এবং গোলকবাসী বিষ্ণুর শ্রব করিয়া তাঁহাকে দেবগণের মনোভাব ও প্রার্থনা জানাইলেন । ২-৩

তৎ শ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষো ব্রহ্মাণমিদমব্রবীৎ ।

শম্ভলে বিষ্ণুশাসো গৃহে প্রাতুর্ভবাম্যহম্ ।

সুমত্যাং মাতরি বিভো ! \*কন্যায়াং হৃন্নিদেশতঃ ॥ ৪

চতুর্ভির্ভ্রাতৃভির্দেব ! করিষ্যামি কলিঙ্কয়ম্ ।

ভবন্তো বান্ধবা দেবাঃ স্বাংশেনাবতরিস্থথ ॥ ৫

ইয়ং মম প্রিয়া লক্ষ্মীঃ সিংহলে সংভবিষ্যতি ।

বৃহদ্রথস্ত ভূপস্ত কৌমুদ্যাং কমলেক্ষণা ।

\*পত্নীয়াং ইতি বা পাঠঃ ।



ভার্য্যায়াং মম ভার্যৈষা পদ্মানাগ্নী জনিস্ফুতি ॥ ৬

যাত যুয়ং ভুবং দেবাঃ স্বাংশাবতরণেরতাঃ ।

রাজানো মরুদেবাপি স্থাপয়িষ্যামাহং ভুবি ॥ ৭

**শ্লোকার্থ ।** পুণ্ডরীকাক্ষ বিষ্ণু সেই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, তোমার অহুরোধে আমি শস্ত্রল গ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে স্মৃতিনামী ব্রাহ্মণকন্টার গর্ভে কল্কিরূপে আবির্ভূত হইব । ৪

আমি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত কলিক্রয় করিব । হে দেবগণ, তোমরা স্ব স্ব অংশে মর্ত্যে অবতীর্ণ হইয়া আমার সহিত মিত্রতা করিবে । ৫

এই আমার প্রিয়া কমলনয়না কমলা সিংহলেশ্বর বৃহদ্রথের কৌমুদী নামী মহিষীর গর্ভে জন্মলাভ করিবেন । ইনি পদ্মানামে খ্যাত হইবেন । ৬

তোমরা মর্ত্যে গমনপূর্বক স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হও । আমি পুনর্বার মরু ও দেবাপি নামক নৃপদ্বয়কে পৃথিবীর শাসন-কর্তৃত্ব প্রদান করিব । ৭

পুনঃ কৃতযুগং কৃত্বা ধর্ম্মান্ সংস্থাপ্য পূর্ববৎ ।

কলিবি্যালং সংনিরস্ত প্রয়াস্বে স্থালয়ং বিভো ॥ ৮

ইত্যুদীরিতমাকর্ষ্য ব্রহ্মা দেবগণৈর্বৃতঃ ।

জগাম ব্রহ্মসদনং দেবাশ্চ ত্রিদিবং যযুঃ ॥ ৯

মহিমাং স্বস্ত ভগবান্ নিজজন্মকুতোত্তমঃ ।

বিপ্রর্ষে ! শস্ত্রলগ্রামমাবিবেশ পরাত্মকঃ ॥ ১০

স্মৃত্যাং বিষ্ণুযশসা গর্ভমাধত্ত বৈষ্ণবম্ ।

এহ-নক্ষত্রাশ্চাদি-সেবিত-শ্রীপদাস্থজম্ ॥ ১১

**শ্লোকার্থ ।** আমি পুনর্বার সত্যযুগের সৃষ্টি ও পূর্ববৎ সনাতন ধর্ম সংস্থাপন করিয়া কলিরূপ মহাসর্পকে নিরাকরণ পূর্বক বৈকুণ্ঠধামে প্রত্যাগমন করিব । ৮

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রহ্মা দেবগণ পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং দেবগণও দেবলোকে উপস্থিত হইলেন । ৯

হে বিপ্রার্ঘ্যে, ভগবান বিষ্ণু স্বীয় মহিমা বলে মনুষ্যরূপে নরলোকে অবতরণ বিষয়ে কৃতঘ্ন হইয়া শম্ভল গ্রামে প্রবেশ করিলেন । ১০

পরে বিষ্ণুমশা কর্তৃক স্তম্ভিত্তে বৈষ্ণব গত আহিত হইল । গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি প্রভৃতি সকলেই সেই গম্ভ শিশুর পাদপদ্ম সেবা করিতে লাগিলেন । ১১

সরিংসমুদ্রা গিরয়ো লোকাঃ সস্থাণুজঙ্গমাঃ ।

সহর্ষা ঋষয়ো দেবা জাতে বিষ্ণৌ জগৎপতো ॥ ১২

বভূবুঃ সর্বসদ্বানামানন্দা বিবিধাশ্রয়াঃ ।

নৃত্যন্তি পিতরো হৃষ্টাস্তৃষ্টা দেবা জগুর্ঘষাঃ ॥ ১৩

চক্রুর্বাঢ়ানি গন্ধর্ব্বা ননৃতুশ্চাপ্ সরোগণাঃ ॥ ১৪

দ্বাদশ্যাং গুরুপক্ষশ্চ মাধবে মাসি মাধবঃ ।

জাতং দদশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ ॥ ১৫

ল্লোকার্থ । যখন জগৎপতি বিষ্ণু শুভ জন্মপরিগ্রহ করিলেন, তখন সরিৎ, সমুদ্র, পবত, দেবগণ, ঋষিগণ ও গ্ৰাবর-জন্ম সমস্তই হর্ষযুক্ত হইলেন । ১২

সকল প্রাণীই বিবিধ আনন্দ করিতে লাগিল । পিতৃগণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন এবং দেবগণ হৃষ্টচিত্তে বিষ্ণুর যশোগান করিতে লাগিলেন । ১৩

গন্ধর্বগণ দিব্য বাজ্য বাজাইতে লাগিলেন, অঙ্গরাগণ নৃত্য করিতে প্রমত্ত হইলেন । ১৪

বৈশাখ মাসের গুরুপক্ষীয় দ্বাদশীতে\* ভগবান বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহাকে দেখিয়া পিতা-মাতা হৃষ্টচিত্ত হইলেন । ১৫

\*আমরা ব্যাসমুখে অবগত হয়েছি, ১৩৯২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে) বৈশাখী শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে কঙ্কিদেব মথুরাধামে অবতীর্ণ হইবেন ।

ধাতৃমাতা মহাবল্লী নাভিচ্ছেত্রী তদম্বিকা ।

গঙ্গোদকক্রেদমোক্ষা সাবিত্রী মার্জ্জনোদ্ধতা ॥ ১৬

## দ্বিতীয় অধ্যায়

তস্ম বিষ্ণোরণন্তস্ম বসুধাহধাং পয়ঃসুধাম্ ।

মাতৃকা মাঙ্গল্যবচঃ কৃষ্ণজন্মদিনে তথা ॥ ১৭

ব্রহ্মা তত্পদার্থ্যাশু স্বাশুগং প্রাহ সেবকম্ ।

\*যাহীতি স্মৃতিকাগারং গতা বিষ্ণুং প্রবোধয় ॥ ১৮

চতুর্ভূজমিদং রূপং দেবানামপি তুল্যভম্ ।

তাক্সা মানুযবদ্রুপং কুরু নাথ ! বিচারিতম্ ॥ ১৯

\*যাহীত ইতি বা পাঠঃ ।

**শ্লোকার্থ** । মহাযষ্টা ১৮ দেবশিশুর ধাত্রীমাতা ও অধিকা<sup>১৯</sup> নাভিচ্ছেদী হইলেন । সাবিত্রী ২০ আসিয়া গঙ্গাবারি<sup>২১</sup> দ্বারা গাত্রমার্জনাপূর্বক তাঁহার ক্রন্দ অপনয়ন করিতে লাগিলেন । ১৬

শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনে যেক্রপ হইয়াছিল, সেইরূপ সেই অনন্ত বিষ্ণুর কঙ্কিরূপে আবির্ভাবের দিনও তাঁহাব জন্ম বয়সে জলরূপস্থি ধারণ করিলেন । মাতৃকাগণ<sup>২২</sup> মাঙ্গল্য বাক্যে তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন । ১৭

এই শুভবার্তা অবগত হইয়া ব্রহ্মা আশুগামী সেবক পবনকে বলিলেন, তুমি স্মৃতিবাগারে যাইয়া মদীয় প্রার্থনাসম্মত বিষ্ণুর নিকট নিবেদন কর । হে নাথ, আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনার এই চতুর্ভূজ দিব্যরূপ দর্শন দেবগণের পক্ষেও সুতুল্য । অতএব আপনি এই রূপ ত্যাগ করিয়া নরতুল্য দ্বিজ মূর্তি ধারণ করুন । ১৮-১৯

**টিপ্পনী** ১৮ । মহাযষ্টা দুর্গাদেবীর এক মূর্তি । ইনি শিশুগণের রক্ষিকা । যোগিনীতন্ত্রে কবচমন্ত্রে আছে, ‘মহাযষ্টীরূপেণ বালকং রক্ষ রক্ষ’ ইত্যাদি । উক্ত মন্ত্রদ্বারা প্রমাণিত হয়, মহাযষ্টী বাল-রক্ষিকা ।

১৯ । দুর্গাদেবীর এক নাম অধিকা । শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দুর্গা অধিকা নামে কথিতা ।

২০ । সাবিত্রী সক্ষ্যাদেবীর এক নাম । ব্যাসদেব বলেন—

গায়ত্রী নাম পূর্বাঙ্কে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে ।

সরস্বতী চ সায়াক্ষে সৈব সক্ষ্যা ত্রিধা স্মৃতা ॥

পূবাহ্নে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সন্ধ্যাদেবী যথাক্রমে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী মূর্তি ধারণ করেন। ইহাই সন্ধ্যাদেবীর তিনরূপ। সন্ধ্যাদেবীর মধ্যাহ্নমূর্তি সবিতা বা সূর্যেদ্যোতক বলিয়া মধ্যাহ্ন মূর্তির নাম সাবিত্রী। উক্ত মর্মে ব্যাসদেব বলেন, ‘সবিতৃত্যোতনাং সৈব সাবিত্রী পরিকীৰ্ত্তিতা।’ সন্ধ্যাবন্দনা দ্বিজগণের নিত্য কর্তব্য। সন্ধ্যামন্ত্রে সাবিত্রী মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।—

মধ্যাহ্নে বিষ্ণুকপাং চ তাম্‌স্যাং পীতবাসসীম্ ।

যুবতীং চ যজুর্বেদাং সূর্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ ॥

২১। বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গাদেবী মর্তে প্রকটিত হন। মহারাজ ভগীরথ কর্তৃক মর্তে আনীত হওয়ায় গঙ্গাদেবী ভাগীরথী নামে অভিহিতা। সূর্যবংশে সগর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি সর্বদা অশ্বমেধ যজ্ঞের অষ্ঠষ্ঠান করিতেন। হঠাৎ ইন্দ্রদেব দেখিলেন, যজ্ঞফলে সগর ইন্দ্রাসন অধিকার করিবেন। যজ্ঞফল বিনাশার্থ ইন্দ্রদেব যজ্ঞীয় তুরংগ অপহরণ করেন। ষাট হাজার সগরপুত্র নানাস্থানে সন্ধান করিয়াও অপহৃত যজ্ঞাশ্ব পাইলেন না। অনন্তর সগর বাজার পুত্রগণ পৃথিবী ভেদ করিয়া পাতালে প্রবেশ করেন এবং তথায় এক তেজস্বী মহাবীৰ নিকট যজ্ঞীয় অশ্ব আবদ্ধা দেখিলেন। ইন্দ্রদেব উক্ত অশ্ব চুরি করিয়া পাতালে মহাবীৰ কপিলের নিবট বাধিয়া রাখিয়াছিলেন। সগরপুত্রগণ কপিলমুনির অমিত প্রভাব জানিতেন না। এত হেতু তাঁহাকে সাধারণ তত্ত্বর ভাবিয়া তিরস্কার কবেন। হঠাৎ মহাবীর ধ্যান ভঙ্গ হয় এবং তিনি ক্রোধাক্ত হইয়া নেত্রাগ্নিদ্বারা সগর রাজার ষাট হাজার পুত্রকে ভস্মীভূত করেন। কালক্রমে সগরবংশে ভগীরথ নামে এক কুমার জন্মগ্রহণ করেন। কপিলের শাপে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারার্থ ভগীরথ কঠোর তপস্যা করেন এবং তপোবলে গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যলোকে আনয়ন করেন।

২২। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে, যখন ভগবতী চণ্ডীদেবী দেবশক্তি অম্বরগণের সহিত যুদ্ধ করেন, তখন ব্রহ্মা, মহাদেব, কার্তিকেয়, বিষ্ণু ও ইন্দ্রাদি দেবতাব শক্তিগণ যথাক্রমে ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কোনারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, বারাহী,

নারসিংহী প্রভৃতি রূপে চণ্ডিকার পশ্চাতে ছিলেন। ইহার মাতৃকা নামে প্রসিদ্ধা ও অঙ্গদেবতারূপে পরিগণিতা। বরাহ পুরাণে মাতৃকাগণের উৎপত্তির বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে লিখিত।

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রদ্ধা পবনঃ সুরভিঃ সুখম্ ।  
 সশীতঃ প্রাহ তরসা ব্রহ্মণো বচনাদৃতঃ ॥ ২০  
 তং শ্রুত্বা পুণ্ডরীকাক্ষস্তৎক্ষণাদ্ দ্বিভূজোহভবৎ ।  
 তদা তৎপিতরৌ দৃষ্ট্বা বিস্ময়াপন্ন মানসৌ ॥ ২১  
 ভ্রমসংস্কারবদ্ধত্রমেনাতে তস্ম মায়ায়া ।  
 ততস্তু শম্ভলগ্রামে সোৎসবা\*জীবজাতয়ঃ ।  
 মঙ্গলাচারবহুলাঃ পাপতাপবিবর্জিতাঃ ॥ ২২  
 স্মৃতিস্তং স্মৃতং লব্ধ্বা বিষ্ণুং জিষ্ণুং জগৎপতিম্ ।  
 পূর্ণকামা বিপ্রমুখ্যানাহুয়াদ্ গবাং শতম্ ॥ ২৩  
 \*জীবা ইতি বা পাঠঃ ।

**শ্লোকার্থ।** সুখকর সুরভি শীতল পবন ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার অহরোধে দ্রুতবেগে ধাবমান হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমনান্তে সমুদয় বৃত্তান্ত কহিলেন। ২০

পবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া পদ্মলোচন হরি তৎক্ষণাৎ দ্বিভূজ হইলেন। তাঁহার পিতা-মাতা তাহা অবলোকন পূর্বক বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ২১

অনন্তর বিষ্ণুর মায়াবলে তাঁহার চতুর্ভূজ মূর্তি দেখিয়া ভ্রান্তি মূলক মনে করিলেন। পরে শম্ভলনগরে সকল জাতীয় প্রাণী উৎসব সম্পন্ন করিতে লাগিল। সকলেই পাপ-তাপ বিবর্জিত হইয়া সতত মঙ্গলাচরণে রত হইল। ২২

জগৎপতি জয়শীল বিষ্ণুকে পুত্ররূপে লাভ করিয়া স্মৃতি পূর্ণমনোর্থা হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান পূর্বক একশত গাভী দান করিলেন। ২৩

হরেঃ কল্যাণকৃদ্বিযুগ্মশাঃ শুদ্ধেন চেতসা ।  
 সামৰ্গ্যজুবিস্তিৰগ্ৰ্যোস্তল্লমকরণে রতঃ ॥ ২৪  
 তদা রামঃ ক্লপো ব্যাসো দ্রোণিভিক্ষুশরীরিণঃ ।  
 সমায়াতা হরিং দ্রষ্টুং বালকত্মপাগতম্ ॥ ২৫  
 তানাগতান্ সমালোকা চতুরঃ সূৰ্য্যসন্নিভান্ ।  
 হৃষ্টরোমা দ্বিজবরঃ পূজয়াধ্বক্ৰ স্ৰস্বরান্ ॥ ২৬  
 পূজিতাস্তে স্বাসনেষু সংবিষ্টাঃ স্বসুখাশ্রয়াঃ ।  
 হরিং ক্রোড়গতং তস্য দদৃশুঃ সৰ্ব্বমূৰ্ত্তয়ঃ ॥ ২৭

**শ্লোকার্থ** । ব্রাহ্মণ বিষ্ণুগণা শ্রীহরির কল্যাণকামনায় শুদ্ধচিত্ত হইয়া ঋক্, যজু ও সামবেদীয় প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণদ্বারা তদীয় নামকরণে প্রবৃত্ত হইলেন । ২৪

তৎকালে পরশুরাম<sup>২৩</sup>, ক্লপ<sup>২৪</sup>, ব্যাস ও অশ্বত্থামা<sup>২৫</sup> ভিক্ষু-শরীর ধারণ-পূর্বক বাল্যগ্রাপ্ত ভগবান হরিকে দর্শনার্থ আগমন করিলেন । ২৫

ব্রাহ্মণবর বিষ্ণুগণা সূর্য্যসন্নিভ চারিজন প্রধান ঋষিকে আসিতে দেখিয়া পুলকিত চিত্তে অভ্যর্থনা ও পূজা করিলেন । ২৬

রাম, ক্লপ প্রভৃতি বিষ্ণুগণা কর্তৃক পূজিত ও স স আসনে সুখাসীন হইয়া, পিতৃক্রোড়স্থিত বলরূপ ধারণক্ষম শ্রীহরিকে দর্শন করিলেন । ২৭

**টিপ্পনী** ২৩ । পরশুরাম অন্ততম চিরঞ্জীবি এবং ভগবান বিষ্ণুর ষোড়শ অবতার । উক্ত মর্মে ত্রীমদ্বাগবতে ( দ্বিতীয় স্কন্দে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ) আছে—

অবতারে ষোড়শমে পশুন্ ব্রহ্মজহো নৃপান্ ।

ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃকৃত্বামকরোন্নমীম্ ॥

একমতে পরশুরাম সপ্তম অবতার এবং রামচন্দ্রের পূর্বে অবতীর্ণ । পরশুরাম মহর্ষি জমদগ্নির বীরপুত্র এবং একশবার ভারতকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেন । কালিকা-পুরাণের ৮৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, মহাতপস্বী জমদগ্নি বিদর্ভরাজের কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন । রেণুকার গর্ভে ক্ষমধান, সুবেণ, বিশ্ব ও বিশ্বাবহু

নামে চারিপুত্র হয়। একদা দেবগণ মহারাজ কার্তবীৰ্য্য বিনাশার্থ বিষ্ণুকে প্রার্থনা করেন। দেবগণের প্রার্থনায় স্বীকৃত হইয়া ভগবান বিষ্ণু কলাংশে জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে পরশুরাম রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব পরশুরাম বিষ্ণুর খণ্ডশক্তি। সহজাত কুঠার (পরশু) হস্তে তিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হন। এই পরশুকে পরশুরাম কখনও বর্জন করেন নাই। তাঁহার মাতা রেণুকা ক্ষত্রাণী এবং পিতা জমদগ্নি ব্রহ্মষি হওয়ায় পরশুরামের মধ্যে ক্ষাত্রাশক্তি ও ব্রহ্মভেজ উভয় পূর্ণরূপে প্রকটিত ছিল। এই হেতু তিনি ব্রাহ্মণ সদৃশ বেদবিৎ তপস্বী এবং ক্ষত্রিয় সদৃশ সর্ষ শস্ত্রবিশারদ মহাবীর ছিলেন। ইনি পিতার আদেশে জননী রেণুকার শিরোচ্ছেদ করেন। একমতে যে পরশুদ্বারা তিনি মাতৃহত্যা হন, সেই পরশু তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হওয়ায় তিনি পরশুরাম নামে অভিহিত এবং সেই পরশু ত্যাগার্থ তাঁহাকে কঠোর তপস্বী করিতে হয়।

২৪। মহর্ষি গৌতম শরদ্বাণ নামে একপুত্র লাভ করেন। উহার সহিত ধনুর্বাণও প্রসূত হয়। শরদ্বাণ বিশেষ বেদজ্ঞ না হইলেও ধনুবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি তপোবলে অনেক প্রকার অস্ত্রশস্ত্র প্রাপ্ত হন। ইহার ধনুবিদ্যা ও তপঃ শক্তি দেখিয়া ইন্দ্র ভীত হন। শরদ্বাণের ধ্যান ভঙ্গার্থ ইন্দ্রদেব জানপদী নাম্নী দেবকন্যাকে প্রেরণ করেন। শরদ্বাণের আশ্রমে আসিয়া দেবকন্যা তাঁহাকে প্রলোভিত করেন। এক বস্ত্রা স্তন্দরী দর্শনে শরদ্বাণ বিমোহিত হন এবং তাঁহার হস্তস্থিত ধনুর্বাণ ভূমিতে স্থলিত হয়। ধৈর্য্যচ্যুতির আশংকায় তিনি আশ্রমাগতা অপ্সরীকে ছাড়িয়া এবং ধনুর্বাণ ও যুগচর্ম ফেলিয়া পলায়ন করেন। দেবকন্যা জানপদী দর্শনে অজ্ঞাতসারে তাঁহার বীৰ্য্যস্থলন হয়। ঐ অমোঘ বীৰ্য্য হইতে দুই বালক উৎপন্ন হয়। দৈবক্রমে রাজা শান্তনু যুগস্মার্থ উক্ত স্থানে আসেন। তাঁহার কোন অহুচর পূর্বোক্ত ধনুর্বাণ ও যুগচর্ম দুইটীতে দুইটি বালক অবস্থিত দেখেন। এই সমাচার পাইয়া রাজা শান্তনু ঐ বালকদ্বয়কে রাজধানীতে লইয়া যান এবং তাহাদিগকে পুত্রবৎ পালন করেন। শান্তনু কৃপাবশে বালকদ্বয়কে আনিয়াছিলেন বলিয়া একজনের নাম রাখেন কৃপ। তথায় ধনুর্বেদ ও নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া কৃপ আচার্যের পদবী প্রাপ্ত হন।

কুরুক্ষেত্ৰেৰ মহাযুদ্ধে কৃপাচাৰ্য কৌৰব পক্ষে ছিলেন। মহাভাৰতৰ আদিপৰ্বে ১৩০ অধ্যায়ে কৃপাচাৰ্যেৰ বিস্তৃত বৃত্তান্ত লিখিত। ভাগবত পুৰাণেৰ নবম স্কন্ধেৰ ২১ অধ্যায়েও তাঁহাৰ কাহিনী পাওয়া যায়।

২৫। দ্রোণাচাৰ্য্যেৰ পুত্ৰ অশ্বখামা ভাৰত-প্ৰসিদ্ধ মহাবীৰ ও চিৰঞ্জীবি। মহাভাৰতৰ আদি পৰ্বে ১৫০ অধ্যায়ে আছে—

শাৰদ্বতীং ততো ভাৰ্য্যাং কৃপীং দ্রোণোহঘবিন্দত।

অগ্নিহোত্ৰে চ ধৰ্মে চ মথে চ সততং রতাম্ ॥

অলভদৌতমী পুত্ৰমশ্বখামানমেব চ।

স জাতমাত্ৰো ব্যনদত্তথৈবোচ্চৈঃশ্ৰবা হয়ঃ ॥

তচ্ছ স্নাত্ব ত্ত্বাহিতং ভূতমন্ত্ৰিৰিক্ষমন্ত্রবীং।

অশ্বশ্ৰেবাস্ত গমনং নদতঃ প্ৰদিশো গতম্ ॥

অশ্বৈখামৈব বালোহয়ং তস্মান্নান্না ভবিষ্যতি ॥

ইহাৰ ভাবাৰ্থ এই যে, দ্রোণেৰ গুৰুসে ও কৃপীৰ গৰ্ভে অশ্বখামাৰ জন্ম হয়। জন্মকালে তিনি ইন্দ্ৰাশ্ব উচ্চৈঃশ্ৰবাতুল্য হিঁ হিঁ শব্দ করেন। তখন দৈববাণী হইল, এই বালক অশ্বতুল্য বলশালী বলিয়া ইহাৰ নাম অশ্বখামা হইল। ইহাতে দ্রোণাচাৰ্য্যেৰ পুত্ৰেৰ নাম অশ্বখামা হয়।

তং বালকং নরাকারং বিষ্ণুং নভা মনীশ্বরাঃ

কঙ্কি কঙ্কবিনাশার্থমাবিভূতং বিভূৰ্বৃধাঃ ॥ ২৮

নামাকুৰ্ব্বংস্ততস্তস্য কঙ্কি রিত্যভিবিষ্কৃতম্।

কৃদ্ধা সংস্কার কৰ্ম্মাণি যযুস্তে হৃষ্টমানসাঃ ॥ ২৯

ততঃ স বরধে তত্রঃ স্মৃত্যং পরিপালিতঃ।

কালেনান্নেন কংসারিঃ শুক্লপক্ষে যথা শশী ॥ ৩০

কঙ্কেজ্যেষ্ঠাঙ্গয়ঃ শূরাঃ কবি প্রাজ্ঞ স্মনস্ককাঃ।

পিতৃমাতৃ প্ৰিয় করা গুরুবিপ্ৰ প্ৰতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩১

শ্লোকার্থ। মূনিবর পরশুৰাম প্ৰভৃতি নররূপী বালক বিষ্ণুকে নমস্কাৰ



করিয়া তাঁহাকে পৃথিবীর পাপরূপ মূল অপনোদনের নিমিত্ত আবির্ভূত কঙ্কি রূপে জানিতে পারিলেন । ২৮

নাম-করণ কালে তাঁহার ঐ বালকের ‘কঙ্কি’ এই শুভ নাম রাখিলেন এবং জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পাদন করিয়া প্রহুঁচিতে স্বহানে প্রত্যাগত হইলেন । ২৯

অনন্তর স্মৃতি কর্তৃক পরিপালিত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই কঙ্কি গুরুপক্ষের চন্দ্রতুলা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন । ৩০

কঙ্কির পূর্বে, তাঁহার ভোষ্ঠ তিন ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহাদের নাম কবি, প্রাজ্ঞ ও স্মমন্ত্র বা স্মমন্ত্র । ইহারা গুরুর ও পিতামাতার অহুগত ছিলেন । গুরু ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই ইহাদের স্তুতি করিতেন । ৩১

কঙ্কেরাশাঃ পুরো জাতাঃ সাধবো ধর্মতৎপরঃ ।

গার্গ্যভর্গ বিশালাত্মা জাতয়ন্তদনুব্রতাঃ ॥ ৩২

বিশাখযুপভূপাল পালিতাস্তাপবর্জিতাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ কঙ্কিমালোকা পরাঃ প্রীতিমুপাগতাঃ ॥ ৩৩

ততো বিষ্ণুযশাঃ পুত্রং ধীরং সর্বগুণাকরম্ ।

কঙ্কিং কমলপত্রাক্ষং প্রোবাচ পঠিনাদৃতম্ ॥ ৩৪

তাত তে ব্রহ্মসংস্কারং যজ্ঞসূত্রমনুত্তমম্ ।

সাবিত্রীং বাচয়িষ্যামি ততো বেদান্ পঠিষ্যসি ॥ ৩৫

শ্লোকার্থ । গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি ধর্মনিষ্ঠ সাধুগণ প্রথমে তাঁহারই গোত্রে জন্ম পরিগ্রহ করেন । ইহারা সকলেই কঙ্কির অংশভূত ও অহুগত । ৩২

ইহারা বিশাখযুপ নামক ভূপাল কর্তৃক প্রতিপালিত । এই সকল ব্রাহ্মণ কঙ্কিকে দেখিয়া সন্তাপরহিত ও পরম পরিভূক্ত হইলেন । ৩৩

অনন্তর সূধীর, সর্বগুণাকর, কমললোচন কুমার কঙ্কিকে বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত দেখিয়া বিষ্ণুযশা কহিলেন, বৎস, এক্ষণে তোমার উপনয়নরূপ ব্রহ্মসংস্কার সম্পাদন করিয়া গায়ত্রী উপদেশ দিব, পরে তুমি বেদ অধ্যয়ন করিবে । ৩৪-৩৫

## কঙ্কিপুৰাণ

কঙ্কিরূবাচ ।

কো বেদঃ কা চ সাবিত্রী কেন সূত্রেণ সংস্কৃতাঃ ।

ব্রাহ্মণা বিদিতা লোকে তত্ত্বং বদ তাত মাম্ ॥ ৩৬

পিতোবাচ ।

বেদো হরৈর্বাফু সাবিত্রী বেদমাতা প্রতিষ্ঠিতা ।

ত্রিগুণঞ্চ ত্রিবৃৎসূত্রং তেন বিপ্রাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৩৭

দশযজ্ঞৈঃ সংস্কৃতা যে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ ।

তত্র বেদাশ্চ লোকানাং ত্রয়াণামিহ পোষকাঃ ॥ ৩৮

যজ্ঞাধ্যয়ন দানাতি তপঃ স্বাধ্যায় সংযমঃ ।

শ্রীণয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা বেদ তন্ত্র বিধানতঃ ॥ ৩৯

**শ্লোকার্থ ।** কঙ্কি কহিলেন, হে পিতা, বেদ কাহাকে বলে ? গায়ত্রীই বা কি ? কিরূপ সূত্রদ্বারা সংস্কৃত হইলে ব্রাহ্মণরূপে প্রখ্যাত হওয়া যায়, তৎসমুদয় আমাকে বলুন । ৩৬

পিতা বলিলেন, বৎস, বিষ্ণুর বাক্যই বেদ । সাবিত্রী বেদমাতা রূপে বিখ্যাত । ত্রিগুণিত সূত্রে গ্রহি দিয়া তিন গুণ করিলে উপবীত রচিত হয় । ব্রাহ্মণগণ এই উপবীত ধারণে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়া থাকেন । ৩৭

যাঁহারা দশ যজ্ঞ দ্বারা সংস্কৃত, তাঁহারাষ্ট ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মবাদী । তাঁহারা ত্রিলোকের মঙ্গলার্থ বেদ রক্ষা করেন । ৩৮

ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা, বেদপাঠ ও ইন্দ্রিয় সংযম দ্বারা বেদ ওঁতন্ত্রের বিধান মতে ভক্তি পূর্বক শ্রীহরিকে প্রসন্ন করেন । ৩৯

\*তস্মাত্তথোপনয়ন কৰ্ম্মনোহহং দ্বিজৈঃসহ ।

সংস্কৰ্ত্তুং বান্ধবজ্ঞনৈস্তামিচ্ছামি শুভে দিনে ॥ ৪০

\*তস্মাৎ যথোপনয়ন ইতি বা ।

পুত্র উবাচ ।

কে চ তে দশ সংস্কারা ব্রাহ্মণেষু প্রতিষ্ঠিতাঃ ।

ব্রাহ্মণাঃ কেন বা বিষ্ণুমৰ্চয়ন্তি বিধানতঃ ॥ ৪১

## পিতোবাচ ।

\*ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো গর্ভাধানাদি সংস্কৃতঃ ।

সম্ব্যাত্রয়েণ সাংবিত্রী-পূজা-জপ-পরায়ণঃ ॥ ৪২

তপস্বী সত্যবাগ্ ধীরো ধর্মাশ্রা ত্রাহি সংসৃতিম্ ।

বিযুর্চনমিদং জ্ঞাত্বা সদানন্দময়ো দ্বিজঃ ॥ ৪৩

\*ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ইতি বা ।

**শ্লোকার্থ** । এই হেতু শুভদিনে বন্ধুবান্ধব ও ব্রাহ্মণগণের সহিত সমবেত হইয়া তোমার উপনয়ন সংস্কার করিব, ইহাই আমার ইচ্ছা । ৪০

প্রিয় পুত্র বলিলেন, ব্রাহ্মণেরা যে দশবিধ সংস্কার ২৬ দ্বারা সংস্কৃত হন, সেই দশ সংস্কার কি ? ব্রাহ্মণগণ কিরূপেই বা যথাবিধানে বিষ্ণুর অর্চনা করেন ? ৪১

পিতা বলিলেন, যিনি ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণীগর্ভে জন্ম লইয়া গর্ভাধান প্রভৃতি দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইবেন, যিনি ত্রিসম্ব্যাক্ষ গায়ত্রীজপ ও পূজা করিবেন, এবং যিনি তপস্বী, সত্যবাদী, ধীর ও ধর্মাশ্রা, তিনিই বিষ্ণুপূজার বিধি জ্ঞাত হইয়া সদানন্দ থাকেন ও সংসার সাগর হইতে উদ্ধার লাভ করেন । ৪২-৪৩

**টিপ্পনী** ২৬ । দশবিধ সংস্কার যথা—বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও সমাবর্তন । ব্রহ্মচর্য্য পালন ও বেদাধ্যয়নান্তে বিবাহ সংস্কার বিধেয় । বিবাহান্তে শাস্ত্রবিধি অনুসারে মন্ত্রপূত অগ্নিষ্ঠান সহ বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাস দ্বারা গর্ভসংস্কার করিতে হয় । গর্ভসংস্কারের পূর্বে যে অগ্নিষ্ঠান বিহিত, তাহাকে গর্ভাধান বলে । গর্ভ তিন মাস হইলে গর্ভস্পন্দনের পূর্বে যে মাস্তলিক অগ্নিষ্ঠান বিহিত, তাহাকে পুংসবন সংস্কার বলে । গর্ভের চার বা ছয় বা আট মাসের মধ্যে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার কর্তব্য । সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শাস্ত্রবিধি অনুসারে পঞ্চম সংস্কার জাতকর্ম করিতে হয় । ষষ্ঠ সংস্কার নবজাত শিশুর নামকরণ । কোন্ বর্ণের শিশুর জন্ত কি নাম অর্থসূচক হইবে, তাহা মঘাদি শাস্ত্রে লিখিত । সপ্তম সংস্কার অন্নপ্রাশন । ইহাতে নবশিশুকে অন্ন ভক্ষণ করাইতে হয় । এই সংস্কার অত্যাপি

হিন্দুধৰ্মাবলম্বিদের মধ্যে প্রচলিত। অষ্টম সংস্কাৰ চূড়াকৰণ। অন্তপ্রাশনের পৰ কোন বৰ্ণেৰ শিশুৰ মাথায় কিকপ চূড়াকৰণ ( শিখা ধাবণ ) কবিত্তে হয়, তাত্তা ধৰ্মশাস্ত্ৰে লিখিত। চূড়াকৰণ কালে যজ্ঞাদি অন্তৰ্ভেষ। নবম সংস্কাৰ উপনয়ন। বিধিপূৰ্বক যজ্ঞান্তান সহকাৰে যজ্ঞোপবীত প্রদানেৰ নাম উপনয়ন। উপনয়ন সংস্কাৰ ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্ৰিয় ও বৈশ্য ও শূদ্র ত্ৰিবৰ্ণ মধ্যে পৰিগণিত হয় না। এই সংস্কাৰ দ্বাব ব্রাহ্মণ দ্বিঃ নামে কথিত হন। দ্বিজ শব্দেৰ অর্থ দুহ জন্ম।—প্রথম মানব জন্ম ও দ্বিতীয় বৰ্ণ জন্ম। দশম সংস্কাৰ সমাবৰ্তন। উপনয়নান্তে গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন কৰ্তব্য। তদন্তে স্বগৃহে প্রত্যাবৰ্তন পূৰ্বক গাহস্থ্যশ্রমে প্রবেশকে সমাবৰ্তন বলে।

পুত্ৰ উবাচ।

কৃত্বাস্তে স দ্বিজো যেন তাবয়ত্যাখিদ্, ভগং ।

সন্মার্গেণ হাবি শ্রীগন কামদোগ্ৰা ভগব্রযে ॥ ৭২

পিতোবাচ ।

বালনা বালিনা ধৰ্ম্ম-ঘাতিনা দ্বিজ-পাতিনা ।

নিবাকৃত। ধৰ্ম্মবত। গ৩। বস্মান্তবাস্তবম ॥ ৭৫

যে স্বল্পতপসে। বিপ্লঃ স্থিতাঃ বলিয়গান্তবে ।

শিশ্নোদবভূতোঃ ধৰ্ম্মনিবত। বিবতক্রিয়াঃ ॥ ৭৬

পাপসাব। ত্বাচাবাস্তোজোহীনাঃ কল্যাবিত ।

আত্মান বক্ষিতু নৈব শক্কাঃ শূদস্য মেবকাঃ । ৭৭

ইতি জনকবচো নিশমা কব্বিঃ কলিকলনাশমনোহৰিলাষমনাঃ ।

দ্বিজনিভবচনৈস্তদাপনীতো গুণকুলবাসমুবাস সাধুনাগাঃ ॥ ৭৮

ইতি শ্রীকব্বি পুবাণে অন্তভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমংশে কব্বি জন্মোপনয়নং নাম দ্বিতীয়োখধ্যায়ঃ ॥

ম্লোকার্থ। পুত্ৰ বলিলেন, যিনি সংপথে থাকিয়া বিষ্ণুকে তুষ্ট কবেন,

যিনি লোকত্রয়ের কামধুক ও যিনি নিখিল জগৎ উদ্ধার করেন, ঈদৃশ ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন ? ৪৪

প্রাজ্ঞ পিতা বলিলেন, যাহারা ধর্মশীল ব্রাহ্মণ তাঁহারা ব্রাহ্মণদেবী ধর্মঘাতক বলবান্ কলি কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া বর্ষান্তরে<sup>২৭</sup> গমন করিয়াছেন । ৪৫

অল্প তপস্তাসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ কলিযুগের অধিকারের মধ্যে থাকিলেও তাঁহারা শিল্পোদর পরায়ণ, অধর্মরত, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিবর্জিত, পাপাত্মা, দুরাচার, তেজোহীন ও শূদ্রসেবক হইয়াছেন । ৪৬

তাঁহারা কলির প্রভাবে আত্মরক্ষায় অসমর্থ । কলিকুলধ্বংসাভিলাষী সাধুনাথ কক্ষি এইরূপ পিতৃবাচ্য শ্রবণ করিয়া পিতা ও ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পঠিত মন্ত্রে উপনীত হইয়া গুরুকুলে<sup>২৮</sup> বাসার্থ গমন করিলেন । ৪৭-৪৮

শ্রীকষ্টিপুরাণে ভবিষ্য অষ্টভাগবতে প্রথমাংশে কক্ষি জন্ম ও উপনয়ন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**টিপ্পনী** ২৭। পুরাণ সমূহে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত পাওয়া যায় । পৌরাণিক ভূগোল অল্পসাবে পৃথিবীতে সপ্তদ্বীপ বিদ্যমান । এক এক দ্বীপের বিভাগ এক এক বর্ষ নামে কথিত । সপ্তদ্বীপের নাম যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্লি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুরুষ । উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে ( ২য় অংশে, ২য় অধ্যায়ে, ৫ম শ্লোকে ) আছে—

জম্বুপ্লক্ষাখ্যয়ো দ্বীপৌ শাল্লিলিচাপরৌ দ্বিজঃ ।

কুশঃ ক্রৌঞ্চস্তথা শাকঃ পুরুষশ্চৈব সপ্তমঃ ॥

ভারতবর্ষে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত । উক্ত বর্ণনায় জানা যায়, শম্ভলগ্রাম সম্ভবতঃ বা অল্পমানতঃ ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত । উক্তর প্রদেশে মোরাদাবাদ জেলায় শম্ভল তীর্থ বিদ্যমান । আলোচ্য 'বর্ষান্তর' দ্বারা ভারতবর্ষের অতিরিক্ত অষ্ট বর্ষ বুঝিতে হয় । বিষ্ণুপুরাণে ( ২য় অংশে, ২য় অধ্যায়ে, ১২-১৩ শ্লোকদ্বয়ে ) জম্বুদ্বীপেরও বর্ষ বিভাগ উল্লিখিত ।—

ভারত প্রথমং বর্ষং ততঃ কিস্পুরুষং স্ত্রুতম্ ।

হরিবর্ষং তথৈবান্নম্নেরৌ দক্ষিণতো দ্বিজ ॥

ৰম্যকং চোক্তরে বৰ্ষং তশ্চৈবাত্ৰ হিরণ্যম্ ।

উভয়াঃ কুরুবশ্চৈব যথা বৈ ভারতং তথা ॥

ভারত. কিম্পুৰুষ, হৰি, ৰম্যক, হিরণ্য ও কুরু—এই ছয় অংশে কঙ্কিপুৰাণ বিভক্ত ।

২৮। উপনয়ন সংস্কার গ্রহণান্তে গুরুকুলে বাস কৰিয়া ব্রহ্মচৰ্য্য ব্রত পালনীয় । উক্ত মমে বিষংসৃতিতে ( ২য় অধ্যায়ে ) আছে, অথ ব্রহ্মচাৰিণাং গুরুকুলে বাসং । উপবীত ব্রহ্মচাৰি গুরুকুলে বাস কৰিয়া বেদ অধ্যয়ন কৰিবেন । লঘুতাপীত সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোক আছে ।—

উপনীতো মানবকো বসেদ্ গুরুকুলেষু বা ।

গুরোঃ কুলে ত্ৰিষং কৃয্যাৎ কৰ্মণা মনসা দিবা ॥

উপনীত মানবক ( ব্রহ্মচাৰী ) গুরুকুলে বাস কৰিবেন এবং কায়মনোবাক্যে গুরুসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন । গুরুকুলে বাস ব্রহ্মচাৰীৰ অবশ্য কৰ্তব্য । হৰগুহে বস পাব্যক্ত হইলে গীৰ্ভনে অত্যাচ্ছ বিষয় অনিয়মিত হয় ।

টিপ্পণী । সোপণ পুরাণোক্ত দ্বারকা মাহাত্ম্যে ( ৩১৩১১ ) আছে

ইতুচ্ছায়া দ্বিজ শ্ৰেষ্ঠামৃদমালশ্চ পাণিনি ।

বিষ্ণুং সংস্মৃতা মনসা মন্ত্ৰমেতমুদীরয়েৎ ॥

অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বশুন্ধরে ।

উদ্ধৃতাসি বরাহেন কৃষ্ণেন শত বাছনা ॥

মুক্তিকে হর মে পাপং যন্মায়া পূর্বসঙ্কিতম্ ।

ত্বয়া হতেন পাপেন পুতঃ সঞ্জায়তে নরঃ ॥

অর্থ । ... হে মুক্তিকে, মৎ কর্তৃক পূর্বসঙ্কিত সর্ব পাপ হরণ কর । তুমি পাপ হরণ করিলে পাপিষ্ঠ মাতৃমণ্ড পৰ্মিষ্ঠ হয় । দ্বারকা মাহাত্ম্য সদৃশ সম্ভল মাহাত্ম্যও স্থপাঠ্য পুস্তক ।

## প্রথম অংশ তৃতীয় অধ্যায়

স্মৃত উবাচ ।

ততো বসন্তং গুরুকূলে যাতুং কক্ষিং নিরীক্ষ্য সঃ ।

মহেন্দ্রাদিস্থিতো রামঃ সমানীয়াশ্রমং প্রভুঃ ॥ ১

প্রাহ হ্যং পাঠয়িষ্যামি গুরুং মাং বিদ্ধি ধর্ম্মতঃ ।

ভৃগুবংশসমুৎপন্নং জানদগ্ন্যং মহাপ্রভুম্ ॥ ২

বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞং ধনুর্বেদবিশারদম্ ।

কৃতা নিঃক্ষত্রিয়াং পৃথ্বীং দত্ত্বা বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥ ৩

মহেন্দ্রাদৌ তপস্বপু মাগতোহহং দ্বিজাভ্যজ্জ ।

ত্বং পাঠাত্র নিজং বেদং যচ্চান্যচ্ছাস্ত্রমুত্তমম্ ॥ ৪

**শ্লোকার্থ ।** স্মৃত বলিলেন, অনন্তর কক্ষি গুরুকুলবাসে গমন করিতেছেন দেখিয়া, মহেন্দ্র<sup>২৯</sup> পর্বতবাসী প্রভাবশালী রাম তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে অনয়ন করিলেন এবং বলিলেন, আমি তোমাকে বেদাদি অধ্যয়ন করাইব । ১

ধর্ম্মতঃ তুমি আমাকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবে । আমি মহাপ্রভাব সম্পন্ন জানদগ্ন্য ও ভৃগুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ২

বেদবেদাঙ্গের সর্ব তত্ত্ব আমি জ্ঞাত আছি, বিশেষতঃ ধনুর্বেদে আমি মদ্বিতীয় । আমি সমগ্র পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণা দিয়াছিলাম । ৩

তৎপরে তপস্তা করিবার জন্ত আমি মহেন্দ্রপর্বতে আগমন করি । হে ব্রাহ্মণ হ্মার, বেদ বা অন্তান্ত শাস্ত্র যাহা ইচ্ছা, তাহা এখানে আমার নিকট অধ্যয়ন

**টিপ্পনী** ২৯। মহেন্দ্রপর্বত ভারতস্থ সপ্ত কুলাচলের মধ্যে অত্যন্তম। উক্তমর্মে মহাভারতে ( ভীষ্ম পর্ব, ৯ম অধ্যায় ) আছে—

মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহঃ শুক্তিমানুক্ষবানপি ।

বিন্ধ্যশ্চ পারিষাত্রশ্চ সশ্বেতে কুলপর্বতাঃ ॥

মহেন্দ্র পর্বত, মলয় পর্বত, সহ্যাদ্রি পর্বত, শুক্তিমান্ পর্বত, ঋক্ষবান্ পর্বত, বিন্ধ্যপর্বত ও পারিষাত্র পর্বত—এই সপ্ত কুলপর্বত ভারতে অবস্থিত।

মহেন্দ্র পর্বত হইতে ত্রিমাসা ও ঋষিকুল্যাদি নদী উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে (২য় অংশ, ৩য় অধ্যায়, ৮ শ্লোক) আছে, ‘ত্রিমাসা ঋষিকুল্যাচ্চ মহেন্দ্র প্রভবাঃ স্মৃতাঃ’ ॥ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ( পুরীধামে ) ঋষিকুল্যা নামে এক নদী প্রবাহিত। এই নদী গোনদবন দেশস্থ পর্বতমালা হইতে উৎপন্ন। উক্তস্থানে মহেন্দ্রমালী নামক যে পর্বতশ্রেণী প্রসিদ্ধ, উহাই পুরাণোক্ত মহেন্দ্র পর্বত। ঐ পর্বতমালা উড়িষ্যা প্রদেশের উত্তরাঞ্চলে গঞ্জাম জেলা হইতে গোনদবন পর্যন্ত প্রসারিত।

ইতি তদ্বচ আশ্রিত্য সংপ্রস্তুতনৃকহঃ ।

কল্কিঃ পুরো নমস্কৃত্য বেদাধীতিততোহভবৎ ॥ ৫

সাক্ষং চতুষষ্টিকানাং ধনুবেদাদিকঞ্চ যৎ ।

সমধীত্য জামদগ্ন্যাং কল্কিঃ প্রাহ কৃতাজলিঃ ॥ ৬

দক্ষিণাং প্রার্থয় বিভো ! যা দেয়া তব সন্নিধৌ ।

যয়া মে সর্বসিদ্ধিঃ স্ম্যচ্চা স্যাৎকৃতোষকারিণী ॥ ৭

রাম উবাচ ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতো ভূমন্ ! কলিনিগ্রহকারণাং ।

বিষ্ণুঃ সর্বপ্রায়ঃ পূর্ণঃ স জাতঃ শস্ত্রলে ভবান্ ॥ ৮

**শ্লোকার্থ**। পরশুরাম মুখে ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কল্কি হুটুচিভ হইলেন এবং তাঁহাকে নমস্কারান্তে বেদ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ৫



তিনি জামদগ্নোর নিকট চতুষষ্টি<sup>৩০</sup> কলা সহিত সাক্ষোপাঙ্গ বেদ<sup>৩১</sup> ও ধনুর্বেদ<sup>৩২</sup> অধ্যয়ন করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন । ৬

গুরো, আপনি অগ্নগ্রহপূর্বক এক্ষণে দক্ষিণা প্রার্থনা করুন । যাহাতে আমার সর্বসিদ্ধি লাভ হয় ও আপনার পরিতোষ জন্মে, আপনি এরূপ কোন দক্ষিণা প্রার্থনা করিবেন । ৭

ভৃগুরাম বলিলেন, মহাত্মন, ব্রহ্মা কলির নিগ্রহার্থ সর্বাধারপূর্ণ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন । সেই পূর্ণ বিষ্ণুই তুমি শস্ত্রলগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছ । ৮

**টিপ্পণী ৩০ ।** পুরাকালে শিল্পবিজ্ঞাকে কলাবিজ্ঞা বলা হইত ।

নিম্নলিখিত ৬৪ প্রকার কলাবিজ্ঞা আছে ।

(১) গীত (২) বাজ ( বাজনা ) (৩) নৃত্য ( নাচ ) (৪) নাট্য (৫) লেখ্য (৬) বিশেষকচ্ছেদ্য ( চন্দন ও কুম্ভমদ্বারা শরীর চিত্রণ ) (৭) তণ্ডুল-কুম্ভম-বলিবিহার । পূজা ও যজ্ঞাদি কালে নৈবেদ্য প্রভৃতি রচনা ও পুষ্পপাত্রে পুষ্পাদি সংস্থান । (৮) পুষ্পান্তরণ—ফুলের সেজ ( ফুলদানি ) ও ফুলের গহনা রচনা । (৯) দশন-বসনাঙ্গরাজ । দস্ত, বস্ত্র ও অংগ চিত্রণ বিজ্ঞা । (১০) মণিভূমিকর্ম । পাথর হইতে মূর্তি গঠন বা ভাস্কর বিজ্ঞা । (১১) ইন্দ্রজাল, যাহুবিজ্ঞা (১২) শয়ন রচনা । খাট প্রভৃতি শয়নের সামগ্রী নির্মাণ । (১৩) উদকবাজ ( জলতরঙ্গ ) (১৪) উদকঘাত । কথিত আছে, হর্ষোধন জলস্তম্ভে লুঙ্কায়িত ছিলেন । ইহা জলস্তম্ভ রচনার কৌশল । (১৫) চিত্রযোগ ( বাজীগরী ) (১৬) মালাগ্রন্থন বিকল্প । মালা গাঁথার বৈচিত্র্য ও কৌশল । (১৭) শেখরাপীড় যোজনা । শেখর অর্ধে শিরস্ত্রাণ টুপি এবং উহার ভূষণ তৈয়ারীর কৌশল । (১৮) নেপথ্য যোগ । অভিনয়ের উত্তোগ ও ভূষণাদি এই শিল্পের অঙ্গ । (১৯) কর্ণপত্রভংগ । পূর্বকালে কামিনীগণ তিলক রচনা করিতেন । তাঁহাদিগকে এই বিজ্ঞা শিখিতে হইত । (২০) গদ্যযুক্তি । স্তব্ধকল্পিত প্রস্ততির কৌশল । (২১) ভূষণযুক্তি । গহনা প্রস্ততির বিজ্ঞা (২২) কোচুমারযোগ ( জালসাজী ) (২৩) হস্তলাঘব, একপ্রকার বাজীকরী বা যাহুবিজ্ঞা । (২৪) চিত্রভক্ষ্যক্রিয়া । চমৎকার ও সুস্বাদু বিবিধ খাতের পাকপ্রণালী । (২৫) পানকরসযোগ । আম প্রভৃতি ফলের আচার ও সুরাদি

রস প্রস্তুতির প্রণালী। (২৬) সূচীবিদ্যা। দর্জি প্রভৃতির পেশা সেলাইকা  
 (২৭) স্বত্রক্রীড়া। পুতুলনাচ প্রভৃতির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ। (২৮) প্রহেলি  
 গল্পকথন। (২৯) প্রতিমালা। একবস্ত্র সদৃশ অন্তবস্ত্র রচনার চাতুরী। (৩  
 দ্রবচনযোগ। যে বাক্যের অর্থ সাধারণ লোকে বুঝতে পারেনা, তাহার ব  
 বলার বিদ্যা। (৩১) পুস্তকবাচন। অতিশীঘ্র বিলুপ্ত বর্ণ উদ্ধাবনান্তে পুস্তক প  
 ও বিবিধ অক্ষর পাঠের বিদ্যা। (৩২) নাটিকাখ্যায়িকা প্রদর্শন। জানা য  
 রাসধারণীগণ তুল্য কোন পেশা। (৩৩) কাব্যসমস্ত্রাপূরণ। কাব্য বা শ্লোকে  
 একাংশ উদ্ধৃতির পর বাকী অংশ পূরণের কৌশল। (৩৪) পট্টিকা বরজাব  
 বিকল্প। পশুগণের পোষাক রচনা ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের বিদ্যা। (৩৫) তরুকা  
 ভ্রমিষজ্ঞ বা চরকার টেকো। টেকোর স্বল্পশলাকায় বহু সূতা কাটা হঃ  
 (৩৬) তক্ষণ ক্রিয়া (ছুতারের কাজ) (৩৭) বাস্তবিদ্যা। রাজমিস্ত্রীর কাঃ  
 বৃহৎ সংহিতায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত। (৩৮) রূপরত্নপরীক্ষা। হী  
 প্রভৃতি জহরত ও স্বর্ণ রৌপ্য পরীক্ষার কৌশল। (৩৯) ধাতুবাদ। সূবর্ণা  
 ধাতু হইতে খাদ পৃথক বা প্রস্তুত করার রীতি। (৪০) মণিরাগ রঞ্জন। মণি  
 বর্ণ পরীক্ষা এবং উহাকে বিশুদ্ধ করার কৌশল। (৪১) আকব বিজ্ঞান  
 খনি সংক্রান্ত বিষয়ের জ্ঞান। (৪২) বৃক্ষায়ুবেদ। ইহা উদ্ভিদবিদ্যার পরাকাষ্ঠ  
 কল্পে বৃক্ষের উন্নতি হয়, তাহা বৃক্ষায়ুবেদে বর্ণিত। বৃহৎ সংহিতায় উহার মূ  
 সূত্র প্রদত্ত। (৪৩) মেঘ-কুকুট-লাবক যুদ্ধবিধি। মেঘ ও মুরগী প্রভৃতি লড়  
 দেখিয়ে জীবিকাার্জন। (৪৪) গুহপালিত পাখীগণকে ক  
 শিক্ষাদানের কৌশল। (৪৫) উৎসাদন কর্ম। চাতুরী দ্বারা শত্রুগণের বাসস্থ  
 উচ্ছেদ। (৪৬) কেশমার্জন কৌশল (৪৭) অক্ষরমুষ্টিসংখ্যা কথন। সাংকেতি  
 লিপি পাঠের কৌশল। (৪৮) শ্লেচ্ছতর্ক বিকল্প। শ্লেচ্ছভাষা ও শ্লেচ্ছশাস্ত্রে  
 জ্ঞানার্জন। (৪৯) দেশভাষা বিজ্ঞান। নানা দেশের ভাষা শিক্ষা। (৫০) পু  
 শাকটিকানির্মিত জ্ঞান। (৫১) যন্ত্রমাতৃকা। কলকজা প্রস্তুতির পদ্ধতি। (৫  
 ধারণমাতৃকা। কবচ ও পূজার দ্রব্য ও কবচতুল্য যন্ত্র ও তন্ত্রোক্ত যন্ত্র রচন

কৌশল। (৫৩) সম্পাদ্য কর্ম। নকল মণিরত্ন প্রস্তুতি ও উহার কৃত্রিমতা নির্ণয়। (৫৪) মানসিক ব্যাক্রিয়া। মনোভাব ইশারা ও ইঙ্গিতে প্রকাশের কৌশল। (৫৫) কোষ-ছন্দোবিজ্ঞান ( শব্দশাস্ত্রবিজ্ঞা )। (৫৬) ক্রিয়া বিকল্প। অনেক উপায়ে কর্মশিক্ষা। (৫৭) ছলিতক যোগ। অস্ত্রের সহিত ছলনার কৌশল। (৫৮) বস্ত্র-গোপনক। (৫৯) দ্যুত প্রভেদ। অনেক প্রকার জুয়া খেলা। (৬০) আকর্ষণ ক্রীড়া। (৬১) বালক্রীড়নক। শিশুদের জন্য খেলনা নির্মাণ বিজ্ঞা। (৬২) বৈজ্ঞানিকী বিজ্ঞা (৬৩) বৈয়াক্যকী বিজ্ঞা (৬৪) বৈনায়কী বিজ্ঞা।

বঙ্গদেশীয় পণ্ডিত কালীবর বেদান্ত বাগীশ ৬৪ কলার যে বর্ণনা দিয়াছেন এবং শুক্রনীতি পুস্তকে যে বৃত্তান্ত লিখিত, তদনুসারে উল্লিখিত বিবরণ প্রদত্ত। ‘শুক্রনীতি’ গ্রন্থে ( চতুর্থ অধ্যায়ে, তৃতীয় প্রকরণে ) মধুসূদন সরস্বতীকৃত মহিমস্তোত্রের হরিহর টাকায় এবং বাৎস্তায়ন কৃত কামসূত্রের টাকায় ৬৪ কলার বৃত্তান্ত লিখিত।

৩১। ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ—এই চতুর্বেদের ছয় অংগ আছে। যথা—শিক্ষা, ব্যাকরণ, কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। উক্ত মর্মে শুক্রনীতি শাস্ত্রে ( ৪র্থ অধ্যায়, ৩য় প্রকরণ, ২৮ শ্লোক ) আছে—

শিক্ষা ব্যাকরণং কল্পো নিরুক্তং জ্যোতিষং তথা।

ছন্দঃ ষড়ঙ্গানীমানি বেদানাং কীর্তিতানি হি॥

ষড়ঙ্গ বেদের সংজ্ঞা অত্র এইরূপ পাওয়া যায়।

শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষং গণঃ।

ছন্দোবিচিত্তিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥

মুণ্ডকোপনিষদে চতুর্বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ অপরা বিচাররূপে উল্লিখিত। যাহাতে অকারাদি বর্ণমালার উচ্চারণ স্থান ও প্রযত্নের বোধ হয়, তাহাকে শিক্ষারূপ বেদাঙ্গ বলে। যজ্ঞাদি ক্রিয়ার উপদেশমূলক বেদাঙ্গই কল্প। ব্যাকরণ দ্বারা সাধু শব্দের নিষ্পত্তি হয়। পঞ্চবিধ নিরুক্ত সম্বন্ধে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

বর্ণাগমো বর্ণবিপর্যায়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারণাণৌ ।

ধাতোন্তদর্থ্যতিশয়েন যোগন্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিকৃক্তম্ ॥

নিকৃক্তের বঙ্গানুবাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। জ্যোতিষ শাস্ত্রে গ্রহনক্ষত্রের গণনা ও সংহার কলাদির বিচার হয়। ঋতিবিহিত ছন্দঃ ছন্দবিচিতি বা ছন্দ নামে প্রসিদ্ধ। নিয়মবদ্ধ, মাত্রা বা হ্রস্ব লঘু স্বরবিশিষ্ট রচনাকে ছন্দ বা পদ্য বলে।

৩২। চতুর্বেদ সদৃশ উপবেদচতুষ্টয় বিद्यমান। যথা—আয়ুর্বেদ ( চিকিৎসা শাস্ত্র ), ধর্মবেদ ( যুদ্ধশাস্ত্র ), গান্ধর্ববেদ ( সঙ্গীত শাস্ত্র ) ও অর্থশাস্ত্র ( ব্যবহার শাস্ত্র )। ভগবান বিশ্বামিত্র ধর্মবেদ নামক উপবেদের রচয়িতা। এই উপবেদের চারিপাদ আছে। প্রথম পাদের নাম দীক্ষাপাদ, দ্বিতীয় পাদের নাম সংগ্রহ পাদ, তৃতীয় পাদের নাম সিদ্ধিপাদ ও চতুর্থ পাদের নাম প্রয়োগ পাদ। দীক্ষাপাদে আয়ুধের লক্ষণ ও নিরূপণ কথিত। এই আয়ুধও চারিভাগে বিভক্ত—মুক্ত, অমুক্ত, মুক্তামুক্ত ও যন্তুমুক্ত। চক্রাদির নাম মুক্তায়ুধ, খড়্গাদি অমুক্তায়ুধ; শল্যাদি মুক্তামুক্তায়ুধ এবং বাণাদি যন্তুমুক্ত আয়ুধ। যে আয়ুধ মুক্ত শ্রেণী ভুক্ত, তাহা অস্ত্র নামে কথিত। অমুক্ত আয়ুধের নাম শস্ত্র। উহার দ্বিতীয় পাদে সর্ববিধ শস্ত্র ও উহাতে পারদর্শী গুরু লক্ষণ ও শস্ত্র গ্রহণের নিয়ম প্রদর্শিত। তৃতীয় পাদে শস্ত্র গ্রহণান্তে সর্ব শস্ত্রের বারংবার অভ্যাসাদি ও ব্যবহার বিধি ব্যাখ্যাত। চতুর্থ পাদে দেবপ্রসাদে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত প্রয়োগের বৃত্তান্ত লিখিত। মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত ‘প্রস্থান ভেদ’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে ধর্মবেদের নিম্নোক্ত বিবরণ দেখা যায়।

“আয়ুর্বেদো ধর্মবেদো গান্ধর্ববেদোহর্থশাস্ত্রং চেতি চত্বার উপবেদাঃ ।

ধর্মবেদঃ পাদচতুষ্টয়ােকো বিশ্বামিত্র প্রণীতঃ ।

তত্র প্রথমো দীক্ষাপাদঃ, দ্বিতীয় সংগ্রহপাদঃ, তৃতীয়ঃ সিদ্ধিপাদঃ,

চতুর্থঃ প্রয়োগপাদঃ ।

প্রথমে পাদে ধর্মলক্ষণমধিকারিনিরূপণং চ কৃতম্ ।

অত্র ধর্মঃ শব্দশ্চাপেক্ষাটোহপি ধর্মবিদ্যায়ুধে প্রবর্ততে ।

তচ্চতুর্বিধং মুক্তম্, অমুক্তং মুক্তামুক্তং, যজ্ঞমুক্তং চ ।

মুক্তং চক্রাদি, অমুক্তং খড়্গাদি, মুক্তামুক্তং শল্যাবাস্তুর ভেদাদি,

যজ্ঞমুক্তং শরাদি । তত্র মুক্তমস্তমুচ্যতে, অমুক্তং শস্ত্রমিত্যুচ্যতে ।

তদপি ব্রাহ্ম-বৈষ্ণব-পাণ্ডপত প্রাজাপত্যগ্নেয়াদিভেদাদনেকবিধম্ । এবং সাধিদৈবতোষসমজ্ঞকেষু চতুর্বিধায়ুধেষু যেসামধিকারং ক্ষাত্রেয়কুমারাণাং তদম্ব-  
যায়িনাং চ তে সর্বে চতুর্বিধাঃ পদাতি রথগজতুরগাকৃতাঃ দীক্ষাভিষেকশকুনমংগল-  
করণাদিকং চ সর্বমপি প্রথমে পাদে নিরূপিতম্ ।

সর্বেষাং শস্ত্রবিশেষাণামাচার্যশ্চ চ লক্ষণপূর্বকং সংগ্রহপ্রকারো

দর্শিতো দ্বিতীয় পাদে ।

গুরুসম্প্রদায় সিদ্ধানাং শস্ত্রবিশেষানাং পুনঃপুনরভ্যাসো মন্ত্রদেবতা সিদ্ধি-  
করণমপি নিরূপিতং তৃতীয় পাদে । এবং দেবতান্নাভ্যাসাদিভিঃ সিদ্ধানামন্ত্র-  
বিশেষাণাং প্রয়োগশ্চতুর্থপাদে নিরূপিতঃ ।”

মন্তো বিজ্ঞাং শিবাদস্তং লব্ধ্বা বেদময়ং শুকম্ ।

সিংহলে চ প্রিয়াং পদ্মাং ধর্ম্মান্ সংস্থাপয়িষ্যসি ॥ ৯

ততো দিগ্বিজয়ে ভূপান্ ধর্ম্মহীনান্ কলিপ্রিয়ান্ ।

নিগৃহ্য বৌদ্ধান্ দেবাপিং মরুঞ্চ স্থাপয়িষ্যসি ॥ ১০

বয়মেতৈস্ত সন্তুষ্টাঃ সাধুরুতৈঃ সদক্ষিণাঃ ।

যজ্ঞং দানং তপঃ কর্ম্ম করিষ্যামো যথোচিতম্ ॥ ১১

ইত্যেতদ্ বচনং শ্রুত্বা নমস্কৃত্যৈ মুনিং গুরুম্ ।

বিষ্বদকেশ্বরং দেবং গত্বা তুষ্টাব শঙ্করম্ ॥ ১২

শ্লোকার্থ । এক্ষণে তুমি আমা হইতে বিজ্ঞালাভ করিয়া এবং শিব হইতে  
অস্ত্র ও বেদময় শুক পক্ষী প্রাপ্ত হইয়া সিংহল দ্বীপে বিষ্ণুপ্রিয়া পদ্মাদেবীর  
পাণিগ্রহণপূর্বক সনাতন যোক্ষ ধর্ম্ম সংস্থাপন করিবে । ৯

তুমি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ধর্মহীন কলিপ্রিয় ভূপালগণকে পরাজয় ও বৌদ্ধগণকে সংহার করিয়া দেবাপি ও মরু নামক ধর্মপালদ্বয়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে । ১০

আমি এই সকল সংকর্মেই পরিতুষ্ট হইব এবং ইহাতেই আমাকে তোমার সম্পূর্ণ দক্ষিণা প্রদান করা হইবে । কারণ, সনাতন মোক্ষ ধর্ম সংস্থাপিত হইলে আমরা যথোপযুক্ত যজ্ঞ, দান ও তপস্যা প্রভৃতি পুণ্য কর্মের অহুষ্ঠানে সমর্থ হইব । ১১

এই কথা শুনিয়া সিদ্ধ গুরুকে নমস্কার পূর্বক কঙ্কি বিবেদকেশ্বর মহাদেব শংকরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ১২

পূজয়িত্বা যথাত্মায়াং শিবং শান্তং মহেশ্বরম্ ।

প্রণিপত্যান্ততোষণং তং ধ্যানা প্রাহ হৃদিস্থিতম্ ॥ ১৩

কঙ্কিরুবাচ ।

গৌরীনাথং বিশ্বনাথং শরণ্যং ভূতাবাসং বাসুকিককণ্ঠভূষণম্ ।

ব্রাহ্মং পঞ্চাশ্রাদি দেবং পুরাণং বন্দে সান্দ্রানন্দ সন্দোহদক্ষম্ ॥ ১৪

যোগাধীশং কামনাশং করালং গঙ্গাসঙ্গাক্রিন্নমূর্দ্ধানমীশম্ ।

জটাজুটোটোপরিক্ষিপ্তভাবং মহাকালং চন্দ্রভালং নমামি ॥ ১৫

শ্মশানস্থং ভূত বেতালসঙ্গং নানাশস্ত্রেঃ খড়্গশূলাদিভিশ্চ ।

ব্যগ্রাত্মাত্মা বাহবো লোকনাশে যন্ত ক্রোধোদ্ধৃতলোকোহিস্ত-

মেতি ॥ ১৬

যো ভূতাদিঃ পঞ্চভূতৈঃ সিস্থস্কৃতমাত্রাত্মা কালকর্ম্ম স্বভাবৈঃ ।

প্রহৃত্যেদং প্রাপ্য জীবহুমীশো ব্রহ্মানন্দো রমতে তং নমামি । ১৭

**শ্লোকার্থ ।** তিনি মঙ্গলময় মহেশ্বর শিবকে যথাবিধানে পূজাস্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন ও হৃদয়মধ্যে শিব ধ্যান করিতে লাগিলেন । ১৩

কঙ্কি কহিলেন, যিনি গৌরীনাথ, বিশ্বনাথ, একমাত্র সর্বশরণ্য, ভূতসমুদায়ের

আবাস ও বাস্তুকি যাহার কর্তৃত্ব, যিনি ত্রিনয়ন ও পঞ্চবদন, অনন্ত আনন্দ-সন্দোহদাতা, সেই পুরাতন আদিদেবকে নমস্কার করি। ১৪

যিনি যোগের অধীশ্বর, যিনি কাম্য কর্মের নাশক, যিনি ভয়ংকর, যাহার মন্তক গঙ্গাসঙ্গমে সদা সিন্ধু জটাজুট দ্বারা অপূর্ব শোভাসম্পন্ন, যিনি মহাকাল, যাহার ললাটে চন্দ্রকলাশোভিত, সেই মহেশ্বরকে ভক্তিপূত নমস্কার করি। ১৫

ভূত ও বেতালগণের সহিত যিনি সর্বদা আশানে বাস করেন, যাহার হস্তে খড়্গ<sup>৩৩</sup>, শূল<sup>৩৪</sup> প্রভৃতি নানা অস্ত্রশস্ত্র, প্রলয় কালে সর্ব লোক যাহার ক্রোধাঘাতে আহত ও অন্তর্মিত হইবে, যিনি তামস অংকার<sup>৩৫</sup> স্বরূপ ও পঞ্চতন্ত্রাত্মক<sup>৩৬</sup> হইয়া অদৃষ্ট ও কাল সহকারে সৃষ্টি করেন, যিনি জীবন্ত প্রাপ্ত হইয়া সমুদায় পরিহার পূর্বক ব্রহ্মানন্দে বিভোর থাকেন, সেই ঈশ্বরকে নমস্কার। ১৬-১৭\*

**টিপ্পণী** ৩৩। ইহা একপ্রকার অস্ত্র। ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে খড়্গ উৎপন্ন হয়। এই খড়্গ ব্রহ্মা শিবকে দেন। শিব বিষ্মকে, বিষ্ম মরীচিকে, মরীচি মহর্ষিগণকে এবং মহর্ষিগণ এই খড়্গ ইন্দ্রকে দেন। উক্তক্রমে হস্তান্তরিত হইয়া ইহা কৃপাচার্যের নিকটে আসে। কৃপাচার্য পাণ্ডবকে এই খড়্গ দেন। ক্রমান্বসারে এই খড়্গের বহুল প্রচার হয়। এই প্রবাদ সংস্কৃতশাস্ত্রে দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুম নামক কোষগ্রন্থে খড়্গ সম্বন্ধে একটি বচন উদ্ধৃত আছে। বৃহন্নিকৈশ্বর পুরাণে দুর্গোৎসব পদ্ধতি নামক প্রকরণে বারাহী তন্ত্রের বাক্য খড়্গ বন্দনা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত আছে। ইহাতে খড়্গের অষ্টবিধ আদি নাম প্রদত্ত। যথা—

অসিবিসনসঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।

ত্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্মপালো নমোহস্তুতে।

ইত্যস্তৌ তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা॥

তরবারির অষ্টনাম—অসি, বিসনস, খড়্গ, তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, ত্রীগর্ভ, বিজয় ও ধর্মপাল প্রচলিত। এইসকল নাম ব্রহ্মা কর্তৃক প্রদত্ত। এই অষ্ট নাম ব্যতীত

অসি নামের বহু পর্বাণ দেখা যায়। কিন্তু উপাখ্যানের সহিত এই অষ্টনাম সম্বন্ধ থাকায় এইগুলি উল্লিখিত হইল।

৩৪। শূল—প্রাচীন যুদ্ধের একটি প্রধান অস্ত্র। অতীবধি শূল দৃষ্ট হয় এবং প্রাচীন অস্ত্রাদি তুল্য লুপ্ত হয় নাই। শিবহস্তে শূল থাকে বলিয়া শিবের এক নাম শূলপাণি। দশভূজা দুর্গাদেবীর এক হস্তে শূল শোভিত।

৩৫। পৃথ্বী, জল, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত বিद्यমান। অহংকার এই পঞ্চভূতের আদি কারণ। সান্বিক, রাজস্ ও তামস ত্রিবিধ অহংকার। তামসিক অহংকার হইতে পঞ্চভূত সৃষ্ট। ইহা সাংখ্যদর্শনের অভিমত। সাংখ্যমত কঙ্কিপুరాণে গৃহীত। তদনুসারে তামস অহংকারাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই মহাদেব। শ্রুতিবাক্যে আছে, তন্মায়া এতন্মাদান্ন আকাশঃ সন্তুতঃ। ইহার অর্থ, সেই এই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন। অর্থাৎ পঞ্চভূতের আদি সত্ত্বা ব্রহ্ম। তদনুসারে পঞ্চভূতের আদিকারণ ব্রহ্ম বা আত্মা। ইহাই বেদান্ত-দর্শনের অভিমত।

৩৬। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধকে পঞ্চ-তন্মাত্র বলে। ‘তেযাং পঞ্চভূতানাং মাত্রা (হৃদ্রাবয়বাঃ)’। এই বাক্যার্থ অনুসারে পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চভূতের হৃদ্রতম অবয়ব। আকাশের হৃদ্র অবয়ব শব্দ। তেজের হৃদ্র অবয়ব রূপ। জলের হৃদ্র অবয়ব রস। পৃথ্বীভূতের হৃদ্র অবয়ব গন্ধ। বায়ুভূতের হৃদ্র অবয়ব স্পর্শ। মহাদেব এই পঞ্চতন্মাত্র স্বরূপে বর্ণিত। মহানির্বাণ তত্ত্বমতে এই হেতু মহাদেব পঞ্চানন নামে অভিহিত। ইহার ভাবার্থ এইরূপ। হে মহাদেব, আপনি শব্দ স্বরূপ, স্পর্শস্বরূপ, রূপস্বরূপ, রসস্বরূপ, ও গন্ধস্বরূপ। অতএব মহাদেব পঞ্চ তন্মাত্রাত্মা।

\*যজুর্বেদীয় কড়াধায়ে বৈদিক শিবত্ব প্রদত্ত।

স্থিতৌ বিষ্ণুঃ সর্বজিষ্ণুঃ সুরাত্মা লোকান্ সাধুন্ ধর্মসেতুন্ বিভক্তি ।  
ব্রহ্মাত্মাংশে যোহতিমানী গুণাত্মা শব্দাত্তৈস্তং পরেশং নমামি ॥ ১৮



যন্তাজ্জয়া বায়বো বাস্তি লোকে জ্বলত্যগ্নিঃ সবিতা যাতি তপান্ ।

শীতাংশুঃ খে তারকৈঃ সগ্রহৈশ্চ প্রবর্ততে তং পরেশং প্রপতে ॥ ১৯

যন্তাশ্বাসাং সর্ব্বধাত্রী ধরিত্রী দেবো বর্ষত্যশ্ব কালঃ প্রমাতা ।

নেকর্ম্মধ্যে ভুবনানাঞ্চ ভর্ত্তা তমীশানং বিশ্বরূপং নমামি ॥ ২০

**শ্লোকার্থ** । যিনি জগতের রক্ষার জন্ত দেবাত্মা সর্ব্বজিহ্ব বিষ্ণুরূপে ধর্মের সেতুস্বরূপ সাধু লোকগণকে পালন করিতেছেন, যিনি শব্দাদিরূপে<sup>৩৭</sup> গুণাত্মা হইয়া ব্রহ্মাভিমানী<sup>৩৮</sup> হইতেছেন, সেই পরমেশ্বরকে নমস্কার । ১৮

যাঁহার আজ্ঞায় জগতে বায়ু প্রবাহিত হইতেছেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন, সূর্য তাপ বিস্তার করিতেছেন এবং চন্দ্র ও গ্রহ ও তারকাগণ আকাশে ধাবমান হইতেছেন, সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই । ১৯

যাঁহার আদেশে ধরিত্রী সকলকে ধারণ করিতেছেন, দেবগণ বৃষ্টি বর্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছেন, কাল কার্যবিভাগ করিতেছেন, সমস্ত ভুবনের আধারস্বরূপ মেরু মধ্যস্থলে রহিয়াছেন, সেই বিশ্বরূপ ঈশানকে নমস্কার । ২০

**টিপ্পনী** ৩৭ । আকাশের গুণ শব্দ । শব্দ ব্রহ্মমূর্তি, নাদব্রহ্ম । উক্তগর্মে বিষ্ণুপুরাণে ( ১।২২।৮৩ ) আছে --

কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিদাকীতকাত্মখিলানি চ ।

শব্দমূর্তিধরৈস্ততদ্বপূর্ব্বিষো মহাত্মনঃ ॥

যেখানে বিষ্ণুদেব শব্দগুণ আকাশমূর্তি ধারণ করেন, এইরূপ উক্ত আছে । শাস্ত্রালোকে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, হরি, হর ও ব্রহ্মা অংশরূপে ভিন্ন হইলেও স্বরূপতঃ অভিন্ন বা ঈশ্বরের ত্রিমূর্তি । এই কারণে মহাদেব শব্দগুণের মূর্তিরূপে কীর্তিত । এই তিনমূর্তি স্বরূপতঃ অভিন্ন বলিয়া এক অংশের গুণ অন্ত অংশে আরোপিত হইলে কোন দোষ হয় না ।

৩৮ । বিষ্ণু রজোগুণাশ্রয়ী, ব্রহ্মা সত্ত্বগুণাশ্রয়ী ও শিব তমোগুণাশ্রয়ী । এই তিন মূর্তিই সগুণ, নিগুণ নহে । এইজন্য শিবকে বলা হয়, আপনিই ব্রহ্মরূপ

হইতে শব্দমূর্তি ধাবণ কবেছিলেন । এই হেতু আপনার ভেদ নাই এবং আপনিই  
স্বরূপতঃ পরাৎপর গরমাত্মা ।

ইতি কঙ্কিস্তবং শ্রদ্ধা শিবঃ সর্বদা ব্রহ্মদর্শনঃ ।

সাদকাং প্রোহ হসন্নীশঃ পার্বতীসহিতোহগ্রতঃ ॥ ২১

কঙ্কেঃ সংস্পৃশ্য হস্তেন সমস্তাবয়বংমুদা ।

তমাহ বরয় প্রোষ্ঠ ! বরয় যন্তেহভিকাজ্জিতম্ ॥ ২২

হয়া কৃতমিদং স্তোত্রং যে পঠন্তি জনা ভুবি ।

তেষাং সর্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২৩

বিদ্যার্থী চাপ্নুয়াদ্বিভ্যাং ধন্যার্থী বশ্মমাপ্নুয়াৎ ।

কামমবাগ্নুয়াৎ কামী পঠনাৎ শ্রবণাদপি ॥ ২৪

শ্লোকার্থ । কঙ্কিকৃত এই স্তব শ্রবণ করিয়া পার্বতীসহ সর্বজ্ঞ শিব সম্মুখে  
আবির্ভূত হইলেন এবং সহাস্র বদনে বলিতে আরম্ভ করিলেন । ২১

তিনি প্রথমতঃ প্রীতিপূর্বক হস্তদ্বারা কঙ্কির মস্তকাদি সমস্ত অবয়ব স্পর্শ  
করিয়া বলিলেন, হে শ্রেষ্ঠ, তুমি কোন্ বর কামনা কর, বল । ২২

তুমি যে স্তব করিলে, পৃথিবীর মধ্যে যে ব্যক্তি অংকৃত এই স্তব পাঠ করিবে,  
ইহলোকে ও পরলোকে তাহার সর্বকর্ম সুসিদ্ধ হইবে । ২৩

এবং বিদ্যার্থী বিদ্যালভ করিবেন, ধর্মার্থী ধর্মপ্রাপ্ত হইবেন ও ভোগ্যবস্তু  
প্রার্থী ভোগ্যবস্তু লাভ করিবেন । অংকৃত এই স্তব শ্রবণ বা পঠন উভয় প্রকারে  
উক্ত ফল দান করিবে । ২৪

জং গরুড়মিদং চাশ্বং কামগং বহুরূপিণম্ ।

শুকমেনঞ্চ সর্বজ্ঞং ময়াদত্তং গৃহাণ ভোঃ ॥ ২৫

সর্ববিশ্রাস্ত্রবিদ্যাংসং সর্ববেদার্থপারগম্ ।

জয়িনং সর্বভূতানাং ত্বাং বদিস্ম্যস্তি মানবাঃ ॥ ২৬

রত্নংসরুং করালঞ্চ করবাং মহাপ্রভম্ ।

গৃহাণ গুরুভায়াঃ পৃথিব্যা ভারসাধনম্ ॥ ২৭

ইতি তদ্যচ আশ্রত্য নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ।

শস্ত্রলগ্রামমগমং তুরগেণ স্বাশ্বিতঃ ॥ ২৮

শ্লোকার্থ । এই যে অশ্বটী দেখিতেছ, ইহা গরুড়ের অংশসমুত, কামগামী ও বহুরুপী । এই শুকপক্ষী সর্বজ্ঞ । আমি এই দিব্য অশ্ব ও শুকপক্ষী তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর । ২৫

এই অশ্ব ও শুকের প্রভাবে সকলেই তোমাকে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ, সর্ব অস্ত্রে সুনিপুণ, সর্বাঙ্গে পারদর্শী ও সর্ববিজয়ী বলিবে । ২৬

এই করাল করবাল গ্রহণ কর । ইহার মুষ্টি রত্নময় ৩৯ । ইহা অতীব শক্তি-শালী । ২৭

এই করবালই গুরুভায়া পৃথিবীর পাপ ভার হরণের প্রধান সহায় হইবে । মহেশ্বরের বাক্য শ্রবণান্তে করি। তাঁহাকে নমস্কার করিলেন এবং অশ্বে আরুঢ় হইয়া সত্বর গমনে শস্ত্রল গ্রামে উপস্থিত হইলেন । ২৮

চিহ্নলী ৩৯ । খড়্গের মুষ্টি তসরু নামেও কথিত । তলবারের যে অংশ হস্তে ধৃত থাকে, তাহাকে তসরু বলে । যে খড়্গের তসরু রত্নে নিমিত হয়, তাহাকে রত্নতসরু বলে । -

পিতরং মাতরং ভ্রাতৃনু নমস্কৃত্য যথাবিধি ।

সর্বং তদ্বর্ণয়ামাস জামদগ্ন্যসা ভাষিতম্ ॥২৯

শিবস্য বরদানঞ্চ কথয়িত্বা শুভাঃ কথাঃ ।

কঙ্কিঃ পরমতেজস্বী জ্ঞাতিভ্যোহপ্যবদন্মুদা ॥৩০

গার্গ্যভর্গ্যবিশালাচ্ছান্তং শ্রদ্ধা নন্দিতাঃ স্থিতাঃ ।

কথোপকথনং জাতং শস্ত্রলগ্রামবাসিনাম্ ॥৩১

বিশাখযুপভূপালঃ শ্রদ্ধা তেষাঞ্চ ভাষিতম্ ।

প্রোক্তুর্ভাং হরের্মেনে কলিনিগ্রহকারকম্ ॥৩২

শ্লোকার্থ। তিনি পিতা, মাতা ও ভ্রাতৃবৃন্দকে যথাবিধি নমস্কার করিয়া, পরশুরাম কতৃক কথিত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ২২

পরম তেজস্বী কঙ্কি, মহেশ্বর হইতে বরলাভের বিষয় তাঁহাদের নিকট আত্মপূর্বিক বলিয়া হৃষ্টচিত্তে জ্ঞাতিগণের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের সমক্ষে ঐ সমস্ত মঙ্গল সংবাদ ব্যক্ত করিলেন। ৩০

গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি তদীয় বন্ধগণ ঐ সমুদায় শুনিয়া আনন্দিত হইলেন। শম্ভল গ্রামবাসিগণের মধ্যে পরস্পর কেবল উক্তবিষয়ক কথোপকথন চলিতে লাগিল। ৩১

রাজা বিশাখযুগ ঐ সকল কথা লোকমুখে শুনিতে পাইয়া বিশ্বাস করিলেন, কলিদমনের জন্ত ভগবান শ্রীহরি প্রাচুর্ভূত হইয়াছেন। ৩২

মাহিষ্যত্যাং নিজপুরে যাংদানতপোব্রতান্।

ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রান্ সর্বানপি হরে:

প্রিয়ান্ ॥৩৩

অধর্মনিরতান্ দৃষ্ট্বা ধর্মিষ্ঠোহভূন্নৃপঃ স্বয়ম্।

প্রজাপালঃ শুদ্ধমনাঃ প্রাচুর্ভাবাং শ্রিয়ঃ পতে ॥৩৪

অধর্মবংশ্যাংস্তান্ দৃষ্ট্বা জনান্ ধর্ম্যক্রিয়াপরান্।

লোভানৃত্তানয়ো জগ্মুস্তর্দেদাদ্, হুংখিতা ভয়ম্ ॥ ৩৫

জৈত্রং তুরগামারুহ খড়্গাঞ্চ বিমলপ্রভম্।

দংশিতঃ সশরং চাপং গৃহীত্বাগাং পুরাঘ্রহিঃ ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ। রাজা বিশাখযুগ দেখিলেন, মাহিষ্যতী<sup>৪০</sup> নাম্নী নিজ পুরীতে বিক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই যাগশীল, দানশীল, তপোনিষ্ঠ ও অতপরায়ণ হইয়াছে। ৩৩

শ্রীপতি বিষ্ণুর প্রাচুর্ভাবে সকলেই অধর্মনিষ্ঠ হইয়াছে দেখিয়া রাজাও স্বয়ং ধর্মপরায়ণ হইলেন। তখন তিনি নির্মল অন্তরে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ৩৪

অধার্মিক বংশজাত ব্যক্তিগণকে ও ধর্মকর্মে ঐকান্তিক মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া লোভ, মিথ্যা প্রভৃতি কলিবংশীয়গণ দ্বঃখিত হৃদয়ে সেই দেশ ত্যাগ করিল। ৩৫

অনন্তর ভগবান কঙ্কি নির্মল প্রভাশীল খড়্গা ও ধর্মবান হস্তে লইয়া কবচ ধারণপূর্বক জয়শীল অশ্বে আরুঢ় হইয়া, নগর হইতে নির্গত হইলেন। ৩৬

**টিপ্পনী** ৪০। মাহিষ্যতী নগরী নর্মদা নদীতীরে অবস্থিত। অধুনা ইহা চুলীমহেশ্বর নামে কথিত। হরিবংশ অনুসারে ইহা মহারাজ কার্তবীৰ্য্যজুঁনের রাজধানী ছিল।

বিশাখযুপভূপালঃ প্রায়াং সাধুজ্ঞান প্রিয়ঃ ।

কঙ্কিং দ্রষ্টুং হরেরংশমাবিভূতঞ্চ শম্ভলে ॥ ৩৭

কবিং প্রাজ্ঞঃ স্মমন্তঞ্চ পুরস্কৃত্য মহাপ্রভম্ ।

গার্গ্য-ভর্গ্য-বিশালৈশ্চ জ্ঞাতীভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ৩৮

বিশাখযুপো দদৃশে চন্দ্রং তারাগণৈরিব ।

পুরাদ্বহিঃ সুরৈর্যাদ্বদিদ্রুমুচ্চৈঃশ্রবঃ স্থিতম্ ॥ ৩৯

বিশাখযুপোহবনতঃ সংপ্রহৃষ্টতনুরুহঃ ।

কঙ্কেরালোকনাং সত্ৰাঃ পূর্ণাত্মা বৈষ্ণবোহভবৎ ॥ ৪০

**গ্লোকার্থ**। সাধুগণের প্রিয় রাজা বিশাখযুপ শম্ভল গ্রামে শ্রীহরির অংশভূত কঙ্কিদেব আবিভূত হইয়াছেন জানিয়া তাঁহাকে দর্শনার্থ আগমন করিলেন। ৩৭

তিনি দেখিলেন, কবি, প্রাজ্ঞ, স্মমন্ত প্রভৃতি তেজস্বীগণ কর্তৃক পুরস্কৃত ও গার্গ্য, ভর্গ্য, বিশাল প্রভৃতি জ্ঞাতিবর্গ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া অস্বারুঢ় কঙ্কিদেব চন্দ্রাদি দেবগণবেষ্টিত উচ্চৈঃশ্রবাক্রুঢ় দেবরাজের স্ত্রায় শোভা পাইতেছেন।

৩৮—৩৯

রাজা বিশাখযুপ কঙ্কি দর্শনে আহ্লাদে পুলকিত চিত্তে প্রণাম করিলেন এবং কঙ্কির অনুগ্রহে তৎক্ষণাৎ পূর্ণাত্মা বৈষ্ণব হইলেন। ৪০

সহ রাজ্ঞা বসন্ কঙ্কিঃ ধৰ্ম্মানাহ পুরোদিতান্ ।  
 ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশামাশ্রমানাং সমাসতঃ ॥ ৪১  
 মমাংশান্ কলিবিভ্রষ্টানিতি মজ্জন্মসঙ্গতান্ ।  
 রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং মাং যজস্ব সমাহিতঃ ॥ ৪২  
 অহমেব পরো লোকো ধৰ্ম্মশ্চাহং সনাতনঃ ।  
 কালস্বভাবসংস্কারাঃ কৰ্ম্মানুগতয়ো মম ॥ ৪৩  
 সোমসূর্য্যাকুলে জাতৌ দেবাপিমরুসংজ্ঞকৌ ।  
 স্থাপয়িত্বা কৃতযুগং কৃত্বা যাস্তামি সদগতিম্ ॥ ৪৭

**শ্লোকার্থ** । কঙ্কিদেব উক্ত রাজার সহিত কিছুদিন বাস করিলেন এবং সংক্ষেপে পশ্চাদুক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বর্ণ-ধর্ম এইরূপে বলিলেন, “আমার অংশভূত ভক্তগণ কলিকালে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, অধুনা আমার আবির্ভাবে সকলে মিলিত হইয়াছে । সম্প্রতি তুমি সমাহিত হৃদয়ে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা আমার আরাধনা কর । ৪১-৪২

আমিই শ্রেষ্ঠ লোক ও আমিই সনাতন ধর্ম । কাল ও ভাব অনুসারে ধর্ম-ধর্মরূপ অদৃষ্ট আমারই অন্তগত । ৪৩

আমি চন্দ্রবংশীয় ও সূর্যবংশীয় দেবাপি ও মরু নামক রাজদ্বয়কে রাজ্যশাসনে স্থাপনপূর্বক পুনর্বার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিব ।” ৪৪

ইতি তদ্বচনং শ্রদ্ধা রাজ্ঞা কঙ্কিং হরিং প্রভূম্ ।

প্রণম্য গ্রাহ সঙ্কৰ্ম্মান্বেষণান্ মনসেপ্সিতান্ ॥ ৪৫

ইতি নৃপবচনং নিশম্য কঙ্কিঃ কলিকুলনাশনবাসনাবতারঃ ।

নিজজনপরিষদ্বিনোদকারী মধুরবচোভিরাহ সাধুধৰ্ম্মান্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীকঙ্কি পুরাণে অষ্টভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমাংশে

কঙ্কি বয়লাভো নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। প্রভু কঙ্কির এই বাক্য শুনিয়া রাজা তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার  
রলেন এবং স্বীয় অভিলষিত বৈষ্ণব-ধর্ম বিষয়ক প্রশ্ন করিলেন। ৪৫

কলিকূল বিনাশ বাসনায় অবতীর্ণ কঙ্কিদেব রাজার এই বাক্য শ্রবণ  
রয়া স্বীয় অহুচরবর্ণের মনোরঞ্জনার্থ মধুর বচনে সাধুধর্ম বলিতে লাগিলেন। ৪৬

কঙ্কিপুরাণে ভবিষ্য অহুভাগবতে প্রথমাংশে

কঙ্কি বরলাভ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

টিপ্পনী। গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে অবতারের জন্ম কথা নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে  
ত।

যদা যদা হি ধর্মশ্চ গ্লানির্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমধর্মশ্চ তদাত্মানাং সৃজাম্যহম্ ॥

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ হৃঙ্করাম্।

ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।

ত্যাঙ্ক্য দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহজুন ॥

হে ভারত, যখন যখন প্রাণীগণের অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের কারণ বর্ণাশ্রমাদি  
ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের উত্থান হয়, তখন তখন স্বীয় মায়া বলে আমি যেন  
তবান হই, জাত হই।

সাধুগণের রক্ষণ, হুঁগণের বিনাশ এবং ধর্মস্থাপন নিমিত্ত আমি যুগে যুগে  
বতীর্ণ হই। হে অজুন, যিনি আমার এইরূপ অপ্রাকৃত জন্ম ও সাধু  
ব্রতাদি অলৌকিক কর্ম তত্ত্বতঃ জানেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন এবং  
হাস্তে পুনর্জন্ম লাভ করেন না।

প্রথম অংশ

চতুর্থ অধ্যায়

সূত উবাচ ।

ততঃ কন্ধিঃ সভামধ্যে রাজমানো রবির্ষথা ।

বভাষে তং নৃপং ধর্ম্ম-ময়ো ধর্ম্মানু দ্বিজপ্রিয়ান্ ॥ ১

কন্ধিরুবাচ ।

কালেন ব্রহ্মাণো নাশে প্রলয়ে ময়ি সঙ্গতাঃ ।

অহমেবাসমেবাগ্রে নাশ্যৎ কার্য্যামিদং মম ॥ ২

প্রসুপ্তলোকতন্ত্ৰস্ত দ্বৈতহীনস্ত চাত্মনঃ ।

মহানিশাস্তে রন্তং মে সমুদ্ভূতো বিরাদ্ প্রভুঃ ॥ ৩

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।

তদঙ্গজোহভবদ্ভ্রম্ভা বেদবক্তা মহাপ্রভুঃ ॥ ৪

শ্লোকার্থ । সূত বলিলেন, হে দ্বিজোত্তম, অনন্তর ধর্ম্মরাজ কন্ধি সভামধ্যে স্বর্ঘ্য সদৃশ বিরাজমান হইয়া সেই রাজার নিকট ব্রাহ্মণ জা প্রিয় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । ১

ভগবান কন্ধি কহিলেন, যখন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে এবং ব্রহ্মাণ্ড বি প্রাপ্ত হইবে, তখন এই জগৎ আমাতেই লীন<sup>৪১</sup> হইবে । সৃষ্টির পূর্বে<sup>৪২</sup> বে আমিই ছিলাম, আর কিছুই ছিল না । ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবতা ও সর্ব এ আমা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে । ২

সৃষ্টির পূর্বে জগৎ প্রলীন ছিল এবং পরমাত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কোনও বস্তু না । সেই মহানিশার অবসানে সৃষ্টিক্রপ ক্রীড়ার জন্ম আমার বিরাদ্ আবির্ভূত হইল । ৩



সই বিশ্ববপু পুরুষের<sup>৪৩</sup> সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র হস্ত ও সহস্র অনন্তর ঐ বিরাট পুরুষের শরীর হইতে বেদমুখ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা উৎপন্ন ন। ৪

টোল্লনী ॥ ৪১। সৃষ্টির পূর্বে ও প্রলয়ের পশ্চাতে প্রকৃতি শূন্যরূপে অন্ধকারে র ছিল। ঋগ্বেদে (৮ অষ্টক, ১০ মণ্ডল, ১১ অধ্যায়, ১২৯ সূক্ত, মন্ত্রে) সেই অবস্থার চিত্র এইরূপে বর্ণিত।

তম আসীত্তমসা গুচ্ছমগ্রে প্রকেতং সলিলং সর্বমা ইদম্।

তুচ্ছে নাশ্বপিহিতং যদাসীৎ তপসন্তম্মহিনা জায়তৈকম্ ॥

হার অর্থ, সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ তিমিরে আবৃত, জ্ঞানের অযোগ্য ও সর্বত্র ছিল। সে কার্য স্বল্পরূপে মায়াতে অল্পপ্রবিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে বহু কার্য য় পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কারণ হইতে কার্যরূপে প্রকটিত উক্ত ঋতিবাক্য অবলম্বনে মহুসংহিতায় (১ম অধ্যায় ৫ম শ্লোকে) মহু বলেন—

আসীদিদং তমোভূতম্প্রজাতমলক্ষণম্।

অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্বতঃ ॥

অর্থাৎ এই জগৎ তমোগুণে লীন ছিল, প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ছিল না, নরও অগোচর ছিল। ইহাতে সংসার নিদ্রিত ছিল কিনা, তাহা জানা । জগৎ-সৃষ্টির প্রারম্ভে সংসারের এই অবস্থা ছিল।

। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ব্রহ্ম ব্যতীত অত্র কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব ছিল না। ।রে দৃশ্য জগৎ প্রসূত হইল।

মবিধান ব্রাহ্মণে প্রথম প্ৰপাঠকে উক্ত তত্ত্বনিয়োক্ত মন্ত্রে উল্লিখিত, ব্রহ্মণ্বা আসীৎ। ইহার অর্থ, সৃষ্টির পূর্বে এক ব্রহ্মই বিद्यমান ছিলেন। য ঐতরেয় উপনিষদে (প্রথম খণ্ডে) আছে, আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র । নাশ্চৎ কিঞ্চন মিষৎ ॥ অর্থাৎ সৃষ্টির অগ্রে একমাত্র পরমাত্মাই ছিলেন, দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব ছিল না। এই পরমাত্মাই পরব্রহ্ম নামে

অভিহিত। যখন জগদ্বীজ কারণ সলিলে নিহিত ছিল, তখন অদ্বিতীয় পরঃ সংস্করণে বিরাজিত ছিলেন।

৪৩। যখন প্রকৃতি তমোভুগে আবৃত ছিল, এবং পৃথিবীর অস্তিত্ব অংকু হয় নাই, তখন সৃষ্টির কারণস্বরূপ অচিন্ত্য-শক্তি বিরাট পুরুষ আবির্ভূত ঋগ্বেদে ( ১০ম মণ্ডল, ৮ অষ্টক, ৩ অধ্যায়, ১০ সূক্তে ) বিরাট পুরুষের নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাহত্যতিষ্ঠদশাংগুলম্ ॥

ইহার অর্থ, ঐ বিরাট পুরুষের অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য লোচন অসংখ্য পাদ আছে। এই পরিব্যাপ্ত ও পরিমিত পৃথিবীকে অতিক্রিয়া তিনি অনন্তরূপে বিরাজিত। অন্ত বেদবাক্যে আছে, পানোহস্ত ভূতানি ত্রিপাদস্তা অমৃত্যং দিবী। ইহার অর্থ, পূর্বোক্ত বিরাট পুরুষ একপাদে এই দৃশ্যজগৎ সৃষ্ট এবং অবশিষ্ট পাদত্রয় উর্দ্ধলোকে অবগীতামুখেও ( ১৩।১৪ ) শ্রীকৃষ্ণ বলেন—

সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।

সর্বতঃ স্রীতমল্লোকে সমমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

ঋগ্বেদোক্ত অক্ষর পুরুষের হস্ত ও পদ, চক্ষু ও মস্তক ও মুখ এবং কর্ণাদি অবস্থিত। তিনি সর্বব্যাপী এবং একপাদে এই জগৎরূপে দৃশ্যমান।

ঐ বিরাট পুরুষের সম্ভ্রামাত্রই উহার ঐখ্যার্থ স্বরূপ। তিনি বিভক্ত ও অবিভক্ত থাকেন, গৃথক্ হইয়াও অভিন্ন রূপে বিরাজ করেন। তিনি নিবির্নির্বিশেষ, গুণাতীত। জ্ঞানেন্ত্রের পরিপক্ক অবস্থায় পূর্ণপ্রজ্ঞ ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বমূর্তি ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্ররূপে বর্ণনা করেন না। ঋগ্বেদে ঐ বিরাট পুরুষ অপার মহিমা ইহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিকভাবে বর্ণিত। ইহার তিনি বাক্যমনের অগোচর। বিষ্ণু ব্রহ্মের ব্যক্ত মূর্তি। বিষ্ণু স্বরূপ।

জীবোপাধৈর্মমাংশাচ্চ প্রকৃত্যা মায়ায়া স্বয়া ॥

ব্রহ্মোপাধিঃ স সৰ্ব্বজ্ঞো মম বাগ্বেদশাসিতঃ । ৫

সসৰ্জ্জ জীবজাতানি কালমায়াংশযোগতঃ ।

দেবা মবাদয়ো লোকাঃ সপ্রজাপতয়ঃ প্রভুঃ ॥ ৬

গুণিষ্ঠা মায়াংশা মে নানোপাধৌ সসৰ্জ্জরে ।

সোপাধয় ইমে লোকাঃ দেবাঃ সন্তানুজ্জমাঃ ॥ ৭

মমাংশা মায়ায়া সৃষ্টা যতো মব্যাবিশন্ লয়ে ।

এবংবিধা ব্রাহ্মণা যে মংশরীরা মদাত্মকাঃ ॥ ৮

**শ্লোকার্থ**। আমার বাক্যরূপ বেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া উক্ত ব্রহ্মা নামে সৰ্বজ্ঞ পুরুষ জীবাত্মা বা পুরুষনামক আমার অংশ হইতে প্রকৃতি<sup>৪৪</sup>, মায়া দ্বারা কাল রূপ মদংশ সহকারে জীবগণের সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। প্রথমে প্রজাপতিগণ, মনু<sup>৪৫</sup> প্রভৃতি মানবগণ ও দেবগণ সৃষ্ট হইলেন। ৫-৬

ইহারা যদিও সকলেই মদীয় অংশভূত, তথাপি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়যুক্ত মায়াবলে বিবিধ উগাদি ধারণ করিলেন। ইহাতেই সমস্ত দেবতা সমুদয় লোক ও স্থাবর জঙ্গমাদি সকলেই নামরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ! ৭

যাঁহারা মায়াবলে সৃষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা আমারই অংশ এবং আমাতেই তাঁহারা লয় পাইবেন। সেই সকল ব্রাহ্মণ আমার শরীরস্বরূপ ও আমার আত্মস্বরূপ । ৮

**টিপ্পণী** ৪৪। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃতি। যখন কাল বশে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বিক্ষোভিত হয়, তখন ত্রিগুণে বৈষম্য উৎপন্ন হয়। বৈষম্যাবস্থায় জগৎ সৃষ্ট হয়। এই প্রকারে প্রথমে মহত্ত্ব সৃষ্ট হয়। মায়াংশ অর্থে কর্ম। স্থাবর ও জঙ্গম ভূতাদির সৃষ্টি এই মায়াংশ সাপেক্ষ। যে যেই যোনিজনক কর্মের বাসনা করেন, সে সেই যোনি প্রাপ্ত হয়। ব্যাঘ্র ব্যাঘ্রভ যোনিজনক বাসনা নিবন্ধন ব্যাঘ্রযোনি লাভ করে।

৪৫। চৌদ্দ মন্ত্রর নাম যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি ও ইন্দ্রসাবর্ণি। মন্ত্রস্বতীতে (১ম অধ্যায়ের ৩৫ শ্লোকে) প্রজাপতিগণের নাম এইরূপে উল্লিখিত।

মরীচিমত্ৰ্যাপিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুম্।

প্রচেতসং বশিষ্ঠং চ ভৃগুং নারদমেব চ ॥

এহ দশ প্রজাপতি আছেন। যথা—মরীচি, অত্রি, অপ্সিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ। এই দশ প্রজাপতি বহু ভূত সৃষ্টি করেন।

মামুন্ধরন্তি ভুবনে যজ্ঞাধ্যয়নসংক্রিয়াঃ।

মাং প্রসেবন্তি শংসন্তি তপোদানক্রিয়াস্বিহ ॥ ৯

অরন্ত্যামোদয়ন্ত্যেব নাশ্তে দেবাদয়ন্তথা।

ব্রাহ্মণা বেদবক্তারো বেদামেমূর্তয়ঃ\* পরা ॥ ১০

তস্মাদিমে ব্রাহ্মণজাতৈঃ পুষ্টাস্তিজগজ্জনাঃ।

জগন্তি মে শরীরানি তং পোষে ব্রহ্মণো বরঃ ॥ ১১

\*বেদাম্ভূর্তয়ঃ পরা ইতি বা পঠনীয়ম্।

**শ্লোকার্থ।** তাঁহারা যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও সংকার্যের অনুষ্ঠান পূর্বক আমাদের উদ্ধার করেন এবং তপস্যা, দান প্রভৃতি সমস্ত কার্যে আমার নাম কীর্তন করেন ও মৎ সেবায় রত থাকেন। ৯

বেদবক্তা ব্রাহ্মণগণ আমাদের যেরূপ স্মরণ করেন ও আমোদিত করেন, দেবতা বা অশ্ব কেহ সেইরূপ করিতে পারেন না। কারণ, বেদই আমার প্রধান মূর্তি, ঐ বেদ ব্রাহ্মণ ধারাই প্রকাশিত ও সংরক্ষিত হয়। ১০

ঐ বেদ হইতে মর্তবাসী সমস্ত লোক রক্ষিত হইতেছে। সমস্ত লোক আমারই শরীর। সুতরাং আমার শরীর পোষণে ব্রাহ্মণই প্রধান রক্ষক। ১১

তেনাহং তান্ নমস্তামি শুদ্ধসত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ।

ততো জগন্ময়ং পূর্ব্বং\* মাং সেবন্তেহখিলাশ্রয়াঃ ॥ ১২

বিশাখযুপ উবাচ ।

বিপ্রশ্চ লক্ষণং ক্রহি বৃদ্ধক্ৰিঃ কা চ তৎকৃতা ।

যতস্তবানুগ্রহেণ বাগ্মাণা ব্রাহ্মণাঃ কৃতাঃ ॥ ১৩

কঙ্কিরুবাচ ।

বেদা মামীশ্বরং প্রাহরব্যাক্তং ব্যক্তিমং পরম্ ।

তে বেদা ব্রাহ্মণমুখে নানাধর্ম্মে প্রকাশিতাঃ ॥ ১৪

যো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণানাং হি সা ভক্তির্মম পুঙ্কলা ।

তয়াহং তোষিতঃ শ্রীশঃ সন্তুভামি যুগে যুগে ॥ ১৫

\*ততো জগন্ময়ং পূর্ণম্ বা পাঠঃ ।

ল্লোকার্থ । এক্ষণে আমি শুদ্ধসত্ত্ব গুণাশ্রয়ে ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করি ।  
নিখিলাশ্রয় ব্রাহ্মণগণও আমাকে সম্যক জগন্ময় জানিয়া সেবা করিয়া  
থাকেন । ১২

রাজা বিশাখযুপ বলিলেন, ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ? তাহা আমাকে  
অনুগ্রহ করিয়া বলুন । আর ব্রাহ্মণগণ আপনার প্রতি কিরূপ ভক্তি করেন  
যে, আপনার অনুগ্রহে তাঁহাদের বাক্যই বাণেশ্বর হইয়াছে ! ১৩

ভগবান কঙ্কি বলিলেন, বেদে আমাকে চরাচর ব্যক্ত সমুদায় পদার্থ  
হইতে শ্রেষ্ঠ ঈশ্বররূপে নির্দেশ করে । সেই বেদ ব্রাহ্মণ মুখে থাকিয়া  
নানা ধর্ম্মে প্রকাশিত হইতেছে । ১৪

ব্রাহ্মণগণের যে ধর্ম, তাহাই আমার প্রতি নির্মল ভক্তি বলিতে হইবে ।  
আমি সেই ধর্মরূপ ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া প্রিয়তমা লক্ষ্মীর সহিত যুগে যুগে  
অবতীর্ণ হই । ১৫

উর্দ্ধস্ত ত্রিবৃত্তং সূত্রং সধবানিস্মিতং শনৈঃ ।

তন্তুত্রয়মধোবৃত্তং যজ্ঞসূত্রং বিহুবৃধাঃ ॥ ১৬

ত্রিগুণং তদগ্নিস্থিযুক্তং বেদপ্রবরসম্মিতম্ ।

শিরোধরাং নাভিমধ্যাং পৃষ্ঠার্দ্ধ-পরিমাণকম্ ॥ ১৭

যজুর্বিদাং নাভিমিতং সামগানাময়ং বিধিঃ ।

বামস্কন্ধেন বিধৃতং যজ্ঞসূত্রং বলপ্রদম্ ॥ ১৮

মৃদুস্মচন্দনাঠৈস্তু ধারয়েৎ তিলকং দ্বিজঃ ।

ভালে ত্রিপুণ্ড্রং কৰ্ম্মাজং কেশ পর্য্যন্তমুজ্জলম্ ॥ ১৯

শ্লোকার্থ। সধবা ব্রাহ্মণীগণ ত্রিগুণিত করিয়া যজ্ঞ সূত্র প্রস্তুত করিবে এবং সেই সূত্র ত্রিগুণ করিয়া গ্রাস দিলে যজ্ঞোপবীত রচিত হইবে । ১৬

বেদ ও প্রবরাণ্যায়ী গ্রন্থিযুক্ত সেই যজ্ঞসূত্র ত্রিগুণিত আকারে ধারণ করিবে এবং উহা পৃষ্ঠদেশকে বিভক্ত করিয়া গলদেশ হইতে নাভিমধ্য পর্যন্ত লম্বমান থাকিবে । ১৭

যজুর্বেদীয় ব্রাহ্মণগণ এইরূপ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন । সামবেদীয় ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞসূত্র নাভিস্তল অতিক্রম করিবে । ইহাই তাঁহাদের পক্ষে বেদবিধি । বাম স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত পুত হইলে বলদায়ক হয় । ১৮

ব্রাহ্মণগণ মুক্তিকা, ভস্ম ও চন্দন প্রভৃতি দ্বারা তিলক এবং ললাটদেশ হইতে শিখা পর্যন্ত ধর্ম কর্মের অঙ্গস্বরূপ উজ্জল ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন । ১৯

পুণ্ড্রমঙ্গুলিমানন্ত ত্রিপুণ্ড্রং তৎ ত্রিধা কৃতম্ ।

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাবাসং দর্শনাং পাপনাশনম্ ॥ ২০

ব্রাহ্মণানাং করে স্বর্গা বাচো বেদাঃ করে হরিঃ ।

গাত্রে তীর্থানি রাগাশ্চ নাড়ীষু প্রকৃতিজিবৃৎ ॥ ২১

সাবিত্রী কণ্ঠকুহরা হৃদয়ং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ।

তেষাং স্তনাস্তরে ধর্ম্যঃ পৃষ্ঠোহধর্ম্যঃ প্রকীর্তিতঃ । ২২

ভূদেবা ব্রাহ্মণা রাজন্ । পূজ্যা বন্দ্যাঃ সত্বক্ৰিতিঃ ।

চতুরাশ্রম্যকুশলা মম ধৰ্ম্ম প্রবর্তকাঃ ॥ ২৩

শ্লোকার্থ । অঙ্গুলি পরিমিত পুণ্ড্র ত্রিগুণ করিলেই ত্রিপুণ্ড্র বলা হয় । এই ত্রিপুণ্ড্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের আবাস স্বরূপ । ইহা দর্শনে পাপ নাশ হয় । ২০

ব্রাহ্মণগণের হস্তেই স্বর্গ আছে । কারণ, তাঁহাদের বাক্যে বেদ, হব্য, গাত্রে সর্ব তীর্থ ও ধর্মাত্মরাগ এবং নাভিদেশে ত্রিগুণা-প্রকৃতি<sup>৪১</sup> বিদ্যমান । ২১

সাবিত্রী তাঁহাদের কণ্ঠহারস্বরূপ ; তাঁহাদের অন্তঃকরণ ব্রহ্মময় । তাঁহাদের বক্ষঃস্থলে ধর্ম ও পৃথিবীদেশে অধর্ম আছে । ২২

হে রাজন্, ব্রাহ্মণগণ ভূদেব সদৃশ<sup>৪২</sup> । অতএব তাঁহাদের পূজা করা ও সত্বক্ৰি দ্বারা সম্মানিত করা সকলেরই কর্তব্য । বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণ গার্হ প্রভৃতি আশ্রম চতুষ্টয়ে<sup>৪৩</sup> অবস্থিত থাকিয়া সদ্‌ধর্ম প্রচার করেন । ২৩

টিপ্পণী ৪৬ । মিশ্রিত জল ও অন্ন ( ক্ষিতি )-কে ত্রিবৃৎ প্রকৃতি বলে উক্তমর্মে ছান্দোগ্য উগনিষৎ বলেন, তাসাং তিবৃতমেকৈকাং করবাণি ।

৪৭ । ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যা ( সন্ন্যাস )—এই চারি আশ্রম হিন্দুসমাজে পুরাকাল হইতে প্রচলিত । বর্ণাশ্রম ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু স্প্রতিষ্ঠিত । চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রম পালনে যথাথ হিন্দু রক্ষিত হয় ।

বালাশ্চাপি জ্ঞানবুদ্ধাস্তপোবুদ্ধা মম প্রিয়াঃ ।

তেষাং বচঃ পালয়িতুন্ম অবতারাঃ কৃতা ময়া ॥ ২৪

মহাভাগ্যং ব্রাহ্মণানাং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।

কলিদোষহরং শ্রদ্ধা মুচ্যতে সর্বতো ভয়াৎ ॥ ২৫

ইতি কক্‌বচঃ শ্রদ্ধা কলিদোষবিনাশনম্ ।

প্রণম্য তং শুদ্ধমনাঃ প্রযযৌ বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ॥ ২৬

গতে রাজানি সন্ধ্যায়াং শিবদত্ত শুকো বৃথঃ ।

চরিত্বা কঙ্কিপুরতঃ স্তুত্বাতং পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ২৭

। শ্লোকার্থ । দ্বিজগণেব মধ্যে যাঁহাবা বালক, তাঁহাবাও জ্ঞান বিষয়ে  
দ্ব, তপস্বী বিষয়ে বুদ্ধ এবং আমাব প্রিয় ভক্ত । আমি তাঁহাদেব বাক্য  
শ্রীলনার্থ ভূতলে যুগে যুগে অবগার্ব হই । ২৬

। যিনি ব্রাহ্মণগণের এই মহাভাগেব বিষয় শ্রবণ কবেন, তাঁহার সর্ব পাপ  
শ হয় এবং তিনি কলিদোষ হইতে বিমুক্ত হন । তাঁহার হৃদয়ে কোন ভয়  
কে না । ২৫

। পরম বৈষ্ণব রাজা শ্রীকঙ্কিব মুখে কলিদোষনাশক এই বাক্য শুনিয়া  
শুদ্ধচিত্তে নমস্কারপূর্বক প্রস্থান করিলেন । ২৬

। অনন্তর রাজা বিশাখযুগ বিদায় গ্রহণ করিলে সন্ধ্যাকাল আসিল । তখন  
মম পণ্ডিত শিবদত্ত শুকপক্ষী\* সমস্ত দিন বিচরণ করিয়া কঙ্কির নিকট  
স্থিত হইল এবং তাঁহাব স্তব করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল । ২৭

\*কঙ্কিদেবেব বার্তাবহ শুকপক্ষী এং যুগে ত্রিগুণ পক্ষী নামে অভিহিত  
হবে এবং নীলবর্ণ বৃহৎ পক্ষীৰূপে ৩৫৮৫ বিবাজ করিবে । আমবা ধর্মচক্রে  
গুণ পক্ষীকে কঙ্কিদেবের সন্নিক্ষানে বংবাং দেখিয়াছ ।

তং শুকংপ্রাহ কঙ্কিস্ত সন্নিতং স্তুতিপাঠকম্ ।

স্বাগতং ভবতা কস্ম্যাং দেশাং কিং খাদিতং ততঃ । ২৮

শুক উবাচ ।

শৃণুনাথ ! বচো মগ্নং কোতূহলসমম্মিতম্ ।

অহং গতশ্চ জলধেমধ্যে সিংহলসংজ্ঞকে ॥ ২৯

যথারুত্তং দ্বীপগতং তচ্চিত্রং\* শ্রবণপ্রিয়ম্ ।

বৃহদ্রথস্ত নৃপতেঃ কন্থায়াশ্চরিতামৃতম্ ॥ ৩০

চরিত্রং শ্রবণপ্রিয়ম্—ইতি পুস্তকান্তরস্ত পাঠঃ ।



কৌমুদামিহ জাতায়া জগতাং পাপনাশনম্ ।

চরিতং সিংহলে দ্বীপে চাতুর্বর্ণ্যজনাবৃতে ॥ ৩১

শ্লোকার্থ । কক্ষি শুককে স্তুতিপাঠ করিতে দেখিয়া ঈষৎ হাস্তপূর্বক বলিলেন, তোমার কুশল ত ? তুমি কোন্ স্থানে কি আহার করিয়া আসিলে ? ২৮

শুক বলিল, হে প্রভু, আমি একটি কোতুলকের কথা কহিতেছি, শ্রবণ করুন । আমি সাগরবেষ্টিত সিংহলদ্বীপে<sup>৪৮</sup> গিয়াছিলাম । ২৯

উক্ত দ্বীপের সমস্ত বৃক্ষান্ত অতীব চমৎকার । বিশেষতঃ তদ্বীপস্থ রাজা বৃহদ্রথের একটি গুণবতী কন্যা আছেন । এই রাজ-কন্যার চরিত্রামৃত অতিশয় শ্রবণ মধুর । ৩০

রাণী কৌমুদীব গর্ভে এই সুকন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । এই কন্যার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিলে জগতের পাপ দূর হয় । সিংহলদ্বীপ অতিশয় চমৎকার স্থান । তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণ চতুর্ষ্টয়ের<sup>৩১</sup> বাস আছে । ৩১

টিপ্পণী ৪৮ । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বর্তমান সিংহলদ্বীপকে লংকাদ্বীপ বলেন । কিন্তু উহা অনেকের সিদ্ধান্ত নহে । বাঙ্গালীকৃত রামায়ণে আছে, মহাবীর হনুমান দক্ষিণ ভারত সীমান্তে অদূরে সমুদ্রমধ্যে মহেন্দ্র পর্বতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ দ্বারা শতযোজন দীর্ঘ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া সুবেল পর্বতে গমন করেন । পরন্তু মহেন্দ্র পর্বত মাদ্রাজ প্রদেশের অনেক উত্তরে অবস্থিত । আর সিংহলদ্বীপ ভারতের পূর্ব-দক্ষিণ সমুদ্রমধ্যে বিদ্যমান । ইহাতে প্রতীত হয়, বর্তমান সিংহল দ্বীপ রামায়ণোক্ত লংকাদ্বীপ নহে । ‘জ্যোতিষতত্ত্ব’ নামক গ্রন্থে আছে—

দক্ষিণেহবস্তুমাহেন্দ্রমলয়া ঋষ্যমুখকঃ ।

চিত্রকূটমহারণ্যাকাঞ্চীসিংহলকোঙ্কনাঃ ॥

দক্ষিণে অবস্তু ( উজ্জয়িনী ), মাহেন্দ্র, মলয়, ঋষ্যমুখ, চিত্রকূট, মহারণ্য ( দণ্ডকারণ্য বা ;জানস্থান ), কাঞ্চী, সিংহল ও কোংকন অবস্থিত ।

ম্যাক্‌কিঙল সাহেব বলেন, পূর্বে সিংহলদ্বীপের নাম লংকা ছিল। তৎপরে উহার নাম তাপ্রোবেগী বা তাত্রপণা হয়। গ্রীসদেশীয় ভূগোলতত্ত্ববিদ ফিনিফোর্টস লংকাদ্বীপকে অন্টিচ্‌থোনাস (Untich thonos) নামে অভিহিত করেন। গ্রীক অন্টিচ্‌থোনাস সংস্কৃতে অন্তস্থান হতে পারে। ইহার কারণ, ঐতিহাসিক প্লিনি সাহেব লংকায় উপস্থিত হইয়া বলেন, উহা পৃথিবীর বিপরীত অংশে, শেষ অংশে অবস্থিত। প্রাচীন গ্রীসের সম্রাট আলেকজান্ডারের সময় উক্ত দ্বীপের অস্তিত্ব উত্তমরূপে বিজ্ঞাত ছিল। তখন উক্ত দ্বীপকে তাপ্রোবেগী বলা হইত। মেগাস্থিনিসের অভিমতেও লংকাদ্বীপের নাম তাপ্রোবেগী এবং উহা এক নদীদ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় উহার নাম পলয়িগোনি (palaegoni) ছিল। তাঁহার মতে ভারত অপেক্ষা লংকায় প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমানিক্যাদি পাওয়া যাইত। মিশর দেশীয় ভূগোলবিদ টলেমির মতে লংকা দ্বীপের প্রাচীন নাম সিমোন্দন (Simoundon) এবং পূর্ব নাম তাপ্রোবেগী। আর পেরীপ্লেস নামক গ্রন্থকারের মতে উহার পুরাতন নাম তাপ্রোবেগী। তৎকাল হইতে উহার নাম পলাইসিমোন্দন (Palai Simeunden) ছিল। কিন্তু প্লিনির মতে উহা লংকাদ্বীপের রাজধানীর নাম এবং পলাইসিমোন্দন নদীতে এই রাজধানী অবস্থিত ছিল। উক্ত কারণে পেরীপ্লেস নামক গ্রন্থকারের সিদ্ধান্ত ভ্রমপূর্ণ। যথাক্রমে এই দ্বীপের নাম সালিকী, সিরেন্দীবস, সিরিলেদীব, সিরেন্দীব, জীলন ও সইলন হয় এবং সইলন হইতে বর্তমান সিলোন (ceylon) হয়। পিটোটেমী রচিত Ancient India (প্রাচীন ভারত) ২৫১-২৫২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

লংকা দ্বীপে দুই বর্ষ অবস্থানকালে সিংহলী ভাষায় রচিত বিজয় সিংহ নামক নাটক পাঠে অবগত হয়েছি, বঙ্গদেশের নির্বাসিত রাজপুত্র বিজয় সিংহ লংকাদ্বীপে গমনপূর্বক রাজ্যস্থাপন করায় উহা সিংহল নামে পরিচিত হয়।

৪৯। \*ঋগ্বেদ সংহিতায় ( ১০ মণ্ডল, ৮ অষ্টক, ৭ অধ্যায়, ৯০ সূক্ত, ১২ ঋকে ) ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের উৎপত্তি বৃত্তান্ত পাওয়া যায় ।

ব্রাহ্মণোহশ্ব মুখমাসীদ্বাহু রাজন্তঃ কৃতঃ ।

উরুতদশ্ব যদৈশঃ পন্ত্যাম্ শূদ্রোহ জায়ত ॥

এই প্রজাপতির মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল । চতুর্বর্ণের এই উৎপত্তি বৃত্তান্ত অত্যন্ত প্রাচীন । আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ । আপস্তম্ব তৃতীয় সূত্রে বলেন, চত্বারো বর্ণা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাঃ ! নহু সংহিতায় ( ১ম অধ্যায়, ৩১ শ্লোক ) আছে—

লোকানাং চ বিবৃদ্ধার্থং মুখবাহুরুপাদতঃ ।

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রং চ নিরবর্তয়ং ॥

প্রজাপতি লোক বৃদ্ধির নিমিত্ত মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্য ও পদদ্বয় হইতে শূদ্রবর্ণ সৃষ্টি করেন । ব্রাহ্মণ শাস্ত্রজীবী, ক্ষত্রিয় শস্ত্রজীবী ও বৈশ্য কৃষিজীবী এবং শূদ্রজাতি এই তিনবর্ণের সেবক ছিলেন । গীতাতে আছে, চাতুর্বর্ণ্যঃ ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগয়োঃ । ইহার অর্থ, গুণ ও কর্মের বিভাগ দ্বারা আমি চতুর্বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি ।

প্রাসাদ-হর্ম্য-সদন-পুর রাজি-বিরাজিতে ।

রত্ন-ফটিক-কুড্যা-দিশ্বলতাভি \* ভূষিতে ॥ ৩২

স্ত্রীভিরুত্তমবেশাভিঃ পদ্মিনীভিঃ সমাবৃতে ।

সরোভিঃ সারসৈর্হংসৈরুপকূলজলাকূলে ॥ ৩৩

ভৃঙ্গরঙ্গপ্রসঙ্গাঢ্যে পদ্মৈঃ কঙ্করকুন্দকৈঃ † ।

নানানুজলতাজালবনোপবন মণ্ডিতে । ৩৪

দেশে বৃহদ্রথো রাজা মহাবলপরাক্রমঃ ।

তশ্চ পদ্মাবতী কন্যা ধন্যা রেজে যশস্বিনী ॥ ৩৫

শ্লোকার্থ । তথায় রমণীয় প্রাসাদ, রমণীয় হর্ম্য, রমণীয় গৃহ ও সুন্দর নগর  
বিরাজিত । কোথাও রক্তময়, কোথাও স্ফটিকময় কুড়া অবস্থিত । ৩২

প্রত্যেক স্থান দিব্যলতায় বিভূষিত । চতুর্দিকেই উজ্জলবেশধারিণী পদ্মিনী<sup>৫১</sup>  
কামিনীগণ অবস্থান করিতেছে । স্থানে স্থানে সরোবর এবং সারস ও হংসগণ  
অগভীর জলে ক্রীড়ারত । ৩৩

পদ্ম, কল্লার ও কুন্দপুষ্পে ভূঙ্গগণ ক্রীড়ারত । চতুর্দিকে পদ্মবন, মনোহ  
লতাজাল, উচ্চান ও উপবন শোভা পাইতেছে । ৩৪

ঈদৃশ সুন্দর দেশে উক্ত মহাবল পরাক্রমী রাজা বৃহদ্রথ বাস করেন । তাঁহা  
পদ্মা নাম্নী যে এক ধন্যা যশস্বিনী কন্যা আছেন, তাদৃশ কন্যারত্ন ত্রিভুবতে  
সুদুর্লভ । ৩৫

\* স্বর্ণতাড়িবিব্রাজিতে ইত্যপরে পঠন্তি ।

† কল্লারংল্লকৈঃ ইতি বা পাঠ্যম্ ।

টীকণী ৫০ । কামশাস্ত্রে পদ্মিনীর লক্ষণ কথিত । ভক্তকবি জয়দেব ক্ব  
“রতিমঞ্জরী” নামক পুস্তকে নবম শ্লোকে আছে—

ভবতি কমলনেত্রা নাসিকা সুদ্রবক্ষা

অবিরলকুচযুগ্মা চারুকেশী কুশাঙ্গী ।

মৃদ্বচন সুশীলা গীতবাচ্যাপরক্তা

ভবতি কমলনেত্রা পদ্মিনী পদ্মগন্ধা ॥

পদ্মিনী ব্যভীত শংখিনী, চক্রিণী ও হস্তিণী লক্ষণযুক্তা নারীগণ দৃষ্ট হয় ।

ভুবনে দুর্লভা লোকেঃপ্রতিমা বরবর্ণিনী ।

কাম-মোহ-করী চারু-চরিত্রা চিত্রনির্মিতা ॥ ৩৬

শিবসেবাপরা গৌরী যথা পূজ্যা সুসম্মতা ।

সখীভিঃ কন্যাকাভিশ্চ জপধ্যানপরায়ণা ॥ ৩৭

জ্ঞাত্বা তাক্ষ হরেলক্ষ্মীং সমুদ্ভূতাং বরাক্ষনাম্ ।\*

হরঃ প্রাহুরভূং সাক্ষাৎ পার্বত্যা সহ হর্ষিতঃ ॥ ৩৮

সাতমালোক্য বরদং শিব গৌরীসমম্বিতম্ ।

লজ্জিতাধোমুণী কিকিম্নোবাচ পুরতঃ স্থিতা ॥ ৩৯

শ্লোকার্থ । তৎ সদৃশ অহুগম রমণীয় রূপমাদুরী কোথাও দৃষ্ট হয় না । তাঁহার  
ব্রিহৎ অতীব মধুর । বিধাতা তাঁহাকে আশ্চর্য্যরূপে সৃজন করিয়াছেন । ৩৬

তাঁহাকে দেখিলে মন্থম মনোমোহিনী সাক্ষাৎ রতি তুল্যা মনে হয় । যেমন  
শিব-সেবা-পরায়ণা গৌরীদেবী সকলের পূজ্যা ও সম্মাননীয়, তাঁহার মত  
এই রাজকন্যাও সখীগণ ও অন্ত্যাত্ম কন্যাগণের সহিত জপ ও ধ্যানে নিযুক্তা  
মাছেন । ৩৭

ইতিমধ্যে যখন মহাদেব জানিতে পারিলেন, নারীজাতির শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুপ্রিয়া  
পদ্মী অবতীর্ণা হইয়াছেন, তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে পার্বতীর সহিত তথায় আগমন  
করিলেন । ৩৮

গৌরীর সহিত চন্দ্রশেখরকে বরদানার্থ আবিভূত হইতে দেখিয়া পদ্মাবতী  
গজায় অধোমুখে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন, কিছুই বালতে পারিলেন না । ৩৯

\*বরাননাম্ ইত্যপরে পঠন্তি ।

হরস্তামাহ স্তভগে । তব নারায়ণঃ পতিঃ ।

পাণিঃ গৃহীয়াতি মুদা নাহো যোগ্যো নৃপাশ্রজঃ ॥ ৪০

কামভাবেন ভুবনে যে স্বাং পশ্যন্তি মানবাঃ ।

তেনৈব বয়সী নার্য্যো ভবিষ্যন্ত্যপি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪১

দেবাসুরাস্তথা নাগা-গন্ধর্ব্বাশ্চারণাদয়ঃ ।

স্বয়া রন্তং যদাকালে ভবিষ্যন্তি কিল দ্বিয়ঃ ॥ ৪২

বিনা নারায়ণং দেবং স্বংপাণিগ্রহণাধিনম্ ।

গৃহং যাহি তপন্ত্যস্তা ভোগায়তনমুত্তমম্ ॥ ৪৩

মা ক্লেভয়ে হরেঃ পত্নি কমলে বিমলং কুরু ।

ইতি দশা বরং সোমস্তত্রৈবাস্তর্দধে হরঃ ॥ ৪৪

ল্লোকার্থ'। তখন ভূতনাথ তাঁহাকে বলিলেন, সুভগে, নারায়ণ তোমার পতি হইবেন ও হৃষ্টচিত্তে তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন, অস্ত্র কোন রাজকুমার তোমার ষোগ্য পতি নহে। ৪০

এই ভুবনের মধ্যে যে সকল মনুষ্য তোমাকে সকাম হৃদয়ে দেখিবে, তাহারা তৎকালেই নারীরূপ ধারণ করিবে। ৪১

দেবগণ, অসুরগণ, নাগগণ, গন্ধর্বগণ, চারণগণ ও অন্ত্র অন্ত্র যে সকল পুরুষ তোমার সহিত সংসর্গ করিতে অভিলাষ করিবে, তাহারা যথাসময়ে নারীরূপ প্রাপ্ত হইবে। ৪২

কিন্তু তোমার পাণিগ্রহণার্থী নারায়ণের প্রতি এই শাপ ফলিবে না। তাঁহা বিনা সকল ব্যক্তির প্রতিই এই শাপ ফলপ্রদ হইবে। সুতরাং তুমি এক্ষণে তলস্ত্রা ত্যাগ করিয়া গৃহে গমন কর। ৪৩

অশেষ সুখসন্তোগের আয়তন এই সুকোমল শরীর ক্ষুদ্র, ক্লিষ্ট বা ক্ষীণ করিও না। হে হরিপ্রিয়ে, কমলে, এই শরীর বাহাতে নির্মল থাকে তাহা কর। ৪৪

হর বরমিতি সা নিশম্য পদ্মা সমুচিতমাম্মনোরথ প্রকাশম্।

বিকসিতবদনা শ্রণম্য সোমং, নিজ্জনকালয়মাবিবেশরামা ॥ ৪৫

ইতি শ্রীকঙ্কিপু্রাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমাংশে হর-বরপ্রদানঃ নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

ল্লোকার্থ'। এইরূপ বরদান করিয়া মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব সেই স্থলেই অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর পদ্মা মহেশ্বর সমীপে নিজ মনোরথামৃত্যবায়ী সমুচিত বর প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তা ও স্মেরাননা হইলেন এবং বরদ শংকরকে নমস্কারান্তে স্বীয় পিজ্জালয়ে প্রবেশ করিলেন। ৪৫

শ্রীকঙ্কিপু্রাণে ভবিষ্য অমৃতভাগবতে প্রথমাংশে

হর-বরপ্রদান নামক চতুর্থ অধ্যায়ের

অমৃতবাদ সমাপ্ত।

## প্রথম অংশ পঞ্চম অধ্যায়

শুক উবাচ ।

গতে বহুতিথে কালে পদ্মাং বীক্ষ্য বৃহদ্রথঃ ।  
নিরুঢ়যৌবনাং পুত্রীং বিন্মিতঃ পাপশঙ্কয়া ॥ ১  
কৌমুদীং প্রাহ মহিষীং পদ্মোদ্রাহেহত্র কংনুপম্ ।  
বরয়িস্থামি স্নুভগে ! কুলশীলসমম্বিতম্ ॥ ২  
সা তমাহ পতিং দেবী শিবেন প্রতিভাম্বিতম্ ।  
বিষ্ণুরস্থাঃ পতিরিতি ভবিষ্যতি ন সংশয় ॥ ৩  
ইতি তস্ত্রাবচঃ শ্রুতা রাজাপ্রাহ কদেতিতাম্ ।  
বিষ্ণুঃ সর্বগুহাবাসঃ পাণিমস্থা গ্রহীষ্যতি ॥ ৪

লোকার্থ । শুক পক্ষী বলিল, অনন্তর বহুদিন গত হইলে, রাজা বৃহদ্রথ  
১য় কন্তা পদ্মাকে যৌবনসীমায় পদার্পণ করিতে দেখিয়া পাপাশংকার ৫১  
স্তুতি হইলেন । ১

তিনি কৌমুদীনাম্নী মহিষীকে বলিলেন, স্নুভগে, কোন্ কুলশীল সমম্বিত  
জ্ঞাকে কন্তা দান করিয়া জামাতা করিব ? ২

রাণী কৌমুদী পতিকে বলিলেন, নাথ, ভগবান শিব বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুই  
দ্বার পতি হইবেন । ইহাতে সন্দেহ নাই । ৩

রাজা মহিষীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন, প্রিয়ে, ভগবান বিষ্ণু কতদিন  
রে ইহার পাণি গ্রহণ করিবেন ? ৪

তিল্পনী । ৫১ । কন্তা বিবাহাভিলাষিনী হইয়া অবিবাহিতাবস্থায় যতবার  
তুমতী হয়, তাহার পিতামাতা ততবার জীবহত্যাপাতকে পাতকী হইয়া থাকে ।  
ধা—“যাবন্ত, কন্তানুতবঃ স্পৃশন্তি তুল্যৈঃ সকামামপি ষাচ্যমানাম্ । ভাবন্তি

ভূতানি হতানি তাভ্যাং মাতাপিতৃভ্যাংমিত ধর্মবাদঃ ॥” রাজা বৃহদ্রথ পদ্মাবতীকে  
তারুণ্যমণ্ডিতা দেখিয়া উক্ত জীবহত্যা পাপের আশংকা করেন ।

ন মে ভাগ্যোদয়ঃ কচ্চিদ্ যেন জামাতরং হরিম্ ।

বরয়িষ্ট্যামি কন্যার্থে বেদবত্যা মুনের্থথা ॥ ৫

ইমাং স্বয়ম্বরাং পদ্মাং পদ্মামিব মহোদধেঃ ।

মথনেহসুরদেবানাং তথা বিষ্ণুর্গ্রহীণ্যতি ॥ ৬

ইতি ভূপগণান্ ভূপঃ সমাহুয় পুরস্কৃতান্ ।

গুণশীলবয়োৰূপবিছাদ্রবিণসংবৃতান্ ॥ ৭

স্বয়ংবরার্থং পদ্মায়্যাঃ সিংহলে বল্লমঙ্গলে ।

বিচার্য্য কারয়ামাস স্থানং ভূপনিবেশনম্ ॥ ৮

স্নোকার্থ । আমার এমন কি সৌভাগ্য আছে যে, ত্রীহরিকে কন্যা দান  
পূর্বক জামাতা করিব ? অতএব মুনিকন্যা বেদবতীর ছায় কিংবা সুরাসুরগণ  
কর্তৃক সমুদ্রমন্ধানকালে রত্নাকর হইতে সমুখিতা লক্ষ্মীতুল্যা আমার কন্যা পদ্মাবে  
আমি স্বয়ংবর<sup>৫১</sup>(১) সভায় উপস্থিত করিব । তখন স্বয়ং বিষ্ণু পদ্মার পাণি  
গ্রহণ করিবেন । ৫-৬

রাজা এইরূপ স্থির করিয়া গুণবান্ অশীল কৃতবিদ্বৎ ঐশ্বর্যশালী তরু  
রাজগণকে সাদরে আহ্বান করিলেন । ৭

তিনি স্বীয় কন্যার স্বয়ংবর নিমিত্ত সিংহল দ্বীপে বিবিধ মাহুলিক অস্ত্রষ্ঠানের  
আদেশ দিলেন । পরে সবিশেষ বিবেচনা করিয়া রাজগণের সন্নিবেশার্থ যোগ্য  
স্থান নির্দ্ধারিত করিলেন । ৮

টিপ্পণী । ৫১(১) । পুরাকালে আর্য্য রাজগণের মধ্যে স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত  
ছিল । কন্যার পরিণয়ার্থ প্রধান রাজগণকে স্বয়ংবর সভায় আমন্ত্রণ করিতেন ।  
যে রাজগণ স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট বাইরা  
রাজকন্যা তাঁহার রূপলাবণ্য দেখিতেন । কন্যার সঙ্গীগণ উপস্থিত রাজগণের



গুণগান করিতেন। যে রাজার রূপগুণে কত্যা মুগ্ধা হইতেন, তাঁহার গলায় মালাদানপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্ত কামনা প্রকাশ করিতেন। তৎপরে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে মনোনীত রাজপুত্রের সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইত। দ্বিতীয় প্রকার বিবাহে কন্যার অভিভাবকগণ বরের নিকট গমন করিতেন। আর পূর্বোক্ত বিবাহে কন্যা স্বয়ং সুপাত্র মনোনীত করিতেন। উক্ত কারণে এই বিবাহের নাম স্বয়ংবর। প্রাচীন গ্রন্থসমূহে স্বয়ংবর বিবাহের বহু বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। দ্রৌপদী ও ইন্দুমতী প্রভৃতির বিবাহ স্বয়ংবর প্রথা অনুসারে সম্পন্ন হয়েছিল। দময়ন্তীরও স্বয়ংবরের উল্লেখ হয়েছিল। অল্প অল্প সমাজেও কখনও কখনও স্বয়ংবর সভার প্রচলন ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ কল্লিপুরাণে বেদবতীর বিবাহেও স্বয়ংবর সভা হয়েছিল। সর্বাপেক্ষা আধুনিক কালে কান্তকুজের অধিপতি জয়চন্দ্র স্বয়ংবর সভার আয়োজন করেছিলেন। উক্ত সভায় মহিপতী পৃথ্বীরাজকে আমন্ত্রণ না করিয়া তাঁহার স্তবর্ণমূর্তি রক্ষিত হয়েছিল। ইহাতে অপমানিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তাকে হরণ করেন। উক্ত ঘটনার পরে হিন্দুস্থানে যবনগণের প্রবেশ-পথ পরিস্কৃত হয়। কখনও কখনও স্বয়ংবর সভায় রাজগণের মধ্যে কল্যাণার্থ যুদ্ধ লাগিয়া যাইত। ইহার প্রমাণ মহাভারত ও রঘুবংশাদি গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রতীত হয়, যুদ্ধের ভয়েই স্বয়ংবর প্রথা লুপ্ত হয়।

তত্রায়াতা নৃপাঃ সর্বের্ব বিবাহকৃতনিশ্চয়াঃ ।

নিজসৈন্যৈঃ পরিবৃতাঃ স্বর্ণরত্নবিভূষিতাঃ ॥ ৯

রথান্ গজানশ্চবরান্ সমারুঢ়া মহাবলাঃ ।

শ্বেতচ্ছত্রকূতচ্ছায়াঃ শ্বেতচামরবীজিতাঃ ॥ ১০

শস্ত্রাশ্চতেজসা দীপ্তা দেবাঃ সেন্দ্রা ইবাভবন্ ।

রুচিরাশ্চ সুকস্মাচ মদিরাক্ষো দৃঢ়াঙ্গগাঃ ॥ ১১

কৃষ্ণসারঃ পারদশ্চ জীমূতঃ ক্রুরমর্দনঃ ।

কাশঃ কুশাসুর্বস্মান্ কঙ্কঃ ক্রথনস্বজয়ো ॥ ১২

গুরুমিত্রঃ প্রমাথীচ বিজ্জন্তুঃ সৃষ্ণয়োহক্ষমঃ ।\*

এতে চান্যে চ বহবঃ সমায়তো মহাবলাঃ ॥ ১৩

\*সৃষ্ণয়োহক্ষমঃ ইতি বা পাঠঃ ।

**শ্লোকার্থ** । অনন্তর বিবাহার্থী রাজগণ স্ববর্ণ ও রত্নালংকারে<sup>৫২</sup> বিভূষিত হইয়া স্ব স্ব সৈন্যগণ সহ সেইস্থানে সমাগত হইলেন ।৯

ইহাদের মধ্যে কেহ রথে, কেহ বা গজে, কেহ বা শ্রেষ্ঠ অশ্বে আরোহণ পূর্বক আসিলেন । এই সকল রাজকুমার মহাবল পরাক্রমী খেতচ্ছত্র বিশিষ্ট 'খেতচামরে উপবীজিত । ১০

অস্ত্রশস্ত্র-তেজে প্রদীপ্ত হওয়াতে রাজপুত্রগণ, দেবগণ-পরিবৃত দেবরাজের স্ত্রী শোভা পাইতে লাগিলেন । ইহাদের নাম যথা—রুচিরাম, সূর্য্যকর্মা, মদিরাম দৃঢ়াঙ্গ, কৃষ্ণসার, পারদ, জীমূত, তুরমর্দন, কাশ, কুশাম্বু, বসুমান, কংক, ক্রথ, সৃষ্ণয়, গুরুমিত্র, প্রমাথী, বিজ্জন্তু, সৃষ্ণয় ও অক্ষম । এই সকল ভূপাল ও অত্যা বহুসংখ্যক মণাবীর রাজা আগমন করিয়াছিলেন । ১১-১৩

**টিপ্পণী** । ৫২ । পুরাকালে হিন্দুস্থানে চারুশিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল উহার বিচার করিলে অলংকার গঠনের বৈচিত্র্য জানা যায় । 'রত্নরহস্য' নামঃ গ্রন্থে অলংকার নির্মাণের দুর্জয়ের কৌশল লিখিত । 'রত্নরহস্য' রচয়িতা এ বৃত্তান্ত 'হেমকোশ' এবং উহার টীকা অমরানুবেক, মানসোল্লাস প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত করেন । 'রত্নরহস্য' গ্রন্থের আলোকে নিম্নোক্ত অলংকারসমূহ উল্লিখিত । অষ্টবিধ শিরোভূষণ যথা—গর্তক, ললামক, বাল্যপাশ পারিতথ্য, হংসতিলক, দণ্ডক ( চূড়ামণ্ডন ), চূড়িকা ও লম্বন । একাদশ প্রকার কর্ণভূষণ । যথা—মুক্তাকণ্টক, দ্বিরাজিক, ত্রিরাজিক, স্বর্ণমধ্য, বজ্রগর্ভ ভূরিমণ্ডল, কুণ্ডল, কর্ণপূর ( কর্ণফুল ), কণিকা, শৃঙ্খল ও কর্ণেন্দু । দ্বিবি ললাটভূষণ—পত্রশ্যামা ও ললাটিকা । চৌদ্দ প্রকার কর্ণভূষণ । যথা—ললন্তিক প্রালম্বিকা, উরঃসূত্রিকা, মুক্তাবলী, দেবচ্ছন্দ, গুচ্ছ, গুচ্ছার্দ্ধ, গোস্তন, অর্দ্ধহার মানবক, একাবলী, নক্ষত্রমালা, সবিকা ও বজ্রকংকলিকা । পদক ও বস্ত্র

দ্বিবিধ উরোভূষণ। ছয় প্রকার বাহুভূষণ। যথা—কেয়ুর, অংগদ, পঞ্চকা, কটক, বলয় (খণ্ড) ও কংকণ। দশবিধ অঙ্গুলি ভূষণ। যথা—দ্বিহীরক, বজ্র, রবিমণ্ডল, নন্দ্যাবর্ত, নবরত্ন, বজ্রবেষ্টিত, বিহীরক, শুক্তিমুদ্রিকা, অঙ্গুলি-মুদ্রিকা ও মুদ্রামুদ্রিকা। ষড়্ বিধ কটিভূষণ। যথা—কাঞ্চা, মেথলা, রসনা, কলাপ, কাঞ্চীজল ও শৃংখল। ছয় প্রকার পাদভূষণ। যথা—পাদচূড়, পাদকটক, পাদ, পদ্মকিঙ্কিনি, পাদকটক ও মুদ্রিকা। এই গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে অত্যাশ্রয় অলংকারের নামাবলী লিখিত হইল না। যেখানে যে অলংকার উল্লিখিত হইবে, তথায় উহার বর্ণনা প্রদত্ত হইবে।

বিবিশুস্তে রঙ্গগতা স্ব স্ব স্থানেষু পূজিতাঃ।

বাচতাণ্ডবসংহ্রাষ্টাশ্চিত্রমালাস্বরাদরাঃ ॥ ১৪†

নানাভোগসুখোদ্ভিজ্জাঃ কামরামাঃ রতিপ্রদাঃ।

তানালোক্য সিংহলেশঃ স্বাং কণ্ঠাং বরবর্ণিনীম্ ॥ ১৫

গৌরীং চন্দ্রাননাং শ্যামাং তারহার বিভূষিতাম্।

মণিমুক্তাপ্রবালৈশ্চ সৰ্ব্বাঙ্গালঙ্কৃতাম্ শুভাম্ ॥ ১৬

† চিত্রমালাস্বরাদরাঃ ইতি কচিং পাঠঃ।

**শ্লোকার্থ।** এই নৃপতিগণ রঙ্গস্থলে প্রবিষ্ট ও যথাযোগ্য সংকৃত হইয়া স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট হইলেন। ইহাদের সন্তোষ বিধানার্থ চতুর্দিকে নৃত্যগীত হইতে লাগিল। রাজগণের চিত্রবিচিত্র মালা ও বসনে স্বয়ংবরসভা অপূর্ব শোভা ধারণ করিল। ১৪

নানা ভোগ-সুখে আসক্ত রাজগণকে দেখিয়া দর্শকবৃন্দের নয়ন-মন প্রফুল্লিত হইল। এইসকল রাজাকে উপস্থিত দেখিয়া সিংহলেশ্বর স্বীয় নিরুপমা, রূপবতী কন্যাকে আনয়ন করিতে আদেশ দিলেন। ১৫

এই কন্যা গৌরাঙ্গী, চন্দ্রমুখী, শ্যামলী, স্নলক্ষণা ও রমণীয় রত্নহারে ভূষিতা। মণিমুক্তা ও প্রবাল দ্বারা ইহার সর্বাঙ্গ সুশোভিত। ১৬

কিং মায়াং মহাজননীং কিংবা কামপ্রিয়াং ভূবি ।  
 রূপলাবণ্যসম্পন্না ন চাশ্রামিহ দৃষ্টবান্ ॥ ১৭  
 স্বর্গে ক্ষিতৌ বা পাতালেহপ্যহং সর্বত্রগো যদি ।  
 পশ্চাদ্দাসীগণাকীর্ণাং সখীভিঃ পরিবারিতাম্ ॥ ১৮  
 দৌবারিকৈর্বেদ্রহস্তৈঃ শাসিতাস্তুঃ পুরাধ্বহিঃ ।  
 পুরোবন্দীগণাকীর্ণাং প্রাপয়ামাস তাং শনৈঃ ॥ ১৯  
 নৃপূরৈঃ কিঙ্কিণীভিশ্চ ক্লেপ্তাং জনমোহিনীম্ ।  
 স্বাগতানাং নৃপাণাঞ্চ কুলশীলগুণান্ বহুন্ ॥ ২০  
 শৃঙ্গস্তী হংসগমনা রত্নমালাকরগ্রহা ।  
 রুচিরাপাঙ্গভঙ্গেন প্রেক্ষস্তী লোলকুণ্ডলা ॥ ২১

শ্লোকার্থ । সেই নিরুপমা রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া আমার বোধ হইল,  
 এই কন্যা কি মোহজননী সাক্ষাৎ মায়া ? অথবা মন্থত-প্রণয়িনী সাক্ষাৎ রতি  
 কি ভূতলে অবতীর্ণা ? ১৭

আমি স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল ত্রিলোক ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কোথাও সেই  
 কন্যাসমা রূপলাবণ্যবতী আর কাহাকেও দেখি নাই । যখন এই কন্যার  
 বহির্গতা হইলেন, তখন ৩৩ ৩৩ সখী তাঁহার চারিদিক বেষ্টিত করিয়া চলিল,  
 দাসীগণ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল । ১৮

বেদ্রহস্ত দৌবারিকগণ কর্তৃক পরিব্রজিত হইয়া পদ্মাদেবী অন্তঃপুর হইতে  
 বহির্গতা হইলেন । রাজকীয় বন্দীগণও অগ্রে চলিল । এইরূপে রাজকন্যা  
 ক্রমশঃ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ১৯

নৃপূর-কিঙ্কিণীধ্বনিতে সভায় অপূর্ব কর্ণমোহন মৃদু শব্দ উদ্ভূত হইতে  
 লাগিল । যে সকল রাজা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কুল, শীল ও গুণগ্রাম  
 প্রবণ করিতে করিতে লোলকুণ্ডলা ও মরালগমনা রাজকন্যা রত্নমালা হস্তে লইয়া  
 অপূর্ব কটাক্ষ বিক্ষেপে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন । ২০-২১

**টিপ্পণী । ৫৩ ।** বৈশ্ব পুরুষের ঔরসে ক্ষত্রিয় নারীর গর্ভে যাহার জন্ম হয়, তাহাকে মাগধ জাতি বলে । উক্তমর্মে মহাসংহিতায় ( ১০ অধ্যায়ে, ১১ শ্লোকে ) আছে—

ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্ৰকন্যায়াং সূতো ভবতি জাতিতঃ ।

বৈশ্বান্দ্ৰাগধবৈদেহৌ রাজবিপ্রাংগণযুতো ॥

অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তানকে সূতজাতি বলে । বৈশ্বপুরুষের ঔরসে ক্ষত্রিয় নারীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান মাগধ জাতি এবং বৈশ্বের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে বৈদেহ জাতি বলে ।

বন্দিগণ এই মাগধজাতির অন্তর্ভুক্ত । ইহার। যুদ্ধকালে, উৎসব সময়ে এবং রাজসভায় রাজগণের যশোগান করিত । রাজস্থানের চারণগণ কোন বর্ণভুক্ত নহে । বন্দিগণ ইহাদের সমপর্যায়ভুক্ত । বন্দিগণ রাজা, আমীর ও ওমরাহগণের স্তুতিগান করিয়া যে ধনলাভ করিত, তাহাতে জীবিকা নির্বাহ হইত । অধুনা প্রাক্কালে যে পাত্রায় ভোজন করে, নিয়ত দান গ্রহণ করে ও বংশগৌরব বর্ণনা করে, তাহাকে মাগধ জাতিভুক্ত বলা যায় । বর্তমানকালে চলিত ভাষায় ইহাদিগকে ভাট বলে ।

নৃত্যং কুস্তল সোপান গণ্ড-মণ্ডল মণ্ডিতা ।

কিঞ্চিং স্মেরোল্লসদবস্তৃদশনছোটদীপিতা ॥ ২২

বেদীমধ্যারুণক্ষৌমবসনা কোকিলস্বনা ।

রূপলাবণ্য পণ্যেন ক্রতুকামা জগত্রয়ম্ ॥ ২৩

সমাগতাং তাং প্রসমীক্ষ্য ভূপাঃ, সংমোহিনীং কামবিমূঢ়চিত্তাঃ ।

পেতুঃ ক্ষিতৌ বিশ্বৃতবস্ত্রশব্দাঃ রথাস্থমন্তদিপবাহনাস্তে ॥ ২৪

**শ্লোকার্থ ।** চূর্ণ কুস্তল দোহ্যমান হওয়ার তাঁহার গওস্থল দিব্য কান্তি ধারণ করিল । এবং হস্ত দ্বারা বদনকমল উল্লসিত হওয়ার তদীয়া দশনকান্তি শোভা পাইতে লাগিল । ২২

এই কঙ্কারত্নের মধ্যস্থল বেদীবৎ ক্ষীণ । ইনি অরুণবর্ণ পট্টবস্ত্র পরিহিতা ।  
ইহার কণ্ঠস্বর অবিকল কোকিলের কণ্ঠস্বর সদৃশ । এই সকল দেখিয়া আমার  
মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন শ্রী-লাবণ্যরূপ মহামূল্য দ্বারা ত্রিলোক ক্রয়  
করিবার জন্ত আসিয়াছেন । ২৩

সেই মনোহরা রাজকন্তাকে সভার উপস্থিত দেখিয়া রথবাহন, অশ্ববাহন ও  
মন্ত্ৰদ্বিপবাহন রাজগণ মদনমোহে বস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র বিস্মরণপূর্বক ভূপতিত হইতে  
লাগিলেন । ২৪

তস্তাঃ স্মরক্কাভ নিরীক্ষণেন স্ত্রিয়ো বভূবুঃ কমনীয়রূপাঃ ।

বৃহন্নিতম্বস্তনভারনম্রাঃ সুমধ্যমাস্তংস্বৃতিজাত রূপাঃ ॥ ২৫

বিলাসসহাস ব্যসনাতিচিত্রাঃ কান্তাননাঃ শোণ সরোজনেত্রাঃ ।

স্ত্রীরূপমাত্মানমবেক্ষ্য ভূপাস্তামহগচ্ছন্ বিশদান্নবৃন্ত্য ॥ ২৬

অহং বটস্থঃ পরিধর্ষিতাত্মা পদ্মাবিবাহোৎসবদর্শনাকুলঃ ।

তস্তা বচোহস্তম্ভদিত্তঃখতায়ঃ শ্রোতুং স্থিতঃ স্ত্রীত্বমিতেষু তেষু ॥ ২৭

জানীহি কক্ষে কমলাবিলাপং শ্রুতং বিচিত্রং জগতামপীশ ।

গতে বিবাহোৎসব মঙ্গলে সা শিবং শরণ্যং হৃদয়ে নিধায় ॥ ২৮

তান্ দৃষ্ট্বা নৃপতীন্ গজাস্বরথিভিস্তক্তান্ সখিত্বং গতান্ ।\*

স্ত্রীভাবেন সমম্বিতান্নুগতান্ পদ্মাং বিলোক্যাস্তিকৈ ॥

দীনা তক্তবিত্তভূষণা বিলিখতি পাদদ্বুলৈঃ কামিনী ।

ঈশং কৰ্ত্ত্বং নিজনাথমীশ্বর বচস্তথ্যং হরিং সাহস্মরং ॥ ২৯

\*গজাস্বরথিস্ত্যক্তা সখিত্বং গতান্ ইতি পাঠাক্রমঃ ।

ইতি শ্রীকঙ্কি পুরাণে অষ্টভাগবতে ভবিষ্যে

প্রথমাংশে ভূপতীনাং স্ত্রীত্ব কথনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ । সকান হইয়া কঙ্কার প্রতি দৃষ্টিপাত করায় রাজগণ সকলেই

নারীমূর্তি ধরিলেন। তাঁহাদের অন্তঃকরণে যেন কামিনীর অবয়ব অংকিত হইল। তৎক্ষণে তাঁহাদেরও অবয়ব কামিনী সদৃশ হইল। তাঁহাদের কটিদেশ স্নন্দর ও ক্ষীণ হইয়া গেল। তাঁহারা অলৌকিক রূপলাভ লাভ করিলেন। বিপুল নিতম্ব ও স্তনভরে তাঁহাদের শরীর জ্বলন্ত নত হইল। ২৫

তাঁহারা বিলাস হাস্ত ও নৃত্যগীতাদিতে সুনিপুণ হইলেন। তাঁহাদের মুখমণ্ডল নারীতুল্য কমনীয় কান্তি ধারণ করিল। চক্ষুও পদ্মতুল্য স্নন্দর হইল। ২৬

রাজগণ নারীরূপে পরিণত হইয়া পদ্মার অমুবর্তিনী হইলেন। আমি পদ্মার বিবাহোৎসব দর্শনার্থ বটবৃক্ষে বসিয়াছিলাম। এই সমস্ত রহস্যময় ব্যাপার সন্দর্শনে আমার অন্তরাগ্না অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল। রাজগণকে নারীরূপী দেখিয়া, পদ্মা দুঃখিতান্তঃকরণে খেন করিয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণার্থ তৎপরে সে স্থানে আমি কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিলাম। ২৭

শ্লোকার্থ। হে কন্দিদেব, আপনি জগতের অধীশ্বর মহাবিশ্ব, আপনার নিকট বলিতেছি, মানসলিক বিবাহোৎসব সমাপ্ত হইলে আপনার পদ্মাদেবী শরণ্য শিবকে হৃদয়ে ধান করিয়া যে সকল বিচিত্র বিলাপ করেন, আমি তাহা শুনিয়াছি। সেই সকল এক্ষণে আপনার নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ২৮

যখন পদ্মাদেবী দেখিলেন, তাঁহার পাণিগ্রহণার্থী রাজগণ স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া গজ, অশ্ব ও রথি সহ সৈন্ত সামন্ত কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহার সখীভাব অবলম্বনপূর্বক অতুগত ও নিকটস্থ হইয়াছেন, তখন তিনি দুঃখিত হৃদয়ে ভূষণাদি পরিত্যাগ সহকারে পাদাস্থ<sup>৫৪</sup> দ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। পরে তিনি শিববাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত হৃদয়েশ্বর শ্রীহরির চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। ২৯

টিপ্পণী। ৫৪। পাদাস্থ দ্বারা ভূমিতে লেখা অমুরাগিনী নারিকার অমুরাগের লক্ষণ। উক্তমর্মে ‘সাহিত্যদর্পণে’ তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

অদ্বুষ্ঠাগ্রাণে লিখতি স্কটাক্ষং নিরীকতে ।

দশতি স্বাধরং চাপিক্রতে প্রিয়মধোমুখী ॥

অর্থাৎ অম্বরগিনী নায়িকা অদ্বুষ্ঠা গ্রা দ্বারা ভূমিতে লিখিয়া কটাক্ষের সহিত তাহা দেখেন, অধর দংশন করেন ও অধোমুখে প্রিয়ঙ্গনের সহিত বাক্যালাপ করেন । ইহাতে পদ্মাবতীর অম্বরগের লক্ষণ প্রকটিত ।

শ্রীকঙ্কিপু্রাণে ভবিষ্যদ্বাণ্যভাগবতে প্রথমার্শে

পদ্মাস্বয়ংবরে ভূপতিগণের স্ত্রীরূপ প্রাপ্তি কথন নামক

পঞ্চম অধ্যায়ের তত্ববাদ সমাপ্ত ।

---



## প্রথম অংশ

### ষষ্ঠ অধ্যায়

শুক উবাচ ।

ততঃ সা বিস্মিতমুখী পদ্মা নিভ্র জনৈবৃত্তা ।

হরিং পতিং চিস্তয়ন্তী প্রোবাচ বিমলাং স্থিতাম্ ॥ ১

পদ্মোবাচ ।

বিমলে ! কিং কৃতং ধাত্রা ললাটে লিখনং মম ।

দর্শনাদপি লোকানাং পুংসাং জীভাবকারকম্ ॥ ২

মমাপি মন্দভাগ্যায়াঃ\* পাপিষ্ঠাঃ শিবসেবনম্ ।

বিফলত্বমমুপ্রাপ্তং বীজমুপ্তং যথোপরে ॥ ৩

হরিলক্ষ্মীপতিঃ সর্বজগতামধিপঃ প্রভুঃ ।

মৎকৃতেইপ্যাভিলাষং কিং করিষ্যতি জগৎপতিঃ ॥ ৪

\*মন্দভাগ্যা ইতি বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্থ । শুকপক্ষী বলিল, অনন্তর পরিজন-পরিবৃত্তা পদ্মাদেবী বিস্মিতা হইয়া স্বীয় পতি শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে সমীপস্থ বিমলা নাম্নী সখীকে বলিলেন । ১

পদ্মাদেবী বলিলেন, বিমলে, বিধাতা কি আমার অদৃষ্টে ইহা লিখিয়াছিলেন যে, আমাকে দেখিলেই পুরুষ জীর্ণপ ধারণ করিবে ! ২

আমি মন্দভাগ্য ও পাপীয়সী । মরুভূমিতে উগ্ধ বীজের স্তায় আমার শিব-আরাধনা বৃথা হইল ! ৩

জগতের অধীশ্বর মহাপ্রভু লক্ষ্মীপতি হরি কি আমাতে অভিলাষী হইবেন ? ৪

যদি শস্তোর্বচো মিথ্যা যদি বিষ্ণুর্ন মাং স্মরেৎ ।

তদাহমনলে দেহং\*<sup>১</sup> ত্যজামি করিভাবিতা\*<sup>২</sup> ॥ ৫

ক চাহং মানুষী দীনা কাস্তে দেবো জনার্দনঃ ।

নিগৃহীতা বিধাত্ৰাহং শিবেন পরিবক্ষিতা ॥ ৬

বিষ্ণুনা ৩\*চ পবিত্যক্তা মদন্তা কাত্ৰ \*৪ জীবতি ॥ ৭

ইতি নানাবিলাপিষ্ঠা বচনং শোচনাশ্রয়ম্ ।

পদ্মায়াস্চাক্ষেপেষ্ঠায়াঃ \*৫ শ্ৰদ্ধায়ানন্তবাস্তিকে ॥ ৮

\*১ তক্ষ্যামি ইতি বা পাঠঃ ।

\*২ হরিভাবিতা ইত্যপরে পঠস্থি ।

\*৩ বিষ্ণো চ ইতি বা পাঠঃ ।

\*৪ নাত্ৰ জীবতি ইতি বা পাঠঃ ।

\*৫ পদ্মায়াস্চক্ষেপেষ্ঠায়া ইতি বা পাঠঃ ।

ম্লোকার্থ । যদি শূলপাণির বাক্য মিথ্যা হয়, যদি বিষ্ণু আমাকে স্মরণ না করেন, তাহা হইলে আমি হরিকে ধ্যান করিতে করিতে জলন্ত অনলে দেহ ত্যাগ করিব । ৫

আমি অতিদীনা মানবী বা কোথায়, আর সেই দেবাদিদেব নারায়ণই বা কোথায় ? বিধাতা মৎ প্রতি।বমুখ, নতুবা চন্দ্রশেখর আমাকে বঞ্চনা করিলেন কেন ? ৬

বিষ্ণু কর্তৃক পরিত্যক্ত। হহয়া আমি জীবনধারণ করিতেছি । এইরূপ অবস্থায় আমি ব্যতীত অস্ত্র কেহ জীবনধারণ করিতে পারে না । ৭

আমি ( শুক ) স্মৃচরিতা পদ্মাদেবীর এরূপ নান। প্রকার শোকজনক বিলাপ শুনিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি । ৮

শুকস্ত বচনং শ্ৰদ্ধা কষ্টিঃ পরমবিস্মিতঃ ।

তং জগাদ পুনর্যাহি পদ্মাং বোধয়িতুং প্রিয়াম্ ॥ ৯

মৎসন্দেহহরো\* ভূত্বা যজ্ঞপশুণকীৰ্ত্তনম্ ।

আবয়িত্বা পুনঃ কীর ! সমায়াস্তসি বাঞ্চব ॥ ১০

স। মে প্রিয়া পতিরহং তস্তা দেব বিনিশ্চিতঃ ।

মধ্যস্থেন দ্বয়া যোগমাবয়োচ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১১

সর্বজ্ঞোহসি বিধিজ্ঞোহসি কালজ্ঞোহপি কথামৃতেঃ ।

তামাস্বাস্ত্র মমাস্বাসকথাস্ত্রস্তাং সমাহর ॥ ১২

\* মৎসনেশবহো ইতি পাঠান্তরঃ ।

ল্লোকার্থ। শুকের কথা শুনিয়া কহি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তুমি প্রিয়তমা পদ্মাকে সান্বনা দানার্থ পুনর্বার সেখানে যাও । ৯

তুমি আমার বন্ধু । অল্প তুমি আমার বার্তাবহ রূপে পদ্মার নিকট যাইবে এবং তাঁহাকে আমার গুণাবলী শুনাইয়া পুনরায় এখানে আসিবে । ১০

প্রিয়া পদ্মা আমার প্রণয়িনী ও আমি তার প্রিয় পতি, বিধাতা ইহা স্থির করিয়াই রাখিয়াছেন । তুমি মধ্যস্থ হইয়া আমাদের পরস্পর মিলন ঘটাইবে । ১১

তুমি সর্বজ্ঞ, বিধিজ্ঞ ও কালজ্ঞ । অতএব তুমি বাক্যরূপ অমৃত বর্ষণে পদ্মাকে সান্বাসিত করিয়া আমার নিকট তাঁহার আশ্বাসবাক্য লইয়া আসিবে । ১২

ইতি কল্কের্ভচঃ শ্রুত্বা শুকঃ পরমহর্ষিতঃ ।

প্রণম্য তং প্রীতমনাঃ প্রযযৌ সিংহলং ত্বরম্ ॥ ১৩

খগঃ সমুদ্রপারেণ স্নাত্বা পীতামৃতং পয়ঃ ।

বীজপূরফলাহারো যযৌ রাজনিবেশনম্ ॥ ১৪

তত্র কণ্ঠাপুরং গচ্ছা বৃক্ষে নাগেশ্বরে বসন্ ।

পদ্মামালোক্য তাং প্রাহ শুকো মানুষ্যভাষয়া ॥ ১৫

কুশলং তে বরারোহে ! রূপযৌবনশালিনী ।

দ্বাং লোলনয়নাং মণ্ডে লক্ষ্মীরূপামিবাপরাম্ ॥ ১৬

ল্লোকার্থ। কহির বাক্য শ্রবণে শুকপক্ষী পরম আহ্লাদিত হইল এবং তাঁহাকে নমস্কার করিয়া প্রীতমনে সত্বর সিংহলাভিমুখে যাত্রা করিল । ১৩

অতঃপর সমুদ্রপারে গমন করিয়া শুক পক্ষী দ্বান করিয়া অমৃতময় জল পানান্তে বীজপুর নামক কল আহার করিল । ১৪

তৎপরে রাজসদনে উপস্থিত হইয়া রাজকন্ডার অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক নাগকেশর পুষ্প বৃক্ষে উপবিষ্ট হইল । পদ্মাকে অবলোকন করিয়া শুক মহম্বাক্যে বলিল । ১৫

হে বরারোহে, তুমি কুশলে আছো ত? আমি দেখিতেছি, তুমি নিরুপমা, রূপবতী ও পূর্ণযৌবনা । তোমার নয়নদ্বয় চঞ্চল । মনে হয় তুমি দ্বিতীয় লক্ষ্মী । ১৬

পদ্মাননাং পদ্মগন্ধাং পদ্মনেত্রাং করাস্বজ্জে ।

কমলং কলয়ন্তীং হ্যাং লক্ষ্যামি পরাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৭

কিং ধাত্রা সর্বজগতাং রূপলাবণ্য সম্পদাম্ ।

নির্মিতাসি বরারোহে ! জীবানাং মোহকারিণি ॥ ১৮

ইতি ভাবিতমাকর্ষ্য কীরস্ত্যামৃতমদ্ভুতম্\* ।

হসন্তী প্রাহ সা দেবী তং পদ্মা পদ্মমালিনী ॥ ১৯

কন্তং কস্মাদাগতোহসি কথং মাং শুকরূপধৃক্ ।

দেবো বা দানবো বা হ্যং আগতোহসি দম্বাপরঃ ॥ ২০

\* কীরস্ত্যামিতমদ্ভুতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

ক্লোকার্থ । তোমার মুখমণ্ডল পদ্মসদৃশ, গাত্রে পদ্মগন্ধ এবং নয়নদ্বয় পদ্মতুল্য শোভমান । তোমার হস্ত পদ্ম সদৃশ এবং তোমার হস্তেও পদ্ম । এই সকল লক্ষণে আমার প্রত্যয় জন্মে, তুমি দ্বিতীয় লক্ষ্মী । ১৭

হে বরাননে, তুমি সকল জীবেরই মোহকারিণী । বোধ হয়, বিধাতা সমস্ত জগতের রূপ লাভার্থ্যরাশি সংগ্রহ করিয়া তোমাকে সৃজন করিয়া থাকিবেন । ১৮

পদ্মমাল্য বিভূষিতা পদ্মা, শুকপক্ষীর অশ্রুতপূর্ব অদ্ভুত কথা শুনিয়া সহাস্ত বদনে বলিলেন, তুমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? তুমি শুকরূপধারী দেবতা কি দানব? তুমি দম্বা বশে আমার নিকট কি জন্ত আসিয়াছ? ১৯-২০

শুক উবাচ ।

সর্ববজ্রোহং কামগামী সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ।  
 দেবগন্ধর্বভূপানাং সভাস্থু পরিপূজিতঃ ॥ ২১  
 চরামি স্বেচ্ছয়া খে স্বাম্ ঈক্ষণার্থমিহাগতঃ ।  
 স্বামহং হ্রদি সন্তপ্তাং ত্যক্তভোগাং মনস্বিনীম্ ॥ ২২  
 হান্তালাপ-সখীসঙ্গ-দেহাভরণ-বর্জিতাম্ ।  
 বিলোক্যাহং দীনচেতাঃ পৃচ্ছামি শ্রোতুমীরিতম্ ।  
 কোকিলালাপ-সন্তাপ-জনকং মধুরং মৃদু ॥ ২৩  
 তব দীপ্তোষ্ঠ জিহ্বাগ্রলুলিতাক্ষরপঙ্ক্তয়ঃ ।  
 যৎকর্ণকুহরে মগ্নাস্তেবাং কিং বর্ণ্যতে তপঃ\* ॥ ২৪

\*ততঃ ইতি বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্থ । শুকপক্ষী কহিল, আমি সর্বজ্ঞ, সর্ব-শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ও কামগামী । যখন যেখানে ইচ্ছা বায়ুবেগে গমন করিতে পারি । দেব-গন্ধর্ব সভায় আমি সম্মানিত ও সমাদৃত । আমি আকাশমার্গে স্বেচ্ছায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকি । অধুনা তোমাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছি । তুমি প্রশস্তহৃদয়া হইয়াও এক্ষণে অতিশয় সন্তাপযুক্তা ও ভোগহীন বিমুখী হইয়াছ । ২১-২২

হাস্ত পরিহাস, কাহারও সহিত আলাপ, সখীসঙ্গ ও দেহাভরণ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়াছ । আমি তদীয় অবস্থা দেখিয়া দীনচেতা হইয়া তোমার কোকিল-কুজনাথিক মধুর মৃদুবাক্য শ্রবণার্থ তদীয় পরিতাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি । ২৩

তোমার দন্ত, ওষ্ঠ ও জিহ্বাগ্র-নিঃসৃত অক্ষরপঙ্ক্তি যাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়, তাহার পরম সৌভাগ্য । ২৪

সৌকুমার্য্যং শিরীষশ্চ ক কাস্তির্বা নিশাকরে ।

পীযুষং ক বদন্ত্যেবানন্দং ব্রহ্মণি তে বুধাঃ\* ॥ ২৫

তব বাহুল্যবদ্ধা যে পান্থস্তুতি \*২ সুধাননম্ ।

তেবাং তপোদানজপৈর্ব্যতীঃ কিং জনয়িস্থতি ॥ ২৬

তিলকালকসংমিশ্রং লোলকুণ্ডলমণ্ডিতম্ ।

লোলেক্ষণোল্লসদ্বজ্রং\*৩ পশ্যতাং ন পুনর্ভবঃ ॥ ২৭

বৃহদ্রথস্তুতে ! স্বাধিং বদ ভাবিনি যংকৃতেশ্চ ।

তপঃ ক্ষীণামিব তনুং লক্ষয়ামি রুজং বিনা ।

কণকপ্রতিমাং যদ্বং পাংশুভিমলিনীকৃতা ॥ ২৮

শ্লোকার্থ । শিরীষপুষ্পের সৌকুমার্য ও নিশাকরের কাস্তি তোমার নিকট অকিঞ্চিংকর বলিয়া প্রতীয়মান হয় । পণ্ডিতগণ অমৃতময় জ্ঞানেন্দের প্রশংসা করেন, কিন্তু তোমার নিকট তাহাও অতি নগণ্য । ২৫

যে পুণ্যাত্মা পুরুষ তোমার বাহুল্যায় আবদ্ধ হইয়া তদীয় বদনামৃত পান করিবেন, তাঁহার পক্ষে স্বর্গপ্রদ তপ, জপ ও দানাদি ধর্ম্মাচ্যুতানের কোন প্রয়োজন নাই । ২৬

যাহারা তোমার এই অলক-তিলক সংমিশ্র চঞ্চল-কুণ্ডল-মণ্ডিত বিলোল-গোচনাভূত মুখমণ্ডল দেখিবেন, তাঁহাদের আর পুনর্জন্ম হইবে না । ২৭

হে বৃহদ্রথনয়ে, এক্ষণে তোমার মনোদুঃখের কারণ কি বল । হে ভাবিনি, অধুনা মানসিক দুঃখের জন্ত তোমার এই শরীর-পিড়া ব্যতিরেকেও তোমাকে তপঃক্ষীণা সদৃশ দেখা যাইতেছে । বিশেষতঃ স্তবর্ণপ্রতিমা পাংশু স্পর্শে মলিনীকৃত হইলে যেরূপ অসুন্দর দেখায়, তাহার ত্রায় দেখাইতেছে । ২৮

\*১ ব্রহ্মণি তেহধুনাঃ ইতি বা পাঠঃ । \*২ যে পশ্যন্তি ইতি বা পাঠঃ ।

\*৩ লোলেক্ষণোল্লসদ্বজ্রেনেত্রং ইতি বা পাঠঃ ।

†বদ ভাবিনী যং কৃতম্ ইতি পাঠান্তরম্ ।

†কণক প্রতিমং তদ্বং ইত্যপরে পাঠস্তি ।

পদ্যোবাচ ।

কিংরূপেণ কুলেনাপি ধনেনাভিজ্ঞেন বা ।

সর্ব্বং নিষ্ফলতামেতি যন্তু দেবমদক্ষিণম্\* ॥ ২৯

শৃগুকীর মমাখ্যানং যদি বা বিদিতং তব ।

বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোরে হরসেবাং করোম্যহম্ ॥ ৩০

তেন পূজাবিধানেন তুষ্টো ভূহা মহেশ্বরঃ ।

বরং বরয় পদ্মে ! ত্বমিত্যাহ প্রিয়য়া সহ ॥ ৩১

\* লজ্জয়াধোমুখীমগ্রে স্থিতাং মাং বীক্ষ্য শঙ্কর ।

প্রাহ তে ভাবিতা স্বামী হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৩২

**শ্লোকার্থ ।** পদ্মাদেবী বলিলেন, ভগবান বিষ্ণু যাহার প্রতি স্প্রসন্ন নহেন, গাহার পক্ষে রূপ, কুল, ধন ও উচ্চবংশে জন্ম সকলই নিষ্ফল ৷২২

হে কীর, যদি আমার বৃত্তান্ত তোমার অবিদিত থাকে, 'তবে তাহা বলিতেছি প্রবণ কর । পৌগণ্ড<sup>৫৫</sup>, বাল্য ও কৈশোর অবস্থায় আমি শিবপূজা করিয়া-ছিলাম ৷৩০

মহেশ্বর আমার পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া পার্বতীর সহিত আসিয়া আমাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন ৷৩১

অনন্তর তিনি আমাকে সম্মুখবর্তিনী ও লজ্জাভরে অধোমুখী দেখিয়া বলিলেন, প্রভু নারায়ণ তোমার স্বামী হইবেন ৷৩২

**টিপ্পনী । ৫৫ ।** কেহ কেহ বলেন, পঞ্চমবর্ষ হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়স পৌগণ্ড । একাদশ বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কৈশোর । জন্মসাল হইতে পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত শৈশব । ষষ্ঠ বর্ষ হইতে সাড়ে দশ বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্য । সতের বর্ষ হইতে পঁয়ত্রিশ বর্ষ পর্য্যন্ত যৌবন । ছত্রিশ বর্ষ হইতে পঞ্চাশ বর্ষ পর্য্যন্ত প্রৌঢ় নশ । একাল বর্ষ হইতে সত্তর বর্ষ পর্য্যন্ত বৃদ্ধদশা । একাত্তর বর্ষ হইতে অন্তকাল পর্য্যন্ত অতিবৃদ্ধ দশা ।

\*দৈবমদক্ষিনম্ ইতি বা পাঠঃ ।

\*লজ্জয়েধোমুখীমগ্রে ইতি বা পাঠঃ ।

দেবো বা দানবো বাস্তো গন্ধর্বে বা তবেক্ষণাং ।

কামেন মনসা নারী ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৩

ইতি দত্তা বরং সোমঃপ্রাহ বিষ্ণুর্চনং যথা ।

তথাহং তে প্রবক্ষ্যামি সমাহিতমনাঃ শৃণু ॥ ৩৪

এতাঃ সখ্যো নৃপাঃ পূর্ব্বমাহুতা য়ে স্বয়ংবরে ।

পিত্রা ধর্ম্মার্থিনা দৃষ্ট্বা রম্যাং মাং যৌবনাষিতম্\* ॥ ৩৫

স্বাগতান্তে সুখাসীনা বিবাহকৃতনিশ্চয়াঃ ।

যুবানো গুণবন্তশ্চ রূপদ্রবিণসম্মতাঃ ॥ ৩৬

স্বয়ংবরগতাং মাং তে বিলোকা রুচিরপ্রভাম্ ।

রত্নমালাশ্রিতকরাং নিপেতুঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৩৭

**শ্লোকার্থ**। দেব, দানব, গন্ধর্ব বা অন্ত যে কেহ সকামহৃদয়ে তোমাকে দেখিবে, সে তৎক্ষণাৎ নারীরূপে পরিণত হইবে। ভগবান্ মহেশ্বর এইরূপ বরদান করিয়া যেক্রপ বিষ্ণুপূজার প্রকরণ বলিয়াছেন, তাহাও তোমাকে কহিতেছি, সমাহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর। ৩৩-৩৪

এই যে আমার সখীগণকে দেখিতেছ, ইঁহারা সকলেই পূর্বে রাজা ছিলেন। আমার পিতা আমাকে যৌবনসীমায় উপনীতা ও রমণীয়াকৃতি দেখিয়া ধর্ম-রক্ষার নিমিত্ত এই সকল রাজাকে আমার স্বয়ংবর সভায় সমবেত করাইয়া-ছিলেন। ৩৫

ইঁহারা তরুণ, গুণশীল, রূপবান্ ও অতুল ঐশ্বর্যসম্পন্ন এবং আমার পানি-গ্রহণ কামনায় স্নেহে আগত ও স্বয়ংবর-সভায় সুখাসীন হইলে আমি হস্তে রত্নমালা লইয়া মনোহর প্রভা বিস্তার পূর্বক স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলাম। তখন রাজগণ আমাকে দেখিয়াই পঞ্চশরে জর্জরিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। ৩৬-৩৭

\*যৌবনাষিতাম্ ইতি বা পাঠঃ ।

তত উথায় সংভ্রান্তাঃ সংপেক্ষ্য\*<sup>১</sup> জ্বীহমাঅনঃ ।

স্তনভারনিতম্বেন গুরুণা পরিণামিতাঃ ॥ ৩৮



হ্রিয়া ভিয়া চ শক্রগাং মিত্রাণামতিদুঃখদম্ ।

স্ত্রীভাবং মনসা ধ্যাত্বা মামেবানুগতাঃ\*<sup>২</sup> শুক ॥ ৩৯

পারিচর্য্যা হররতাঃ\*<sup>৩</sup> সখ্যঃ সর্বগুণাঙ্ঘ্রিতাঃ ।

ময়া সহ তপোধ্যান পূজাঃ কুর্বাতি সন্মতাঃ ॥ ৪০

তদুদিতমিতি সংনিশম্য কীরঃ শ্রবণসুখং নিজমানস প্রকাশম্ ।

সমুচিতবচনৈঃ প্রতীক্ষ্য\* পদ্মাং মুরহরযজ্ঞনং পুনঃ প্রচষ্টে ॥ ৪১

\*১ সংপ্রেক্ষ্য ইতি বা পাঠঃ ।

\*২ মামেবানুগতাং ইতি বা পাঠঃ ।

\*৩ হররেতাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

\*প্রতোষ্য ইতি বা পাঠঃ ।

প্রোকার্ণ । পরে তাঁহারা সসম্মমে উথিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের শরীরে স্ত্রীচিহ্ন সমস্ত পরিলক্ষিত এবং গুরুতর নিতম্ব ও পীন-পয়োধরদ্বয় শোভা পাইতেছে । ৩৮

হে শুক, অনন্তর তাঁহারা নিজ নিজ নারীরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া শত্রু বা মিত্র সকলেরই নিকট লজ্জা ও ভয় হেতু সাতিশয় দুঃখিত হৃদয়ে কিয়ৎকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া পরিশেষে আমারই অনুগামী হইলেন । ৩৯

এক্ষণে ইহারা আমার সখী হইয়াছেন । ইহারা সর্বগুণে ভূষিত ও আমার প্রীতির পাত্র । ইহারা আমার সহিত বিষ্ণুর পূজা, পরিচর্যা, ধ্যান ও তপস্তা করিতেছেন । ৪০

পদ্মার নিকট শ্রুতিমধুর ও মনঃপ্রীতি-কর এই বাক্য শুনিয়া শুক সমুচিত বচনৈঃ তাঁহার পরিতোষ সম্পাদনপূর্বক বিষ্ণুপূজা-<sup>৫৬</sup> বিষয়ক কথার প্রস্তাব করিলেন । ৪১

ইতি শ্রীকৃষ্ণপুরাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে প্রথমোংশে

শুকপদ্মাসংবাদং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥৬

শ্রীকৃষ্ণপুরাণে ভবিষ্য অমৃতভাগবতে প্রথমোংশে

শুক-পদ্মা সংবাদ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের

অমৃতভাগ সমাপ্ত ।

**টিপ্পণী।** ৫৬। যে দেবতা জগতে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি বিষ্ণু। যে দেবত জগৎকে পালন ও প্রসন্ন করেন, তিনি বিষ্ণু। সংস্কৃত ভাষায় ব্যাকরণের আলোকে ধাত্বর্থ দ্বারা বিষ্ণু শব্দের নানা অর্থ করা যায়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, অচিন্ত্যশক্তি পরমেশ্বর ভগবানের নামই বিষ্ণু। বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রলয়কালে বিশ্বজগৎ নারায়ণের শরীরে লয়প্রাপ্ত হয়। এই কারণে তাঁহার নাম বিষ্ণু হয়েছে। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে আছে।—

যস্মাদ্বিধ্বমিদং সর্বং তস্ত শক্ত্য মহাত্মনঃ ।

তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুঃ বিশদাতোঃ প্রবেশনাৎ ॥

ঐ মহাত্মা বিষ্ণু দৈবশক্তিবলে এই বিশ্বে প্রবিষ্ট হন। বিষ্ণু ধাতুর প্রবেশ রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ( প্রকৃতি খণ্ড, ২৪ অধ্যায় ) আছে।—

ন ক্ষীয়সে ন ক্ষরসে কল্পকোটিশতৈরপি ।

তস্মাৎ ভ্রমক্ষরত্বাৎ চ বিষ্ণুর্বেতি প্রকীর্ত্যসে ॥

শতকোটি কল্পেও যিনি ক্ষয়প্রাপ্ত বা ক্ষরিত হন না, সেই অক্ষর পুরুষ বিষ্ণু নামে প্রকীর্তিত। ভগবান বিষ্ণু রজোগুণের প্রভাবে সৃষ্টি করেন, সত্ত্বগুণে প্রাধাত্তে পালন করেন ও তমোগুণের আধিক্যে সংহার করেন।

কর্মপুরাণ ৪র্থ অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক চতুষ্টয় দৃষ্ট হয়।

রজোগুণময়ং চাণ্যং রূপং তস্তৈব ধীমতঃ ।

চতুর্মুখঃ স ভগবান্ জগৎ সৃষ্টৌ প্রবর্ততে ॥

সৃষ্টং চ পাতি সকলং বিশ্বাত্মা বিশ্বতোয়ুখঃ ।

সবং গুণমুপাশ্রিত্য বিষ্ণুর্বিশ্বেশ্বরঃ স্বয়ম্ ॥

অন্তকালে স্বয়ং দেবঃ সর্বাঙ্গা পরমেশ্বরঃ ।

তমোগুণং সমাশ্রিত্য রুদ্রঃ সংহরতে জগৎ ॥

একোহপি সন্ মহাদেবস্ত্রিধাহসৌ সমবস্থিতঃ ।

সর্সরক্ষালয়গুণৈর্নিগুণোহপি নিরঞ্জনঃ ॥

সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ রজোগুণের প্রভাবে ব্রহ্মরূপ পরিগ্রহ করেন। ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করেন। বিশ্বেশ্বর ত্রীহরি স্বয়ং সত্ত্বগুণ আশ্রয়ে বিশ্বমুখ বিশ্বাত্মা বিষ্ণুরূপে সর্বলোক পরিপালন করেন। অনন্তর প্রলয়কালে ঐ সর্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর তমোগুণাশ্রয়ে রুদ্ররূপে সমস্ত জগৎ সংহার করেন। ঐ নিরঞ্জন মহাদেব এক সত্ত্বা হইয়াও ত্রিবিধ মূর্তিতে বিরাজমান হন এবং গুণত্রয়ের প্রভাবে তিন ভিন্নমূর্তি ধারণ পূর্বক সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। অগ্নিপু্রাণে সর্গাহুশাসন অধ্যায়ে আছে।—

সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণাদ্ ব্রহ্মাবিস্ফুশিবাশ্রিতাঃ ।

সন্ সংজ্ঞা যাতি ভগবান্ এক এব জনার্দনঃ ॥

ব্রহ্মত্বে সৃজন্তে চৈব বিষ্ণুত্বে পাতি নিত্যশঃ ।

রুদ্রত্বে চৈব সংহর্তা একো দেবোত্রিধা স্বতঃ ॥

অর্থাৎ অদ্বিতীয় ভগবান্ জনার্দনই তিনরূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব তিনরূপে তিন নাম প্রাপ্ত হন এবং যথাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করেন। এখন ইহা নিশ্চিত হইল যে, পরমেশ্বরের সত্ত্বগুণময়ী পালন শক্তি বিষ্ণু নামে আখ্যাত।

উক্ত মর্মে ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণের নিম্নোক্ত বিবরণ প্রদত্ত। আসমুদ্র হিমাচল বিষ্ণু ও শিবের পূজা সর্বত্র প্রচলিত কিন্তু ব্রহ্মার পূজা বহুল প্রচারিত নয়। উক্ত গ্রন্থে নারদের অভিশাপই ইহার কারণ রূপে বর্ণিত। ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হইতে তাঁহার মানসপুত্র নারদ জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রহ্মা তাহাকে প্রজা সৃষ্টির আদেশ দেন। কৃষ্ণগুণ গানে জীবন যাপনের ইচ্ছাই নারদ উক্ত আদেশ পালনে অসম্মত হওয়ায় ব্রহ্মা তাঁহাকে গন্ধর্বলোকে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দেন। ইহাতে নারদ ব্রহ্মাকে প্রতিশাপ দিলেন,—

তত্ত্ব মত্ত্ব কবচাদি যতেক তোমার ।

বিলুপ্ত হইবে সব অবনী মাঝার ॥

যজ্ঞাদিতে তব ভাগ দেবতার্না লবে ।

পূজাদিতে নাম মাত্র তোমার রহিবে ॥

## প্রথম অংশ

### সপ্তম অধ্যায়

শুক উবাচ ।

বিষ্ণুর্চনং শিবেনোক্তং শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং শুভে ।

ধন্যাসি কৃতপুণ্যাসি শিবশিষ্যত্বমাগতা ॥ ১

অহং ভাগ্যবশাদত্র সমাগম্য তবাস্তিকম্ ।

শৃণোমি পরমাশ্চর্য্যং কীরাকার নিবারণম্ ॥ ২

ভগবন্তুক্তি যোগঞ্চ জপধ্যান বিধিং মুদা ।

পরমানন্দ-সন্দোহ-দান-দক্ষং ক্রতি প্রিয়ম্ ॥ ৩

পদ্মোবাচ ।

শ্রীবিষ্ণোর্চনং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্ ।

যং শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতস্ত ক্রতস্ত গদিতস্ত চ ॥ ৪

সদ্যঃ পাপহরং পুংসাং গুরুগোত্রকথাতিনাম্ ।

সমাহিতেন মনসা শৃণু কীর মমোদিতম্\* ॥ ৫

শ্লোকার্থ । শুক পক্ষী বলিল, হে কল্যাণি, তুমি ধন্য ও পুণ্যবতী । কারণ, তুমি মহেশ্বরের প্রিয় শিষ্যা হইয়াছ । আমি তোমার নিকট শিব-প্রোক্ত বিষ্ণুপূজার প্রকরণ শ্রবণের অভিলাষী । ১

অদৃষ্টক্রমে অতঃ আমি তবসমীপে উপস্থিত হইয়াছি । আমি তোমার নিকট পরম আশ্চর্য্য বিষ্ণু-পূজা-বিবরণ শ্রবণ করিব । তাহা হইলে পুনর্বার আমাকে আর পক্ষীযোনি প্রাপ্ত হইতে হইবে না । ২

ঐ বিষ্ণু-পূজা-প্রকরণে যাহাতে ভগবানের প্রতি ভক্তি হয় ও যেক্রমে বিষ্ণুর ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিতে হয়, তাহার বিধি নির্দিষ্ট আছে । এই বিষ্ণুপূজাপ্রকরণ শ্রবণ-মধুর ও পরমানন্দ দায়ক । ৩

পদ্মা দেবী বলিলেন, শিবকথিত বিষ্ণুপূজাপদ্ধতি অতীব পবিত্র। শ্রদ্ধা ভরে উহা শ্রবণান্তে অহুষ্ঠান করিলে বা কহিলে মহুশ্য গোহত্যা, গুরুহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাতক হইতে সত্ত মুক্ত হয়। হে বিহঙ্গম, শিব যে বিষ্ণুপূজার বিধি বলিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি তাহা তোমার নিকট বলিতেছি, একাগ্র-হৃদয়ে শ্রবণ কর। ৪-৫

\*যথোদিতম্ ইতি বা পাঠঃ।

কৃষ্ণা যথোক্ত কৰ্ম্মাণি পূৰ্ব্বাহ্নে স্নানকৃৎ শুচিঃ।

প্রক্ষাল্য পাণী পাদৌ চ স্পৃষ্টাপঃ স্বাসনে বসেৎ ॥ ৬

প্রাচীমুখঃ সংযতাত্মা সাজ্জ হ্রাসং প্রকল্পয়েৎ।

ভূতশুদ্ধিং ততোহর্ঘ্যস্ত স্থাপনং বিধিবচ্চরেৎ ॥ ৭

ততঃ কেশবকৃত্যাদিত্যাসেন তন্ময়ো ভবেৎ।

আত্মানং তন্ময়ং ধাত্বা হৃদিস্থং স্বাসনে হ্রসেৎ ॥ ৮

**শ্লোকার্থ।** মহুশ্য প্রাতঃকালে স্নান ও নিত্যকর্ম সমাধান করিয়া শুচি হইয়া হস্তপদ প্রক্ষালনপূর্বক জলস্পর্শান্তে<sup>৫৭</sup> স্বীয় আসনে<sup>৫৮</sup> উপবেশন করিবে। তদনন্তর সংযতাত্ম হইয়া পূর্বমুখে উপবেশনান্তে অঙ্গহ্রাস,<sup>৫৯</sup> ভূতশুদ্ধি ও যথাবিধানে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। ৬-৭

তৎপর কেশবকৃত্যাদি হ্রাস দ্বারা তন্ময় হইয়া নিজেকে বিষ্ণুময় ভাবনা পূর্বক হৃদিস্থিত বিষ্ণুকে মনঃকল্পিত আসনে সংস্থাপিত করিবে। ৮

**টিপ্পনী ৫৭।** জল স্পর্শ করিয়া বলিলে বোঝা যায়, মস্তকাদি অঙ্গে জলের ছিটা দিয়া পবিত্র হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া। পদধৌত করার জন্ত দিগ্নিক্রমণ করিতে হয়। আঙ্গিক-তবে আছে—

প্রথমং প্রাঙমুখঃ স্থিত্বা পাদৌ প্রক্ষালয়েৎ শনৈঃ।

উদঙমুখো বা দৈবত্যে পৈতৃকে দক্ষিণামুখঃ ॥

প্রথমে পূর্বমুখে থাকিয়া ধীরে ধীরে পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিবে। উত্তরমুখে দৈবকর্ম ও দক্ষিণমুখে পিতৃকর্ম বিধেয়।

**টিপ্পণী ৫৮।** পূজার্থ উপবেশনের স্থানই আসন। মহানির্বাণতন্ত্রে নিম্নোক্ত পঞ্চশ্লোকে আসন নিরূপণ ব্যাখ্যাত।

ধরণ্যাং দ্বঃখসত্ত্বতিদৌড়াগ্যং দারুজাসনে ।  
 আত্মনিষ্কদম্বানামাসনে সর্বনাশনম্ ॥  
 উপবিশ্বাসনে রম্যে কৃষ্ণাজিনকুশোত্তরে ।  
 রাঙ্কবে কন্থলে বাপি কাশাদৌ ব্যাজ্জচর্মণি ॥  
 ন কুর্খ্যাদর্চনং বিষ্ণোঃ শিবে কাষ্ঠাসনাদিষু ।  
 কাষ্ঠাসনে বুধা পূজা পাশাণে ব্রহ্মসম্ভবঃ ॥  
 ভূম্যাসনে গতির্নাস্তি বজ্রাসনে দরিত্রতা ।  
 কুশাসনে জ্ঞানবুদ্ধিঃ কন্থলে সিদ্ধিরন্তমা ॥  
 কৃষ্ণাজিনে ধনী পুত্রী মোক্ষঃ শ্রদ্ধাজ্জচর্মণি ।  
 মন্ত্রযোগং প্রকুব্বীত ভোগার্থে স্তূথমাসনে ॥

মহানির্বাণ তন্ত্রে আসন পরিমাণ এইরূপে নিরূপিত।

নৈতদ্বিত্তস্ততোদীর্ঘে সার্কহস্তাঃ বিস্তৃতম্ ।  
 ন ... .....পূজা কর্মণি সংগৃহে ॥  
 আসনং চ ততঃ কুর্ঘ্যং নাতিনীচং চ উচ্ছ্রিতম্ ॥

গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে আসন রচনা বিবৃত।

পূজার আসনে পদরক্ষার বিধিও মহানির্বাণতন্ত্রে উল্লিখিত। যথা—

কিঞ্চিং স্পৃশন্ বামশাখাং বামপাদপুরুঃসরম্ ।  
 অরন্ দেব্যাঃ পদান্তোজং মণ্ডপং প্রবিশেৎ স্তম্বীঃ ॥

আসনে উপবেশনের বিধি মহানির্বাণতন্ত্রমতে নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত।

আসনেভ্যঃ সমন্তেহভ্যঃ সাম্প্রতং দ্বয়মুচ্যতে ।  
 একং সিদ্ধাসনং নাম দ্বিতীয়ং কমলাসনম্ ॥

বিবিধ বৈদিক ক্রিয়াকর্মে স্বস্তিকাসন ব্যবহৃত হয়। শিবসংহিতায় স্বস্তিকাসনের বিবরণ নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত।

জানুর্বোরস্তরে সম্যক্ ধৃষ্টা পাদতলে উভে ।  
 সমকায়ঃ স্তূথাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচকতে ॥

শিবসংহিতায় আসনে উপবেশনের দিক নিরূপণ এইভাবে নির্দেশিত ।

অন্তর্জাম্বু শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদঙ্‌মুখঃ ।

প্রাপ্তা ত্র্যক্ষণতীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥

স্নাতঃ শুক্লাশ্রমধরঃ স্বাচাস্তঃ পূর্বদিঙ্‌মুখঃ ।

প্রোঢ়পাদো ন কুর্বাতি স্বাধ্যায়ং পিতৃতপর্ণম্ ॥

নিম্নে আসনশুদ্ধির মন্ত্র উদ্ধৃত হইল—

ওঁ পৃথ্বী ভূয়া ধৃত্বা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুণা ধৃত্বা ।

স্বং চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাসনম্ ॥

আসন পূজার মন্ত্র—ওঁ আধারশক্তয়ে কমলাসনার্য নমঃ ।

৫৯। পূজা জপাদির প্রারম্ভে ত্রিবিধ বিষয়নার্থ কর্তব্যবিশেষ বিহিত ।

অনন্তর স্নানাদি করিতে হয় । ‘তত্ত্বসার’ গ্রন্থে মাতৃকাস্তাস, অঙ্গস্তাস, করস্তাসাদি বর্ণিত । ‘সঙ্গীত-সার সংগ্রহ’ গ্রন্থোক্ত জহাস্তাস শব্দের অর্থ আবেতহা রাগরাগিণীর স্বর বুঝিতে হইবে । যথা—

স্তাসঃ স্বরস্ত বিজ্ঞেয়ো যন্ত গীত সমাপকঃ ।

পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ।

যথোপচারৈঃ সম্পূজ্য মূলমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৯

ধ্যয়েৎ পাদাদি কেশান্তং হৃদয়াস্তুজমধ্যগম্ ।

প্রসন্ন বদনং দেবং ভক্তাতীষ্টফলপ্রদম্ ॥ ১০

ওঁ নমো নারায়ণায় স্বাহা ।

যোগেন সিদ্ধ\* বিবুধৈঃ পরিভাব্যমানং

লক্ষ্ম্যালয়ং তুলসিকাঞ্চিত ভক্তভৃঙ্গম্ ।

প্রোক্তুঙ্গরক্তনখরাঙ্গুলি পত্রচিত্রং

গঙ্গারসং হরিপদাস্তুজমাশ্রয়েহহম্ ॥ ১১

স্নোকার্থ । অনন্তর দেশিক<sup>৬০</sup> মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, বসন, ভূষণ, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি উপচারে পূজাপূর্বক

হৃৎপদ্ম মধ্যগত প্রসন্নবদন ভক্তভীষ্টফলদায়ক সেই পূজ্য দেবকে পাদপদ্ম অবধি কেশ পর্যন্ত ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইবে। ৯-১০

পরে ‘ঐ নারায়ণায় স্বাহা’ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া নিম্নলিখিত স্ততিপাঠ করিবে। যোগসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যাহার ধ্যান করিয়া থাকেন, যিনি লক্ষ্মীর আশ্রয়, যাহার ভক্তরূপ ভৃগুবৃন্দ তুলসী দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, যাহার ব্রহ্মবর্ণ-নখযুক্ত অঙ্গুলিরূপ পত্র দ্বারা গঙ্গাজল চিত্রিত রহিয়াছে, ঐদৃশ হরিপাদপদ্মের আশ্রয় লইলাম। ১১

টিপ্পণী ৬০। দেশিক অর্থে উপদেশক, পুরোহিত। এই সম্বন্ধে যিনি মন্ত্র উপদেশ (উচ্চারণ) করেন তিনি দেশিক। দেশিক ভাবার্থপূজক।

\* সিদ্ধিবিবুধৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

শুশ্রুমনি প্রচয় ঘটিতরাজহংসং সিঞ্জং স্নানপূরযুতং পদপদ্মবৃন্তম্।

পীতাস্বরাক্ষলবিলোলবলং পতাকং

স্বর্ণত্রিবক্ত্র বলয়ঞ্চ হরেঃ স্মরামি ॥ ১২

জজ্বে স্পর্গগলনীলমণি প্ররুদ্ধে:

শোভাস্পদারুণমগিছ্যাতি চক্ষু মধ্যে।

আরক্ত পাদতললঙ্ঘন শোভমানে

লোকে ক্রণোৎসবকরে চ হরেঃ স্মরামি ॥ ১৩

তে জাহ্নুনী মখপতেভূর্জমূল সঙ্গরঙ্গোৎ

সবারুততড়িৎসনে বিচিত্রে।

চঞ্চং পতত্র মুখনির্গত সামগীতঃ

বিস্তারিতাভ্যশসীচ হরেঃ স্মরামি ॥ ১৪

টোকার্থ। বিষ্ণু যে চরণ-কমলবৃত্ত গুপ্তিত মণিগণ দ্বারা শোভিত ও রাজহংসের আয় শঙ্খায়মান শোভন নুপুরে সজ্জিত রহিয়াছে, যাহা পীত বর্ণের চঞ্চল অঞ্চল দ্বারা চালিত পতাকাবৎ শোভা পাইতেছে, যাহাতে স্বর্ণনির্মিত ত্রিবক্ত্র বলয় দীপ্তি বিস্তার করিতেছে, সেই চরণকমলবৃত্ত স্মরণ করি। ১২



যাহা গরুড়ের গলদেশস্থিত নীলকাস্তমশি সদৃশ, যাহার মধ্যস্থলে বিনতানন্দনের অরুণবরণমণিতুল্য চক্ষুদ্বয় শোভা বিস্তার করিতেছে, যাহার নিম্নে লক্ষ্যমান ঈষৎ রক্তবর্ণ পদতল শোভিত হইতেছে, যাহা ভক্তবৃন্দের নয়নের আনন্দদায়ক, শ্রীহরির সেই জন্মদায় স্মরণ করি । ১৩

উৎসবার্থ স্বরূপদেশে অর্পিত বিদ্যুৎসদৃশ পীতবস্ত্র পতিত হওয়ায় যাহা বিচিত্র বর্ণ হইয়াছে, চঞ্চল গরুড় মুখে বিনির্গত সামগান দ্বারা যাহার মাহাত্ম্য সুবিস্তৃত হইতেছে, শ্রীবিষ্ণুর সেই জাহ্নবদয় স্মরণ করি । ১৪

বিম্বোঃ কটিং বিধিকৃতাস্ত মনোজ্জভুমিং

জীবাপ্তকোষগণ সঙ্গ দুকূল মধ্যমাম্\* ।

নানাগুণ প্রকৃতি পীত বিচিত্র বস্ত্রাং ধ্যায়েন্নিবদ্ধবসনাং

খগপৃষ্ঠ সংস্থাম্ ॥ ১৫

শতোদরং ভগবতস্ত্রিবলি প্রকাশম্, আবর্তনাভিবিকসদ্বিধিজন্ম  
পদ্বম্\*<sup>২</sup> ।

নাড়ীনদীগণরসোথসিতান্ত্র সিদ্ধুং

ধ্যায়েইণ্ডকোষনিলয়ং তন্মূলোমরেখম্ ॥ ১৬

বক্ষঃ পয়োধিতনয়াকুচকুক্ষুর্মনহারেণ কৌস্তভমণিপ্রভয়া

বিভাতম্ ।

শ্রীবৎসলক্ষ্মী-হরিচন্দনজ প্রসূন

\*৩ মালোচিতং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি ॥ ১৭

শ্লোকার্থ'। যাহা বিধাতা, যম ও কন্দর্পের আধার<sup>৩</sup> এবং যেখানে ত্রিগুণা প্রকৃতি পীত ও বিচিত্র বসনরূপে অবস্থিত, যে স্থলে জীবগণের বীজের আধারসংযুক্ত দুকূল শোভা পাইতেছে, সেই খগপৃষ্ঠস্থিত শ্রীবিষ্ণুর কটিদেশে ধ্যান করি । ১৫

যাহাতে ত্রিবলী শোভা পাইতেছে, যে স্থলে আবর্ততুল্য নাভিস্রোবরে ব্রহ্মার জন্মস্থানরূপ—পদ্ম<sup>২</sup> বিকসিত, যে স্থানে নাড়ীরূপ নদীগণের রস

দ্বারা অঙ্করূপ সিদ্ধ উল্লসিত, যাতা ব্রহ্মাণ্ডের আধারস্বরূপ, যাহাতে সূক্ষ্মরোম-  
রাজি শোভিত, ভগবানের তাদৃশ ক্ষীণ উদর স্মরণ করি। ১৬

লক্ষ্মীর কুচকুসুম, হার ও কৌস্তভমণির<sup>১৩</sup> প্রভা দ্বারা বিরাজমান,  
ত্রীবৎসচিহ্নিত<sup>১৪</sup> হরিচন্দনজাত<sup>১৫</sup> কুসুমমালা দ্বারা বিভূষিত এবং পরম রমণীয়  
ভগবানের বক্ষঃস্থল স্মরণ করি। ১৭

\*১ মধ্যাম্ ইতি পাঠান্তরম।

\*২ শাতোদরং ভগবতস্ত্রিবালপ্রকাশভাববর্তনাভিবিকর্ণদ্বিধিজগ্নপদ্মম্ ইতি  
পাঠান্তরম।

\*৩ হরসংবরণ প্রসন্নমালাচিতম্ ইতি পাঠান্তরম।

**টিপ্পণী।** ৬১। বিষ্ণুর কটিদেশ কন্দর্প (কামদেব), যম (মৃত্যুপতি)  
ও ধাতা (ব্রহ্মা) এই তিন দেবতাব মূল্যধার বা বাসস্থান। ইহার বিশদার্থ  
এই যে, কটিদেশ বীৰ্য্যস্থান, বলাধার। প্রথমে এই স্থানে কামোদ্ভব হয়।  
পরে ব্রহ্মাদ্বারা উক্ত বীৰ্য্যে জীব সৃষ্টির বীজ সৃষ্ট হয়। বীৰ্য্য অর্থে প্রজনন  
শক্তি। তখন উক্ত বীৰ্য্য নারীগর্ভে প্রবিষ্ট হয়, জীবের জন্ম হয়। পশ্চাতে  
যমরাজ বা মৃত্যুপতি দ্বাবা জীবের নাশ হয়। বীৰ্য্যপূর্ণ কটিদেশ সর্বজীবের  
আদি বাসস্থান।

৬২। প্রলয়ান্তে পৃথিবী জলময় হইয়াছিল, কার্য্য কারণসলিলে পরিণত  
হইয়াছিল। ভগবান নারায়ণ ঐ কারণসলিলে অনন্ত শয়ন করিয়াছিলেন।  
ঐ সময় তাঁহার নাভিতে কমল উৎপন্ন হয়। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে ব্রহ্মা জাত  
হন। এই কারণে ব্রহ্মাকে পদ্মযোনি বলা হয়। ব্রহ্মা জন্মগ্রহণান্তে চারিদিক্  
দেখিতে ইচ্ছা করেন। তিনি যে দিকে দেখিতে ইচ্ছা করিলেন, সেইদিকে  
তাঁহার একটি মুখ সৃষ্ট হইল। এইরূপে তাঁহার চারিমুখ সৃষ্ট হয়। এই হেতু  
ব্রহ্মা চতুমুখ নামে অভিহিত। সংস্কৃত শাস্ত্রে উল্লিখিত উপাখ্যান পাওয়া  
হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ, ৩ অধ্যায় ২ শ্লোকে) আছে—

যস্তাস্তসি শয়ানস্ত যোগনিদ্রাং বিতম্বতঃ ।

নাভিহৃদাষুজাদাসীদ্ ব্রহ্মাবিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥

এখানে নাভিপদ্মের যে বর্ণনা প্রদত্ত, তাহা নিঃসন্দেহে কল্পিপূরণের আলোচ্যস্থলে স্থিত।

৬৩। দেবগণ অমৃত প্রাপ্তির আশায় সমুদ্র মন্থন করেন। সমুদ্র মন্থনে চক্রে উৎপত্তি হয়। তৎপরে লক্ষী ও সুরাদেবী উৎপন্ন হন। উক্ত মর্মে মহাভারতে (আদিপর্বে, ১৫ অধ্যায়ে, ৩৭ শ্লোকে) দৃষ্ট হয়।—

কৌস্তভস্ত মণির্দিব্য উৎপন্ন স্মৃতসম্ভবঃ।

মরীচি বিকচঃ শ্রীমাম্মারায়ণ উরোগতঃ॥

ইহাতে স্মৃতসম্ভব শ্রীসম্পন্ন দিব্য কৌস্তভ মণির উৎপত্তি হয়। ঐ কৌস্তভ মণি হইতে সতত কিরণ নির্গত হইতেছিল। নারায়ণের বক্ষস্থলে কৌস্তভ বিলম্বিত হয়। কৌস্তভের পর অনেক পদার্থ উৎপন্ন হয়। এইরূপে কৌস্তভের জন্ম হয়। ইহা অতি বিখ্যাত দিব্য রত্ন। ‘শব্দকল্পদ্রুমে’ ভাগবতায়ুতের এই শ্লোক উদ্ধৃত আছে।—

কৌস্তভস্ত মহাতেজাঃ কোটিস্বর্ঘ্যসমপ্রভঃ।

ইদং কিমুত বক্তব্য প্রদীপাদীপ্তিমানিতি ॥

কৌস্তভমণি অতিশয় তেজস্বয়, কোটিস্বর্ঘ্যসমান প্রভাময় ও প্রদীপ অপেক্ষা অধিক দীপ্তিময়। ইহার অধিক আর কি বলা যায়? এই হেতু কৌস্তভ বিখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু শুধু এই কারণে কৌস্তভের গৌরব অধিক নহে। নারায়ণ সযত্নে এই মণি বক্ষে ধারণ করেন। উক্ত কারণেই সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে কৌস্তভের এত প্রশংসা কীর্তিত।

৬৪। শ্রীবৎস মাদ্ভলিক চিহ্ন বিশেষ। কোষকার হেমচন্দ্র বলেন, উহা বিষ্ণুদেবের চিহ্ন বিশেষ। উহা বিষ্ণুবক্ষঃস্থ গুরুবর্ণ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী। কোন পণ্ডিতের মতে কৌস্তভতুল্য রত্নবিশেষের নাম শ্রীবৎস।

৬৫। ইহা দেব বৃক্ষ বিশেষ। স্বর্গস্থিত নন্দন কাননে পঞ্চ মনোহর দেববৃক্ষ অবস্থিত। তন্মধ্যে এক বৃক্ষের নাম হরিচন্দন। অমরকোষে, স্বর্গবর্গে উক্ত পঞ্চ দেব বৃক্ষের নাম উল্লিখিত।—

পঞ্চৈতে দেবতরবো মন্দারঃ পারিজাতকঃ।

সস্তানঃ কল্পবৃক্ষশ্চ পুংসি বা হরিচন্দনম্ ॥

পঞ্চ দেবতরুর নাম যথা—মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ, পুংসি বা হরিচন্দন। এই সকল বৃক্ষ দেবতক নামে অভিহিত। এই হরিচন্দনকে বৃক্ষরাজ বলা চলে। সংস্কৃত সাহিত্যে দেববৃক্ষের প্রভূত মহিমা কীর্তিত। কোন দেবাষ্টগৃহীত পুরুষ কোন প্রকার শ্রেষ্ঠ কর্ম করিলে বৈদেহীগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করেন। সন্তান দেবতক কৈলাসেও বিরাজিত।

বাহু সুবেশসদনৌ বলয়াজদাদিশোভাম্পদৌ ছুরিতদৈত্য বিনাশদক্ষৌ ।

তৌ দক্ষিণৌ ভগবতশ্চ গদাসুনাভ

তেজোজিতৌ সুললিতৌ মনসা স্মরামি ॥১৮

বামৌ ভূজৌ মুররিপোধূতপদ্মশঙ্খৌ

শ্রামৌ কারীন্দ্র\* কর বন্ধনিভূষণাঢ্যৌ ।

রক্তাঙ্গুলি প্রচয়চুম্বিতজানুমধ্যৌ

পদ্মালয়া প্রিয়করৌ রুচিরৌ স্মরামি ॥১৯

কণ্ঠঃ সূনালমমলং মুখপঙ্কজস্য লেখাত্রেয়েণ বনমালিকয়া নিবীতম্ ।

কিংবাঃ বিমুক্তি বসমস্তকসংফলস্য

বৃন্তে চিরং ভগবতঃ সুভগং স্মরামি ॥২০

শ্লোকাৰ্থ'। যে বাহুবয় সুবেশ-নিলয় ও বলয়-অঙ্গাদি<sup>৬৬</sup> অলংকার দ্বারা শোভমান, যে বাহুবয় গদা<sup>৬৭</sup> দ্বারা ছুঁদাস্ত দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছে, যে বাহুবয় গদা ও সূক্ষ্ম চক্রের<sup>৬৮</sup> প্রভাবে সকলকে অভিভব করিতেছে, ভগবানের সেই সুললিত দক্ষিণ বাহুবয় হৃদয়ে স্মরণ করি। ১৮

মুররিপুর যে বামভূজবয় করিকর সদৃশ শ্রামবর্ণ ও শংখপদ্মধারী, যাহাতে মণিময় ভূষণ শোভা পাইতেছে, যাহার রক্তবর্ণ অঙ্গুলিদল জাহ্নু স্পর্শ করিয়াছে, পদ্মাদেবীর অতি প্রিয় সেই মনোহর করযুগল স্মরণ করি। ১৯

মুখপদ্মের সূনালস্বরূপ নির্মল রেখাত্রেয়-যুত বনমালা ভূষিত ও মুক্তাবহায় অবস্থিতির মস্তুরূপ রমণীয় ফলের বৃন্তস্বরূপ পরম সুন্দর ভগবানের কর্ণদেশ নিরন্তর ধ্যান করি। ২০

\*করীন্দ্র কর ইতি বা পাঠঃ ।

+নিবতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

‡মুক্তবসমস্তক ইতি পাঠঃ ।

**টিপ্পণী ৬৬।** রত্নখচিত সিংহমুখাকার লম্বনযুক্ত বাহুবৃষণের নাম কেয়ুর বা অংগদ। কহুইয়ের উপরে যে তাবিজ বা বাজু ব্যবহৃত হয়, তাহাকে পুরাকালে কেয়ুর বলিত। অধুনা ইহাকে বাহুবট বা বাজুবন্ধ বলে। রেখাযুক্ত না হইলে ইহাকে অংগদও বলে। এই অংগদ অনন্ত নামক ভূষণ সদৃশ। প্রথমে উহা মোতি খচিত হইত। ‘রত্নরহস্ত’ গ্রন্থে আছে,

সুবর্ণমণিবিহস্তস্তমুক্তাজালকমণ্ডদম্ ।

৬৭। বিষ্ণুর গদার নাম কোমোদকী ।

৬৮। বিষ্ণুচক্রের নাম সূদর্শন। অমরকোষে স্বর্গবর্ণে আছে —

শংখো লক্ষ্মীপতে: পাঞ্চজন্তুচক্রং সূদর্শনম্ ।

কোমোদকী গদা খড়্গো নন্দক: কোস্তভো মণি: ॥

লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর শংখের নাম পাঞ্চজন্তু, চক্রের নাম সূদর্শন, গদার নাম কোমোদকী, খড়্গের নাম নন্দক ও মণির নাম কোস্তভ ।

রক্তানুজং দশনহাসবিকাশরম্যং রক্তাধরৌষ্ঠধরকোমলবাকুসুখাঢ্যম্ ।

সন্মানমোদুবচলেক্ষণপত্রচিহ্নং লোকাভিরামমমলক্ষ্যং হরেঃ স্মরামি ॥২১

শূরাশ্রজাবসথগন্ধার্দমদং সুনীশং ক্রপল্লবং স্থিতিলয়োদয়কর্মদক্ষম্ ॥

কামোৎসবঞ্চ কমলাহৃদয়-প্রকাশং

সং'চক্ষুয়ামি হরিনন্দন্তু বিলাসদক্ষম্\* ॥ ২২

কর্ণেংলসন্মকর-কুণ্ডলগণ্ডলোলৌ

নানাদিশাঞ্চ-নভসম্ব-বিকাসগেহৌ ।

লোলালকপ্রচয়চুস্বনকুঞ্চিতাগ্রৌ

লগ্নৌ হরৈর্মণিকিরীটতটে †স্মরামি ॥ ২৩

**জ্যোতীর্থ।** রত্নপদ্মনিভ, রক্তাধরোষ্ঠ দ্বারা কমলীয়, হস্ত-কালে দশন-

বিকাশ নিমিত্ত পরম সুন্দর, বচনরূপ সুধাসম্পন্ন, মনঃপ্রীতিকর, চঞ্চল নয়নপটে চিত্রিত, সর্বলোকের মনোরঞ্জন শ্রীহরির বদন-কমল ধ্যান করি । ২১

যাহা হইতে যমালয়ের গন্ধও আভ্রাণ করিতে হয় না, যাহার সন্নিধানে উত্তম নাসিকা শোভিত রহিয়াছে, যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি লয় হয়, যাহা হইতে মদনমহোৎসব প্রকাশ পাইয়া থাকে, যাহা দর্শনে কমলার হৃদয় বিকশিত হয়, শ্রীহরির মুখপদ্মে যাহা শোভা পাইতেছে, সেই জপজব স্মরণ করি । ২২

গগনস্থলে চঞ্চল মকরাকার কুণ্ডল দ্বারা যাহা বিভূষিত, যাহা দ্বারা নানা দিক ও আকাশমণ্ডল প্রকাশিত, যাহার অগ্রভাগ চঞ্চল অলক-দল স্পর্শে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত সদৃশ প্রতীয়মান, যাহা মণিময় কিরীট-প্রান্তে সংলগ্ন, শ্রীহরির ঈদৃশ কর্ণদ্বয় স্মরণ করি । ২৩

\* হরিবক্রবিলাসদক্ষম্ ইতি বা পাঠঃ ।

† হরৈর্মণিকিরীতটে ইতি বা পাঠঃ ।

ভালং বিচিত্রতিলকং প্রিয়চাক্রগন্ধ

গোরোচনারচনয়া ললনাক্ষি সখ্যম্ ॥

ব্রহ্মৈকধামমনিকান্ত-কিরীট-জুস্টং ধ্যায়েন্মনোনয়নহারকমীশ্বরস্ত ॥ ২৪

শ্রীবাসুদেবচিকুরং কুটিলং নিবদ্ধং নানাসুগন্ধি-কুসুমৈঃ

স্বজ্ঞনাদরেন দীর্ঘাং রমাহৃদয় গাশমনং\*ধূনস্তং

ধ্যায়ৈশ্চুবাহরুচিরং হৃদয়াজমধো ॥ ২৫

মেঘাকারং সৌমসূর্য্যপ্রকাশং সুজ্ঞানাসং চক্রচাপৈকমানম্ ।

লোকাভীতং পুণ্ডরীকায়তাক্ষং বিদ্যুচ্চৈললক্যশ্রয়েহংসপূর্ব্বম্ ॥ ২৬

জ্যোৎস্বাৎ । যাহা বিচিত্র তিলকে<sup>৩০</sup> বিভূষিত, প্রিয় ও মনোজ্ঞ-গন্ধ-বিশিষ্ট-গোরোচনারচিত পদ্মাবলি দ্বারা যাহা কামিনীর নয়ন-সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে, ব্রহ্মের যাহা একমাত্র আশ্রয়, যেখানে মণিময় রমণীয় কিরীট শোভিত, যাহা সকলেরই মন ও নয়ন হরণ করে, ঈশ্বর হরির তাদৃশ ললাট স্মরণ করি । ২৪

অজ্ঞানগণ কর্তৃক সমাদর সহকাৰে ন না স্নানকি কুহুম দ্বারা বন্ধ, কুটিল, দীর্ঘ,  
র মনোভবনিবারণকারী, বায়ু-কম্পিত, কৃষ্ণ-মেঘের ত্রায় রুচির শ্রীবিষ্ণুর  
শদাম হৃৎপদমধ্যে ধ্যান করি। ২৫

যাঁহার শরীর মেঘতুলা, নয়নদ্বয় চন্দ্র ও সূর্যসদৃশ, ক্রয়ুগল ইন্দ্রধনুঃসদৃশ,  
সিকা খগচক্ষুঃ সূদীর্ঘ, নয়নদ্বয় পদ্মতুলা বিস্তৃত ও যাঁহার বসন বিহাং সদৃশ,  
এ বিষ্ণুর শবণ গ্রহণ করি। ২৬

প্লবী। ৬২। পূর্বাকালে মণ্ডকে ও কপোলে চন্দন ও কুংকুমাদি  
ক্ষিপ্রব্য দ্বারা অলঙ্কারমুহ চিত্রিত হইত। মুখে ও গালে বিবিধ লতাপাতা  
কিত হইত। এই চিত্রণদ্বারা মুখমণ্ডলেব সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইত। অধুনা  
এ কোন স্থানে বিবাহাদির সময় ববকজার মুখমণ্ডলে উক্ত প্রকার  
লতাদি চিত্রিত হয়। ইহা পূর্ব প্রথার লুপ্ত চিহ্ন মাত্র।

\*রম্যাস্বয়য়াশমনে ইতি বা পাঠঃ।

দীনং হীনং সেবয়া বেদবত্যা পাপৈস্তাপৈঃ পূরিতং মে শরীরম্।

লোভাক্রান্তং শোকমোহাধিবিদ্ধং

কৃপাদৃষ্টা পাহি মাং বাসুদেব ॥২৭

যে ভক্ত্যাচ্ছাং ধ্যায়মানাং মনোজ্ঞাং

ব্যক্তিং বিষ্ণোঃ ষোড়শশ্লোক কপুস্পৈঃ\*।

ব্রহ্মা নহ্মা-পূজয়িত্বা বিধিজ্ঞাঃ শুদ্ধা মুক্তা ব্রহ্মসৌখ্যং প্রয়াস্তি ॥২৮

পদ্মেরিতমিদং পুণ্যং শিবেন পরিভাষিতম্।

ধন্যং যশস্ত্রমায়ুশ্চ স্বর্গং স্বস্ত্যয়নং পরম্ ॥২৯

পঠন্তি মে মহাভাগান্তে মুচ্যন্তে হসোহখিলাং

ধর্মার্থ কামমোক্ষাণাং পরত্রেহ ফল প্রদম্ ॥৩০

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরাণে অষ্টভাগবতে ভবিষ্যে

প্রথমার্শে হরিভক্তি বিবরণং নাম সপ্তমোঃ অধ্যায় ॥

সমাপ্তচায়াং প্রথমার্শঃ

**ল্লোকার্থ।** আমি অতি দীন ও বেদোক্ত সেবারহিত। আমার শরী  
পাপতাপে প্রপূরিত, লোভাক্রান্ত এবং শোক মোহ ও মনোব্যাধি দ্বা  
প্রপীড়িত। অতএব হে ভগবন, কৃপাদৃষ্টি দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। ২৭

যে সকল ব্যক্তি ভক্তিভরে শ্রীবিষ্ণু এই মনোহর আশ্রয় মূর্তি ধ্যান করি  
ষোড়শ-ল্লোক-রূপ পুষ্প দ্বারা স্তব, নমস্কার ও পূজা করিবে, সেই বিধি  
ব্যক্তিগণ শুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দ সন্তোষ করিবে। ২৮

পদ্মাদেবী কর্তৃক কথিত শিবপ্রোক্ত এই স্তব পবিত্র, ধন্য, যশস্কর, আশুভ  
স্বর্গপ্রদ ও পরম স্বস্ত্যয়ন। ২৯

এহ স্তব পরলোকে ও ইহলোকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ  
চতুর্ভুজদায়ক। যে সকল মহাত্মা এই স্তব পাঠ করিবেন, তাঁহারা সর্বপ  
হইতে মুক্ত হইবেন। ৩০

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্যদ্বক্তৃত্ব প্রথমাংশে

হরিশক্তি বিবরণ নামক সপ্তম অধ্যায়ের

অন্তবাদ সমাপ্ত।

\*ষোড়শ ল্লোকপুষ্্পে ইতি ৭১ পাঠঃ।

**টিপ্পণী।** ৭০। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষকে চতুর্ভুজ বলে। ইহাই প  
পুঙ্খবান্ধব। ধর্মশাস্ত্রানুসারে আচার শাস্ত্রে উক্ত আছে, সংকর্মের অনুষ্ঠান  
যে শুভফল সঞ্চিত হয়, উহাকেই ফলদৃষ্টিতে ধর্ম বলে। প্রত্যেক মানুষের প  
অর্থ, ধন ও সম্পত্তিলাভ আবশ্যিক। কাম অর্থে অভিষ্ট সিদ্ধি। মোক্ষের  
নির্বাহ বা মুক্তি। ধর্ম ও অর্থাদি পঞ্চমের সাপেক্ষ। ধর্মশাস্ত্র বলেন, প্রত্য  
মানুষ এই চতুর্ভুজের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিবেন।



## দ্বিতীয় অংশ

### প্রথম অধ্যায়

সূত উবাচ ।

ইতি পদ্মাবচঃ শ্রুত্বা কীরো ধীরং সতাং মতঃ ।

কঙ্কিদূত সখীমধ্যে স্থিতাং পদ্মামথা ব্রবীৎ ॥ ১

বদ পদ্মে সাদ্ধ পূজাং হরেরদুতকর্মণঃ ।

\*যামাস্থায় বিধানেন চরামি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ২

পদ্মোবাচ

এবং পাদাদি কেশান্তং ধ্যাত্বা তং জগদীশ্বরম্,

পূর্ণাঙ্গা দেশিকো মূলং মন্ত্রং জপতি মন্ত্রবিৎ ॥ ৩

জপাদনস্তরং দণ্ড প্রণতিং মতিমাংশচরেৎ ।

বিষক্সেনাদিকানাস্ত দহ্য বিষ্ণু নিবেদিতম্ ॥ ৪

তত উদ্বাস্ত হৃদয়ে স্থাপয়েন্ননসা সহ

নৃত্যান্ গায়ন্ হরেৰ্ণাম তাং পশ্যন্ সর্বতঃ স্থিতম্ ॥ ৫

শ্লোকাৰ্থ । সূত বলিলেন, সাধুবৃন্দ সমাদৃত বিজ্ঞ কান্দিদূত, সখীগণপরিবৃত্তা দ্বার নিকট এই কথা শুনিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পদ্মে অদুতকর্ম। শ্রীহরির জ্ঞা অঙ্গের সহিত বর্ণন কর। আমি যথাবিধি তাহার অহুষ্ঠান পূর্বক ত্রিভুবন ব্রিভ্রমণ করিব । ১-২

পদ্মাদেবী বলিলেন, মন্ত্রজ্ঞ সাধক, জগদীশ্বর বিষ্ণুকে পূর্ণাঙ্গা জ্ঞান করিয়। ইরূপ আপাদমস্তক ধ্যানপূর্বক মূলমন্ত্র জপ করিবেন । মতিমান্ ভক্ত জপান্তে ওবৎ প্রণাম করিবেন । পরে বিষ্ণক্সেন প্রভৃতিকে পাশ্চ, অর্ঘ্য ও নৈবেদ্য ভূতি দান করিয়। বিষ্ণুকে নিবেদিত বস্তু হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক মনোদ্বারা

সর্বব্যাপী বিষ্ণুদেবকে চিন্তা করিয়া মনে মনে নৃত্য, গান ও সংকীৰ্তন করিও  
প্রবৃত্ত হইবে । ৩-৫

\*যমান্তায় ইতি বা পাঠঃ ।

ততঃ শেষং মন্ত্রকেন কৃষ্টা নৈবেদ্যভুগ্ ভবেৎ ।

ইত্যেতৎ কথিতং কীর ! কমলানাথ সেবনম্ ॥ ৬

\*সকামনাং কাম পূরমকামামৃত দায়কম্ ।

শ্রোত্রানন্দকরং দেব-গন্ধৰ্ব্ব-নর-হ্রৎ-প্রিয়ম্ ॥ ৭

শুক উবাচ ।

সমীরিতং শ্রুতং সাধ্বি ভগবন্তুক্তিলক্ষণম্ ।

ত্বংপ্রসাদাৎ পাপিনো মে কীরস্ত ভুবি মুক্তিদম্ ॥ ৮

**শ্লোকার্থ ।** অতঃপর নির্মাল্য-শেষ<sup>১</sup> মন্ত্রকে ধারণান্তে নৈবেদ্য ভোজন  
করিতে । হে কীর, তোমার নিকট কমলাপতির এই পূজাবিধি কহিলাম । ৬

এইরূপ পূজা করিলে সকাম ব্যক্তির কামনা পূর্ণ হয়, নিষ্কাম ব্যক্তি মুক্তি-  
লাভ করে । ইহা দেব, গন্ধৰ্ব<sup>২</sup> ও মনুষ্যগণের হৃদয়ানন্দদায়ক ও সর্বজনের  
শ্রবণসুখকর । ৭

শুকপক্ষি বলিল, পতিব্রতে, তুমি ভগবান বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিবিশয়ে যাহা  
কহিলে, তাহা সাগ্রহে শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে পাপাত্মা পক্ষী হইয়াও আমি  
তোমার প্রসাদে মুক্তিপ্রাপ্ত হইব । ৮

\* সকামনাং কামপূরণকামামৃতদায়কম্ ইতি বা পাঠঃ ।

**টিপ্পণী ৭১ ।** শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদিত দ্রব্যের নাম নির্মাল্য । গরুড়পুরাণের  
নিম্নোক্ত শ্লোকে নির্মাল্যের সংজ্ঞা প্রদত্ত ।

অর্বাণি বিসর্জনাৎ দ্রব্যং নৈবেদ্যং সর্বমুচ্যতে ।

বিসর্জিতে জগন্নাথে নির্মাল্যং ভবতি ক্রণাৎ ॥

বিসর্জনের ( উৎসর্গের ) পূর্বে নির্মাল্যকে নৈবেদ্য বলে । নৈবেদ্য বিসর্জিত,

নবেদিত হইলে নির্মালা হয়। দুর্গাপূজায় বিজয়াকৃত্যে নির্মালাবাসিনীর পূজা বিহিত।

৭২। স্বর্গবাসী দেবযোনি বিশেষ। ভট্টাধর বলেন—

হাহা হুহুচ্চিরথো হংসো বিশ্বাবল্লুচথা।

গোমায়ুস্তম্বকুর্নন্দিরেবমাচ্চাশ্চ তে স্মৃতা ॥

হাহা, হুহু, চিত্তরথ, হংস, বিশ্বাবল্লু, গোমায়ু, তম্বকু ও নন্দি প্রভৃতি গন্ধর্বের নাম শাস্ত্রে পাওয়া যায়। একাদশ গন্ধর্ব-সম্প্রদায় আছে। অগ্নিপু্রাণে গণভেদ ব্যাখ্যায় এই শ্লোক দেখা যায়।

অভ্রজোহজ্জ্বারিস্তারী সূর্যবর্চাস্তথা কধুঃ।

হস্তঃ সূহস্তঃ স্বাক্ষেব মূর্দ্ধঘাংশ্চ মহামনাঃ ॥

বিশ্বাবল্লুঃ কৃশাল্লুশ্চ গন্ধর্বৈকাদশাগণা ॥

কিন্তু হাং কাঞ্চনময়ীং প্রতিমাং রত্নভূষিতাম্।

সজীবামিব পশ্যামি দুর্লভাং রূপিণীং ত্রিয়ম্ ॥ ৯

নান্মাং পশ্যামি সদৃশীং রূপশীলগুনৈস্তব।

নাশ্রো যোগ্যো গুণী ভর্তা ভুবনেশপি ন দৃশ্যতে ॥ ১

কিন্তু পারে সমুদ্ভূত পরমাশ্চর্য্যরূপ-বান্।

গুণ বানীশ্বরঃ সাক্ষাৎ কশ্চিদৃষ্টোহতি মানুযঃ ॥ ১১

ন হি ধাতুকৃতং মন্যে শরীরং সর্বমৌভগম্।

যস্য জীবাস্তুদেবস্য নাস্তরং ধ্যানযোগতঃ ॥ ১২

ত্বয়া ধ্যাতেং তু যজ্ঞপং বিষ্ণোরমিত তেজসঃ।

তৎ সাক্ষাৎ কৃতমিত্যেব ন তত্র কিয়দন্তরম্ ॥ ১৩

শ্লোকার্থ। পরন্তু আমি তোমাকে রত্নালংকারে সুশোভিতা সচেতনা ঈশ্বরময়ী প্রতিমার আয় দেখিতেছি। তোমার সুষমা ত্রিভুবনে দুর্লভ। ৯

তুমি নিশ্চয়ই মূর্তিমতী লক্ষ্মী হইবে। রূপ, গুণ ও স্বভাবে তোমার সদৃশ

অন্ত্ৰ রমণী দেখিতে পাই না এবং তোমাব .যাগ্য গুণবান্ স্বামীও ত্রিলোকের মধ্যে এক হবি ভিন্ন অন্ত্ৰ কাহাকে দেখি না । ১০

পবন সমুদ্রপারে পবনশর্চ্য রূপশালী, অলৌকিক সাক্ষাৎ জৈশ্ব কোন গুণবান পাত্র আমি দেখিয়াছি । ১১

ঐহাব সর্বাঙ্গসুন্দর শবীব বিধাতৃকৃত বলিয়া মনে হয় না । আমি অনেক চিন্তা কবিয়া দেখিয়াছি, ভগবান্ নাবাষণেব সহিত ঐহাব কোন প্রভেদ নাই । ১২

তুমি অসৌম-তেজ-সম্পন্ন শ্রীবিষ্ণু যে মূর্তি ধ্যান কবিয়া থা ক, মনে হয়, সেই মূর্তিই সাক্ষাৎ দর্শন কবিয়াছি । তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ লক্ষিত হইল না । ১৩

### পদ্মোবাচ

ব্রহ্মি তন্মম কিং কুত্র জাতঃ কৌর পরাবরম্ ।

জানাসি তৎকৃতং কস্ম্য বিস্তরেণাত্ৰ বর্ণয় ॥ ১৫

এক্ষাদাগচ্ছ পূজাং তে করোমি বিধিবোধিতম্ ।

বীজপূর ফলাহাবং কুব সাধু পয়ঃপিব ॥ ১৫

তব চক্ষুযুগং পদ্মরাগাদকণমুজ্জ্বলম্ ।

\*রত্ন সংঘটিতমহং করোমি মনসঃ শ্রিয়ম্ ॥ ১৬

কঙ্করং সূর্য্যাহন্তেন গণিনা স্বর্ণবহিনী ।

করোম্যচ্ছাদনং চাক মুক্তাভিঃ পক্ষতিং তব ॥ ১৭

শ্লোকার্থ । পদ্মাদেবী কহিলেন, হে কৌর, কি কহিলে ? পুনরায় বল । ঐহাব কোথ য জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? ১৫

তুমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর, আমি যথাবিধানে তোমাব অতিথি সংকার কবি । এইখানে বীজপূর ফল আছে, তাহা ভক্ষণান্তে কিঞ্চিৎ নিম্নল জল পান কর । ১৫

তোমাব চক্ষুদ্বয় পদ্মরাগমণি<sup>১৩</sup> অপেক্ষাও অরূপবৎ উজ্জল । মনঃপুৎ রত্নদ্বারা আমি উহা খচিত করিব । ১৬

স্বর্ণযুক্ত সূর্যকাস্ত<sup>৭৪</sup>মণি দ্বারা তোমার গলদেশ ভূষিত করিব। তোমার পক্ষদ্বয় মুক্তা<sup>৭৫</sup> দ্বারা আবৃত করিব। ১৭

\* রত্নসংঘটিতমহং ইতি বা পাঠঃ।

**টিপ্পনী।** ৭৩। রত্নশাঙ্গ্রে পদ্মরাগমণির উৎপত্তি কাহিনী নিম্নোক্ত শ্লোকা-  
বলীতে প্রদত্ত। অগস্ত্যমতম্, ( পদ্মরাগ পরীক্ষা প্রকরণ, ১—৫ শ্লোক ) নিম্নে  
উদ্ধৃত হইল—

ত্রৈলোক্যাহিতকামাখ্যং পুরেজ্ঞেয়ং হতোহসুরঃ।

বিন্দুমাত্রমশ্বক তস্ত্র যাবন্ন পততে ভূবি ॥

গৃহীত্বা তৎক্ষণাত্তাত্তাবদ্ দৃষ্টো দশাননঃ।

তদ্ব্যাক্তেন বিক্ষিপ্তমশ্বক তস্ত্র মহীতলে ॥

নত্যাং রাবণ গঙ্গায়াং দেশে সিংহলকোদ্রবে।

তটদ্বয়ে চ তদ্ব্যধ্যে বিক্ষিপ্তং ঋধিরং তথা ॥

রাত্রৌ তদন্তসাং মধ্যে তীরদ্বয়সমাপ্রিতম্।

খণ্ডোতবল্লিবদীপ্তং মূর্ধি বহ্নি প্রকাশিতম্ ॥

পদ্মরাগং সমুদ্ভুতং ত্রিধা ভেদৈকজাতয়ঃ।

সুগন্ধি কুরুবিন্দশ্চ পদ্মরাগমহত্তমম্ ॥

মহাদেব ত্রিলোকের মঙ্গল কামনায় অসুর বিনাশ করেন। অসুরের একবিন্দু রক্তও পৃথিবীতে পড়িলনা। সূর্য্যদেব অসুরের রক্তবিন্দুসমূহ গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় তথায় রাবণ আসিলেন। ইহা দর্শনে ভীত হইয়া সূর্য্যদেব অসুরের ঋধির পৃথিবীতে ঢালিয়া দেন। ঐ ঋধির সিংহলদ্বীপে রাবণগঙ্গা নাম্নী নদীর তীরে ও জলে পতিত হয়। রাত্রিকালে উক্ত নদীর জলে ও উভয়তটে বিক্ষিপ্ত ঋধির হইতে খণ্ডোত দ্ব্যতিতুল্য কাস্তিমান্ প্রভাজালে প্রদীপ্ত পদ্মরাগ উৎপন্ন হয়। সুগন্ধি, কুরুবিন্দ ও পদ্মরাগ—এই ত্রিবিধ পদ্মরাগ দৃষ্ট হয়। পদ্মরাগ তত ভাল মণি নহে। পূর্বোক্ত প্রকারে পদ্মরাগ উৎপন্ন হয়। অগাস্ত্যমতে ৪০ শ্লোকে সুগন্ধি পদ্মরাগের পরিচয় প্রদত্ত।—

ঈষন্নীলং সূরভং চ জ্যেয়ং সৌগন্ধিকং বৃধৈঃ ।

লাক্ষারসনিভং চৈব হিঙ্গুল কুমকুমপ্রভম্ ॥

উক্ত গ্রন্থে ৩৯ শ্লোকে কুরুবিন্দব বর্ণ বর্ণিতঃ ।—

শশাস্বক্লোপ্রাশিন্দুরগুজাবধুককিংকরৈঃ ।

অতিরিক্তং সুপীতং চ কুরুবিন্দমুদাহৃতম্ ॥

উক্ত গ্রন্থে পদ্মরাগমণির বর্ণ নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে প্রদত্তঃ ।—

পদ্মিনীপুষ্পসংকাশঃ খতোতাগ্নি সমপ্রভঃ ।

কোকিলাক্ষনিভো যশচ সারসাক্ষিসমপ্রভঃ ॥

চকোর নেত্র সন্তাসঃ সপ্তবর্ণ সমধিতঃ ।

পদ্মরাগ স বিজ্যেয়শ্চায়া ভেদেন লক্ষ্যতে ॥

পদ্মবাগের বর্ণ পদ্মপুষ্পতুলা, প্রভা পটব্যাঙ্গনের দীপ্তিতুলা, কোকিল ও সারসের নেত্রতুলা দীপ্তিমান এবং বর্ণ চকোরের নেত্রতুলা । ছায়াভেদে পদ্মরাগ সপ্তবর্ণ সমধিত দেখা যায় । ‘শুক্লনীতি’ পুস্তকে ( ৪ অ. ২ প্র. ৪৪ শ্লোক ), পদ্মরাগমণির পর্যায় ভুক্ত শব্দাবলী দৃষ্ট হয় । পদ্মবাগের অন্য নাম পুষ্পরাগ ( পুষ্পরাজ ) ।

স্বর্ণচ্ছবিঃ পুষ্পরাগঃ পাতবর্ণো গুরুপ্রিয়ঃ ।

অতাল্লবিশদং বঙ্গং তাবকাভং কবেঃ প্রিয়ম্ ॥

পদ্মবাগের উক্ত লক্ষণ ও অগস্তিদত্ত লক্ষণের মধ্যে ভেদ দৃষ্ট হয় । অগস্তিদত্ত রত্নশাস্ত্র ভুক্ত । এই কারণে উক্ত গ্রন্থে পদ্মবাগের লক্ষণ বিস্তৃতভাবে লিখিত । শুক্লনীতি গ্রন্থে সংক্ষেপে উক্তমণিব লক্ষণ লিখিত । বৃহৎ সংহিতায় ( ৮২ অধ্যায় ১ শ্লোকে ) পদ্মবাগের বৃত্তান্ত নিম্নোক্ত প্রকারে বর্ণিত ।

সৌগন্ধিক কুরুবিন্দফটিকেভাঃ পদ্মরাগ সঙ্কৃতিঃ ।

সৌগন্ধিকজা ভ্রমরা হঞ্জনাঙ্গসহ্যতয়ঃ ॥

আচার্য্য বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতা প্রখ্যাত জ্যোতিষ গ্রন্থ । উক্ত গ্রন্থের মতে ফটিক হইতে পদ্মরাগ উৎপন্ন । অগস্তির মতে ফটিক ভিন্ন বস্তু ।

৭৪। সূর্য্যাকাস্তমণিকে অতিশ (আতস) পাথর বলে। অগস্তিযতে (প্রকীর্ত্তন প্রকরণ, ১৭ শ্লোক) আছে।—

চন্দ্রকান্তোহমৃতস্রাবী সূর্য্যাকান্তোহগ্নিকারকঃ ।

জলকান্তো জলক্ষোণী হংসগতো বিষাপহঃ ॥

যে ক্ষটিক হইতে অমৃত নির্গত হয়, তাহাকে চন্দ্রকান্ত মণি বলে। যে ক্ষটিক হইতে অগ্নি নির্গত হয়, তাহাকে সূর্য্যাকান্ত মণি বলে। যে ক্ষটিক হইতে জল নির্গত হয়, তাহাকে জলকান্ত মণি বলে। বিষস্রাবী ক্ষটিককে হংসগর্ত বলে।

৭৫। সংস্কৃত শাস্ত্রে মতিসমূহের বিশদ বর্ণনা প্রদত্ত। অগস্তি মতে (মুক্তাপরীক্ষা প্রকরণ, ৪-৫ শ্লোকে) মুক্তার উৎপত্তিস্থান কথিত।—

জীমূতকরি মৎস্তাহিবংশ শংখ-ববাহজাঃ ।

শুভ্র্যুদ্ভবাশ্চ বিজ্জয়া অষ্টৌ মৌক্তিক সংজকাঃ ॥

ইতি বিখ্যাতমুনয়ো লোকে মৌক্তিকহেতবঃ ।

তেষামেকে মহাধ্যাস্ত শুক্তিজা লোকবিশ্রুতাঃ ॥

মেঘ, হস্তী, মৎস্ত, সর্প, বাংস, শংখ, ববাহ ও স্মৃতি (বিশুক) হইতে মতি উৎপন্ন হয়। এইরূপে অষ্টবিধ মতি দৃষ্ট হয়।

স্মৃতিজাত মতি সর্বাপেক্ষা দুর্মূল্য ও প্রখ্যাত। বৃহৎসংহিতায় ৮১ অধ্যায়ে আছে—

দ্বিপভূজগণ্ডাক্ষণখালবৈশুতিমিশ্রব্রহ্মতানি ।

মুক্তা ফলানি তেষাং বহু সাধু চ শুক্তিজং ভবতি ॥

হাতী, সাপ, স্মৃতি, শংখ, মেঘ, বাংস, তিমি ও শূকর—এই অষ্টবস্তু হইতে মুক্তা জাত হয়। অগস্তি মত অনুসারে মৎস্তই মুক্তার আকর। বৃহৎ সংহিতায় তিমি মৎস্ত মুক্তার আকররূপে কথিত।

পতন্ত্রং কুঙ্কুমেনাংগং সৌরভেণাতিচিত্রিতম্ ।

করোমি নয়নানন্দদায়কং রূপমীদৃশম্ ॥ ১৮

পুচ্ছমচ্ছমণি ত্রাত-ঘর্ঘরেণাতিশব্দিতম্ ।

পাদয়োন্ পুরালাপ-লাপিণং ত্বাং করোম্যহম্ ॥ ১৯

তবামৃত কথা ত্রাতত্যাভিধি শাধি মামিহ ।

সখীভিঃ সংগীতাভিস্তে কিং করিষ্যামি তদ্বদ ॥ ২০

ইতি পদ্মাবচঃ শ্রুত্বা তদন্তিকমুপাগতঃ ।

কীরো ধীরঃ প্রসন্নাত্মা প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ২১

শ্লোকার্থ । তোমার পালক ও শবীর সুরভি কুসুম দ্বারা চিত্রিত করিয়া তোমার সর্বাঙ্গ এমন সুন্দর কবির যে, তাহা দেখিলেই সকলেব নয়ন মোহিত হইবে । ১৮

তোমার পুচ্ছে নির্মল মণি গাথিয়া দিব, তাহাতে ঝব ঝর শব্দ হইবে । তোমাব পদদ্বয় এরূপভাবে বিভূষিত করিব যে, গমনকালে তাহাতে নৃপুরুষানি হইবে । ১৯

তোমার কথামৃত শ্রবণে আমার সমুদায় মনোব্যথা দূর হইয়াছে । এক্ষণে আদেশ কর, আমি সখীগণেব সহিত প্রস্তুত আছি । তোমার জ্ঞাত কি করিতে হইবে, বল । ২০

পদ্মাব নিকট এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, শুকপক্ষী প্রসন্ন হৃদয়ে দীর্ঘে ধীরে তাঁহার সম পে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল । ২১

কীর উবাচ ।

ব্রহ্মণা প্রার্থিতঃ ত্রীশো মহাকারণিকো বভৌ ।

শস্তুলে বিষ্ণুযশসো গৃহে ধর্ম্ম\*রিবাক্ষসুঃ ॥ ২২

চতুর্ভি ভ্রাতৃভিজ্জাতি-গোত্রজৈঃ পরিবাবিতঃ ।

কৃতোপনয়নো বেদমধীত্য বাম সন্নিধৌ ॥ ২৩

ধনুর্বেদঞ্চ গান্ধর্ব্বং শিবাদশ্বর্ম্মসিং শুকম্ ।

কবচঞ্চ বরং লক্ষা শস্ত্রলং পুনরাগতঃ ॥ ২৪



বিশাখ্যপুণ্ড্রপালং প্রাপ্য শিক্ষা বিশেষতঃ ।

ধৰ্ম্মানাথ্যায় মতিমান্ অধৰ্ম্মাংশ্চ নিরাকরোৎ ॥ ১১

শ্লোকার্থ। শুকপক্ষী বলিল, মহাকাব্যিক লক্ষ্মীপতি ব্রহ্মার প্রার্থনানুসারে ধর্মস্থাপনের অভিলাষে শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুঘণা নামক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতেছেন । ২২

তদীয় চারি ভ্রাতা ও গোত্রজাত জ্ঞাতিগণ তাঁহার সহচররূপে আছেন । উপনয়ন হইলে পর তিনি পরশুরামের নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন । ২৩

তিনি ধনুর্বেদ ও গান্ধর্ববেদ ১ শিক্ষালাভান্তে শিতিবর্ষের নিকট অথ, খড়্গা, শুক, কবচ এবং বরলাভ করিয়া শম্ভল গ্রামে প্রত্যাগমন করেন । ২৪

পরে সেই মতিমান্ কঙ্কির্দেব বিশাখ্যপ নামক রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষা বিশেষ দ্বারা ধর্ম প্রকাশপূর্বক অধম্য নিরাকৃত করিয় ছেন । ২৫

\*গৃহ ধর্মং হতি বা পাঠঃ ।

টীকানী ৭৬। গান্ধর্ববেদ সংগীতশাস্ত্র এবং গান্ধর্বগণের অধিকৃত । উক্ত কারণে উহা গান্ধর্ব বিদ্যানামে প্রখ্যাত । নৃত্য, গীত, বাজ ও অভিনয়াদি সঙ্গীতবিচার অর্গত । অসংখ্য সঙ্গীত পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় রচিত । নাট্যশাস্ত্র সংস্কৃত শাস্ত্রের একটি প্রাচীন তত্ত্ব । ধর্মগ্রন্থ সামবেদ স্বরসংযোগে গীত হয় । সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুগ্রন্থ লুপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট নানা গ্রন্থ বর্তমানে পাওয়া যায় ।

ইতি পদ্মা তদাখ্যানং নিশম্য মুদিতাননা ।

প্রস্থাপয়ামাস শুকং কঙ্কেরানয়নাদৃতা ॥ ২৬

ভূষয়িত্বা স্বর্ণরত্নৈস্তামুবাচ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ২৭

পদ্মোবাচ ।

নিবেদিতং তু জ্ঞানাসি কিমন্যং কথয়াম্যহম্ ।

জৌভাবভয়ভীতাত্মা যদি নান্নাতি স প্রভুঃ ॥ ২৮

তথাপি মে কৰ্মদোষাং প্রণতিং কথয়িষ্যসি ।

শিবেন যো বরো দত্তঃ স মে শাপোহ ভবৎকিল ॥ ২৯

পুংসাং মদদর্শনেনাপি জীভাবং কমতঃ \*শুক ।

শ্রদ্ধেতি পদ্মামামন্ত্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০

উচ্চর্য প্রযযৌ কীরঃ শম্ভলং কঙ্কিপালিতম্ ।

তমাগতং সমাকৰ্য্য কঙ্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ৩১

শ্লোকার্থ । শুকের নিকট এই আখ্যান শ্রবণ করিয়া পদ্মা পরিতুষ্টা ও বিকশিতমুখী হইলেন । পরে ভগবান কঙ্কিকে আনয়নের অভিপ্রায়ে সম্মুখে গুকে পাঠাইলেন । ২৬

তিনি স্তবর্ণ ও রত্ন দ্বারা শুক পক্ষীকে শোভিত করিয়া কুতাজলিপূর্বে বলিতে আবস্ত করিলেন । ২৭

পদ্মাদেবী বলিলেন, আমার যাহা নিবেদন করিতে হইবে, তাহা তোমার অবিদিত নাই । তোমাকে আর বিশেষ কি বলিব ; আমরা নারীজ্ঞাত ভয়ে সর্বদাই শংকিত । প্রভু কঙ্কি যদিও না আসেন, তথাপি তাঁহাকে আমার প্রণাম জানাইয়া, কর্মদোষে আমার যাহা ঘটিয়াছে, তাহা বলিবে এবং নিবেদন করিবে, মহাদেব আমাকে যে বর দিয়াছেন, তাহা এখন শাপস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে । ২৮-২৯

যে পুরুষ আমাকে সন্ধ্যা হৃদয়ে দর্শন করে, সে তৎক্ষণাৎ নারীদেহ প্রাপ্ত হয় । শুক এই কথা শুনিয়া পদ্মাকে সম্ভাষণ শেষে পুনঃ পুনঃ প্রণাম পূর্বক উদ্ভটী হইয়া কঙ্কিপালিত শম্ভল গ্রামে গমন করিল । ৩০-৩১

\* কামতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ক্রোড়ে কৃষ্ণা তং দদর্শ স্বর্ণরত্ন বিভূষিতম্ ।

সানন্দং পরমানন্দদায়কং প্রাহ তং তদা ॥ ৩২

কঙ্কিঃ পরমতেজস্বী পরশ্চিন্নমলং\*শুকম্ ।

পূজয়িত্বা করে স্পৃষ্ট্বা পয়ঃ পানেন তর্পয়ন্ ॥ ৩৩

তদ্ব্যুৎস্বমুখং দত্তা পপ্রচ্ছ বিবিধাঃ কথাঃ ।

কস্মাদেশাচ্চরিত্বা ত্বং দৃষ্ট্বা পূর্বং কিমাগতঃ ॥ ৩৪

শ্লোকার্থ। পুরপুংস্বয় কঙ্কিদেব শুকের আগমনবার্তা শুনিয়া তাকে ক্রোড়ে লইয়া দেখিলেন, সে সুবর্ণ ও বস্ত্রে ভূষিত হইয়াছে। তখন তিনি আনন্দপূর্বক উহাব কারণ জানিতে অভিলাষী হইলেন । ৩১ ৩২

পরম তেজস্বী কঙ্কি নির্মল শুককে প্রথমে বাম কবে স্পর্শান্তে সংকারপূর্বক জলপানদ্বারা তর্পিত করিয়া তাহার মুখে মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন । ৩৩

তুমি অত্ৰ কোন্ দেশে বিচরণ করিয়া কি অপূর্ব বস্তু দেখিয়া আসিলে ?  
এতক্ষণ তুমি কোথায় ছিলে ? ৩৪

\* তরাস্বয়মলং ইতি বা পাঠঃ ।

কুত্রোষিতঃ কুতো লব্ধং মণিকাঞ্চনভূষণম্ ।

অহর্নিশং তন্মিলনং বাঞ্ছিতং মম মৰ্বতঃ ॥ ৩৫

তবানালোকনেনাপি ক্ষণং মে যুগবদ্ববেৎ ॥ ৩৬

ইতি কঙ্কের্বচ শ্রদ্ধা প্রণিপত্য শুকো ভূষম্ ।

কথয়ামাস পদ্মায়ঃ কথাঃ পূর্বোদিতা যথা ॥ ৩৭

সংবাদমাশ্রয়ন্ত্যাহা নিজালঙ্কার ধারণম্ ।

সর্বং তদ্বর্ণয়ামাস তন্ত্যাঃ প্রণতিপূর্বকম্ ॥ ৩৮

শ্লোকার্থ। কোথা হইতেই বা মণিকাঞ্চনময় দুর্গত ভূষণ লাভ করিয়াছ ?  
দিবারাত্রি সর্বতোভাবে আমি তোমার সহিত মিলন কামনা করি । ৩৫

তোমাকে না দেখিলে একমুহূর্তও আমার নিকট যুগতুল্য দীর্ঘ বোধ হয় । ৩৬

ইত্যাদি বিবিধ কথা কঙ্কি শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন । কঙ্কির মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক পুনঃ পুনঃ নমস্কারান্তে পূর্বে পদ্মা যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত কথা এবং পদ্মা যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, পদ্মার সহিত যেরূপ

কথোপকথন হইয়াছে, যেক্রপ অলংকার প্রদত্ত হইয়াছে, প্রণতিপূর্বক তৎসমুদয় বর্ণনা করিল। ৩৭-৩৮

শ্রুত্বৈতি বচনং কঙ্কিঃ শুকেন সহিতো মুদা।

জগাম ষরিতোহশ্বেন শিবদন্তেন তন্মনাঃ ॥ ৩৯

সমুদ্রপারমমলং সিংহলং জনসংকুলম্।

নানা বিমান বহুলং ভাস্বরং মণিকাঞ্চনৈঃ ॥ ৪০

প্রাসাদ সদনাগ্রেষু পতাকাভোরণাকুলম্।

শ্রেণীসভাপনাট্যাল পুরগোপুব মণ্ডিতম্ ॥ ৪১

পুরস্তী পদ্মিনী-পদ্মগন্ধামোদ-দ্বিরেক্ষিতীম্।

পুরীং কারুমতীং তত্র দদর্শ পুরতঃ স্থিতাম্ ॥ ৪২

শ্লোকার্থ। প্রভু কঙ্কি এই কথা শুনিয়া তন্মনা ভাবে শুকের সহিত শিবদন্ত দিবা অশ্বে আরোহণ পূর্বক ভ্রামিত হইয়া প্রকৃষ্টচিত্তে সিংহল দ্বীপে যাত্রা করিলেন। ৩৯

এই সিংহলদ্বীপ সমুদ্রশাৰে বিস্তৃত, নির্মল-জল মধ্যস্থিত অসংখ্য জনগণে সমারুত, নানাবিধ আকাশযান শোভিত এবং মণিকাঞ্চনচয়ে দেদীপ্যমান। ৪০

এহ দ্বীপে অসংখ্য অটালিকা ও গৃহসমূহের সম্মুখে পতাকা ও ভোরণ থাকায় অপূৰ্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। শ্রেণী অন্তসারে সংস্থাপিত সভা-সমূহে, বিপণি রাশিতে, সৌধসমূহে, পুৰানিকরে এবং গোপূর সমূহে এই নগর সুশোভিত। কঙ্কিদেব সিংহলদ্বীপে যাইয়া কারুমতী নামে পুৰী দর্শন করিলেন। এই পুরীতে পুরস্তীক্ৰপ পদ্মিনীগণের পদ্মগন্ধে ভ্রমরনিকর আমোদিত হইতেছে। ৪১-৪২

মরাল-জাল-সঞ্চাল-বিলোলকমলান্তরাম্।

উদ্যালিতাক্রমালালিকলিকাকুলিতং \*সরঃ ॥ ৪৩

জলকুকুটদাত্যহ-নাদিতং হংস সারসৈঃ।

দদর্শ স্বচ্ছপয়সাং লহরীলোলবীজিতম্ ॥ ৪৪

বনং কদম্বকুদ্যাল-শালতালাত্র্যকেশরৈঃ ।

কপিথাশ্বখখর্জুর-বীজপুর করঞ্জকৈঃ ॥ ৪৫

পুন্নাগপনসৈর্নাগরজৈরজ্জুনশিংশপৈঃ ।

ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ নানা বৃক্ষৈশ্চ শোভিতম্ ।

বনং দদর্শ রুচিরং ফলপুষ্পদলারুতম্ ॥ ৪৬

শ্লোকার্থ । এই পুরীর মধ্যে যে সকল জলাশয় বিद्यমান, তাহ'র জল মরালকুলের সঞ্চলনে তরঙ্গায়িত । তিনি যে সকল সরোবর দেখিলেন, তৎসমুদয় প্রফুল্ল কমল দলস্থিত অলিকুল দ্বারা আকুলীকৃত । ৪৩

তাহাদের চারিদিকে হংস, সারস, জলকুক্কট ও দাত্তাহসমূহ শব্দ করিতেছে । স্বচ্ছ সলিলের চঞ্চল তরঙ্গ-সঙ্গী শীতল বায়ু দ্বারা সমীপস্থ বন উপবীজিত হইতেছে । ৪৪

ঐ সকল বন কদম্ব, কুদ্যাল, শাল, তাল, আশ্র, বকুল, কপিথ, অশ্বখ, খর্জুর, বীজপুর, করঞ্জক, পুন্নাগ, পনস, নাগরজ, অজুন, শিমূল, ক্রমুক ও নারিকেল প্রভৃতি নানা বৃক্ষে শোভিত । শ্রীকষ্ণিদেব ফল, পুষ্প ও পত্রসমূহে বিভূষিত ঐ বন সন্দর্শন করিলেন । ৪৫-৪৬

\* উদ্যানীলিতাজ্জমালালিকলিতাকুলিতং সরঃ ইতি বা পাঠঃ ।

† স্বচ্ছপথসাং ইতি বা পাঠঃ ।

দৃষ্ট্বা হৃষ্টতমুঃ শুকং সক্রুণঃ কঙ্কিঃ পুরাস্তে বনে

প্রাহ প্রীতিকরং বচোহত্র সরসি স্নাতব্যমিত্যাদৃতঃ ।

তৎ শ্রুত্বা বিনয়ায়িতঃ প্রভূমতং যামীতি পদ্মাশ্রমং

তৎ সন্দেশমিহ প্রয়াণমধুনাগত্বা স কীরোহিবদৎ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীকষ্ণিপু্রাণে

অনুভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে

কঙ্কেরাগমন বর্ণনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

**স্রোকার্থ ।** তিনি উক্ত পুরীর নিকটস্থ বনে দাঁড়াইয়া তৎসমুদায় দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া কল্পগাঢ়-হৃদয়ে শুককে সমাদরসহ প্রীতিকর বাক্যে বলিলেন, এই সরোবরে আমি স্নান করিব। শুক প্রভুর তাদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া সবিনয়ে কহিল, এক্ষণে আমি পদ্মার আলয়ে গমন করি। অনন্তর শুক পদ্মার নিকট উপনীত হইয়া কঙ্কির কথিত বাক্য ও আগমন বার্তা নিবেদন করিল। ৪৭

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বভাগবতে দ্বিতীয়াংশে

কঙ্কির আগমন বর্ণনা নামক প্রথম

অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

**উল্লেখ্য :** ৩রা ফ্রেব্রুয়ারী ১৯৬৯ সোমবার শেষ রাত্রে আমি ধর্মচক্রে এই দিব্য স্বপ্ন দেখিলাম। আমি ও মহাগৌরী কোন নূতন স্থানে গিয়াছি। সেখানে একটি বৃহৎকায় নীল পক্ষী দেখিয়া আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “এটি কি পাখী? কার্ত্তিক বাহন ময়ূরের বৃহৎ মূর্তি প্রতিদিন আমি কঙ্কি মন্দিরের ভিতরে বা বাহিবে দেখিতে পাই। এই পক্ষীতো তজ্জপ নয়!” ইহাতে মহাগৌরী উত্তর দিলেন, “ইহাব নাম ত্রিগুণপক্ষী। ইহা কল্লিদেবের বার্তা বহ। যেমন শ্রীকৃষ্ণের বার্তাবহ শুকপক্ষী ছিল, তেমনই শ্রীকঙ্কিবার্তাবহ ত্রিগুণপক্ষী থাকিবে।” উহাকে আমরা পূর্বে দেখিলেও উহাব নাম অজ্ঞাত ছিল। অতঃপর উহার নাম জানিলাম এবং প্রথম দর্শন পাইলাম। পরদিন মঙ্গলবার প্রাতে চাপানেব সময় মহাগৌরীর আহ্বানে ত্রিগুণপক্ষী সম্মুখে আসিয়া শূন্তে বিরাজ করিলেন। উহার চঞ্চু লম্বা ও মাথায় সোনালী পালকের বড় ঝুটি এবং দেহ তিনচার হাত দীর্ঘ। প্রত্যাহ আমি ও মহাগৌরী পূজারতির সময় ত্রিগুণপক্ষীকে দেখিতে পাই। মরিস মেটরলিক্স রচিত *The Blue Bird* নামক ইংরেজী পুস্তক পড়িলে উহার স্বর্ণীয় প্রকৃতি জানা যায়। এই ইংরাজী গ্রন্থের বাংলা অন্ত্যবাদ ‘নীলপক্ষী’ নামে শ্রীযামিনী কান্ত সোম কর্তৃক প্রকাশিত।

## দ্বিতীয় অংশ দ্বিতীয় অধ্যায়

স্মৃত উবাচ

কঙ্কিঃ সরোবরাভ্যাসে জলাহরণবত্ননি ।

স্বচ্ছফটিক সোপানে প্রবালাচিত বেদিকে ॥ ১

সরোজসৌরভ ব্যগ্র ভ্রমদ্ভ্রমরনাদিতে ।

কদম্বপোলপত্রালি\* বারিতাদিত্য দর্শনে ॥ ২

সমুভাসাসনে চিত্রে সদশ্বেনাবতারিতঃ ।

কঙ্কিঃ প্রস্থাপয়ামাস শুকং পদ্মশ্রমং মুদা ॥ ৩

স নাগেশ্বরমধ্যস্থঃ শুকো গহ্বা দদর্শ তাম্ ।

হম্যস্থং বিসিনীপত্রশায়িনীং সখীভির্বৃতাম্ ॥ ৪

ল্লোকার্থ। স্মৃত বলিলেন, অনন্তর কঙ্কিদেব মনোহর অশ্ব হইতে অবতরণান্তে সরোবরের সমীপবর্তী জলানয়ন-পথে স্বচ্ছ ফটিক<sup>৭৭</sup>-সোপান-সম্বলিত প্রবালালংকৃত বেদিকার উপর বিচিহ্ন আসনে উপবেশন করিলেন । ১

তখন সরসীস্থিত সরোজ সমূহের সৌরভে ভ্রমরগণ গুন্ গুন্ শব্দে চারিদিকে ভ্রমণ করিতেছে । অনতিপ্রৌঢ় কদম্ব বৃক্ষসমূহের নবগল্লব-নিকরে সেই স্থানের আতপ নিবারিত হইতেছে । ২

অনন্তর তিনি প্রহুষ্ঠ চিত্তে পদ্মার আলয়ে শুক পক্ষীকে প্রেরণ করিলেন । ৩

শুক পক্ষী পদ্মার আলয়ে উপস্থিত হইয়া নাগকেশর পুষ্প বৃক্ষে উপবেশনান্তে দেখিল, পদ্মাদেবী অট্টালিকার উপর পদ্মপত্রের শয্যায় শায়িতা আছেন । সখীগণ তাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে । ৪

\* কদম্বপোত পত্রালি ইতি বা পাঠঃ ।

টিপ্পনী। ৭৭। রত্নবিশেষ। সংস্কৃত শাস্ত্রে এই রত্নের বহুল বর্ণনা পাওয়া যায়। রত্নবহুস্ত পুস্তকে লিখিত আছে, বলদেব নিহত দানবের মেদ লইয়া কাঁবেবী নদীতীর সমীপে বিক্ষাচলের নিকট যবনদেশে ও নেপালদেশে ফেলিয়া দেন। ঐ আকাশতুল্য তৈলাখ্য মেদ হইতে ক্ষটিক উৎপন্ন হয়। অগস্মিত নামক রত্ন শাস্ত্রে (প্রকীর্ত্তক প্রকরণে, ৫ শ্লোকে) আছে।—

রত্নমেকাশং প্রোক্তং সর্বৈঃ ক্ষটিক সংগকম্।

সম্রাট আকবরের জীবন চরিতে লিখিত আছে, তিনি সূর্যকিবণ দ্বারা সূর্যক-র ক্ষটিক মণি হইতে অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া নিজ ব্যবহারার্থ ভোজন প্রস্তুত করাইতেন এবং রাত্রিকালে বাসগৃহে প্রদীপ জ্বলাইতেন। চন্দ্রকান্ত মণি দ্বারা তিনি পূর্ণিমা রাত্রিতে চন্দ্রামৃত গ্রহণ করিতেন। চন্দ্রকান্ত মণিতে চন্দ্রসুধাব নির্মল বিন্দুসম বিন্দু উঠিত। যে লোক চন্দ্র ও চকোরের চন্দ্রমা (চ্যোৎস্না) হইতে অমৃত (সুধা) পান কবেন, এবং কবি কল্পনার আলোকে উর্ধ্বগত দৃষ্টিপাত করিতেন, তিনি কি বলিতেন? কোন কোন রত্নজ্ঞ পণ্ডিত বলেন, পদ্মরাগমণি ক্ষটিক হইতে উৎপন্ন। যদিও উভয়ে রূপে ও গুণে পৃথক নহে, তথাপি ক্ষটিক ও পদ্মরাগের মধ্যে পদার্থগত পার্থক্য নাই। অব বহুশাস্ত্রে পদ্মরাগেব উৎপত্তির স্বতন্ত্র বর্ণনা, লক্ষণ, গুণ ও মূল্যাদি নির্ণীত। ক্ষটিক ও পদ্মরাগ সম্বন্ধে পাণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। শোনা যায়, কাশ্মীরে চিরতুমাতে আবৃত তুষার খণ্ড ক্ষটিকে পরিণত হয়।

নিঃশ্বাস বাত তাপেন ম্রায়তীঃ বদনাসুভম্।

উৎক্ষিপন্তীঃ সখীদন্ত কমলং চন্দনোক্ষিতম্ ॥ ৫

বেবাবারি পরিস্নাতং পরাগান্তং সমাগতম্।

ধৃতনীলং রস গতং নিন্দন্তীঃ পবনং প্রিয়ম্ ॥ ৬

শুকঃ সক্রুণঃ সাধু বচনৈস্তামতোষয়ং।

সা, হমেহোহি, তে স্বাস্তি স্বাগতং ? স্বস্তি মে শুভে ! ॥ ৭



গতে ত্র্য্যতিব্যগ্রাহং শান্তিস্তেহস্তু রসায়ণাৎ ।

রসায়নং দুর্লভং মে, সুলভং তে শিবাশ্রমে\* ॥ ৮

শ্লোকার্থ । তাঁহার বদনকমল সমুপস্থিত নিঃশ্বাস বায়ুতে স্নান হইতেছে । তিনি সখীদত্ত চন্দনচর্চিত প্রফুল্ল কমল হস্তদ্বয় দ্বারা সঞ্চালন করিতেছেন । ৫

বেবাসলিল পারশীলিত জলগর্ভ দক্ষিণ দিক হইতে সমাগত সরসবায়ু সকলেণ প্রিয় হইলেও তিনি তাঁহাব নিন্দা করিতেছেন । ৬

‘অনন্তর শুক করুণ অন্তরে প্রিয়বাক্য দ্বারা পদ্মার পরিতোষ সম্পাদন কবিল । পদ্মা বলিলেন, হে শুক, তোমার মঞ্চল হউক, নিকটে আইস । তোমার কুশল ত ? শুক বলিল, হে শোভনে, আমার সমস্তই কুশল । পদ্মা বলিলেন, হে শুক, তুমি চলিয়া যাইবার পব হইতেই আমি ব্যাকুল হৃদয়ে অবস্থান করিতেছি । ৭

শুক বলিল, এক্ষণে রসায়ণ ৭৮ দ্বারা তোমার সকল সন্তাপ শীতল হউক । পদ্মা বলিলেন, হে শুক, আমার পক্ষে রসায়ণ অতি দুর্লভ । শুক বলিল, হে শিবাশ্রিতে, রসায়ণ তোমার পক্ষে দুর্লভ নহে ; অতীব সুলভ । ৮

\* শিবাশ্রয়ে ইতি বা পাঠঃ ।

টিপ্পনী ৭৮ । বৈद्यশাস্ত্র অন্তসারে দ্রব্যগুণদ্বারা জরা ও ব্যাধি নাশ করা যায় । জরা ও ব্যাধি নাশক দ্রব্যকে আয়ুর্বেদে রসায়ন বলে । ‘ভাবপ্রকাশ’ গ্রন্থে আছে, রসায়নং তু তৎ জ্যেয়ং যজ্জরা ব্যাধি নাশনং ।

যথাহঅমৃতা কদন্তী চ গুগ্গুশুল্ক হরিতকী ॥

যে দ্রব্য দ্বারা মাতৃষের জরা ও ব্যাধি নাশ হয়, তাহাকে রসায়ণ বলে । যেমন অমৃতা ( গুরুচ ), রুদন্তী, গুগ্গুশুল্ক, হরিতকী ইত্যাদি । এই সকল দ্রব্য জবা ও ব্যাধি নাশক গুণযুক্ত ছিল । যেমন রসায়ন দ্বারা মাতৃষের জরা-ব্যাধিরূপ দুঃখ দূর হয়, তেমনি রসায়নদ্বারা নায়ক নায়িকার বিরহাদি দুঃখ দূর হয় । উক্তভাবে এখানে রসায়ন শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । রসায়ন ঔষধি বিশেষ । ঐ ঔষধী উপলক্ষ্য করিয়া শুক পক্ষী বলিল, ‘হে পদ্মাবতি, তুমি কাতর হইয়াছ । তোমার রসায়ন বা অতীষ্ট প্রাপ্তি সন্নিকট ।’

ক মে ভাগ্যবিহীনায়া ইহৈব বরবর্ণিনি ।

দেবি ! তং সরসস্তীরে প্রতিষ্ঠাপ্যগতা বয়ম্ ॥ ৯

এবমন্তোহুসংবাদ-মুদিতাশ্চ মনোরথে ।

মুখং মুখেন নয়নং নয়নে সাদৃতা দদৌ ॥ ১০

বিমলা মালিনী লোলা কমলা কাম কন্দলা ।

বিলাসিনী চারুমতী কুমুদেত্যষ্টনায়িকাঃ ॥ ১১

সখ্য এতা মতাস্তাভির্জলক্রীড়ার্থমুদ্রতাঃ ।

পদ্মা প্রাহ, সরস্তীরমায়াস্ত সাময়া স্ত্রিয়ঃ ॥ ১২

**শ্লোকার্থ**। পদ্মা বলিলেন, হে শুক, আমার ভাগ্য মন্দ । কিরূপে কোথায় আমার অষ্টীষ্ট স্থলভ হইবে । শুক বলিল, হে বরবর্ণিনি, এই স্থানেই তোমার অভিলাষ সিদ্ধ হইবে । হে দেবি, আমি তাঁহাকে এই স্থানেই সরোবর তীরে রাখিয়া আসিয়াছি । ৯

এইরূপ কথোপকথন হইলে পদ্মা স্থায় মনোরথসিদ্ধির আশায় আহ্লাদিতা হইলেন । পরে তিনি সমাদরপূর্বক শুকমুখ আপন মুখে ও শুকনয়ন আপন নয়নে অর্পণ করিলেন । ১০

বিমলা, মালিনী, লোলা, কমলা, কামকন্দলা, বিলাসিনী, চারুমতী ও কুমুদা এই অষ্টনায়িকা \*তাঁহার প্রিয়সখী ছিল । ১১

তিনি এই অষ্ট নায়িকার সহিত জলক্রীড়া করিতে উদ্রতা হইয়া কহিলেন, অগ্নি অষ্ট সখি, আমার সহিত সরোবর তীরে আগমন কর । ১২

\* ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ও ১লা মে শুক্রবার ১৯৭০ সাল দুই দিন সহরা কঙ্কি মন্দিরে পদ্মাদেবীর মর্মর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা উৎসবে মহাগৌরী ও আমি উভয়ে দেখিয়াছি, কঙ্কিপত্নী পদ্মাদেবী ইহলোকে অষ্টসখী পরিবৃত্তা থাকিবেন । সাক্ষ্য আশ্রতির সময় অষ্ট সখীসহ পদ্মাদেবী কঙ্কি মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ।

ইত্যাখ্যায়াশু শিবিকামারুহু পরিবাবিতা ।

সখীভিষ্চারু বেশাভিভূঁহা স্বাস্তঃ পুরাধ্বহিঃ

প্রযযৌ ঝরিতং ত্রষ্টুং ভৈয়ী যদুপতিং যথা ॥ ১৩

জনাঃ পুমাংসঃ পথি যে পুরস্থাঃ প্রভুঃ\*জ্ঞীতভয়াৎ দিগন্তরম্ ।

শৃঙ্গাটকে বা বিপণিস্থিতা যে নিজাঙ্গগা স্থাপিত পুণ্যকার্য্যাঃ\*১ ॥ ১৪

নিবারিতাং তাং শিবিকাং বহন্ত্যঃ নায্যোহতিমন্তা বলবত্ত্বাশ্চ ।

পদ্মা শুকোক্ত্যা তদুপর্যাপস্থা জগাম তাভিঃ পরিবারিতাভিঃ ॥ ১৫

সরোজলং সারসহঃসনাদিতং প্রফুল্ল পদ্মোদ্ভবরেমুবাসিতম্ ।

চেকুর্বিগাহ্যশু সুধাকবালসাঃ কুমুদ্বতীনা মুদয়ায় শোভনাঃ ॥ ১৬

\*প্রভুভবঃ ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ নিজাঙ্গস্থাপিত পুণ্যকার্য্যাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্থ\*। পদ্মাদেবী এই কথা বলিয়া তৎক্ষণাৎ সজ্জিতা শিবিকাতে আরোহণ পূর্বক উজলবেশে সখীগণ পবিবৃত্তা হইয়া অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইলেন এবং ক্লিন্নিণী\*২ যেমন যদুপতিব দর্শনার্থ বহির্গতা হইয়াছিলেন, সেইরূপ তিনি কলিককে দর্শন করিতে অতি শীঘ্র তথায় গমন করিলেন । ১৩

পথিমধ্যে চতুপথে বা বিপণিতে যে সকল পুরবাসী ছিল, তাহারা নারীরূপ প্রাপ্তির ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিল । তাহাদের পত্নীগণ স্ব স্ব স্বামীকে নিরাপদে আসিতে দেখিয়া দেবপূজা প্রভৃতি পুণ্য কর্মের অচ্যুতানে প্রবৃত্ত হইল । এইরূপে পথে কোন পুরুষ রহিল না । ১৪

মদমত্তা বলবতী রমণীগণ শিবিকা বহন করিতে লাগিল । পদ্মা শুকের বাক্যানুসারে সেই শিবিকায় আরোহণ পূর্বক সখীগণ-পরিবৃত্তা হইয়া গমন করিতে লাগিলেন । ১৫

অনন্তর সেই সুধাকবালসা সুশোভনা ললনাগণ সারস ও হংস-সমূহের সমধূর ধ্বনিযুক্ত, প্রফুল্লকমলসম্বৃত রেণুধারা সুবাসিত সরোবর সলিলে অবগাহন

পূর্বক কুমুদীকে বিকশিত করিবার অভিপ্রায়ে কুমুদাক্ষের প্রত্যাশায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১৬

**টিক্সগী।** ৭২। ইনি বিদর্ভ (বর্তমানে বেরার) প্রদেশের রাজা ভীষ্মকের কন্যা ছিলেন। কৃষ্ণগীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চাহিয়াছিলেন, চেদি দেশের (অধুনা বৃন্দেলখণ্ড ও জয়লপুর) রাজা দমঘোষের পুত্র শিশুপালের সহিত নিজ ভগিনীর বিবাহ হয়। কিন্তু কৃষ্ণগী উক্ত বিবাহে অপ্রসন্না হন এবং দ্বারকানাথ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পত্ররূপে প্রাপ্তি কামনায় একটি ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ইহার ফলে শ্রীকৃষ্ণ অবিলম্বে বিদর্ভ রাজ্যে আগমন করেন এবং কঙ্কীগীকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া দ্বারকায় লইয়া যান এবং শাস্ত্রোক্ত বিধানে বিবাহ করেন। কৃষ্ণগীর বিস্তৃত কাহিনী মহাভারতে লিখিত। বিদর্ভ রাজবংশের রাজকন্যা রেণুকা মহর্ষি জমদগ্নির সহিত বিবাহিতা হন। তাঁহাদের পুত্ররূপে ভগবান পরশুরাম ত্রেতাযুগে আবির্ভূত হন।

তাসাং মুখামোদ মদাক্ষ ভূঙ্গা বিহায় পদ্মানি মুখারবিন্দে।

লগ্নাঃ সুগন্ধাধিকমাকলয্য নিবারিতাশ্চাপি ন তত্যজুস্তে ॥ ১৭

হাসোগহাসৈঃ সরসপ্রকাশৈর্বাশ্চৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ জলে বিহারৈঃ।

করগ্রহৈস্তা জলযোধনাশ্চৈশ্চ তাভির্বনিতাভিরূচৈঃ ॥ ১৮

সাম্যকামতপ্তা মনসা শুকোক্তিং বিবিচ্য পদ্মা সখিভিঃ সমেতা।

জলাং সমুখায় মহার্হভূবা জগাম নির্দিষ্টকদম্বপদম্ ॥ ১৯

সুখে শয়ানং মণিবেদিকাগতং কঙ্কিং পুরস্তাদতিসূর্য্যবর্চসম্।

মহামণিব্রাত বিভূষণাচিতং, শুকেন সাদ্ধং তমুদৈক্ষতেশম্ ॥ ২০

**শ্লোকার্থ।** ভ্রমরগণ তাহাদের বদনকমলের সৌরভে অন্ধ হইয়া প্রফুল্ল কমল পরিহার পূর্বক সেই মুখপদ্মেই বসিতে লাগিল। সীমন্তিনীগণ বারবার তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেও তাহারা মুখপদ্মের সৌরভাতিশয় দেখিয়া ত্যাগ কবিল না। পদ্মা রসযুক্ত হস্তপরিহাস এবং বাত, নৃত্য, করগ্রহ ও অন্ত্যস্ত

নানাপ্রকার জলবিহার দ্বারা জলযোধন বিষয়ে মত্ত সখীগণের মনোরঞ্জন করিলেন। প্রিয় সখীগণও তাঁহাব মন হরণ কবিল। ১৭-১৮

অনন্তর কন্দর্পসমুৎপত্তি পদ্মা মনে মনে শুকবাক্য বিচার পূর্বক সখীগণে পরিবৃতা হইয়া জল হইতে উত্থিত হইলেন। পবে তিনি মহামূল্য ভূষণ পরিধানান্তে শুকোকৃত কদম্ব তরুতলে গমন কবিলেন। ১৯

তিনি শুকের সহিত কদম্বমূলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সন্মুখস্থ মণি-বেদিকায ভগবান কঙ্কিদ্বে শয়ন করিয়া স্রুথে নিদ্রা যাইতেছেন। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ আদিভ্যতেজকে পরাভূত করিয়াছে এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ মহামণিগণে বিভূষিত রহিয়াছে। ২০

তমালনীলং কমলাপতিং প্রভুং পীতাম্বরং চারুসরোহ লোচনম্।

আজ্ঞান্নবাহং পৃথুপীনবক্ষসং স্ত্রীবৎসকৌস্তভকান্তিরাজিতম ॥ ২১

তদন্তুতং কপমবেক্ষ্য পদ্মা সংস্তুতিবিস্মিতসংক্রিয়ার্থা।

সুপ্তং তু সংবোধয়িতুং প্রবৃত্তং নিবাবয়্যামাবিশঙ্কিতাত্মা ॥ ২২

কদাচিদেবোহতিবলোহিতরূপী মর্দর্শনাং স্ত্রীহমুপৈতি সাক্ষাৎ।

তদাত্ত্র কিং মে ভবিতা ভবন্ত্য ববেণ শাপপ্রতিমেন লোকে ॥ ২৩

চরাচরাশ্চ জগতামধীশঃ প্রবোধিতস্তদ্বৃন্দয়ং বিবিচ্য।

দদর্শ পদ্মাং প্রিয়রূপশোভাং যথা রমা স্ত্রীমধুসূদনাগ্রে ॥ ২৪

শ্লোকার্থ। সেই পুরুষোত্তম কমলাপতি তমালতুল্য নীলবর্ণ, পীতবসন, বমণীয় পদ্মপলাশলোচন, আজ্ঞাগুলস্থিত বাহ, পৃথু ও পীন বক্ষঃস্থলযুক্ত, স্ত্রীবৎসকৌস্তভমণির কান্তি দ্বারা বিরাজমান। ২১

পদ্মাদেবী এই অদ্ভুত দিব্য কপ দেখিয়া স্তুতি ও বিস্মিতা হইয়া যথোপযুক্ত সংকার করিলেন। শুক কঙ্কিকে জাগরিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পদ্মা শংকিত হৃদয়ে তাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, এই কমলীয়-কান্তি মহাপুরুষ যদি আমাকে দেখিয়া স্ত্রীলোকের অবয়ব প্রাপ্ত হন, তাহা

হইলে মহাদেৱেৰ বৰে আমাৰ কি লাভ হইল; তাঁহাৰ বৰ আমাৰ  
অভিশাপতুল্য হইতেছে। ২২-২৩

অনন্তৰ চৰাচৰ জগত্ৰে অন্তৰাত্মা গৰমেশ্বৰ কঙ্কিদেৱ পদ্মাৰ আন্তৰিক  
অভিপ্ৰায় বুঝিয়া জাগৱিত হইলেন এবং দেখিলেন, মধুসূদনেৰ ৮<sup>০</sup> সম্মুখে  
যেমন লক্ষ্মী অবস্থান কৰেন, সেইৰূপ পৰমৰূপবতী স্থলোচনা পদ্মা তাঁহাৰ সম্মুখে  
দাঁড়াইয়া আছেন। ২৪

**টিপ্পণী ৮০।** মধু নামক দৈত্য নাশেৰ জন্ত বিষ্ণু মধুসূদন নামে অভিহিত  
হন। ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুৰাণে (কৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১১০ অধ্যায়) আছে।—

সূদনং মধুদৈত্যস্ত যস্মাৎ স মধুসূদনঃ ।

ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈৰ্ভিন্নার্থমীপ্সিতম্ ॥

মধু ক্লীৰং চ মাধ্বীকে কৃতকৰ্ম শুভাশুভে ।

ভক্তানাং কৰ্মণাং চৈব সূদনং মধুসূদনঃ ॥

পৰিণামাশুভং কৰ্ম ভ্রান্তানাং মধুৰং মধু ।

করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ ॥

সংবীক্ষ্য মায়ামিব মোহিনীং তাং জগাদ কামাকুলিতঃ স কঙ্কিঃ ।

সখীভিৰীশাং সমুপাগতাং তাং কটাক্ষবিক্ষেপবিনামিতাস্তাম্ ॥ ২৫

ইহৈহি সুস্বাগতমস্ত ভাগ্যাং সমাগমস্তে কুশলায় মে স্তাং ।

তবানেন্দুঃ কিল কামপুৰতাপাপনোদায় সুখায় কাস্তে ॥ ২৬

লোলাক্ষি ! সাবণ্য-ৰসামৃতং তে কামাহিদষ্টস্ত বিধাতুৱস্ত ।

তনোতু শাস্তিঃ সূকৃতেন কৃত্যা সুচুল্লাভাং জীবনমাশ্রিতস্ত ॥ ২৭

বাহু তবৈতৌ কুৰুতাং মনোজ্ঞৌ হৃদিস্থিতং কামমুদন্তবাসম্ ।

চাৰ্কাৰ্য্যতো চাকনখাঙ্কুশেন দ্বিপং যথা সাদিবিদীৰ্ণকুন্তম্ ॥ ২৮

\*কটাক্ষবিক্ষেপবিনামিতাস্তাম্ ইতি বা পাঠঃ ।

**শ্লোকার্থ।** সখীগণেৰ সহিত সমুপস্থিতা ও কটাক্ষ-বিক্ষেপমাত্ৰে বিনম্র-  
মুখী সাক্ষাৎ মায়াৰ শ্ৰাব সম্মোহনজননী ৰাজকুমাৰী পদ্মাদেবীকে দেখিয়া

কামাক্রান্ত হৃদয়ে ককিদ্বেব বলিলেন, হে কাশ্তে, নিকটে আগমন কর। তোমার আগমন আমার মঙ্গলের কারণ হউক। তোমার সহিত আমার মহামিলন হইল। তোমার বদনেন্দু হইতে আমার স্মরতাপাগনোদন ও সুখবর্ধন হউক। ২৫-২৬

হে চপলাক্ষি, আমি জগতের বিধাতা হইলেও মন্থরূপ কালসর্প আমাকে দংশন করিতেছে। এখন তোমার লাবণ্যরূপ অমৃত ব্যতীত তাহার শাস্তির উপায় নাই। এই শাস্তি বহু পুণ্য বা পুরুষার্থ-দ্বারাও দুর্লভ এবং ইহা আশ্রিত ব্যক্তির প্রাণতুল্য। ২৭

যন্তা ( মাহত ) যেমন অক্ষুশ দ্বারা মত্ত মাস্তদ্বের কুস্ত বিদারণ করে, সেইরূপ তোমার এই মনোহর বমণীয় ও আয়ত বাহুদ্বয় চাকনথরূপ অংকুশদ্বারা আমার হৃদয়স্থিত মদনরূপ মত্তমাতঙ্গকে ক্ষত বিক্ষত ও নির্ধাসিত করুক। ২৮

স্তনাবিমাবুখিত মস্তকৌ তে কামপ্রতোদাবিব বাসসান্তৌ।

মমোরসা ভিন্ননিজাভিমানৌ সুবর্তু লৌ ব্যাদিশতাং প্রিয়ং মে ॥ ২৯

কাস্তস্ত্র সোপানমিদং বলিত্রয়ং সূত্রং লোমাবলিলেখলক্ষিতম্।

বিভাজিতং বেদিবিলগ্নমধ্যমে ! কামস্ত্র দুর্গাশ্রয়মস্ত্র মে প্রিয়ম্ ॥ ৩০

রন্তোরু ! সন্তোগসুখায় মে স্ত্রাং নিতম্ববিশ্বং পুলিনোপমং তে।

তষঙ্গি ! তস্বংসুকসঙ্গশোভং প্রমত্তকামা বিমদোত্তমালম্ ॥ ৩১

পাদাসুজং তেহঙ্গুলিপত্রচিত্রিতং বরং মরালরুগনুপুরাবৃতম্।

কামাহিদষ্টস্ত্র মমাস্ত্র শাস্ত্রয়ে হৃদিস্থিতং পদাঘনে সূশোভনে ॥ ৩২

শ্লোকার্থ। তোমার এই রসনাবৃত সুবর্তুল স্তনযুগল, মদনের প্রতোদ সদৃশ মস্তক উন্নত করিয়া রহিয়াছে। ইহারা আমার বক্ষঃস্থল পেষণে থবীকৃত হইয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুক। ২৯

অগ্নি প্রিয়তমে, তোমার মধ্যদেশ বজ্রবেদির মধ্যদেশ তুল্য ক্ষীণ। সূত্রদ্বারা বিভক্ত রোমাবলী চিহ্নযুক্ত এই বলিত্রয় মদনের সোপান ও অবস্থানের দুর্গ-সদৃশ হইতেছে। অধুনা ইহা আমার প্রীতিপ্রদ হউক। ৩০

অগ্নি রশ্মোরূ, তোমার এই নিতম্ব হইতে মদনমত্ত ব্যক্তির মদন মদকৃত উত্তম  
 ক্রাস পায়। এক্ষণে ইহা আমার সন্তোগসুখের হেতু হউক। আমার হৃদয়রূপ  
 নির্মল সলিলে অবস্থিত, অঙ্গুলিরূপ পত্রদ্বারা চিত্রিত মরালসদৃশ নিনাদকারী  
 নুপুর দ্বারা শোভিত পরম রমণীয় ত্বদীয় পদপংকজযুগল হইতে মদীয় মদন-  
 রূপ-বিষধর-দংশন-জনিত বিষের উপশম হউক। ৩১-৩২

শ্রুত্বৈতদ্বচনামৃতং কলিকুলধ্বংসস্ত কঙ্কেরলং

দৃষ্ট্বা সৎপুরুষত্বমস্তমুদিতা পদ্মা সখীভির্বৃতা।

কাস্ত্য ক্লাস্তমনাঃ কৃতাজ্জলিপুটা প্রোবাচ তৎ সাদরং

ধীরং ধীরপুরুষতং নিজপতিং নহ্মা নমংকঙ্করা ॥ ৩৩

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরণে অন্নভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে পদ্মাকঙ্কি সাক্ষাৎ  
 সংবাদো নাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

শ্লোকার্থ। অনন্তর পদ্মাদেবী কলি-কুলধ্বংসকারী কঙ্কিদেবের এই  
 অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পুরুষত্ব অক্ষত দেখিয়া অতিশয়  
 আনন্দিত হইলেন। পরে তাঁহার মন কঙ্কি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় তিনি  
 সখীগণের সহিত অবনতমুখে নমস্কার করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে ধীরজন-সমাদৃত  
 নিজপতি কঙ্কিকে সাদরে ধীরে ধীরে কহিলেন। ৩৩

শ্রীকঙ্কিপুরণে ভবিষ্য অন্নভাগবতে দ্বিতীয়াংশে

পদ্মা-কঙ্কি সাক্ষাৎ সংবাদ নামক দ্বিতীয়

অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।



দ্বিতীয় অংশ

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রুত উবাচ ।

সাপদ্মা তং হরিং মম্বা প্রেমগদগদভাষিণী ।

তুষ্টাব ব্রীড়িতা দেবী করুণাবরুণালয়ম্ ॥ ১

প্রসাদ জগতাং নাথ ! ধর্মবর্শন ! রমাপতে !

বিদিতোহসি বিগুহ্বান্ন ! বশগাং ত্রাহিমাং প্রভো ॥ ২

শ্লোকার্থ । শ্রুত মুনি কহিলেন, অনন্তর পদ্মাদেবী সেই করুণানিধি  
কন্ধিদেবকে বিষ্ণু জ্ঞানে লজ্জিতা ও প্রেমগদগদভাষিণী হইয়া শব্দ করিতে  
লাগিলেন । ১

হে রমাপতে, আপনি জগন্নাথ ও ধর্মরক্ষক । হে বিগুহ্বান্ন, আপনাকে  
চিনিতে পারিরাছি । প্রভো, এক্ষণে আমি আপনাদ শরণাপন্ন হইলাম ।  
আপনি আমাকে গরিত্রাণ করুন । ২

ধন্যাহং কৃতপুণ্যাহং তপোদানজপত্রতৈঃ ।

ত্বাং প্রতোম্য ছুরারাহ্যং লকং তব পদাম্বুজম্ ॥ ৩

আজ্ঞাং কুরু পদাম্বোজং তব সংস্পৃশ্য শোভনম্ ।

ভবনং যামি রাজানমাখ্যাভুং স্বাগতং তব ॥ ৪

ইতি পদ্মা রূপসদ্মা গম্বা স্বপিতরং নৃপম্ ।

প্রোবাচাগমনং কঙ্কেবিষ্ণোরংশস্ত দৌত্যকৈঃ ॥ ৫

সখীমুখেন পদ্মায়াঃ পাণিগ্রহণকাময়া ।

হরেরাগমনং শ্রদ্ধা সহর্ষোহভূদ্বব্রহ্মদ্রথঃ ॥ ৬

পুরোধসা ব্রাহ্মণৈশ্চ পাট্রৈর্মিত্রৈঃ স্তমজ্জলৈঃ ।

বাচতাণ্ডবগীতৈশ্চ পূজায়োজন পাণিভিঃ ॥ ৭

শ্লোকার্থ । আমি ধন্য ও পুণ্যবতী । আপনি ছুরারাহ্য হইলেও আমি

তপস্রা, দান, জপ ও ব্রতদ্বারা আপনাকে পরিতুষ্ট করিয়া আপনাব পাদপাশ্রয় লইলাম । ৩

এক্কে আপনি আদেশ করুন, আমি আপনার স্নেহকোমল পাদপদ্ব্যঙ্গুস্পর্শনাত্ গৃহে যাইয়া পিতৃ সমীপে আপনার শুভাগমন বার্তা নিবেদন করি । ৪

নিরুপম রূপবতী পদ্মাদেবী এই কথা বলিয়া পিতার নিকট গমন করিলে এবং দূত দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অবতার কঙ্কিদেবের আগমন বার্তা বলিলেন । ৫

যখন রাজা বৃহদ্রথ পদ্মার সখীর নিকট গুলিলেন যে, বিষ্ণু বিব হাথা হই' আসিয়াছেন, তখন তাঁহার আত্মার সীমা রহিল না । ৬

পরে তিনি পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, পাত্র ও মিত্রগণের সহিত পূজার উপচারাদি সঙ্গে লইয়া মাস্তুলিক নৃত্য, গীত ও বাচ্য শ্রবণ ও দর্শন করিতে করিতে ভগবান কঙ্কিকে আনয়নার্থ যাত্রা করিলেন । ৭

জগমানয়িতুং কঙ্কিং সার্কং নিজজ্ঞানৈঃ প্রভুঃ ।

মণ্ডয়িত্ব কারুমতীং পতাকাশ্রণতোরণৈঃ ॥ ৮

ততো জলাশয়াভ্যাসং গত্বা বিষ্ণুঃশঃসুতম্ ।

মণিবেদিকয়াসীনং ভুবনৈকগতিং পতিম্ ॥ ৯

ঘনাঘনোপবি যথা শোভন্তে কচিবাণ্যহো ।

বিহ্বাদিত্রাযুধাদানি তথৈব ভূষণান্বিতম্ ॥ ১০

শরীরে পীতবাসাঐঘোরভাসা বিভূষিতম্ ।

রূপলাভ্যাসদনে মদনোত্তমনাশনে ॥ ১১

দদর্শ পুরতো রাজা রূপশীলগুণাকরম্ ।

সাক্ষঃ সপুলকঃ শ্রীশং দৃষ্ট্বা সাধু তমর্চয়ৎ ॥ ১২

লোকার্থ । আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার অঙ্গুগামী হইলেন বিচিত্র পতাকা ও সুবর্ণময় তোরণ সমূহে কারুমতী নগর বিভূষিতা হইল । ৮

অনন্তর রাজা বৃহদ্রথ জলাশয়ের নিকট যাইয়া দোখিলেন, বিষ্ণুদেবার পুত্রব অগতির গতি জগৎপতি বিষ্ণু মণিবেদিকার উপর সমাসীন আছেন । ৯

যেমন জলবর্ষণকারী কালোমেঘের উপর মনোহর বিদ্যুৎ ও বজ্র প্রভৃতি শোভা পায়, সেইরূপ কঙ্কির কৃষ্ণবর্ণ অঙ্গে বিবিধ ভূষণরাজি বিরাজ করিতেছে । ১০

রূপলাবণ্যের আলয় মদন-পরাজয়কারী তদীয় শবীর পীতবসনের অগ্রভাগস্থিত ঘোর কান্তিদ্বারা বিভূষিত হইয়াছে । ১১

অনন্তর রাজা রূপবান্, গুণসম্পন্ন স্ত্রীলীল শ্রীপতি কঙ্কিকে সম্মুখে দেখিয়া পুলকিত চিত্তে আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন । পরে যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া বলিলেন । ১২

জ্ঞানাগোচরমেতন্মে তবাগমনীশ্বর ! ।

যথা মাক্ষাতপুত্রস্ত যছনাথেন কাননে ॥ ১৩

ইত্যুক্ত্বা তং পূজয়িত্বা সমানীয় নিজাশ্রমে ।

হর্ষ্যাপ্রাসাদ সংবাধে স্থাপয়িত্বা দদৌ স্তুতাম্ ॥ ১৪

পদ্মাং পদ্মপলাশাঙ্কীং পদ্মনৈত্রায় পদ্মিনীম্ ।

পদ্মজাদেশতঃ পদ্মনাভায়াদাদ্ যথাক্রমম্ ॥ ১৫

কঙ্কিল'ক্কা, প্রিয়াং ভার্যাং সিংহলে সাধুসংকৃতঃ ।

সমুবাস বিশেষজ্ঞঃ সমীক্ষ্য দ্বীপমুত্তমম্ ॥ ১৬

লোকার্থ । হে জগদীশ্বর, যেমন যছনাথ কানন মধ্যে মাক্ষাতার পুত্র যুচুকুলের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ এখানে আপনার আগমন আমার স্বপ্নেরও অগোচর । ১৩

রাজা এই কথা কহিয়া পূজাস্তে কঙ্কিদেবকে হর্ষ ও প্রাসাদমালায় সুশোভিত নিজ ভবনে আনাইয়া সযত্নে রাখিয়া কন্যাদান করিলেন । ১৪

তিনি পদ্মযোনির আদেশমত পদ্মপলাশলোচন পদ্মনাভ কঙ্কির নিকট পদ্মপলাশনয়না পদ্মিনী পদ্মাকে যথাবিধি সমর্পণ করিলেন । ১৫

বিশেষজ্ঞ কঙ্কিদেব প্রিয়তমা পত্নীকে লাভ করিয়া সাধুগণ কত'ক উত্তমরূপে সংকৃত হইয়া সিংহল দ্বীপস্থ শ্রেষ্ঠ স্থানসমূহ দেখিয়া কিছুদিন সেখানে বাস করিলেন । ১৬

রাজানঃ স্ত্রীহমাপন্নঃ পদ্মায়াঃ সখিতাং গতাঃ ।  
 দ্রষ্টুং সমীয়ন্তবিতাঃ কঙ্কিঃ বিষ্ণুং জগৎপতিম্ ॥ ১৭  
 তাঃ প্রিয়োহপি তমালোক্য সংস্পৃশ্য চরণাসুজম্ ।  
 পুনঃ পুংস্বং সমাপন্না রেবান্নানান্তদাজ্জয়া ॥ ১৮  
 পদ্মাকঙ্কী গৌরকৃষ্ণৌ বিপরীতান্তরাবুভৌ ।  
 বহিঃক্ষুটৌ নীলপীত-বাসোব্যাঞ্জন পশ্যতু ॥ ১৯  
 দৃষ্ট্বা প্রভাবঃ কঙ্কেষু রাজানঃ পরমাদ্ভুতম্ ।  
 প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্ট্বাঃ শরণার্থিনঃ ॥ ২০

**শ্লোকার্থ।** যে সকল বাঁজা নাবীর অবয়ব প্রাপ্ত হইয়া পদ্মার সখীত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাবা জগৎপতি কঙ্কিকে দেখিবার জন্ত ত্রাঘিত হইয়া আসিলেন । ১৭

ভগবান্ কঙ্কিদেবকে দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাব চরণ কমলস্পর্শ করিলেন এবং তাঁহার আদেশমত রেবা নদীতে স্নান করিবামাত্র নারীরূপ পরিহার পূর্বক পুনরায় পুরুষরূপ প্রাপ্ত হইলেন । ১৮

পদ্মা গৌরবর্ণা ও কঙ্কি কৃষ্ণবর্ণা । এই উভয়ে পরস্পর বিপরীত রূপপ্রাপ্ত । এই জন্তই যেন পদ্মার নীলাশ্বর ও কঙ্কির পীতাস্বরূপে বাহুবর্ণ বিকশিত হইয়া সকলকে পরস্পর দিব্য রূপের সমন্বয় দেখাইতেছে । ১৯

রাজাগণ কঙ্কির অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া শরণাগত হইলেন এবং বিপুল ভক্তিভরে তাঁহাকে নমস্কার পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন । ২০

জয় জয় নিজমায়য়া কল্লিতাশেষ কল্পনাপরিণাম ।

জলাপ্লাবিত লোকত্রয়োপকরণমাকল্য মনুমনিশম্য  
 পূরিতমবিজনাবিভূতমহামীনশরীর !

হং নিজকৃতধর্ম্যসেতুসংরক্ষণকৃতাবতারঃ ॥ ২১

পুনরিহ দিতিজবল-পরিলাজিত-বাসব-সুদনাদৃত-জিত-ত্রিভুবন-

পরাক্রম

হিরণ্যাক্ষ-নিধন-পৃথিব্যুদ্ধরণ সংকল্পাভিনিবেশ ধৃত-

কোলাবতারঃ পাহিনঃ ॥ ২২

পুনরিহ জলধিমথনদৃত-দেবদানবগণ মন্দরাচলানয়নবাকুলিতানা-

সাহায্যেনাদৃতচিত্তঃ

পৰ্ব্বতৌদ্ধরণামৃত প্রাশন রচনাবতারঃ-কুশ্মাকারঃ

প্রসাদ পরেশাত্বং দীনরূপাণাম্ । ২৩

**শ্লোকার্থ** । রাজাগণ বলিলেন, হে কন্ধিদেব, আপনার জয় হোক ! আপনি স্বীয় মায়ায় জগতের বিবিধ বৈচিত্র্য কল্পনা করিতেছেন এবং আপনার মায়াবলেই তাহাব পরিণাম ঘটতেছে। আপনি ত্রিভুবনের উপকরণসমূহ জলপ্রাবিত হইয়াছে দেখিয়া ও বেদমন্ত্র উচ্চারিত হইতে না শুনিয়া পক্ষী ও জনপ্রাণীশূন্য বিজন স্থানে মহামীন অবতাররূপে<sup>৮১</sup> সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। নিজকৃত ধর্মরূপ সেতুরক্ষার নিমিত্তই আপনি ঈদৃশ মীনরূপে অবতীর্ণ হন। ২১

যখন দানবসেনাগণ দেবরাজকে পরাজয় করিতে লাগিল, ত্রিভুবনজয়ী পরাক্রমী হিরণ্যাক্ষ ঐ দেবরাজকে সংহার করিতে উদ্যত হইল, তখন তাহার বিনাশ জ্ঞাত পৃথিবীর উদ্ধার-সাধন-সংকল্পে আপনি মহাবরাহ<sup>৮২</sup> অবতার হইয়াছিলেন। এখন আপনি আমাদের পরিজ্ঞাণ করুন। ২২

পূর্বে যখন দেবগণ ও দানবগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মল্লনার্থ মন্দরাচল স্থাপনের স্থান না পাওয়ায় ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন, তখন আপনি তাঁহাদের সাহায্যদানে কৃতসংকল্প হইয়া কূর্মাবতাররূপে পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্বত ধারণ করেন। দেবতাগণের অমৃতপান নিষ্পাদনের অভিপ্রায়েই আপনি কূর্মমূর্তি<sup>৮৩</sup> পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। হে পরমেশ্বর, অধুনা আপনি এই দীন হীন রাজগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। ২৩

**টিপ্পণী** ৮১। যখন প্রলয়প্রাবনে পৃথিবী জলমগ্ন হইয়াছিল, তখন ভগবান বিষ্ণু মৎস্বরূপে কারণ সলিলে অবতীর্ণ হন। মৎস পুরাণে (১ম অধ্যায়, ১৩-১৪ শ্লোকে) আছে।—

পুরা বাজা মচ্চর্নাম চীর্ণবান্ বিপুলং তপঃ ।

পুত্রে রাজ্য সমারোপ্য ক্ষমাবান্ রবি নন্দনং ॥

বভূব বরদশাস্ত্র বর্ষাখ্যুত শতে গতে ।

বরং রণীশ্ব প্রোবাচ প্রীত স কমলাসনঃ ॥

পুরাকালে সূর্যবংশীয় বাজা মনু পুত্রের স্কন্ধে রাজ্যভাব অর্পণপূর্বক কঠোর তপস্বী করেন। শতবর্ষ অতীত হইলে ভগবান তাঁহাকে ববদানের অভিলাষে জিজ্ঞাসা করেন, “বর চাও, তোমার কি অভিলাষ বল।” ইহাতে বাজা মনু বলেন ( মৎস্তপুর্বাণ ১ম অধ্যায়, ১৬ শ্লোক —

ভূতগ্রামস্ত সর্বস্ত স্থাবরস্ত চরস্ত চ ।

ভবেয়ং বক্ষণায়ালং প্রলয়ে সমুপস্থিতে ॥

হে ভগবন্, যদি মৎপ্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এই বর দিন, প্রলয় হইলে স্থাবর জগৎ সর্বভূতকে যেন রক্ষা করিতে পারি। ভগবান্ ‘তথাস্ত’ ( তাহাষ্ট ঠিক ) বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এই সন্ধিক্ষে মৎস্তপুর্বাণ ( ১ম অধ্যায়, ১৮-২৯ শ্লোক ) বলেন—

কদাচিদাশ্রমে তস্ত কুর্বতঃ পিতৃতর্পণম্ ।

পপাত পাণ্যোক্ষপবি সফরী জলসংযুতা ॥

দৃষ্ট্বা তচ্ছফরীরূপং স দম্বানুর্মহীপতিঃ ।

বক্ষণায়্য করোগ্রভ্রং স তস্মিন্ করকোদবে ॥

অহোরাত্রৈণ চৈকেন ষোড়শাঙ্গুল বিস্তৃতঃ ।

সোহভবদ্ব্যস্ত্ররূপেণ পাহি পাহীতি চাত্তবীং ॥

একদিন বাজা মনু আশ্রমে পিতৃতর্পণ করিতেছিলেন। তখন তাঁহাব হাতের উপর একটি ক্ষুদ্র মৎস্ত লাফিয়ে পড়ে। ঐ মৎস্তকে দেখিয়া মনু বদ্বী হইল। মৎস্তের প্রাণবক্ষার অভিপ্রায়ে রাজা মনু উহাকে নিজ কমণ্ডলুর মধ্যে রাখেন। দিনে রাতে ঐ ক্ষুদ্র মৎস্তেই দেহ বোল আঙ্গুল বাড়িয়া গেল। কমণ্ডলু সংকীর্ণ স্থানে প্রাণনাশের ভয়ে সে ‘বক্ষা কর, বক্ষা কর’ বলিতে লাগিল।

তব স তমাদায় মণিকে প্রাক্ষিপজ্জলচারিণম্ ।  
 তত্রাপি চৈকরাত্রেণ হস্তত্ৰয়মবদ্ধত ॥  
 পুনঃ প্রার্থনাদেন সহস্র করিণাত্মজম্ ।  
 স মংস্ত্র পাহি পাহীতি ত্বামহং শবণং গতঃ ॥  
 ততঃ স কূপে তং মংস্ত্রং প্রাহিণৌদ্রবিনন্দনঃ ।  
 যদা ন ভাতি তত্রাপি কপে মংস্ত্রা সর্বোবরে ॥  
 ক্ষিপ্তোহসৌ পৃথুতামাগাং পুনর্যোজন সন্নিতাম্ ।  
 তত্রা প্যাহ পুনর্দীনঃ পাতি পাতি নৃপোত্তম ॥  
 ততঃ স মন্ত্রনা ক্ষিপ্তো গংগায়ামপ্যবদ্ধত ।  
 যদা তদা সমুদ্রে তং প্রাক্ষিপশ্মেদিনী পতিঃ ॥  
 যদা সমুদ্রমখিলং ব্যাপাসৌ সমুপস্থিতঃ ।  
 তদা প্রাহ মমুর্ভাতিঃ কোহসি ত্বমসু রেতরঃ ॥  
 অথবা বাসুদেবস্তমন্ত্রা ঈদৃক কথং ভবেৎ ।  
 যোজনাযুতবিংশত্যা কস্যাতুলং ভবেদ্বপুং ॥  
 জ্ঞাতস্তং মংস্যাক্রপেন মাং খেদয়সি কেশব ।  
 হৃষীকেশ জগন্নাথ জগদ্ধাম নমোহস্তুতে ॥  
 এবমুক্তঃ স ভগবান্ মংস্ত্রক্লপী জনাধিনঃ ।  
 সাধুসাধ্বতি চোবাচ সম্যগ্জ্ঞাতস্তন্মানব ॥

রাজা মন্ত্র এই সফরীকে লইয়া জলপূর্ণ যন্ত্রের কলসে নিক্ষেপ কবেন ।  
 তথায় একবারি মধ্যে উহা তিন হাত দীর্ঘ ১২ ও আর্তনাদ করিতে থাকে ।  
 তখন রাজর্ষি উহাকে কূপ মধ্যে নিক্ষেপ করেন । কূপমধ্যে উহা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত  
 হওয়ায় সরোবরে নিক্ষিপ্ত হয় । সরোবরে সেই মংস্ত্র যোজন পর্যন্ত সুদীর্ঘ হইল  
 এবং কাতর বচনে বলিতে লাগিল, ‘হে রাজর্ষি, আমাকে রক্ষা কর, আমাকে  
 রক্ষা কর ।’ তখন মন্ত্র উহাকে গঙ্গানদীতে নিক্ষেপ করেন । যখন  
 গঙ্গানদীতেও উহার বৃহদেহ ধরিল না, তখন উহা বিশাল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত  
 হইল । সমুদ্রে পতিত হইয়া সেই দিব্য মংস্ত্র সমুদ্রকে ব্যাপ্ত করিল । উহার

অদ্ভুৎ শক্তি দেখিয়া মনু ভীত হইয়া উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে মীন, তুমি কোন্ দেবতা বলা ? অথবা তুমি কি স্বরূপত নারায়ণ ? শ্রীহরি ব্যতীত একুপ দিবালীলা কে কবিত্তে পাবেন ? কাহার শরীর পরিমাণে দুই লক্ষ যোজন বিস্তৃত হইতে পাবে ? হে হরি, মৎস্তরূপে আমাকে আর ছলনা করিও না । আমি তোমার স্বরূপ জানিয়াছি । তখন মৎস্তরূপী ভগবান বলেন, আহো ! তুমি ষথার্থ বিষয় জানিয়াছি । হে রাজশে, শীঘ্রই প্রলয় হইবে । তখন পর্বত ও অঙ্গুষ্ঠাদি সমন্বিত পৃথিবী কারণ-সলিলে নিমগ্ন হইবে । তৎকালে যাহাতে সৃষ্টি রক্ষিত হয়, সেই অভিলাষে সমস্ত দেবতা এই নৌকা নির্মাণ করিয়াছেন । উক্ত মর্মে মৎস্ত পুবাণেব ১ম অধ্যায়ের ৩২ শ্লোকে আছে—

শ্বেদাণ্ডজোদ্ভিজ্জা য়ে য়ে চ জীবা জবাসুজাঃ ।

অস্ত্রাং নিধায় সর্বাংস্তাননাথান পাহি সূত্রত ॥

শ্বেদজ মক্ষী ও যুক আদি, অণ্ডজ মৎস্ত ও সরীসৃপ এবং পক্ষী প্রভৃতি, উদ্ভিজ্জ বৃক্ষ-সত্যাদি এবং জরায়ুজ মাছ, বানর, অশ্ব আদি সবজীব নৌকাতে রক্ষা কর । তাহাদের রক্ষক তুমি ব্যতীত অন্য কেহ নাই । যখন প্রলয় পবনের হিল্লোলে নৌকা টলমল করিবে, তখন আমার মৎস্তদেহের শৃঙ্গে ঐ নৌকা বাঁধিয়া রাখিও । মনু উক্তরূপে সৃষ্টির বীজসমূহ সংগ্রহ পূর্বক সংসারের সৃষ্টি প্রবাহের বীজ রক্ষা কবেন । উক্ত মর্মে শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায় ১৫ শ্লোকে ) আছে—

রূপং স জগৎ হে মাংস্ত্রাং চাক্ষুষোদধিসংগ্ধবে ।

নাব্যারোপ্য মহীমধ্যামপাধৈবস্তুতং মনু ॥

এই কারণে উক্তরূপে ভগবান মৎস্তাবতাব হন । বামন পুরাণে ( ৯০ অধ্যায় প্রথম শ্লোক ) আছে—

আত্মং হি মৎস্তরূপং মে সংস্থিতং মানসে হৃদে ।

সর্বপাপক্ষয়করং কীর্তনস্পর্শনাদিভিঃ ॥

আমার আত্মরূপ মৎস্ত মানসহৃদে অধিষ্ঠিত আছেন । তাঁহার কীর্তন ও স্পর্শনাদি করিলে সর্বপাপ বিনষ্ট হয় ।



৮২। যখন পৃথিবী প্রলয় সলিলে নিমগ্না হন, তখন ভগবান বরাহমূর্তি ধারণ পূর্বক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন ও পৃথ্বীকে উদ্ধার করেন। হরিবংশে : ১৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

পুরা একার্ণবে ঘোরে শয়তে মেদিনীত্ৰিয়ম্ ।

পাতালস্ত তলে মগ্না বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥

বরাহং রূপমান্থায় উদ্ধৃত্য জগদাদিনা ।

হিরণ্যাক্ষস্ত দৈত্যেন্দ্রো ববাহেগ নিপাতিতঃ ॥

এই প্রবাদ শুনা যায়, পুরাকালে একার্ণব হইলে পৃথিবী পাতালের তলে নমগ্না হন। তখন জগতের আদিকারণ বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক পৃথিবী উদ্ধার করেন। বরাহরূপী অবতার দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষের প্রাণ সংহার করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায় ) আছে—

দ্বিতীয়ে তু ভবায়ান্ত রসাতলগতাং মহীম্ ।

উদ্ধরিষ্মমুপাধত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥

এই বিশ্বের উৎপত্তি নিমিত্ত যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ রসাতলগতা পৃথিবীর উদ্ধার কামনায় শূকর শরীর ধারণ করেন।

যে স্থানে ভগবান বরাহ দেহ ধারণপূর্বক দৈত্যবীর হিরণ্যাক্ষকে সংহার করেন, সেই স্থান বরাহতীর্থ বা শূকরতীর্থ নামে প্রখ্যাত; উত্তর প্রদেশে বেরেলী শহরের ৪৭ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদীর প্রাচীন প্রবাহ সমীপে উক্ত তীর্থ অবস্থিত। উহার অন্ত নাম শূরণ বা শূকর ক্ষেত্র। সন্ত তুলসীদাস তৎকৃত হিন্দী রামায়ণে উক্ত তীর্থের উল্লেখ করেন।

৮৩। দেবগণ অমৃত প্রাপ্তির নিমিত্ত সমুদ্র মন্থন করিতে মন্দর পর্বতকে মন্থন দণ্ড করিতে ইচ্ছুক হন। ( বিহার প্রদেশে ভাগলপুর জেলায় কহলগাঁও নামক স্থানের অদূরে মন্দর পর্বত অবস্থিত। তথায় কহোল বা কহোড় মুনির প্রাচীন আশ্রম আছে )। কোন দেবতা বা দৈত্য ঐ মহাপর্বতকে উক্তস্থান হইতে তুলিতে পারেননি। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ নিরুপায় হইয়া নারায়ণের শরণাগত হন। তাঁহার আদেশে শেষনাগ মন্দর পর্বতকে তুলিয়া

লইয়া যান, কিন্তু ক্ষীরসাগরে মন্দরপর্বত স্থাপনের কোন আধার ছিল না। নারায়ণ শক্তিশালী আধাবেব অভাব দেখিয়া স্বয়ং কূর্মরূপে উত্থাকে স্বপৃষ্ঠে ধারণ করেন। তখন কূর্মরূপী ভগবানের পৃষ্ঠদেশে মন্দররূপ মছন দণ্ড স্থাপনান্তে ক্ষীরসমুদ্র মছন চলিল। মহাভাবতে (আদিপর্ব, ১৫ অধ্যায়, ১২ শ্লোক) উক্ত আছে—কূর্মেণ তু তথৈত্যুক্তো পৃষ্ঠমস্ত্র সমর্পিতম্।

তং শৈলং তস্ত্র পৃষ্ঠস্থং যন্ত্বেণৈক্লোহভাপাতয়ত ॥

উক্তরূপে সমুদ্র মছন হইল। শ্রীমদ্ভাগবতেও সমুদ্র মছনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়, ১৬ শ্লোক) আছে—

স্বরা স্বরাণামুদধিং মহতাং মন্দরাচলম্।

দধে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভূঃ ॥

যখন দেবগণ ও দৈত্যগণ একাদশ অবতাবে মন্দর পর্বতদ্বারা সমুদ্রমছন করিতেছিলেন, তখন ভগবান কচ্ছপমূর্তি ধারণপূর্বক পৃষ্ঠদেশে মন্দর পর্বত স্থাপন করেন। শ্রীমদ্ভাগবত অল্পসাবে কচ্ছপমূর্তি নাবায়ণের একাদশ অবতাব।

বামনপুবাণে (২০ অধ্যায়, ২য় শ্লোকে) আছে, কৌশ্মমন্ত্রং সন্নিধাতে কৌশিক্যঃ পাপনাশনম্। ইহার অর্থ, আমার পাপনাশক কৌর্মরূপ কৌশিকী নদীতীরস্থ সন্নিধানতীর্থে অবস্থিত।

পুনরিহ ত্রিভুবনধ্রুয়িনো মহাবলপরাক্রমস্ত্র হিনব্যকশিপো-  
বদ্বিতানাং দেববরাণাং ভয়ভীতানাং কল্যাণায় দিতিস্মৃতবধপ্রেম্পূত্রস্মাণে  
বরদানাদবধাস্ত্র ন শস্ত্রাস্ত্র রাত্রিদিবাস্তর্গমন্ত্যপাতালতলে দেবগন্ধর্ভ-  
কিন্নরনাগৈরিতি বিচিন্ত্য নবহরিরূপেণ নখাগ্রভিনোরুং দষ্টদন্তচ্ছদং  
ত্যক্তাস্ত্রং কৃতবানসি ॥২৪

পুনরিহ ত্রিভুগঞ্জয়িনো বলেঃ সত্রে শত্রান্নজো বটুবামনো দৈত্য-  
সংমোহনায় ত্রিপদভূমিযাচ্ঞাচ্ছলেন বিশ্বকায়ন্তুতংস্থষ্ট—জল সংস্পর্শ-  
বিবৃদ্ধ মনোহভিলাষন্তু, ভূতলে বন্দেদৌবারিকহুমঙ্গীকৃতমুচিতং দান  
ফলম্ ॥২৫

পুনরিহ হৈহয়াদিনুপাণামমিতবলপরাক্রমাণং নানামদোল্লজিত-  
মর্যাদাবজ্ঞানাং নিপনায় ভৃগুবংশজো জামদগ্ন্যঃ পিতৃহোমধেমুহরণ-  
প্রবন্ধমগ্ন্যবশাং ত্রিঃসপ্তরুদ্রো নিঃক্ষত্রিয়াং পৃথিবীং কৃতবানসি  
পরশুরামাবতারঃ ॥২৬

**শ্লোকার্থ**। যখন মহাবল পরাক্রমশালী ত্রিভুবনজয়ী হিরণ্যকশিপু প্রধান  
প্রধান দেবগণকে প্রণীড়িত করিতে লাগিল, দেবতারুদ্ধও যখন ঐ দৈত্যভয়ে  
অতীব ভীত হইলেন, তখন আপনি তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য সেই দৈত্যবধে  
কৃতসংকল্প হন। পরন্তু উক্ত দৈত্যরাজকে ব্রহ্মার বরে অবধ্য জানিয়া  
আপনি নরসিংহমূর্তি<sup>৮৪</sup> ধারণ কবিলেন। দৈত্যরাজ আপনাকে দেখিয়াই ক্রোধে  
দন্তদ্বারা অশ্বর দংশনপূর্বক যুদ্ধাং বন্ধপশিকর হইল। আপনি নখগ্র দ্বারা  
তাহার মর্ম ভেদ করিয়া তাহাকে যমালায়ে প্রেরণ করিলেন। ২৪

পুনর্বার আপনি ত্রিভুবনজয়ী বলি রাজের যজ্ঞে দেবরাজের অমুজ হইয়া  
বামনমূর্তি<sup>৮৫</sup> ধারণান্তে উক্ত দৈত্যরাজকে মোহিত করিবার জন্য ত্রিপাদ ভূমি  
ভিক্ষা করিয়াছিলেন। পরে উৎসর্গার্থ জল পরিত্যাগ করিবামাত্র আপনার  
মনোগত অভিলাষ পূর্ণ হওয়ায় আপনি বলিকে পাতাল পুরীতে প্রেরণ করিয়া  
ত্রিলোকদানের ফলস্বরূপ তাহার দৌবারিক হইয়া রহিলেন। ২৫

তদনন্তর অতুল-বল-পরাক্রমশালী হৈহয় প্রভৃতি ভৃগুগণ অহংকারে উন্মত্ত  
হইয়া ধর্ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক বধ বিধানের মর্যাদা অতিক্রম করিলে, তাহাদের  
নিধনের নিমিত্ত পুনর্বার আপনি ভৃগুবংশাবতংস পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া-  
ছিলেন। ইহার পর আপনি পরশুরাম<sup>৮৬</sup> অবতারে পিতা জমদগ্নির হোমধেমু  
হরণ হেতু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করেন। ২৬

**টিপ্পণী**। ৮৪। পুরাকালে হিরণ্যকশিপু নামে এক বীর দৈত্য ছিলেন।  
তিনি অতীব বিষ্ণুদ্রোহী ছিলেন। তাঁহার প্রহ্লাদ নামক পুত্র হরিভক্ত ও  
সচ্চরিত্র ছিলেন। প্রহ্লাদ সদৃশ দৃঢ়বিশ্বাসী ভক্তের বৃত্তান্ত পড়িলে জানা  
যায়, তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ও প্রেমিক ছিলেন। হিরণ্যকশিপু প্রিয় পুত্রের

মধ্যে হরিভক্তির বিপুল প্রকাশ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হন এবং নারায়ণ নাম বর্জন্যার্থ প্রিয় পুত্রকে অনেক উপদেশ দেন। ইহাতে বালক প্রহ্লাদের হরিভক্তি বিচলিত হইল না। তখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে সংহার করিবার আদেশ দেন। কিন্তু বিষপ্রদানে, অস্ত্রপ্রহারে এবং হস্তীপদে দলিত হইয়াও প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না। তৎপরে রাজসভায় ডাকিয়া পিতা পুত্রকে বলেন, তোমার নারায়ণ কোথায়? আমি এইক্ষণে তোমার প্রাণনাশ করিব। যদি নারায়ণ সমর্থ হন, তিনি তোমায় রক্ষা করেন। ইহাতে সজল নয়নে প্রহ্লাদ নারায়ণকে কাতর প্রার্থনা করিলেন। তৎপোবলে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বর লাভে দেব, দৈত্য, মানুষ্য ও গন্ধর্বের দুর্জেয় হন। পৃথিবীতে, আকাশে ও পাতালে শস্ত্র ও অস্ত্রাঘাতদ্বারা তাঁহার প্রাণনাশের আশংকা ছিল না। এই কারণে রাজসভায় ফটিকস্তম্ভ বিদারণ পূর্বক নারায়ণ নরসিংরূপে অবতীর্ণ হন। নরসিংহ মূর্তি অর্ধভাগ নর ও অর্ধভাগ সিংহরূপে প্রকটিত ছিল। উহাতে একপ্রকার অদ্ভুত প্রাণী সৃষ্টি হইল। ব্রহ্মার বাক্যও ব্যর্থ হইল না। নৃসিংহরূপী নারায়ণ তীক্ষ্ণ নখদ্বারা হিরণ্যকশিপুর উদর বিদীর্ণ করিয়া তাঁহাকে সংহার করেন। মহাভারতে এবং হরি বংশে ( ১০৬ অধ্যায়ে ) আছে—

হিরণ্যকশিপুশ্চৈব মহাবল পরাক্রমঃ ।

অবধোহমরদৈত্যানামৃষি গন্ধর্বকিন্নরৈঃ ॥

যক্ষরাক্ষসনাগানাং নাকাশে নাবনী স্থলে ।

ন চাভ্যন্তররাস্ত্যাক্সৌ ন শুষ্কোজ্রকৈশ্চ চ ॥

অবধ্য স্ত্রিয়ুলোকেষু দৈতেক্রোহপরাভিতঃ ।

নারসিংহেন রূপেণ নিহতো বিফুনা পুয়া ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়, ১৮ শ্লোকে ) লিখিত আছে—

চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদৈতেক্রমুজ্জিতম্ ।

দদার করজৈর্বক্ষস্ত্রেরকাং কটকুণ্ঠা ॥

উক্ত কারণে নারায়ণের নরসিংহ অবতার হইয়াছিল। ভাগবত মতে নরসিংহ

ভগবানের চতুর্দশ অবতার। বিষ্ণুপুরাণেও এই অবতারের বৃত্তান্ত লিখিত। অগ্নিপুরাণে আছে —

সিংহশ্চ কৃদ্ধা বদনং মূৰারি সদা করালং

চ সুরক্ৰনেঐম্।

অৰ্দ্ধং বপুর্দৈ মনুজশ্চ কৃদ্ধা যমৌ সভাং

দৈত্যপতে, গুণাং ॥

বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ের পাদদেশে প্রাচীন গোড়ের আদি রাজ্য চন্দ্রবর্মা নরসিংহদেবের পাৰ্বাণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। হহা অত্মাপি সুরক্ষিত।

৮৫। নারায়ণ দেবগণের মঙ্গলার্থ বামনরূপে অবতীর্ণ হন। পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ডে বামন অবতারের উপাখ্যান লিখিত আছে। ভক্তবর প্রহ্লাদের বিরোচন নামে এক পুত্র ছিল। বিরোচনের পুত্র বলী। বলীরাজ অত্যন্ত ধার্মিক, বিগুহ-চরিত্র, জিতেন্দ্রিয় ও হরিভক্ত ছিলেন। তিনি দেবগণকে পরাজিত করিয়া ত্রিলোকের অধিপতি হন। দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবগণ দৈত্যপতি বলীর ভূত্যরূপে পরিণত হন। কশ্যপের ঔষসে অদিতির গর্ভে আদিত্যাদি দেবগণের জন্ম হয়। কশ্যপ ও অদिति নিজ সন্তানগণের দুর্দশা দর্শনে ব্যথিত হইয়া তাঁহাদের দুঃখ মোচনার্থ তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে তাঁহারা উভয়ে সহস্র বৎসর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহাদের তপস্যায় ঐশ্বর্য হইয়া নারায়ণ সম্মুখে প্রকটিত হইয়া বলেন, “হে কশ্যপ, আমি তোমার তপস্যায় প্রসন্ন হয়েছি। যে বর লইতে ইচ্ছা হয়, তাহা প্রার্থনা কর।” কশ্যপ ও অদिति নিবেদন করিলেন, যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, আমাদের পুত্ররূপে ইন্দের কনিষ্ঠরূপে আপনি উপেক্ষাধারণ পূর্বক পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হউন এবং মায়াবলে বলিকে জয় করিয়া ইন্দ্রকে ত্রিলোকের অধিপতি করুন। ঐগবান্ ‘তথাস্তু’ (তাহাই হউক) বলিয়া অস্তুহিত হন। কালক্রমে দেবমাতা অদिति গর্ভবতী হন। সহস্র বৎসরে তাঁহার গর্ভ পূর্ণ হয়। এক সহস্র বৎসর মাতৃগর্ভে অবস্থানান্তে ভগবান্ বামনরূপে ভূমিষ্ঠ হন। তৎপূর্বে প্রহ্লাদ ধ্যানযোগে দেখিলেন, নারায়ণ বৈকুণ্ঠে নাই, মাতৃগর্ভে বামনরূপে লুকায়িত।

বামনপুরাণে ( ২৮ অধ্যায়, ১০ শ্লোক ) আছে —

কৃতঃ প্রসাদো হি ময়া তব দেবি যথেষ্পিতং ।

স্বাংশেন চৈব তে গৰ্ভে সৎভবিষ্যামি কশ্যপাং ॥

হে দেবি ( অদিতি ), আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । অতএব তোমাব প্রার্থনা পূর্ণ হইবে । আমি কশ্যপের ঔরসে ত্বদীয় গর্ভে স্বীয় অংশে উৎপন্ন হইব ।

পদ্মপুরাণে বামনরূপেব বর্ণনা নিম্নোক্ত শ্লোকে প্রদত্ত ।

..... সৰ্বলোক মহেশ্বরম্ ।

অদিতির্জনয়ামাস বামনং বিকুমচ্যাতম্ ॥

শ্রীবৎসকোস্তভোবক্ষং পূৰ্ণেন্দুসদৃশদ্যুতিম্ ।

সুন্দরং পুণ্ডবাকাক্ষমতি খবতরং হরিম্ ॥

বটুবেশ ধরং দেবং সববেদান্ত গোচরম্ ।

মেখলাজিনদণ্ডাদিচিহ্নেনা কৃতমীশ্বরম্ ॥

এই সময় দেবগণ বামনসমীপে যাইয়া নিবেদন করেন, রাজা বলী বজ্র করিতেছেন । এই অবসরে 'আপনি ভিক্ষার ছলে ত্রিলোক গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন । বামনদেব 'তথাস্ত' ( ৩.২৫৫ ষট্ঠক ) বলিয়া কুরুক্ষেত্রে বলীরাজের যজ্ঞগৃহে গমন করেন । দৈত্যরাও বলী তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন । তখন বামনদেব যাহা বলেন, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে কথিত । — মম ত্রিবক্রমং পাদং মহীং সন্দাতুর্নৃহসি ।

এতদগ্নমহীং দাতুং মা বিশঙ্ক মহীপতে ॥

জগৎত্রয় প্রদানং তু মম হৃপ ভাবিত্যতি ॥

হে রাজন, আমাকে ত্রিপাদ ভূমি দান কর । এই অগ্ন ভূমি দান করিতে তুমি শংকিত হইও না । আমার জন্ম ইহা ত্রিভুবনের দান সদৃশ হইবে ।

বলি ভূমি দানাথ প্রস্তুত হইলেন । দৈত্যগুরু গুক্রাচার্য্য বহু বাধা দিলেন ও বলিলেন, ইহাতে তুমি নিঃস্ব হবে, এইরূপ দান করিও না । বলিরাজ

গুরুবাক্যে কর্ণপাত না কবিয়া বামনরূপী নারায়ণকে ত্রিপাদ ভূমি দান করিলেন । এই সম্বন্ধে পদ্মপুৰাণেব শ্লোকদ্বয় নিম্নে উদ্ধৃত হইল । —

পাদেনৈকেন পুরুষো বিক্রম্য মধুসূদনঃ ।

উবাচ তং দৈত্যধাজং কি করোমীতি শাবতম্ ॥

অথ সর্বেশ্বরো বিষ্ণুর্দ্বিতীয়ং পদমব্যয়ম্ ।

উর্দ্ধং প্রসারয়ামাস ব্রহ্মলোকান্‌মচ্যুতঃ ।

এইরূপে বামন অবতাব হন । বামনপুরাণোক্ত বৃত্তান্তের সহিত এই বৃত্তান্তের ভেদ দৃষ্ট হয় । শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১ম স্কন্দে, ২০ অধ্যায়ে, ২০ ও ৩৪ শ্লোকে ) আছে—

যজমানং স্বয়ং তস্তা শ্রীমংপাদযুগং মুদা ।

অবনিজ্যাবহমুগ্নি তদপো বিশ্বপাবনৌ ॥

ক্রমতোগাং পদৈকেন দ্বিতীয়েন দিবং বিভোঃ ।

স্বং চ কায়েন মহতা তাত্তীয়স্ত কুতো গতিঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১ম স্কন্দে, ৩য় অধ্যায়ে ) আছে,

পঞ্চদশং বামনকং কৃৎস্নাহগাদধবং বলে ।

পদত্রয়ং যাতমানঃ প্রত্যা দিযু স্থিবিষ্টপম্ ॥

বামনদেব পঞ্চদশ অবতার এবং ত্রিবিষ্টপ ( স্বর্গধাম ) প্রাপ্তিব অভিলাষে ত্রিপাদ ভূমি ভিক্ষাত বুরুক্ষেত্রে রাজ্য বলিব যজ্ঞশালায় গমন করেন । হবি-  
ংশে ১০৬ অধ্যায়ে এই শ্লোক দৃষ্ট হয় ।—

বামনেন তু কপেণ কণ্ঠপশ্চাত্তাজো বলী ।

অদিত্যা গর্ত সঙ্কুতো বলির্বন্ধোহস্তরক্তমঃ ।

সত্যবজ্জুমৈঃ পাঠৈঃ কৃতঃ পা তাল সংশ্রয় ॥

ভগবান্‌ নারায়ণ কশ্যপেব ঔদসে ও অর্দিতব গর্তে বামনরূপে অবতীর্ণ হন এবং প্রতিজ্ঞারূপ রজ্জুময় পাশদ্বারা দৈত্যপতি বলীকে বাঁধিয়া পাতালে প্রেরণ করেন ।

৮৬। ভগবান পাৰ্শ্বিষ্ঠ বাজগণের বিনাশার্থ মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসে ও  
 .রগুকার গর্ভে পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হন। হরিবংশে, ১০৬ অধ্যায়ে  
 আছে—

কার্তবীৰ্যো মহাবীৰ্যঃ সহস্রভৃজবিগ্রহঃ ।  
 দত্তাত্রেয় প্রসাদেন মত্তো বরমদেন চ ॥  
 জামদগ্ন্যো মহাতেজা রেণুকা গর্ভসম্ভবঃ ।  
 ত্রেতাঽদ্বাপরয়োঃ সন্ধৌ রাম শত্রুত্বতাংবরঃ ॥  
 পশুনা বজ্রকল্লেন সপ্তদ্বীপেধ্বনো নৃপঃ ।  
 নিহতো বিষ্ণুনা ভূয়শ্ছদ্ররূপেণ চৈহয়ঃ ॥

মহাবীর কার্তবীৰ্য্য দত্তাত্রেয় প্রসাদে শক্তিশালী ও বলোন্মত্ত হন। ভগবান  
 পরশুরাম মহর্ষি জমদগ্নির ঔরসে ও রেণুকার গর্ভে জন্মগ্রহণ পূর্বক মহা তেজস্বী  
 হন। ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে পরশুরাম অবতীর্ণ হন। উক্তকালে তৎতুল্য  
 .কহ শত্রুধারী ছিলেন না। তিনি গুপ্তবেশে বজ্রকল্ল পরশু প্রস্তুত করিয়া  
 সপ্তদ্বীপের অধিপতি রাজা হৈহয়ের প্রাণ সংহার করেন। ত্রীমস্তাগবত (১ম  
 স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়) বলেন—

অবতারে ষোড়শমে পশ্যান্ ব্রহ্মজ্ঞহো নৃপান্ ।  
 ত্রিঃ সপ্তকৃত্ব কুপিতো নিঃকট্রামকরোন্নহীম্ ॥

ষোড়শ অবতার পরশুরাম ক্ষত্রিয় রাজগণকে ব্রাহ্মণ বিদেষী দেখিয়া ত্রোধান  
 ৩ন এবং একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন। আসামে পার্বত্য অঞ্চলে  
 পরশুরাম তীর্থ বিচরমান।

পুনরিহ পুলস্ত্যবংশাবতঃসস্তা বিশ্বশ্রবসঃ পুত্রস্তা নিশাচরস্তা রাবণস্তা  
 লোকত্রয়তাপনস্তা নিধনমুররীকৃত্য রবিকুলজাতদশরথাস্ত্রজো বিশ্বামিত্রা-  
 দস্ত্রাণ্যুপলভ্য বনে সীতাহবনবশাৎ প্রযুক্তমহুনা অম্বুধিং বানরৈর্নিবধ্য  
 সগগং দশকঙ্করং হতবানসি রামাবতারঃ ॥২৭

পুনরিহ যদুকুলজলধিকলানিধিঃ সকল সুরগণ সেবিতপাদারবিন্দ-



দ্বন্দ্বঃ বিবিধ দানবদৈত্যদলন লোকত্রয়ছুরিততাপনো বহুদেবাজ্ঞো  
রামাবতাবো বলভদ্রস্তুমসি ॥২৮

পুনরিহ বিধিকৃত-বেদধৰ্ম্মাশুষ্ঠান-বিহিত-নানাদর্শনসংঘণঃ সংসার-  
কৰ্ম্মত্যাগবিধিনা ব্রহ্মাভাসবিলাসচাতুরী প্রকৃতিবিমান নাম সম্পাদয়ন্  
বুদ্ধাবতারস্তুমসি ॥২৯

**শ্লোকার্থ**। অনন্তর পুলস্ত্যবংশাবতংস বিশ্বশ্রবা মুনির পুত্র রাবণের<sup>৮৭</sup>  
প্রতাপে লোকত্রয় তাপিত হইলে, তাহার বধোদ্দেশে আপনি সূর্যবংশসমূহত রাজা  
দশরথের পুত্র রামরূপে ভ্রমগ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বিশ্বামিত্রের নিকট  
অস্ত্র শিক্ষা করিয়া যখন আপনি বনে গমন করেন, তখন রাবণ সীতাহরণ  
করেন। তাহাতে আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া বানরসেনা সংগ্রহপূর্বক সাগর বন্ধন  
করিয়া রাবণকে সবংশে নিধন করেন। ২৭

পরে পুনরায় আপনি যত্কুলরূপ সাগরের চন্দ্রমাস্বরূপ বহুদেবসমূহত কৃষ্ণরূপে  
অবতীর্ণ হইয়া বিবিধ দৈত্য-দানব দলন পূর্বক লোকত্রয় হইতে অধর্ম্ম দূর  
করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণ সকলেই সেই কৃষ্ণ অবতারের পাদপদ্ম সেবা  
করিতে লাগিলেন। সেই সময় আপনি অংশতঃ বলরামরূপেও<sup>৮৮</sup> অবতীর্ণ  
হন। ২৮

পুনরায় আপনিই বিধাতৃবিহিত বৈদিক ধর্মাশুষ্ঠানে নানা-প্রকার ঘণা  
প্রদর্শনপূর্বক সংসার পরিত্যাগ দ্বারা মিথ্যা মায়্যাপ্রপঞ্চ পরিহারার্থ উপদেশ  
প্রদান নিমিত্ত বুদ্ধ<sup>৮৯</sup> অবতার হইয়া প্রাকৃতিক বিষয়ের অবমাননা করেন  
৳৳ ২৯

**টিপ্পণী ৮৭।** লংকাধিপতি রাবণ দূরচারী হইয়া ত্রিলোক পীড়িত  
করেন। তখন দেবগণ ব্রহ্মাকে লইয়া নারায়ণের নিকটে উপস্থিত হন এবং  
রাবণের অত্যাচার নিবেদন করেন। ভগবান্ তাঁহাদের কাতর প্রার্থনায়  
সূর্যবংশের রাজা দশরথের ঔরসে কৌশল্যার গর্ভে রামরূপে অবতীর্ণ হন।  
যেবনে রাজ্যাভিষেকের পরিবর্তে পিতার আদেশে তিনি চৌদ্দ বৎসর বনবাস

করেন। তিনি মর্ত্যলোকে পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃপ্রেমের অল্পম উদাহরণ প্রদর্শন করেন। দণ্ডকারণ্যে রাবণের সহোদরা শূর্ণখা রাম ও লক্ষ্মণের দিব্যরূপে বিমোহিতা হইয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিতে চাহেন। সীতাপতি ভগবান্ রামচন্দ্র ইহাতে অসম্মত হন এবং লক্ষ্মণ শূর্ণখার নাক ও কান কাটিয়া ফেলেন। শূর্ণখার মূখে এই অপমান এবং জানকীর রূপলাবণ্য শ্রবণে রাবণ কামান্ হন। তিনি মারীচকে বলেন, তুমি মায়ামুগরূপে সীতাকে ছলনা কর। মারীচ মায়ামুগরূপে সীতার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। সীতাদেবী রামচন্দ্রকে ঐ মুগ ধরিয়া আনিতে বলেন। অল্পজ লক্ষ্মণকে আশ্রমের প্রহরীরূপে রাখিয়া রামচন্দ্র মায়ামুগের পশ্চাতে গমন করেন। শ্রীরামের বাণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া মায়ামুগ রামের কর্ণস্বর অত্করণ পূর্বক আর্তনাদ করিল। সীতা উক্ত কাতর ক্রন্দন শ্রবণে রামের সন্ধানার্থে লক্ষ্মণকে প্রেরণ করেন। লক্ষ্মণ আশ্রম ত্যাগ করিবার পর রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে আশ্রমে আসেন এবং সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যান। এই কারণে রাবণের সহিত রামের ঘোর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাবণ নিহত হন, ত্রিলোকের কণ্টক বিনষ্ট হয়। ইহাতে রামাবতারের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। হরিবংশ (১০৬ অধ্যায়) বলেন—

ইক্ষাকুকুল সন্ততো রামো দাশরথিঃপুত্রা।

ত্রিলোকজয়িনঃ বীরঃ রাবণঃ বৈ নৃপাতয়ঃ ॥

পুরাকালে জেতাবসানে ইক্ষাকুকুলে রাজা দশরথের পুত্ররূপে রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া ত্রিলোকবিজয়ী রাবণকে সংহার করেন। বাঙ্গালীকৃত কৃত সংস্কৃত রামায়ণ এবং তুলসীদাস কৃত হিন্দী রামায়ণ এবং কৃত্তিবাস কৃত বাংলা রামায়ণে রামলীলা বিস্তৃতভাবে লিখিত। তুলসীকৃত হিন্দী রামায়ণের নাম রামচরিত মানস।

৮৮। ছাপরের শেষে রাজা যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সময় ভগবান্ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হন। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্যান্য পুরাণেও কৃষ্ণলীলার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত (১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায়) বলেন —

একোনবিংশে বিংশতিমে বুক্ষিষু প্রাপ্যজন্মনি ।

রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবান্ হরন্তরম্ ॥

বুক্ষিংশে রাম ও কৃষ্ণরূপে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া ভূ-ভার হরণ করেন ।  
কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম ।

৮২। বৈদিক ধর্মের উদীয়মান অবস্থায় যজ্ঞাদির শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল । নরমেধ, গোমেধ ও অশ্বমেধ প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞে সহস্র প্রাণীর উষ্ণ রুধিরে পৃথিবী কলংকিত হইতে লাগিল । কালক্রমে বৈদিকধর্মে ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয় । ধর্মাহুষ্ঠানে প্রাণীবধের নৃশংসতায় দেশ ধ্বংস হইতে লাগিল । তৎকালে যজ্ঞীয় পশু ও মাহুয়ের করুণ ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া ভগবান্ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হন । বৈদিক বিধান ‘কোন প্রাণিকে হিংসা করিও না’, এই নীতিধর্মকে তিনি উজ্জীবিত করেন । বুদ্ধদেব প্রবর্তিত বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি ‘অহিংসা পরমো ধর্মঃ’ সারাদেশে প্রচারিত হয় । শ্রীমদ্ভাগবত ( ১ম স্কন্দ, ৩য় অধ্যায় ) বলেন —

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় স্মরদ্বিয়াম্ ।

বুদ্ধো নান্না জিনন্ততঃ কীকটেযু ভবিষ্যতি ॥

বিশাল ভারতে বৌদ্ধদেবের প্রভাব এত ব্যাপক হইয়াছিল যে, এখনও বহু বৌদ্ধ নানা প্রদেশে বিद्यমান । সংস্কৃত ও পার্শ্ব ভাষায় বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অগণিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচিত হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মে চতুর্বেদ অস্বীকৃত এবং অনাত্মবাদ ও নিরীশ্বরবাদ সমর্থিত । প্রাচীন বেদান্ত গ্রন্থসমূহে বৌদ্ধদর্শনের নাস্তিকতা খণ্ডিত । কঙ্কিপুরাণ বলেন, স্নেহাদি নাস্তিকগণ ও অনাত্মবাদী বৌদ্ধগণকে সংহার করিতে ভগবান্ কঙ্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন । ক্রমবর্দ্ধমান বৌদ্ধসমাজকে হিন্দু ধর্মের অঙ্গীভূত করার উদ্দেশ্যে ভক্তকবি জয়দেব হংস স্থলে বুদ্ধকে অবতাররূপে গ্রহণ করেন । কঙ্কির সময় বুদ্ধদেব পুনরায় অবতীর্ণ হবেন এবং পূর্ণজ্ঞান লাভ করিবেন ।

অধুনা কলিকুলনাশাবতারো বৌদ্ধপাষাণ্ডস্নেহাদীনাঞ্চ বেদধর্ম-  
সেতুপরিপালনায় কৃতাবতারঃ কঙ্কিরূপেণাস্মান্ স্ত্রীত্বনিরয়াচ্ছৃতবানসি  
তবানুকম্পাং কিমিহ কথ্যামঃ ॥ ৩০

ক তে ব্রহ্মাদীনামবিদিত বিলাসাবতরণং  
 ক নঃ কামা বামাকুলিতমৃগতৃষ্ণাভ্রমনসাম্ ।  
 স্নুত্প্রাপ্য যুস্মচ্চরণজলজ্বালোকনমিদং  
 কৃপাপারাবারঃ প্রমুদিতদশাশ্বাসয় নিজান্ ॥৩১  
 ইতি শ্রীকল্কিপু্রাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে  
 নৃপাণাং স্তবো নাম তৃতীয়াধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ'। এক্ষণে আপনি কলিকুল-ধ্বংসের নিমিত্ত এবং বৌদ্ধ পাষণ্ড  
 স্নেহ প্রভৃতির দমনের জন্য কল্কিরূপে<sup>৯০</sup> অবতীর্ণ হইয়া বৈদিক ধর্মরূপ সেতু  
 রক্ষা করিতেছেন। অত আপনি আমাদিগকে ক্রীড়রূপ নরক হইতে উদ্ধার  
 করিলেন। অতএব আমরা আপনার অমৃতগ্রহের মহিমা কি বলিব? ৩০

ব্রহ্মাদি দেবগণও যাহার লীলা অবগত নহেন, তাদৃশ আপনার দিব্যলীলা  
 কিরূপে বুঝিব? যাহারা কামিনীদর্শনে কামশরে জর্জরিত ও যাহাদের মন  
 মৃগতৃষ্ণায় পীড়িত হয়, তাদৃশ আমরাই বা কোথায়? আমাদের পক্ষে  
 আপনার চরণকমল-দর্শন একান্ত দুর্লভ। আপনি কৃপাসিক্ত। আমরা  
 আপনার শরণাগত। আপনি স্মৃষ্টি দানে আমাদিগকে সম্যক্ অশ্বাসিত  
 করণ। ৩১

শ্রীকল্কিপু্রাণে ভবিষ্যঅমৃতভাগবতে দ্বিতীয়াংশে  
 নৃপগণের স্তব নামক তৃতীয় অধ্যায়ের  
 অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

টীকাজী ৯০। কল্কিঅবতার অত্যাধি অনাগত। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্দ,  
 ৩য় অধ্যায়ে) কল্কি অবতার সম্বন্ধে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়। —

অথাসৌ যুগসক্যায়ান্দস্য প্রায়শ্চ রাজশ্চ ।  
 জনিতা বিষ্ণুশস্যো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥

কলিমুগের সাক্ষ্যকালে যখন রাজগণ দস্যুত্বলা পরস্পারহারী হইবে, তখন  
 জগৎপতি কল্কিদেব বিষ্ণুশ্যার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইবেন। আমরা ব্যাসমুখে  
 অবগত হইয়াছি, ১৩৯২ বঙ্গাব্দে বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অনাগত অবতার  
 কল্কিদেব মথুরাধামে বিষ্ণুশ্য ও মাতা বাসন্তীদেবীর পুত্ররূপে ভূমিষ্ঠ হইবেন।  
 ই সম্বন্ধে মৎপ্রণীত 'কল্কীগীতা' দ্রষ্টব্য।



ভগবান কলিদেব ও পদ্মাদেবী  
(সহরা কলি মন্দির)



## দ্বিতীয় অংশ চতুর্থ অধ্যায়

সূত উবাচ ।

শ্রদ্ধা নৃপাণাং ভক্তানাং বচনং পুরুষোত্তমঃ ।

ব্রাহ্মণক্ষত্র বিট্ শূদ্রবর্ণানাং ধর্ম্মমাহ যৎ ॥ ১

শ্রদ্ধানানাং নিরুদ্ভানাং কস্ম যৎ পরিকীর্তনিতম্ ।

সর্ব্বং সংশ্রাবয়ামাস বেদানামনুশাসনম্ ॥ ২

ইতি কল্কেঃ বচঃ শ্রদ্ধা বাজানো বিষদাশয়াঃ ।

প্রণিপত্য পুনঃ প্রাহঃ পূর্ব্বাস্ত গতিমান্মনঃ ॥ ৩

স্ত্রীং বাপ্যথবা পুংস্বং কস্ম বা কেন বা কৃতম্ ।

জরায়োবন বাল্যাদি সূত্ৰঃখাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৪

\*তস্মাৎ কুতো বা কস্মিন্ বা কিমেতদিতি বা বিভো ।

অনির্ণীতানুবিদিতানুপি কস্মাণি বর্ণয় ॥ ৫

শ্লোকার্থ । সূত বলিলেন, পুরুষোত্তম কঙ্কিদের ভক্ত ভূপতিগণের বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম কহিলেন । ১

সংসারাসক্ত ও বীতরাগ ব্যক্তিগণের পক্ষে বেদাহিত যে যে কর্ম নির্দিষ্ট আছে, তৎসমুদয়ও তাঁহাদিগকে শুনাইলেন । ২

রাজগণ কঙ্কির উপদেশ শুনিয়া শুদ্ধচিত্ত হইলেন । পরে তাঁহারা কঙ্কিকে পুনরায় নমস্কার পূর্বক স্ব স্ব অতীত অবস্থা বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন । ৩

কাহা হইতে কি কারণে মনুষ্যগণ স্ত্রী-পুরুষ ভেদে বিভিন্ন হয় ? বাল্য, যৌবন, বার্ধক্য এবং সূত্ৰ-দুঃখ প্রভৃতিই বা কি কারণে কোথা হইতে হয় ? ৪

ইহার কারণ আপনি আমাদিগকে বলুন এবং অন্তান্ত যে যে বিষয় আমরা অপরিস্রুত আছি, তাহাও ব্যাখ্যা করুন । ৫

\* কস্মাৎ ইতি বা পাঠঃ ।

( তদা তদাকর্ণ্য কঙ্কিবনন্তুঃ মুনিমস্মবৎ ) ।

সৌহপ্যনন্তো মুনিববোস্তীর্থ পাদো বৃহদব্রতঃ ॥ ৬

কঙ্কেদর্শনতো মুক্তিমাকলয়া গতস্তবন্ ।

সমাগত্য পুনঃ প্রাহ কিং কবিষ্যামি কুত্র বা ।

যাস্ত্যামীতি বচঃ শ্রুত্বা কঙ্কিঃ প্রাহ হসন্ মুনিম্ ॥ ৭

কৃতং দৃষ্টং ত্বয়া জ্ঞাতং সর্বং যাহানিবর্তকম্ ।

অদৃষ্টমকৃতক্ষেতি শ্রুত্বা হৃষ্টমনা মুনিঃ ॥ ৮

গমনাযোক্তং তং তু দৃষ্ট্বা নৃপগণান্ততঃ ।

কঙ্কিং কমল পত্রাঙ্কং প্রোচুর্বিস্মিত চেতসঃ ॥ ৯

বাজ্ঞান উচুঃ ।

কিমনেনাপি কথিতং ত্বয়া বা কিমুতাম্ব্যত ।

সর্বং তং শ্রোতুমিচ্ছামঃ কথোপকথনং দ্বয়োঃ ॥ ১০

ত্লোকার্থ । এই বাক্য শুনিয়া, কঙ্কিদেব অনন্ত মুনিকে স্মরণ করিলেন । দীর্ঘকাল যাবৎ তীর্থবাসী ব্রতধারী মুনিবব অনন্তও স্মৃত হইবামাত্র কঙ্কি-দর্শনে মুক্তি হইবে ভাবিয়া সমস্ত ব্যাকুলচিত্তে তথায় উপস্থিত হইলেন । কাবণ তাঁহারও মুক্তি লাভের অন্য উপায় ছিলনা । ৬

তিনি কঙ্কির নিকট আসিয়া কহিলেন, আমাকে কি করিতে হইবে এবং কোথায়ই বা যাইতে হইবে আদেশ করুন । এই বাক্য শুনিয়া কঙ্কি হাস্তপূর্বক বলিলেন, আমি যাহা কবিষ্যছি, তাহা তুমি সমস্তই দেখিয়াছ ও বিজ্ঞাত আছ । অদৃষ্টলিপি কেহই খণ্ডন করিতে পাবেনা । কর্ম না কবিয়াও কেহ উহার ফল প্রাপ্ত হয় না । মহর্ষি অনন্ত কঙ্কিবাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইলেন । ৭-৮

তিনি গমনোত্তর হইলে, বাজগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং বিস্মিত বদনে পদ্মপলাশলোচন কঙ্কিকে কহিলেন । ৯

বাজগণ বলিলেন, এই মহর্ষি কি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আপনিই বা



ার কি উত্তর দিলেন? আপনাদের পরস্পর কোন্ বিষয়ে কথোপকথন  
৭, তাহা আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১০

নৃপাণাং তদ্বচঃ শ্রুত্বা তানাহ মধুসূদনঃ ।

পৃচ্ছতামুং মুনিং শান্তং কথোপকথনাদৃতাঃ ॥ ১১

ইতি কন্ধের্বচো ভূয়ঃ শ্রুত্বা তে নৃপসন্তমাঃ ।

অনন্তমাতঃ প্রণতাঃ প্রশ্নপারতিতীর্ষবঃ ॥ ১২

রাজান উচুঃ ।

মুনে ! কিমত্র কথনং কন্ধিনা ধর্মবর্শ্মণা ।

দুর্বোধঃ কেন বা জাগন্তুং বর্ণয় নঃ প্রভো ! ॥ ১৩

মুনিরুবাচ ।

পুরিকায়্যাং পুরি পুরা পিতা মে বেদপারগঃ ।

বিদ্রমো নাম ধর্মজ্ঞঃ খ্যাতঃ পরহিতে রত ॥ ১৪

সোমা মম বিভো ! মাতা পতিধর্মপরায়ণা ।

তয়োর্বয়ঃ পরিণতো কালে ষণ্ডাকুতিস্ত্বহম্ ॥ ১৫

শ্লোকার্থ । রাজগণের বাক্য শুনিয়া মধুসূদন কন্ধিদেব বলিলেন, আমাদের  
বিষয়ে আলোচনা হইল, তাহা যদি জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে এই প্রশান্তচেতা  
কে জিজ্ঞাসা কর। ১১

রাজগণ কন্ধির কথা শুনিয়া প্রশ্নের মর্ম জানার অভিপ্রায়ে অনন্তকে  
মাস্তে প্রশ্ন করিলেন। ১২

রাজগণ বলিলেন, মহর্ষে, ধর্মের বর্ষস্বরূপ কন্ধির সহিত আপনার যে  
কথোপকথন হইল, তাহা অতীব দুর্বোধ্য, উহার কারণ কি? আপনি আমাদের  
এই উহার গূঢ় রহস্য বর্ণনা করুন। ১৩

মুনি বলিলেন, পূর্বকালে পুরিকা<sup>১১</sup> নামী পুরীধামে বেদবেদাঙ্গবেত্তা, পন্নম  
৮, উদার, হিতৈষী কোন মহর্ষি বাস করিতেন। তাহার নাম ছিল বিদ্রম।  
নই আমার পিতা। ১৪

আমার মাতার নাম সোমা । তিনি পতিধৰ্মপরায়াণা ছিলেন । মদী পিতামাতার বয়স পরিণত হইলে আমার জন্ম হইল, কিন্তু আমি ক্লী হইলাম । ১৫

**টিঙ্কনী ।** ১১ । উড়িষ্যা প্রদেশের একটি প্রধান নগর । ইহা পুরুষো বা জগন্নাথ ক্ষেত্র নামে পরিচিত এবং সমুদ্রতীরে অবস্থিত । তথায় জগন্নাথ দেবের প্রাচীন মন্দির বিद्यমান ।

সঞ্জাতঃ শোকদঃ পিত্রোলৌকানাং নিন্দিতাকৃতিঃ ।

মামালোক্য পিতা ক্লীবঃ ছুঃখশোকভয়াকুলঃ ॥ ১৬

তাত্কা গৃহং শিববনং গতা তুষ্ঠাব শঙ্করম্ ।

সংপূজ্যেশং বিধানেন ধূপদীপানুলেপনৈঃ ॥ ১৭

বিক্রম উবাচ ।

শিবং শাস্তং সৰ্বলোকৈককনাথং ভূতাসং বাসুকিকণ্ঠভূষণম্ ।

জটাজুটাবন্ধগঙ্গাতরঙ্গং বন্দে সান্দ্ৰানন্দসন্দোহদক্ষম্ ॥ ১৮

ইত্যাদি বহুভিঃ স্তোত্রৈঃ স্তুতঃ স শিবদঃ শিবঃ ।

বৃষাকৃঢ়ঃ প্রসন্নাত্মা পিতরং প্রাহ মে বৃণু ॥ ১৯

বিক্রমো মে পিতা প্রাহ মৎপুংস্বং তাপতাপিতঃ ।

হসন্ শিবো দদৌ পুংস্বং পার্বত্যা প্রতিমোদিতঃ ॥ ২০

**শ্লোকার্থ ।** আমাকে যগাকৃতি ক্লীব দেখিয়া সকলেই নিন্দা করি লাগিল । ইহাতে পিতামাতার হৃদয়ে শোক ও ছুঃখের অবধি রহিল না তাঁহারা শোক ও ভয়ে অভিভূত হইলেন । ১৬

আমার পিতামাতা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শিববনে<sup>১২</sup> গমন করিলেন এ ধূপ, দীপ ও চন্দনাদি দ্বারা যথাবিধি শংকরের পূজাস্তে স্তব কবি লাগিলেন । ১৭

বিক্রম বলিলেন, যিনি সবলোকের একমাত্র পরমেশ্বর, যিনি মঙ্গলদায়

ন সমুদয় প্রাণীর পদম আশ্রয়, বাস্তুকি যাহার কণ্ঠভূষণস্বরূপ ও গঙ্গাতরঙ্গ  
 ার জটাজুটে আবদ্ধ, সেই সাদ্রানন্দসনোহদায়ক মহাদেবকে আমি  
 গায় করি। ১৮

এইরূপ বহুবিধ স্তোত্রে শিবদ শংকর সম্ভট্ট হইলেন এবং যুষভারোহণে  
 রবদনে আমার পিতাকে বলিলেন, বর প্রার্থনা কর। ১৯

পিতা বিক্রম বলিলেন, আমার পুত্র ক্লীব হইয়াছে। ইহাতে আমি অত্যন্ত  
 শ্রু হইয়াছি। মহাদেব হস্ত করিয়া আমাকে পুরুষ হইবার বর দিলেন।  
 ালে পার্বতীও সেই বর অন্তমোদন করিলেন। ২০

টিঙ্কনী। ২২। ইহা হরিদ্বার অথবা হরিদ্বার তীরেই কোন বন।

মম পুংস্বং বরং লব্ধ্বা পিতায়াতঃ পুনর্গৃহম্।

পুরুষং মাং সমালোক্য সহর্ষঃ প্রিয়য়া সহ ॥ ২১

ততঃ প্রবয়সৌ তৌ তু পিতরৌ দ্বাদশাব্দকে।

বিবাহং মে কারয়িত্বা বন্ধুভিমুদমাপতুঃ ॥ ২২

যজ্ঞরাতস্তুতাং পত্নীং মানিনীং রূপশালিনীম্।

প্রাপ্যাহং পরিতুষ্টায়া গৃহস্থঃ স্ত্রীবশোহভবম্ ॥ ২৩

ততঃ কতিপয়ে কালে পিতরৌ মে মৃতৌ নৃপাঃ।

পারলৌকিককার্যাণি স্মৃদ্বস্তি ত্রাঙ্গৈর্বৃতঃ ॥ ২৪

তয়োঃ কৃত্বা বিধানেন ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহুন্।

পিত্রৌর্বিব্রয়ো গতপ্তোহহং বিষ্ণু সেবাপরোহভবম্ ॥ ২৫

শ্লোকার্থ। অনন্তর আমার পিতৃদেব মদীয় পুরুষস্বরূপ বরলাভ করিয়া  
 ায় পুরুষোত্তমধামে<sup>২৩</sup> স্বগৃহে প্রত্যাগত হইলেন। আমাকে পুরুষাকার  
 য়া তাঁহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। ২১

অতঃপর আমার দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে বৃদ্ধ পিতামাতা আমার বিবাহ  
 । বন্ধু-বান্ধবের সহিত পরম আনন্দিত হইলেন। ২২

রূপ যৌবন সম্পন্ন যজ্ঞরাততনয়। মানিনীকে পত্নীরূপে পাইয়া আমি

পরিভূষ্টহৃদয়ে গৃহাশ্রমে বাস করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ আমি জৈগ্নঃ উঠিলাম। ২৩

অনন্তর কিয়ৎকাল গত হইলে আমার পিতামাতা লোকান্তরিত হইলে আমি স্নহদ ও ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহাদের পারলৌকিক কার্য স করিলাম। ২৪

তারপর আমি পিতামাতার ঔর্ধ্বেদেহিক কার্য সম্পাদনান্তে বহুসংখ্যক ব ভোজন করাইলাম। পিতৃমাতৃবিয়োগহেতু সন্তপ্তহৃদয়ে আমি শ্রী আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ২৫

**টিপ্পণী।** ২৩। নীলাচলের অন্তর্যাম পুরুষোত্তম। ইহা দক্ষিণ সমুদ্র ও উড়িষ্যা প্রদেশে অবস্থিত এবং পুৰী নামে খ্যাত। ইহা ঋষিকুল্যা ও বৈ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। অয়ং পুরুষোত্তম উক্ত তীর্থে বিরা হুন্মায় ইহা পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত। শ্রীমন্তগবঙ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ পুরুষে নামে প্রসিদ্ধ।

তুষ্ণো হরিমে ভগবান্ জপপূজাদিকস্মভিঃ।

স্বপ্নে মামাহ মায়েয়ং স্নেহমোহ বিনির্মিতা ॥ ২৬

অয়ং পিতেয়ং মাতেতি মমতাকুল চেতসাম্।

শোকদুঃখভয়োদ্বৈগজরানৃত্যাবধায়িকা ॥ ২৭

ক্ৰুদ্বৈতি বচনং বিষণোঃ প্রতিবাদার্থমুচ্চতম্।

মামালক্ষ্যাস্তুর্জিতঃ স বিনিদ্রোহহং ততোহভবম্ ॥ ২৮

সবিস্ময়ঃ সভাঘোহহং তাত্ত্বা তাং পুরিকাং পুরীম্।

পুরুষোত্তমাখ্যং শ্রীবিষ্ণোবালয়ঙ্গাগমং নৃপাঃ ॥ ২৯

তত্রৈব দক্ষিণে পার্শ্বে নিস্মায়াশ্রমমুত্তমম্।

সভার্যঃ সান্নগামাতাঃ করোমি হরিসেবনম্ ॥ ৩০

**লোকার্থ।** ভগবান্ হরি আমার জপ, পূজা প্রভৃতিতে পরিভূষ্ট হইলে

এবং স্বপ্নে আমার নিকট বলিলেন, এই সংসায়ে শ্বেহ-মমতাদি আমারই মায়া। ২৬

ইনি আমার পিতা, ইনি আমার মাতা, এইরূপ মমতায় যাহাদের মন আবদ্ধ হয়, তাহারাই আমার মায়াতে শোক, দুঃখ, ভয়-উদ্বেগ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতির ক্লেশ ভোগ করে। ২৭

বিষ্ণুর বাক্য শ্রুতিয়া আমি তাহার প্রতিবাদ করিতে উত্তত হইবামাত্র তিনি অন্তর্হিত হইলেন, আমারও নিদ্রাভঙ্গ হইল। ২৮

তৎপর আমি বিষয়াবিষ্ট হইয়া পুরিকা পুরী পরিত্যাগান্তে পদ্মীর সহিত বিষ্ণুর আলয় পুরুষোত্তম ধামে আগমন করিলাম। ২৯

আমি সেই পুরুষোত্তমের দক্ষিণ পার্শ্বে উত্তম আশ্রম নির্মাণপূর্বক ভাষা ও অমুচরবর্ণের সহিত চরিত্র সেবায় রত রহিলাম। ৩০

মায়াসন্দর্শমাকাজ্ঞী হরিসদানি সংস্থিতঃ ।

গায়ন্ নৃত্যান জপনাম চিন্তয়ন্ শমনাপহম্ ॥ ৩১

এবং বৃন্তে দ্বাদশাব্দে দ্বাদশ্যাং পারণাদিনে ।

স্নাতুকামঃ সমুদ্রেহহং বন্ধুভিঃ সহিতো গতঃ ॥ ৩২

তত্রমগ্নং জলনিধৌ লহরীলোলসঙ্কুলে ।

সমুখাতুমশক্তং মাং প্রতুদন্তি জলেচরাঃ ॥ ৩৩

নিমজ্জনো মজ্জনেন ব্যাকুলী কৃতচেতসম্ ।

জলহিল্লোল মিলনদলিতাঙ্গমচেতসম্ ॥ ৩৪

জলধেদক্ষিণে কূলে পতিতং পবণোরতম্ ।

মাং তত্র পতিতং দৃষ্ট্বা বৃদ্ধশর্মা দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৫

সঙ্ক্যামুপাস্ত্য সঘৃণঃ স্বপূরং মাং সমানয়ং ।

স বৃদ্ধশর্মা ধর্ম্মাত্মা পুত্রদারধনাগ্নিতঃ ।

কৃত্তারুগ্নস্ত মাং তত্র পুত্রবৎ পর্য্যপালয়ং ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ। আমি শ্রীবিষ্ণুর আবাসে থাকিয়া তাহার মায়া সন্দর্শনার্থী

হইয়া নৃত্য, গান ও জপ দ্বারা শমন-ভয়নাশক হরিকে চিন্তা করিতে লাগিলাম ।  
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইল । ৩১

একদা দ্বাদশীর পার্শ্ব দিবসে আমি বজ্রগণের সহিত মিলিত হইয়া স্নানের  
ইচ্ছায় সমুদ্র কূলে উপস্থিত হইলাম । ৩২

অনন্তর যেইক্ষণে আমি সমুদ্রে মগ্ন হইলাম, তৎক্ষণাৎ ভীষণ তরঙ্গ মালায়  
আকুলীত হইলাম, আর উদ্ভিত হইতে পারিলাম না । মৎস্ত প্রভৃতি জলচর  
জন্তুগণ আমাকে ঠোকরাইতে লাগিল । ৩৩

একবার ডুবিয়া যাই, আবার ভাসিয়া উঠি । এইরূপে আমার চিত্ত চঞ্চল  
হইল । আমি তরঙ্গহিল্লোলে অচেতন হইয়া পড়িলাম । আমার সর্বাঙ্গ  
অবশ হইল । ৩৪

অনন্তর আমি বায়ুবেগে সঞ্চালিত হইয়া সমুদ্রের দক্ষিণ কূলে নিক্ষিপ্ত  
হইলাম । সেইখানে আমি মৃতপ্রায় পড়িয়া ছিলাম । এমন সময় বৃদ্ধ শর্মা  
নামে জনৈক ব্রাহ্মণ আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া সক্রোধ হৃদয়ে সন্ধ্যা উপাসনাতে  
আমাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন । জ্রীপুত্র ধনাধিত ধর্মনিষ্ঠ বৃদ্ধশর্মা আমাকে  
নীরোগ করিলেন এবং পুত্রতুল্য পালন করিতে লাগিলেন । ৩৫-৩৬

অহন্ত তত্র দীনাত্মা দিদেদশাভিজ্ঞ এব ন ।

দম্পতী তৌ স্বপিতরৌ মত্না তত্রাবসং নৃপাঃ ॥ ৩৭

স মাং বিজ্ঞায় বহুধা বেদধর্ম্মেষুহিতম্ ।

প্রদদৌ স্বাং হুঁহতরং বিবাহে বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৩৮

লক্শ্মী চামীকরাকারাং রূপশীলগুণান্বিতাম্ ।

নান্না চারুমতীং তত্র মানিনীং বিশ্মিতোহভবম্ ॥ ৩৯

তয়াহং পরিতুষ্টাত্মা নানা ভোগসুখান্বিতঃ ।

জনয়িত্বা পঞ্চ পুত্রান্ সংমদেনাবতোহভবম্ ॥ ৪০

শ্লোকার্থ । হে রাজন, আমি তথায় দিক্দেশ কিছুই বুঝিতে পারিলাম

না। সুতরাং অত্যন্ত দুঃখিত অন্তরে উক্ত ব্রাহ্মণ দম্পতিকেই পিতামাতা জ্ঞান করিয়া সেইস্থানে বাস করিতে লাগিলাম। ৩৭

সেই ব্রাহ্মণ আমাদের নানাভাবে দেখিলেন এবং আমাদের বেদবিহিত ধর্মে দীক্ষিত দেখিয়া বিনয়াঘ্রিত অন্তঃকরণে তাঁহার কণ্ঠার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। ৩৮

এই ব্রাহ্মণ কণ্ঠার নাম চাক্রমতী। ইহার গাত্রবর্ণ তপ্তকাক্ষননিভ। ইনি রূপ, গুণ ও শীলো স্মৃতি, কোনগুণে ন্যূন নহেন। আমি এই উত্তমা পত্নী লাভ করিয়া অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলাম। ৩৯

চাক্রমতী সতত সেবায় আমাকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন। আমি সেই গৃহে বিবিধ স্তব্ধসম্ভোগ করিতে লাগিলাম। কালক্রমে আমার পঞ্চ পুত্র জন্মিল। আমি নিরন্তর আনন্দলাগরেই নিমগ্ন রহিলাম। ৪০

জয়শ্চ বিজয়শ্চৈব কমলো বিমলস্তথা।

বুধ ইত্যাদয়ঃ পঞ্চ বিদিতাস্তনয়া মম ॥ ৪১

স্বজনৈর্বন্ধুভিঃ পুত্রৈর্ধনৈনানাবিধৈরহম্।

বিদিতঃ পূজিতো লোকে দেবৈরিত্রৈঃ যথা দিবি ॥ ৪২

বুধস্তা জ্যেষ্ঠপুত্রস্তা বিবাহার্থং সমুচ্চতম্।

দৃষ্ট্বা দ্বিজবরস্তৃপ্তো ধর্মসারো নিজাং সূতাম্ ॥ ৪৩

দিংসুঃ কশ্মাগি বেদজ্ঞশ্চকারাভ্যুদয়ানপি\*।

বাদ্যৈর্গীতৈশ্চ নৃত্যৈশ্চ স্ত্রীগণৈঃ স্বর্গভূষিতৈঃ ॥ ৪৪

অহঞ্চ পুত্রাভ্যুদয়ে পিতৃদেবর্ষিতর্পণম্।

কর্তুং সমুদ্রবেলায়াং প্রবিষ্টঃ পরমাদরাৎ ॥ ৪৫

শ্লোকার্থ। আমার পঞ্চপুত্রের নাম জয়, বিজয়, কমল, বিমল ও বুধ। আমার পুত্র, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব অনেক এবং আমি নানারূপে ধনশালী হওয়ায় দেবরাজ দেবলোকে যেমন দেবগণের পূজ্য হন, আমিও তেমনি সকলের পূজ্য ও সর্বত্র খ্যাত হইলাম। ৪১-৪২

আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বৃধ । আমি বৃধের বিবাহের উত্তোগ করিলাম । ধর্মসার নামে কোন ব্রাহ্মণ আমাকে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে উত্তত দেখিয়া ছুট্টিচিল্ডে স্বীয় কন্যাদান করিতে অভিলাষী হইলেন । ৪৩

তিনি স্বীয় কন্যার বিবাহার্থ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা আভ্যুদয়িক<sup>২৪</sup> শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন । বিবিধ স্বর্গালংকারে অলংকৃত কামিনীগণ বিবাহের আসরে নৃত্য ও গীত আরম্ভ করিল । স্নমধুর বাত্মধ্বনিতে সকলের মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল । ৪৪

আমিও পুত্রের অভ্যুদয়ার্থ পিতৃতর্পণ, দেবতর্পণ ও ঋষিতর্পণ সম্পাদনের অভিপ্রায়ে অতি যত্নে সমুদ্রতীরে সমুপস্থিত হইলাম । ৪৫

**টিপ্পনী ।** ২৪ । অভ্যুদয় শব্দের অর্থ বিবাহাদি ইষ্টলাভ । ঐ অভ্যুদয় নিমিত্ত যে পিতৃশ্রাদ্ধাদি অহুষ্ঠিত হয়, তাহা আভ্যুদয়িক-শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত । গোভিল গৃহস্থত্র এবং স্মৃতিকার রঘুনন্দন রূত শ্রাদ্ধতত্ত্বে আভ্যুদয়িক পিতৃশ্রাদ্ধের বিবরণ প্রদত্ত । বিবাহ, উপনয়ন ও অন্নপ্রাশন প্রভৃতি শুভকর্মে সিদ্ধিলাভার্থ আভ্যুদয়িক পিতৃশ্রাদ্ধ অহুষ্ঠিত হয় ।

\* বেদজ্ঞশ্চকারাভ্যুদয়াশ্রুপি ইতি বা পাঠঃ ।

বেলালোলায়িততমুর্জ্জলাহুথায় সঙ্করঃ ।

তীরে সখীন্ স্নানসঙ্ক্কা-পরান্ বীক্ষ্যাহমুন্মনাঃ ॥ ৪৬

সত্ত্বঃ সমভবং ভূপাঃ । দ্বাদশ্যাং পারণাদৃতান্ ।

পুরুষোত্তম সংবাসান্ বিষ্ণুসেবার্থমুচ্ছতান্ ॥ ৪৭

তেহপি মামগ্রতঃ কৃদ্বা তদ্রূপবয়সাং নিধিম্ ।

বিস্ময়াবিষ্টমনসং দৃষ্ট্বা-মামক্রবজ্জনাঃ ॥ ৪৮

অনন্ত । বিষ্ণুভক্তোহসি জলে কিং দৃষ্টবানিহ ।

স্থলে বা ব্যগ্রমনসং লক্ষ্যামঃ কথং তব ॥ ৪৯

পারণং কুরু তদক্রাহি ত্যক্ত্বা বিস্ময়মাশ্বনঃ ।

তানক্রবমহং নৈব কিঞ্চিদৃ দৃষ্টং শ্রুতং জনাঃ ॥ ৫০



**শ্লোকার্থ**। অনন্তর সমুদ্রজলে তর্পণ ও স্নান সমাপ্তপূর্বক ত্বরাশ্রিত হইয়া জল হইতে উঠিয়া তীরাভিমুখে যাইতে লাগিলাম। সম্মুখস্থ তীরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রস্থিত মদীয় পূর্ব বন্ধুগণ স্নান ও সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেছেন। আমি তদর্শনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। ৪৬

হে ভূপালগণ, পুরুষোত্তমবাসী ব্রাহ্মণগণ বিষ্ণুর সেবা ও দ্বাদশী পারণের আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া তদগো আমার মনে যে কিরূপ বিষ্ময় ও উদ্বেগ জন্মিল, তাহা বলিতে পারি না। পূর্বে দ্বাদশীর পারণদিনে স্নানের সময় আমার যাদৃশ আকৃতি ও বয়স ছিল, তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। ৪৭-৪৮

পুরুষোত্তমের অধিবাসিগণ সম্মুখে আমাকে তাদৃশাবস্থায় দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে অনন্ত, কি জন্ত তোমাকে ব্যাকুল, বিস্মিত দেখিতেছি? তুমি পরম বৈষ্ণব। তুমি জলে বা স্থলে কি কিছু দেখিয়াছ? ৪৮-৪৯

যদি দেখিয়া থাক, তাহা বল এবং বিষ্ময় বজ্রন করিয়া পারণ কর। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, হে জনগণ, আমি কিছু দেখি নাই বা শুনি নাই। ৫০

কামাত্মা তৎ কৃপণধার্মায়াসন্দর্শনাদৃতঃ।

তয়া হরেশ্বায়য়াহং মূঢ়ো ব্যাকুলিতেল্লিয়ঃ ॥ ৫১

ন শর্ম্য বেদ্বি কুত্রাপি স্নেহমোহবশং গতঃ।

আত্মনো বিষ্ময়তিরিয়ং কো বেদ বিদিতাং তু তাম্ ॥ ৫২

ইতি ভার্য্যাধনাগার—পুত্রোদ্যাহানুরক্তধীঃ।

অনন্তোহহং দীনমনা ন জানে স্বাপসম্মিতম্\* ॥ ৫৩

মাং বীক্ষ্যমানিনী ভার্য্যা বিবশং মৃঢ়বৎ স্থিতম্।

ক্রন্দন্তী কিমহোহকস্মাৎ আলপন্তী মমাস্তিকে ॥ ৫৪

ইহ তাং বীক্ষ্য তাংস্তত্র স্মৃদ্ধা কাতরমানসম্।

হংসোহপ্যেকো বোধয়িতুন্মাং আগতো মাং সমুজ্জিভিঃ ॥ ৫৫

**শ্লোকার্থ**। পরন্তু আমি কামমোহিত ও আমার অন্তঃকরণ অতীব দুর্বল। আমি বৈষ্ণবী মায়া<sup>২৫</sup> সন্দর্শনে অভিলাষী হইয়াছিলাম। এক্ষণে আমি

বিষ্ণুমায়া প্রভাবে কর্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। আমার ইন্দ্রিয়গণ ব্যাকুল হইতেছে। ৫১

আমি মেহে ও মোহে ঈদৃশ বশীভূত হইয়াছি যে, কিছুতেই স্থস্থির হইতে পারিতেছি না। ফলতঃ আমি কতদূর যে আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি যে শ্রীহরির মায়াজালে পতিত হইয়াছি, তাহা কেহই অস্বপ্ন করিতে পারিল না। ৫২

এইরূপে স্ত্রীপুত্র, ধনাগার ও পুত্রের বিবাহাদি বিষয়ে অতিশয় অনুরক্ত হইয়া আমি অত্যন্ত বিষণ্ণ ও দুঃখিত হইলাম। তৎকালে আমি অনন্ত বা অন্ত কেহ, তাহাও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। পুরুষোত্তমের ঘটনাবলী আমার নিকট স্বপ্নবৎ অলীক বোধ হইতে লাগিল। ৫৩

ইত্যবসরে মদীয় অভিমানিনী পত্নী আমাকে বিবশ ও বিমূঢ় দেখিয়া ‘হায় ! অকস্মাৎ কি হইল !’ বলিয়া রোদন করিতে করিতে অস্থির চিত্তে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। ৫৪

আমি পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে পূর্বপত্নীকে দেখিয়া আমার সেই সমস্ত স্ত্রীপুত্র ঐশ্বর্য প্রভৃতি স্মরণপূর্বক অতীব কাতর ও ব্যথিত হইতে লাগিলাম। ইতি মধ্যে একজন পরমহংস সচ্ছক্তি দ্বারা আমাকে প্রবোধ দানার্থ সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ৫৫

\* স্বাপসম্মিতম্ ইতি বা পাঠঃ।

**টিপ্পনী।** ২৫। শ্রীমদ্ভগবৎ গীতাতে আছে, ভগবান বিষ্ণুর অবতারবৃন্দ যোগমায়া-সমারত থাকেন। সেজন্য তিনি অভক্তের নিকট প্রকটিত হন না এবং মূঢ়গণ তাঁহার অব্যয় অক্ষর স্বরূপ জানিতে পারে না। মথুরাধামে যোগমায়া মন্দির অবস্থিত। যোগমায়া, বিষ্ণুমায়া, যোগনিদ্রা ও মহামায়া প্রভৃতি একাধিপত্যক বল চলে।

ধীরো বিদিতসর্বার্থঃ পূর্ণঃ পরমধর্ম বিৎ ॥ ৫৬

সূর্য্যাকারং তত্ত্বসারং প্রশান্তং; দান্তং শুদ্ধং লোকশোকক্ষয়িষ্ণুং ।

মমাগ্রে তং পূজয়িত্বা মদঙ্গাঃ পপ্রচ্ছুস্তেমং শুভধানকামাঃ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীকঙ্কিপু্রাণে অম্বভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে অনন্তমায়া

দর্শনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ । এই পরমহংস সুধীর, সর্বজ্ঞ, পূর্ণ জ্ঞানী ও পরম ধার্মিক । ইনি সূর্যের তায় তপস্বী, সত্ত্বগুণাশ্রয়ী, প্রশান্ত, বিভক্ত ও সকলের শোক-দুঃখ প্রশমনকারী । আমার আত্মীয়গণ সন্মুখস্থ সেই পরমহংসের পূজা করিয়া ক্রমে আমার কুশল হয়, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । ৫৬-৫৭

শ্রীকঙ্কিপু্রাণে ভবিষ্য-অম্বভাগবতে দ্বিতীয়াংশে অনন্ত-মায়া

দর্শন নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অম্ববাদ সমাপ্ত ।

আমি ও মহাগৌরী ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ শুক্রবার প্রাতে বেলুড় বাজার হইতে বাসে উঠিয়া বালীবাজারে গেলাম । বাসে উঠিয়া আমি দেখিলাম, আমার সন্মুখে বাসের মধ্যে ষ্ঠেতবর্ণ ত্রিগুণ পক্ষী আবির্ভূত । ইহা দেখিয়া আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইনি কি কঙ্কিদেবের বার্তাবহ ত্রিগুণ পক্ষী ? ইহাকে তো পূর্বে নীল বর্ণ দেখিতাম । মহাগৌরী তাহাকে দেখিয়া চিনিলেন ও বলিলেন, সেই নীলপক্ষীই এই ষ্ঠেতপক্ষী রূপে উপস্থিত, উহার দীর্ঘতা, আকৃতি ও সোনালী চকু প্রভৃতি সমস্তই নীল পক্ষীতুল্য । প্রায় এক মিনিট ষ্ঠেত পক্ষী ত্রিগুণ সন্মুখে থাকিয়া অন্তহিত হইলেন । ইহাতে জানা যায়, কঙ্কির বার্তাবহ ত্রিগুণ পক্ষী বহু বর্ণ ধারণে সমর্থ ও দিব্য শক্তিসম্পন্ন হবে । তবে ত্রিগুণ পক্ষীর ষ্ঠেত মূর্তি বেশী দেখিতে পাই না । প্রায় চারি বর্ষ পরে নীল পক্ষী ত্রিগুণকে ষ্ঠেতপক্ষীরূপে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম ।

## দ্বিতীয় অংশ

### পঞ্চম অধ্যায়

স্মৃত উবাচ ।

উপাবষ্টে তদা হংসে ভিক্ষাং কৃত্বা যথোচিতাম্ ।

ততঃ প্রাহরনশৃশ্ব শবীর রোগ্য কাম্যয়ো\* ॥ ১

হংসস্তেবাং মতং জ্ঞাত্বা প্রাহ মাং পুরতঃ স্থিতম্ ।

তব চাক্ষুশমতী ভার্য্যা পুত্রাঃ পঞ্চ বুধাদয়ঃ ॥ ২

ধনরত্নাঘ্নিতং সদ্য সংবাধং সৌধ সংকুলম্ ।

তাক্ষ্মা কদাগতোঃসাহ পুত্রোদ্ধাহদিনে ন তু ॥ ৩

সমুদ্রতীর সঞ্চাবঃ পুরাদ্ ধর্মজনাদৃতঃ ।

নিমগ্ন্য মামিহায়াতঃ শোক সংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪

ল্লোকার্থ । লোমহর্ষণ ২৩ বলিলেন, পবনহংস যথোপযুক্ত ভিক্ষা কবিয়া উপবিষ্ট হইলে, পুরুষোত্তমস্থ বিপ্রগণ কি উপায়ে আমি আরোগ্যলাভ করি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন । ১

ত্রিকালজঃ পরমহংস তাহাদের অভিপ্রায় জানিয়া আমাকে সম্মুখে দোখিয়া আমাব প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন, তে অনন্ত, চাক্ষুশমতী নামে তোমার স্ত্রী, বুধাদি পঞ্চপুত্র, সৌখমালা-সমন্বিত ও নানাবিধ ধন-রত্ন পূর্ব্ব পরম্পর সংশ্লিষ্ট অপূর্ব্ব গৃহ, এই সমস্ত পরিত্যাগ কবিয়া তুমি কবে এখানে আসিয়াছ ? অতঃ ত তোমার পুত্রের বিবাহের দিন ? ২-৩

অতঃ তোমাকে সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতে দেখিয়াছি । সেই স্থানের সমুদ্রয় ধারিকলোঙ্কই তোমাকে সমাদর করেন । তুমি স্বীয়পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে আমাকেও আজ নিমন্ত্রণ করিয়াছ । এক্ষণে স্বীয় পুরী হইতে এখানে আসিয়াছ, তোমার অন্তঃকরণ শোকাকুল দেখিতেছি । ৪

\* শরীরারোগ্যকামন্বা ইতি বা পাঠঃ ।

দ্বঞ্চ সপ্ততিবর্ষীয়স্তত্র দৃষ্টো ময়া প্রভো ।  
 ত্রিংশৎবর্ষীয়বৎ কস্মাৎ ইতি মে সংভ্রমো মহান্ ॥৫  
 ইয়ং ভার্ঘ্যা সহায়্য তে ন তত্রালোকিতা কচিৎ ।  
 অহং বা কৃতস্তস্মাৎ কথং বা কেন কাশিতঃ ॥৬  
 স এব বা ন বাপি হং নাহং বা ভিক্ষুরেব সঃ ।  
 আবয়োরিহ সংযোগশ্চেন্দ্রজাল ইবা ভবৎ ॥৭  
 হং গৃহস্থঃ স্বধর্ম্মজ্ঞো ভিক্ষুকোহহং পরাশ্রকঃ ।  
 আবয়োরিহ সংবাদো বালকোন্মত্তযোরিব ॥৮

জ্ঞোকার্থ । হে প্রভো, আমি দেখিযাছি, সেখানে তুমি সপ্ততিবর্ষবয়স্ক  
 হু। এখন তোমাকে এখানে দেখিতেছি, তুমি ত্রিংশৎবর্ষীয় তরুণ । ইহাবই  
 বা কারণ কি ? এত বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় হইয়াছে । ৫

আমি দেখিতেছি এই নাবী তোমাব ভাষা এবং জীবন সজ্জী । ইহাকেও  
 আমি সেখানে কখনও দেখি নাই । ইনিহঁ বা কোথা হইতে কিরূপে আসিলেন,  
 আমিহঁ বা কোথা হইতে কিরূপে কোথায আসিলাম, কেহঁ বা আমাকে এখানে  
 আনিল ? ৬

তুমি কি সেই অনন্ত, অথবা অত্ কেহ ? আমিও কি সেই সন্ন্যাসী, না  
 আর কেহ ? এই স্থানে তোমাব ও আমার মলন ইন্দ্রজাল তুল্য আশ্চর্যজনক  
 মনে হইতেছে । ৭

তুমি স্বধর্মনিষ্ঠ গৃহস্থ । আর আমি পবমার্গ-চিন্তা তৎপর সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ ।  
 এই স্থলে আমাদের উভয়ের কথোপকথন, বালক ও উন্মত্তের কথোপকথন সদৃশ  
 অসম্বদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে । ৮

তস্মাদীশস্ত মায়েয়ং ত্রিঙ্কগন্মোহকারিণী ।  
 জ্ঞানা প্রাপ্যাদ্বৈতলভ্যা মন্ত্ৰেহমিতি ভো দ্বিজ ॥ ৯  
 ইতি ভিক্ষুঃ সমাশ্রাব্য যদন্তং প্রাহ বিস্মিতঃ ।  
 মার্কণ্ডেয় । মহাভাগ ভবিষ্যৎ কথায়ামি তে ॥১০

প্রলয়ে মা ত্বয়া দৃষ্টা পুরুষশ্বোদরাভুসি ।

মা মায়া মোহজনিকা পন্থানং গণিকা যথা ॥১১

তমো হননসহাপা নোদনোত্তমক্ষরী ।

যয়েদমখিলং লোকমাবৃত্যাবস্থয়া স্থিতম্ ॥১২

শ্লোকার্থ । ১১ এখন, আমার মনে হয়, ইহা জগদীশ্বর বিষ্ণুরই মায়া । ইহাতেই ত্রিলোকবাসী বিমুগ্ধ হইয়া আছে । অল্প জ্ঞানে ইহা জ্ঞাত হইতে পারা যায় না ; অদ্বৈত-জ্ঞান জন্মিলে এই মায়িক রহস্ত বুঝিতে পারা যায় । ২

পরিব্রাজক পরমহংস আমাকে এই কথা বলিয়া বিস্মিত হৃদয়ে মার্কণ্ডেয়কে বলিলেন, হে মহামুনি, তোমার নিকট ভাবিয়া কথ্য কহিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি শুনিয়া থাকিবে, প্রলয়কালে পরম পুরুষের উদরস্থ কারণ-সলিলে মায়া অবস্থান করে । সেই মায়াই সকলকে মুগ্ধ করে । যেমন বারবনিতা রাজগণে অবস্থান করে, তজপ এই মায়া ত্রিলোকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । ১০-১১

এই মায়া তমোগুণময়ী এবং সদপ্রাণীকে মিথ্যা সংসারে প্রবর্তিত করে । ইহা অশেষ সম্ভাপের কারণ এবং কোনরূপেই নষ্ট হয় না । ১২

লয়ে লীন \*ত্রিজগতি ব্রহ্মতন্মাত্রতাং গতঃ ।

নিরূপাধৌ নিরালোকে সিস্মহুরভবং পবঃ ॥ ১৩

ব্রহ্মণ্যপি দ্বিধাভূতে পুরুষ প্রকৃতী স্বয়া ।

ভাসা \*সংজনয়ামাস মহান্তং কালযোগতঃ ॥ ১৪

কালস্বভাবকর্মায়া মোহহৃদ্বারস্ততোহভবং ।

ত্রিবৃদ্ বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্মময়ঃ সংসারকারণম্ ॥ ১৫

তন্মাত্রাণি ততঃ পঞ্চ জঞ্জিরে গুণবস্তি চ ।

মহাভূতান্যপি ততঃ প্রকৃতৌ ব্রহ্মসংশ্রয়াং ॥ ১৬

শ্লোকার্থ । যখন প্রলয়কালে ত্রিলোক বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং আলোক

অভাবে চতুর্দিক তিসিরাবৃত হয় এবং দ্বিগ্দেশকাল প্রভৃতির কোন চিহ্ন থাকে না, তখন পরব্রহ্ম সৃষ্টি করিতে অভিলାষী হইয়া তন্মাত্ররূপে অবস্থান করেন । ১৩

প্রথমে ব্রহ্ম স্বীয় মহিমা দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতি দুই অংশে বিভক্ত হন । অনন্তর কালের প্রভাবে পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন হইলে মহত্ত্ব<sup>২৫</sup> উৎপন্ন হয় । কাল ও অদৃষ্ট সহকৃত প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব সমুৎপন্ন এবং মহত্ত্ব হইতে অহংকারতত্ত্ব উদ্ভূত হয় । অহংকারতত্ত্ব ত্রিগুণভেদে বিভক্ত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে<sup>২৬</sup> উৎপাদন করে । পরে এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব অখিল জগৎ সৃজন করেন । ১৪-১৫

প্রথমে উক্ত অহংকারতত্ত্ব হইতে গুণত্রয়যুক্ত পঞ্চতন্মাত্র উৎপন্ন হয় । পঞ্চ-তন্মাত্র<sup>২৭</sup> হইতে পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে । পুরুষ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইলে ঈদৃশ সৃষ্টি হয় । ১৬

\*লয়ে লীনে ইতি বা পাঠঃ । \*তস্মাঃ সংজ্ঞানামাস ইতি বা পাঠঃ ।

**টিপ্পণী ।** ২৫ । সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ দুই নিত্য ॥ পুরুষ কৈবল্য প্রাপ্ত হইলেও প্রকৃতি প্রলীন হন না । প্রলয়কালে পুরুষ নিরুপাধিক ব্রহ্মের সাহিত্যে অভিন্নরূপে থাকেন । পুরুষ চেতন স্বরূপ ও প্রকৃতি জড় স্বরূপা । সাংখ্য মতে প্রকৃতি এক, কিন্তু পুরুষ অনেক । প্রকৃতি স্বয়ং কোন পদার্থ সৃষ্টি করিতে পারেন না । পুরুষের সংযোগে প্রকৃতি মহৎ ও অহংকারাদি চতুर्वিংশতি তত্ত্ব সৃষ্টি করেন । প্রকৃতি হইতে মহত্ত্ব, মহত্ত্ব হইতে অহংকারতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চভূত উৎপন্ন হয় । সাংখ্যবাদিগণ এইগুলিকে ২৪ তত্ত্ব বলেন । চক্ষু, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও বাক এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় । বাক, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় । মন উভয়াত্মক অন্তরিত্ত্বিয় । এইরূপে একাদশ ইন্দ্রিয় বিद्यমান । শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র—এইগুলিকে পঞ্চ-তন্মাত্র বলে । এই সকল সৃষ্টিকর্মে কাল সহকারী হয় । ইহার অর্থ, সৃষ্টিকাল উপস্থিত না হইলে কোন তত্ত্ব বা বস্তু সৃষ্ট হয় না ।

১৬। সৰ্বঃ, রজঃ, ও তমোগুণ প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় বিद्यমান থাকে।  
রজোগুণের আশ্রয়ে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, সৰ্বগুণের আশ্রয়ে বিষ্ণু পালন  
ও তমোগুণের আধিক্যে শিব সংহার করেন।

১৭। শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শতন্মাত্র হইতে বায়ু, রূপতন্মাত্র হইতে  
তেজ, রসতন্মাত্র হইতে জল ও গন্ধতন্মাত্র হইতে ক্ষিতি (পৃথ্বী) উৎপন্ন  
হইয়াছে। এই পঞ্চ মহাভূত উৎপত্তির সময় ও পূর্বে পরমাণু ও দ্ব্যণুকাদি  
উৎপন্ন হয়। ঐশ্বর্যকৃষ্ণকৃত সাংখ্যকারিকাতে আছে, মূল প্রকৃতির বিকৃতির্মহাদাছাঃ  
প্রকৃতি বিকৃতয়ঃ সপ্তা ইত্যাদি। মূল প্রকৃতিকে কেবলা প্রকৃতি বলে। উহা  
অস্ত্র বস্তুর বিকৃতি (বিকার) নহে। মহত্ত্ব প্রকৃতির বিকৃতি ও অহংকারের  
প্রকৃতি। অহংকার পঞ্চতন্মাত্রের প্রকৃতি (জননী) এবং মহত্ত্বের বিকৃতি।  
পঞ্চতন্মাত্র ভৌতিক পরমাণু ও পঞ্চভূতের প্রকৃতি এবং অহংকারের বিকৃতি।  
সাংখ্যদর্শন অনুসারে মহত্ত্ব অহংকারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র এবং প্রকৃতি নামেও  
অভিহিত হয়। এই কারণে এখানে প্রকৃতি অর্থে মূল প্রকৃতি নহে। উহা  
দ্বারা অষ্টতত্ত্ব সংজ্ঞিত হয়। মনুসংহিতায় (প্রথম অধ্যায়ে) উক্ত বিষয় বিস্তৃত-  
রূপে ব্যাখ্যাত।

জাতা দেবাসুরনরা যে চান্যে জীব জাতয়ঃ।

ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডসংভার-ভ্রম্ননাশক্রিয়াগ্নিকাঃ ॥ ১৭

মায়য়া মায়য়া জীব-পুরুষঃ পরমাত্মনঃ।

সংসারশরণ ব্যাগ্রো ন বেদাশ্রয়গতিং কচিৎ ॥ ১৮

অহো বলবতী মায়া ব্রহ্মাচ্চা যদবশে স্থিতাঃ।

গাবো যথা নসি প্রোতা গুণবদ্ধাঃ খগা ইব ॥ ১৯

তাং মায়াং গুণময়ীং যে তিতীর্ষস্তি মুনীবরাঃ\*।

\*শ্রবস্তীং বাসনানক্রাং ত এবার্থবিদো ভূবি ॥ ২০



শ্লোকার্থ । অনন্তর দেব, অম্বর, মনুষ্য এবং এই ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরে  
মুৎপন্ন ও বিনশ্বর অন্তান্ত যে সকল জীব-জন্তু বা পদার্থ বিद्यমান, তৎসমুদয়  
ইৎপন্ন হয় । ১৭

এই সকল জীব পরমাত্মার মায়া দ্বারা সর্বতোভাবে সমাচ্ছাদিত থাকে এবং  
ইক্ত কারণে সংসারে লিপ্ত ও সাংসারিক কার্যেই ব্যগ্র হইয়া থাকে । স্বীয়  
দ্ধারের উপায় তাহারা আদৌ চিন্তা করে না । ১৮

কি আশ্চর্য ! মায়া কি বলবতী ! মায়ার কি অদ্ভুত ক্ষমতা ! ব্রহ্মাদি  
দেবগণও এই মায়ার বশবর্তী থাকিয়া নালিকায় বিদ্ধ বলীবর্দ সদৃশ, রজ্জুবদ্ধ  
ক্ষীর স্রাব্য নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছেন । ১৯

যে মহাবিগণ ঈদৃশ বাসনারূপ নক্ত-চক্র-জননী মহাপ্রবাহবতী গুণময়ী মায়ারূপ  
হানদী পার হইতে অভিলাষ করেন, পৃথিবীমধ্যে তাঁহারাই সাংকজন্মা ও  
বপিপাস্থ । ২০

\* মুনীশ্বরঃ ইতি বা পাঠঃ ।

\* অবন্দীং ইতি বা পাঠঃ ।

শৌনক উবাচ ।

মার্কণ্ডেয়ো বশিষ্ঠশ্চ—বামদেবাদয়োহপরে ।

ঋত্বা গুরুবচো ভূয়ঃ কিমাহুঃ শ্রবণাদৃতাঃ ॥ ২১

রাজানোহনন্তবচনমিতি ঋত্বা সুধোপমম্ ।

কিংবা প্রাহুরহো সূতা ভবিষ্যমিহ বর্ণয় ॥ ২২

ইতি তদ্বচ আশ্রত্য সূতঃ মৎকৃত্য তং পুনঃ ।

কথয়ামাস কাংস্মেন শোকমোহবিঘাতকম্ ॥ ২৩

সূত উবাচ

তদ্রানস্তো ভূপগণৈঃ পৃষ্টঃ প্রাহ কৃতাদরঃ ।

তপসা মোহনিখনমিস্রিয়াণাঞ্চ নিগ্রহম্ ॥ ২৪

শ্লোকার্থ। শোনক বলিলেন, হে মার্কণ্ডেয়, বশিষ্ঠ বামদেব ও অশ্বমিগণ, এই আশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করিয়া কি कहিলেন ? ২১

অনন্তোপাখ্যান শ্রবণেচ্ছ রাজগণ অনন্তমুখে সুধাসম এই বাক্য শুনি বা কি বলিলেন ? ২২

হে সূত, এই সকল ভবিষ্য কথ্য বর্ণনা কর। সূত এই কথা শুনিয়া শোনা প্রশংসা করিয়া শোক-মোহ-নাশক সেই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞানের কথা পুনরায় বিস্তারূপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ২৩

সূত বলিলেন, অনন্তর রাজগণ সমাদর সহকারে অনন্তকে জিজ্ঞাস করিলেন, অনন্ত তাঁহাদের নিকটে তপস্তা দ্বারা মায়্যা পরিহার ও ইন্দ্রিগ্রহের সহপায় বলিলেন। ২৪

### অনন্ত উবাচ

অতোহহং বনমাসাদ্য তপঃ কৃৎস্না বিধানতঃ ।

নেল্লিয়াগাং ন মনসো নিগ্রহোহভূৎ কদাচন ॥ ২৫

বনে ব্রহ্ম ধ্যায়তো মে ভার্য্যাপুত্রধনাদিকম্ ।

বিষয়কান্তরা শশ্বৎ সংস্মারয়তি মে মনঃ ॥ ২৬

তেবাং স্মরণ মাত্রেন ত্বুৎখশোকভয়াদয়ঃ ।

প্রতুদন্তি মম প্রাণান্ ধারণা-ধ্যান নাশকাঃ ॥ ২৭

ততোহহং নিশ্চিতমতিরিল্লিয়াগাঞ্চ ঘাতনে ।

মনসো নিগ্রহস্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৮

শ্লোকার্থ। যুনি অনন্ত বলিলেন, পরে আমি স্তূড়ত অধ্যবসায় সহক তপস্তা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু কোন ক্রমেই ইন্দ্রিয় ও মন সংযত করি পারিলাম না। ২৫

যখন আমি অরণ্যে বসিয়া পরব্রহ্মের ধ্যান করি, তখন নিরন্তর পত্নী, ধন ও অন্তান্ত বিষয়সমূহ আমায় স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়। ২৬

আমার অন্তঃকরণে জী, পুত্র, ঐশ্বর্য প্রভৃতি উপনীত হইবা মাত্র দুঃখ, ক, ভয়াদি আবির্ভূত হয় এবং তাহাতে আমার অন্তরাত্মা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইতে থাকে। ইহাতে ধ্যান-ধারণায় বিপুল ব্যাঘাত জন্মে। ২৭

অনন্তর আমি ইন্দ্রিয় নষ্ট করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম। ভাবিলাম, ইন্দ্রিয় করিলেই মনকে নিশ্চয় বশীভূত করিতে পারিব। ২৮

অতো মামিन्द्रিয়াণাঞ্চ নিগ্রহব্যগ্রচেতসম্।

তদধিষ্ঠাতৃদেবাশ্চ দৃষ্ট্বা মামীয়ুরঞ্জসা ॥ ২৯

রূপিণো \*মমথোচুস্তে ভোহনন্ত ! ইতি তে দশ।

দিগ্ বাতর্ক-প্রচেতোহশ্বি বহ্নৌন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ ॥ ৩০

ইন্দ্রিয়াণাং বয়ং দেবাস্তব দেহে প্রতিষ্ঠিতাঃ।

নখাগ্রকাণ্ডসংভিন্নান্ নাস্মান্ কর্তুমিহাইসি ॥ ৩১

ন শ্রেয়ো হি তবানন্ত ! মনোনিগ্রহ কৰ্ম্মণি।

ছেদনে ভেদনেহস্মাকং ভিন্নমস্মা মরিশ্যসি ॥ ৩২

শ্লোকার্থ। এইরূপ সংকল্প করিয়া যখন আমি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম, তখন ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাগণ সহসা উপস্থিত হইয়া আমার প্রতি পাত করিলেন। ২৯

সেই দশ ইন্দ্রিয়ের দশ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা স্ব স্ব মূর্তি ধারণপূর্বক আসিয়া-লেন। তাঁহারা আমাকে বলিলেন, ওহে অনন্ত, আমরা দিক্, বাত, অর্ক, চৈত, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও মিত্র। ৩০

আমরা দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা। তোমার শরীরে আমরা প্রতিষ্ঠিত হি। আমাদিগকে নখাগ্র দ্বারা ছিন্ন ও নষ্ট করা তোমার উচিত নয়। ৩১

বিশেষতঃ তদ্বারা তোমার যে কোন মঙ্গল হইবে ও তাহাতে যে তুমি মন যত করিতে পারিবে, তাহাও নহে। অধিকন্তু ইন্দ্রিয়সমূহ ছিন্ন হইলে তুমিই -ব্যথা পাইয়া মরিয়া যাইবে। ৩২

\* মামথোচুস্তে—ইতি বা পাঠঃ।

অন্ধানাং বধিরাণাঞ্চ বিকলেন্দ্রিয়জীবিনাম্ ।  
 বনেহপি বিষয় ব্যগ্রং মানসং লক্ষ্যামহে ॥ ৩৩  
 জীবন্তাপি গৃহস্থস্ত দেহো গেহং মনোহমুগঃ ।  
 বুদ্ধির্ভার্যা তদমুগা বয়মিত্যবধারয় ॥ ৩৪  
 কৰ্ম্মায়ত্তস্ত জীবন্ত মনো বন্ধবিমুক্তিকৃৎ ।  
 সংসারয়তি লুদ্ধস্ত ব্রহ্মণো যন্ত মায়য়া ॥ ৩৫  
 তস্মান্মনোনিগ্রহার্থং বিষ্ণু ভক্তিং সমাচর\* ।  
 সুখমোক্ষ প্রদা নিত্যং দাহিকা সর্বকৰ্ম্মণাম্ ॥ ৩৬

**শ্লোকার্থ।** আমরা দেখিতেছি, যখন অন্ধ, বধির ও বিকলেন্দ্রিয় জীবগণ  
 বিজন বনে বাস করে, তখনও তাহাদের মন বিষয়ভোগ লালসায় লোলুপ  
 হইয়া থাকে । ৩৩

এই শরীর গৃহস্থরূপ, আত্মা গৃহস্থস্থরূপ, বুদ্ধি গৃহিণীস্থরূপিণী ও মন  
 পরিচারকস্থরূপ । আমরাও সুবুদ্ধি ভাষীর অহুগত জানিবে । ৩৪

জীবগণ স্ব স্ব কর্মের অধীন, মনই মুক্তি লাভ ও সংসার-বন্ধনের কারণ ।  
 জগদীশ্বরের মায়া অহুসারে মনই লুদ্ধ ব্যক্তিকে সংসারচক্রে ভ্রামিত করে ।  
 অতএব তুমি মনকে বশে আনার জন্য ভগবান বিষ্ণুর আরাধনা কর । সুবিমলা  
 বিষ্ণুভক্তি নিরন্তর সর্ব কর্ম ক্ষয় করে এবং বিষ্ণুভক্তি হইতেই সুখ বা মোক্ষ  
 লাভ করা যায় । ৩৫-৩৬

\* সমাচরা ইতি বা পাঠঃ ।

**টিপ্পনী।** ৯৮ । পাপ-পুণ্য কর্ম সম্পাদন করিলে উহার শুভাশুভ ভোগার্থ  
 সংসারে জন্মগ্রহণ করিতে হয় । পাপ-পুণ্য রূপ কর্মক্ষয় না হইলে মোক্ষজ্ঞান লাভ  
 হয় না । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, ‘জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মশ্রাণ্ড  
 কুরুতেহর্জুন ।’ ইহার অর্থ হে অর্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি সর্বকর্ম ভস্মীভূত করে ।  
 সর্বকর্ম ব্রহ্মজ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয় । ব্রহ্মজ্ঞান উদিত হইলে পূর্ব পূর্ব জন্মে সঞ্চিত

পাপও পুণ্য ধ্বংস হয়। আর কোন কর্ম দ্বারা জ্ঞানী পাপে বা পুণ্যে লিপ্ত হন না। উক্ত কারণে সংসার বন্ধনের মূল পাপ-পুণ্য না থাকায় পুনর্জন্ম হয় না।

ধৈতাদৈত প্রদানন্দ\* সন্দোহা হরিভক্তিকা।

হরিভক্ত্যা জীবকোষ বিনাশোহন্তে\* মহামতে ॥ ৩৭

পরং প্রাপ্যসি নির্বাণং কঙ্কেরালোকনাং ত্বয়া।

ইত্যহং বোধতন্তেন\* ভক্ত্যা সংপূজ্য কেশবম্ ॥ ৩৮

কঙ্কিং দিদৃক্ষুরায়াতঃ কৃষ্ণং কলিকুলাস্তকম্। ৩৯

দৃষ্টং রূপমরূপস্য স্পৃষ্টন্তং পদপল্লবঃ।

অপদস্য ত্রুতং বাক্যম্ অবাচ্যস্য পরাশ্রয়ঃ ॥ ৪০

ইত্যনন্তঃ প্রমুদিতঃ পদ্মানাথং নিজেস্বরম্।

কঙ্কিং কমলপত্রাক্ষং নমস্কৃত্য যযৌ মুনিঃ ॥ ৪১/

শ্লোকার্থ। হরিভক্তি পরিপক্ব হইলে দৈত ও অদৈত তত্ত্ব জ্ঞান জন্মে। সুতরাং হরিভক্তিই আনন্দসন্দোহদায়িনী। হে মহামতে, হরিভক্তি দ্বারাই লিঙ্গশরীর<sup>২২</sup> ( সূক্ষ্মদেহ ) ধ্বংস হইবে। ৩৭

এক্ষণে তুমি ভগবান কঙ্কিদেবকে দর্শন কর, তৎ রূপায় ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করিবে। পরমহংস আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে আমি ভক্তি ভরে কেশবের পূজা করিয়া কলিকুলনাশক ভগবান কঙ্কির সন্দর্শনার্থ এইস্থানে আসিয়াছি। এক্ষণে রূপহীন ঈশ্বরের রূপ দর্শন করিলাম।

পদহীন ব্রহ্মের পাদপল্লব স্পর্শে কৃতার্থ হইলাম। যিনি বাক্যের অগোচর, সেই জগৎপতির বাক্যও শুনিলাম। ৩৮-৪০

অনন্তমুনি এই কথা বলিয়া প্রহৃষ্টহৃদয়ে স্বীয় ঈশ্বর পদপলাশলোচন পদ্মনাথ কঙ্কিকে প্রণামপূর্বক চলিয়া গেলেন। ৪১

\* ধৈতাদৈত প্রদানন্দ\* সন্দোহা হরি ভক্তিকা ইতি বা পাঠঃ।

\* বিনাশান্তে ইতি বা পাঠঃ। \* ১ বোধিত স্তেন ইতি বা পাঠঃ।

টিঙ্কলী। ২২। কোন শাস্ত্রে আছে—

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদৈন্দ্রিয় সমন্বিতম্।

অপক্ষীকৃত ভূতোখং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্ ॥

লব্ধদেহ প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ বায়ু এবং মন, বুদ্ধি, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এই সপ্তদশ অঙ্গ সমন্বিত। স্থূল দেহমধ্যে অপক্ষীকৃত বা অমিশ্রিত ভোগসাধন সূক্ষ্মদেহ অবস্থিত। এই সূক্ষ্মশরীরকে পুরুষ বলে। মৃত্যুকালে স্থূলদেহ বিনিষ্ট হইলেও সূক্ষ্মদেহ অবশিষ্ট থাকে। এই সূক্ষ্মদেহই পরলোকে গমন বা নবদেহে প্রবেশপূর্বক সঞ্চিত পাপ-পুণ্যের কর্মফল ভোগ করে।

মোক্ষকালে এই সূক্ষ্মশরীরও লয় প্রাপ্ত হয়। উক্ত কারণে পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকেনা।

রাজানো মুনিবাক্যেন নির্ব্বাণপদবীং গতাঃ।

কঙ্কিমভার্ঘ্য পদ্মাঞ্চ নমস্কৃত্য মুনিব্রতাঃ ॥ ৪২

শুক-উবাচ।

অনন্তশ্চ কথামেতামজ্ঞানধ্বাস্তনাশিনীম্।

মায়ানিয়ন্ত্রীং প্রপঠন্ শৃণ্বন্ বন্ধাদ্বিমুচ্যতে ॥ ৪৩

সংসারাক্রি-বিলাসলালসমতিঃ ত্রীবিষ্ণুসেবাদরো

ভক্ত্যাখ্যানমিদং স্বভেদ-রহিতং নিশ্চয় ধর্ম্মাশ্রয়।

জ্ঞানোন্মাস-নিশাত-খড়্গমুদিতঃ সন্তুক্তি দুর্গাশ্রয়ঃ

বড়্ বর্গং জয়তাদশেবজগতামাশ্রিতং বৈষ্ণবঃ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীকঙ্কিপুর্বাংগেঅন্তভাগবন্তে ভাবয়ে দ্বিতীয়াংশে

অনন্ত মায়ানিরসং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। রাজগণ এইরূপ মুনিবাক্য শুনিয়া মুনিগণের ত্রায় ব্রত-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং কঙ্কি ও পদ্মার পূজা করিয়া মুক্তিপথের পথিক হইলেন। ৪২

শুক বলিল, অনন্তের এই উপদেশ পাঠ বা শ্রবণ করিলে সংসারের মায়া দূরীভূত হয়, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার অপগত হয় ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। ৪৩

যে ধর্মাত্মা বৈষ্ণব বিষ্ণুসেবা পরায়ণ হইয়াও সংসার সাগরে বিলাস করিতে বাসনা করেন, তিনি এই আখ্যান শ্রবণে জগতের অভেদ-জ্ঞান রূপ উন্মুক্ত নিশিত খড়্গ ধারণ করিয়া উত্থানপূর্বক ভক্তিরূপ দুর্গের আশ্রয় গ্রহণান্তে শরীরস্থিত কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য এই ছয় রিপুকে পরাজয় করেন। ৪৪

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্যদ্বক্তৃত্বভাগবতে দ্বিতীয়াংশে

অনন্তমূনির মায়ানিরসন নামক

পঞ্চম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

বিগত ১২ই জাহ্নদারী ১৯৭৩ শুক্রবার সকালে আমি ও মহাশয়ের দুই বর্টা কঙ্কিপুরাণের প্রফ দেখিয়া ক্লান্ত হইলাম। ইহাতে আমার রক্তচাপ বাড়িল ও মাথা ভারী হইল। সেজন্য অল্পক্ষণ ভ্রমনান্তে আমি পুরাণ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আরাম চেয়ারে দক্ষিণ মুখে বসিয়া বিশ্রাম করিলাম এবং ১০টায় তন্দ্রিতনয়নে দিব্যচক্ষুতে দেখিলাম, কঙ্কিপুরাণের প্রকৃত রচয়িতা বাৎসায়ন আমার সম্মুখে আসিয়া পদ্মাসনে বসিলেন এবং পার্শ্বস্থ কঙ্কিদেব ও মদীয় বক্ষঃস্থিত পদ্মাদেবীর উদ্দেশ্যে দিব্যদ্বীপ জালিলেন। উক্ত দ্বীপশিখা আমি স্পষ্টভাবে দেখিলাম এবং গৌরবর্ণ ধ্বকায় বাৎসায়নের পূর্ণ মূর্তি দর্শনে কৃতার্থ হইলাম। অল্পক্ষণ পরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বাৎসায়ণ অন্তহিত হইলেন। ইহাতে নিঃসন্দেহে বুঝিলাম, বাৎসায়ণ কঙ্কিপুরাণের ষথার্থ রচয়িতা, ব্যাসদেব নহেন। সিদ্ধযোগী ভক্তকবি বাৎসায়ণ ব্যাসদেবের পরবর্তীকালে দ্বাপর যুগের শেষে অবতীর্ণ হন। তিনি কামশাস্ত্রের রচয়িতা ও ত্রায় দর্শনের ভাষ্যকার। কঙ্কিপুরাণের পুরাতন অনুবাদক পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিচারস্বরের মতেও বেদব্যাসের পরবর্তীকালে তদীয় কোন শ্রিষ্য কর্তৃক এই উপপুরাণ বিরচিত এবং যুগশুক্র ব্যাসদেবের নামে প্রচারিত। কঙ্কিপুরাণে বাৎসায়ণের নাম উল্লিখিত।

## দ্বিতীয় অংশ

### ষষ্ঠ অধ্যায়

সূত উবাচ ।

গতে নৃপগণে কঙ্কিঃ পদ্ময়া সহ সিংহলাং ।

শম্ভলগ্রামগমনে মতিং চক্রে স্বসেনয়া ॥১

ততঃ কঙ্কেরতিপ্রায়ং বিদিহা বাসবস্তরনৃ ।

বিশ্বকর্মাণমাহুয় বচনঞ্চৈদমব্রবীং ॥ ২

ইন্দ্র উবাচ ।

বিশ্বকর্মনৃ ! শম্ভলে ত্বং গৃহোচ্ছানাত্তি-ঘটতিমৃ ।

প্রাসাদহর্ম্যা-সংবাধং রচয় স্বর্ণসঞ্চয়ৈঃ ॥৩

রত্নক্ষটিক-বৈভূর্ত্যনানামগ্নি-বিনিশ্চিতৈঃ ।

তত্রৈব শিল্পনৈপুণ্যং তব যচ্চাস্তি তং কুরু ॥৪

সূত বলিলেন, অনন্তর ভূপালগণ বিদায় লইলে পদ্মায় সহিত কঙ্কি সিংহলদ্বীপ হইতে শম্ভলগ্রামে আসিতে অভিলাষী হইলেন । ১

তখন দেবরাজ ইন্দ্র কঙ্কির অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া অবিলম্বে বিশ্বকর্মা<sup>১০০</sup>কে আহ্বান করিয়া কহিলেন । ২

ইন্দ্রদেব কহিলেন, হে বিশ্বকর্মনৃ, তুমি শম্ভলগ্রামে যাইয়া কেবল স্তূর্ণ দ্বারা প্রাসাদ, হর্ম্য, অট্টালিকা, গৃহ, উচ্চান প্রভৃতি নির্মাণ কর ।

রত্ন ক্ষটিক, বৈদূর্ঘ্য<sup>১০১</sup> প্রভৃতি নানা মণি দ্বারা শিল্পবিজ্ঞানে তোমার যতদূর নৈপুণ্য আছে, তাহা প্রকাশ করিও । ৪

টিপ্পনী । ১০০ । ঋগ্বেদ সংহিতায় বিশ্বকর্মার নাম ঘটা । তাঁহার কন্টার নাম সরহ্য বা সংজা । সূর্যের সহিত সংজার বিবাহ হয় এবং তাঁদের পুত্ররূপে অশ্বিনীকুমার যুগল জন্মগ্রহণ করেন । পুরাণ মতে বিশ্বকর্মা সুরশিল্পী । তাঁহার পিতা প্রভাস বায়ু ও মাতা যোগসিদ্ধা এবং পুত্রের নাম ব্রহ্ম ।



১০১। মণিবিশেষ। কেহ কেহ মন্তব্য করেন, বিদূরদেবীয় পর্বতে উৎপন্ন হওয়ায় এই মণির নাম বৈদূর্ঘ্য হয়েছে। এই মণির ব্যবহার পুরাকাল হইতে অতীবধি চলিতেছে। মহাভারত ও রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থেও বৈদূর্ঘ্য মণির নাম উল্লিখিত। ব্যবহার্য প্রিয় বস্তু বলিয়া উহার অনেক সংস্কৃত নাম পাওয়া যায়। জৈনাচার্য হেমচন্দ্রের কোষগ্রন্থে এই মণির দুই নাম বৈদূর্ঘ্য ও বালবায়জম্। আর রাজনিঘণ্ট প্রভৃতি পুস্তকে ইহা কেতুরঙ্গ, কৈতব, প্রাবৃষ্ণ, অত্ররোহ, খরাঙ্গাংকুর বিদূরঙ্গ ও বিদূরঙ্গ ইত্যাদি নামে অভিহিত। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য রূত শুক্রনীতি গ্রন্থে (৪ অধ্যায়, ২ প্রকরণ, ৪৬ শ্লোকে) আছে, ঔষ্ক্যভাষ্যচলন্ত বৈদূর্ঘ্যঃ কেতু প্রীতিকৃৎ। এই উদ্ধৃত শ্লোকাক্ষে বৈদূর্ঘ্য মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত মণি। ‘রাজনিঘণ্ট’ গ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোকে বৈদূর্ঘ্যমণির কাস্তি বর্ণিত।

একং বেণুপলাশকোমলরুচামায়ূর কণ্ঠধিষা

মাজ্জারেক্ষণপিংগলচ্ছবিভূষা জ্যেয়ং ত্রিধা চ্ছায়য়া।

যদ্ব্যত্রং গুরুতাং দধাতি নিতরাং স্নিগ্ধং তু দোষোজ্জিতং

বৈদূর্ঘ্যং বিশদং বদন্তি সুধিয়ঃ স্বচ্ছং তু তচ্ছোভনম্ ॥

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে আছে, বৈদূর্ঘ্য দূরজং রঙ্গং শ্রাক্তেতুগ্রহবল্লভম্। বৈদূর্ঘ্য দূরদেশে উৎপন্ন হয়। প্রাচীনকালে গৃহশান্তির জন্তু নানাবিধ রত্ন ব্যবহৃত হইত। তৎকালে কেতুগ্রহশান্তির নিমিত্ত বৈদূর্ঘ্য মণি ধারণ প্রচলিত ছিল। এই হেতু বৈদূর্ঘ্যমণির কেতুপ্রিয় নামে বিশেষিত।

শ্রুত্বা হরৈর্বচো বিশ্বকর্মা শর্ম্ম নিজং স্মরন্।

শস্তুলে কমলেশস্ত্র স্বস্ত্যাদি-প্রমুখান্ গৃহান্ ॥৫

হংস-সিংহ সুপর্ণাদি-মুখাংশচক্রে স বিশ্বকৃৎ।

উপযু্যপরি তাপন্ন-বাতায়ন-মনোহরান্ ॥৬

নানাবনলতোতানসরোবাণী-সুশোভিতঃ।

শস্তুলস্থাববং কর্কেষথেন্দ্রশ্রামরাবতী ॥৭

কঙ্কিস্ত সিংহলাদ্ দ্বীপাদবহিঃ সেনাগণৈবৃতঃ ।

তাত্কা কারুমতীং কূলে পাথোধের করোংস্থিতম্ ॥৮

**শ্লোকার্থ** । তখন বিশ্বকর্মা দেবরাজের কথ্য শুনিয়া স্বকীয় মঙ্গল কামনায় শম্ভল\* গ্রামে লক্ষ্মীপতির নিমিত্ত স্বল্পি প্রভৃতি নানাপ্রকার গৃহ নির্মাণ করিলেন । ৫

কোন গৃহ হংসমুখ, কোন গৃহ সিংহমুখ, কোন গৃহ গরুড়মুখ ইত্যাদি নানা গৃহ নির্মিত হইল । গৃহগুলি দ্বিতল, ত্রিতল প্রভৃতি উপর্যুপরি নির্মিত হইতে লাগিল এবং ঐশ্বর্যনিবারণের জন্য অসংখ্য বাতায়ন প্রস্তুত হইল । ৬

নানাপ্রকার বন, লতা, উদ্যান, সরোবর, দীর্ঘিকা প্রভৃতি দ্বারা কঙ্কির শম্ভল গ্রাম ইঞ্জের অমরাবতী সদৃশ অপূর্ব শোভা ধারণ করিল । ৭

এদিকে সিংহলদ্বীপে কঙ্কি সৈন্তসমূহে পরিবৃত হইয়া কারুমতী নগর হইতে নির্গত হইলেন । পরে তিনি সমুদ্র-কূলে সেনা সন্নিবেশ করিয়া সেই দিন অতিবাহিত করিলেন । ৮

|| \* অধুনা উত্তর প্রদেশে মোরাদাবাদ জেলায় প্রাচীন শম্ভলগ্রাম অবস্থিত ।  
তথায় কঙ্কি বিষ্ণু মন্দিরে কঙ্কিদেবের আ ফুট উচ্চ কাল কষ্টিপাথরের চতুর্ভূজ মূর্তি এবং উহা অপেক্ষা এক ইঞ্চি ছোট পদ্মাদেবীর শ্বেতপাথরের দ্বিভূজ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত । উক্ত মন্দিরের দেওয়ালে দশ অবতারের সুন্দর আলেখ্য অংকিত । এই মন্দিরে পুরাকাল হইতে কঙ্কিপূজা প্রচলিত । কঙ্কি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া উহার নাম কঙ্কি বিষ্ণু মন্দির । শম্ভল মাহাত্ম্য নামক প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকে ঐ কঙ্কি তীর্থের বিশদ বর্ণনা প্রদত্ত । শম্ভল গ্রামে বর্ধাঞ্চলভূতে কঙ্কিজয়ন্তী অহষ্ঠিত হয় । তথায় ৬৮ তীর্থ এবং ১৯ কূপ বিद्यমান । অধিকাংশ তীর্থ কূপাকারে দৃষ্ট হয় । শম্ভল কঙ্কি মণ্ডলের উত্তোগে দিল্লী, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে কঙ্কিজয়ন্তী অহষ্ঠিত হয় । পূর্বোক্ত মন্দিরের পুরোহিত এই দৈববাণী পেয়েছিলেন, ‘জয় কঙ্কি জয় ভগবতে, পদ্মাপতি জয় রম্যপতে’—এই কঙ্কি কীর্তন প্রচার করো । তদানুসারে উক্ত কীর্তন শম্ভল প্রমুখ নানাস্থানে গীত হয় । শম্ভল মাহাত্ম্য পুস্তকে

আছে, “মহাশ্মাং শস্তল শ্বেদং কলৌ গুপ্ত ভবিষ্যতি।” ইহার অর্থ, কলিযুগে শস্তল তীর্থের মহিমা গুপ্ত থাকিবে। শস্তল মহাশ্মা পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধ্বে ইন্দোরের মহারাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক শস্তলে কঙ্কি বিষ্ণু মন্দির নির্মিত ও তন্মধ্যে কঙ্কি ও পদ্মার মূর্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দিল্লী কঙ্কিমণ্ডল কর্তৃক কঙ্কিজয়ন্তী অস্থাপনকালে ২৥ ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত কঙ্কিমূর্তি লইয়া শোভাযাত্রা করা হয়। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে শস্তল উল্লিখিত এবং নরসিংহপুরাণে মহাগ্রাম নামে উহা বিশেষিত।

বৃহদ্রথস্ত্ব কৌমুদ্যা সহিতঃ স্নেহকাতরঃ ।

পদ্ময়া সহিতায়াম্শৈ পদ্মনাথায় বিষ্ণবে ॥৯

দদৌ গজানামযুতং লক্ষং মুখ্যঞ্চ বাজিনাম্ ।

রথানাঞ্চ দ্বিসহস্রং দাসীনাং দ্বৈ শতে মুদা ॥১০

দত্ত্বা বাসাংসি রত্নানি ভক্তিস্নেহাশ্রলোচনঃ ।

তয়োর্মুখালোকনেন নাশকং কিয়দীরিতুম্ ॥১১/

মহাবিষ্ণু দম্পতী ভৌ প্রস্থাপ্য পুনরাগতো ।

পূজিতৌ কঙ্কিপদ্মাভ্যাং নিজ্জকারুমতীংপুরীম ॥১২

**প্রোকার্থ।** রাজা বৃহদ্রথ কন্যাস্নেহে কাতর হইয়া কৌমুদী নাম্নী মহিষীর সহিত সমুদ্রকূল পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। তিনি সমুদ্রে চিত্তে পদ্মাকে ও পদ্মানাথ বিষ্ণুকে দশসহস্র গজ, লক্ষ উত্তম অশ্ব, দুই সহস্র রথ ও দুই শত দাসী দান করিলেন। ৯-১০

তিনি বিবিধ বস্ত্র ও নানাপ্রকার রত্ন দান করিয়া ভক্তিপূত ও স্নেহপূর্ণ নয়নে জামাতা ও কন্যার বদনকমলের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কোন কথাই বলিতে পারিলেন না ॥১১

পরে কন্যা ও জামাতারূপ মহাবিষ্ণু দম্পতীকে বিদায় দিয়া তিনি তাহাদের দ্বারা পূজিত হইয়া স্বীয় নগরী কারুমতীতে প্রত্যাগত হইলেন ॥১২

কঙ্কিস্ত জলধেরন্তো বিগাহ পৃথনাগণৈঃ ।  
 পারং জিগমিযুং দৃষ্ট্বা জম্বুকং স্তম্ভিতোহভবৎ ॥১৩  
 জলস্তম্ভমথালোক্য কঙ্কিঃ সবলবাহনঃ ।  
 প্রযযৌ পয়সাং রাশেরুপরি শ্রীনিকেতনঃ ॥১৪  
 গম্বা পারং শুকং প্রাহ যাহি মে শম্ভুলালয়ম্ ॥১৫  
 বিশ্বকৰ্ম্মকৃতং যত্র দেবরাজাজ্জয়া বহু ।  
 সদ্যসংবোধমমলং মৎপ্রিয়ার্থং সুশোভনম্ ॥১৬  
 তত্রাপি পিত্রোজ্ঞাতীনাং স্বস্তি ক্রয়া যথোচিতম্ ।  
 যদত্রাজ ! বিবাহাদি সৰ্ব্বং বক্তুং ত্বমৰ্হসি ॥১৭

শ্লোকার্থ । অনন্তর কঙ্কিদেব সৈন্তসমূহের সহিত সাগরসলিলে অবগাহন করিয়া দেখিলেন, একটি শৃগাল জলের উপর দিয়া পর-পারে যাইতেছে । তখন তিনি দণ্ডায়মান হইলেন ॥১৩

তৎপরে জলস্তম্ভ হইয়াছে দেখিয়া সেই লক্ষ্মীপতি কঙ্কিদেব সৈন্ত ও বাহনগণ সহিত সাগরের উপর দিয়া চলিলেন ॥১৪

তিনি সমুদ্র পার হইয়া শম্ভুলগ্রামে নিজ আলয়ে যাইবার জন্ত শুককে বলিলেন ॥১৫

সেখানে দেবরাজ ইন্দের আজ্ঞাঅসারে বিশ্বকৰ্ম্ম আমার প্রিয়-কার্য-সাধনের নিমিত্ত বহুসংখ্যক সুশোভন সুনির্মল প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়াছেন ॥১৬

তুমি সেখানে অগ্রে যাইয়া আমার পিতা, মাতা ও জ্ঞাতিগণের নিকট বধারীতি আমার কুশল সংবাদ প্রদান কর । পরে আমার বিবাহাদি সমুদায় বৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে বলিবে ॥১৭

পশ্চাদ্যামি বৃত্তান্তৈতৈরহমাদৌ\* যাহি শম্ভুলম্ ॥ ১৮

কঙ্কের্বচনমাকর্ণ্য কীরৌ ধীরস্ততো যযৌ ।

আকাশগামী সৰ্ব্বজ্ঞঃ শম্ভুলং সুরপুঞ্জিতম্ ॥ ১৯

সপ্তযোজনবিস্তীর্ণং চাতুর্বর্ণ্যজনাकुलम् ।

সূর্য্যরশ্মিপ্রতীকাশং প্রাসাদশতশোভিতম্ ॥২০

সর্ব্বর্ভু সুখদং রম্যং শম্ভলং বিহ্বলোহবিশং ॥২১

গৃহাদ্ গৃহাস্তরং দৃষ্টা প্রাসাদপি\*১ চাম্বরম্ ।

বনাদ্ বনাস্তরং তত্র বৃক্ষাদ্ বৃক্ষাস্তরং ব্রজন্ ॥২২

ল্লোকার্থ। পশ্চাৎ আমি সেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া যাইতেছি। তুমি অগ্রে শম্ভলগ্রামে যাও। সুখীর সর্ব্বজ্ঞ পক্ষী কঙ্কির বাক্য শুনিয়া আকাশপথে উড়্‌ডীন হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই সুরপূজিত শম্ভলগ্রামে উপনীত হইল। ১৮-১৯

এই শম্ভলগ্রাম সপ্ত-যোজন বিস্তীর্ণ। এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি বর্ণের লোক বাস করে। সূর্য্যরশ্মিসদৃশ ধবল ও তেজঃসম্পন্ন শত শত সৌধ চতুর্দিকে শোভা বিস্তার করিতেছে। এই নগর একরূপভাবে নিমিত ও সম্মিবেশিত হইয়াছে যে, কোন ঋতুতেই কষ্টানুভব হয় না। ২০-২১

শুকপক্ষী এই নগরের স্বগায় শোভা দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া প্রবেশ করিতে লাগিল। সে এক গৃহ হইতে অন্ন গৃহে, এক প্রাসাদ হইতে অন্ন প্রাসাদে, কখনও বা প্রাসাদের অগ্রভাগ হইতে আকাশে, কখনও বা আকাশ হইতে উড়ানে, উড়ান হইতে বৃক্ষে এবং এক বৃক্ষ হইতে অন্ন বৃক্ষে যাইতে লাগিল। ২২

\* বৃতন্তৈস্তৈশ্বমাদৌ—ইতি বা পাঠঃ। বৃতন্তৈস্তৈশ্বমাদৌ—ইতি বা পাঠঃ।

\*১ প্রাসাদাদপি—ইতি বা পাঠঃ।

শুকঃ স বিষ্ণুযশসঃ সদনং মুদিতোহব্রজং ।

তং গৃহা কুচিরাল্যপৈঃ কথয়িত্বা প্রিয়াঃ কথ্যঃ ॥২৩

কঙ্কেরাগমনং গ্রাহ সিংহলাং পদ্ময়া সহ ॥২৪

ততস্ত্বরন্ বিষ্ণুযশাঃ সমানার্য্য প্রজাজনান্ ।

বিশাখমূপভূপালং কথয়ামাস হবিতঃ ॥২৫

স রাজা কারয়ামাস পূর-গ্রামাদিমণ্ডিতম্ ।

স্বর্ণকুন্তৈঃ সদন্তোভিঃ পুরিতৈশ্চন্দনোক্ষিতৈঃ ॥২৬

কালান্তরুশ্লগন্ধাটোদীপলাজ্জাহ্নুরাক্ষতৈঃ ।

কুশুম্ভৈঃ স্নুকুমারৈশ্চ রন্তা-পূগফলাঘ্নিতৈঃ ॥

শুশুভে শম্ভলগ্রামো বিবুধানাং মনোহরঃ ॥ ২৭

লোকার্থ। শুক এইরূপে প্রমুদিতমানসে বিষ্ণুশার গৃহে উপস্থিত হইল। পরে বিষ্ণুশার নিকট গমনপূর্বক স্মৃষ্টি আলাপে নানাবিধ শ্রিয় বাক্য বলিয়া সিংহল দ্বীপ হইতে পদ্মার সহিত কঙ্কির আগমনবার্তা ব্যক্ত করিল। ২৬-২৮

অনন্তর বিষ্ণুশা অরাগ্নিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে রাজা বিশাখযুগ এবং গণ্যমাত্র ও প্রধান প্রধান প্রজাগণের নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ২৯

রাজা বিশাখযুগ সস্ত্রীক কঙ্কির আগমনবার্তা শুনিয়া চন্দনচাচত সলিলপূর্ণ স্তবর্ণকুন্ত দ্বারা গ্রাম ও নগর সজ্জিত করিলেন। ২৬

দেবগণের মনোহর শম্ভলগ্রাম অগুরু প্রভৃতি স্নগন্ধ দ্রব্যে, আলোকমালায়, স্নগন্ধ সুদৃশ্য কুশুম্ভ মালায়, রন্তা-পূগ প্রভৃতি ফলে এবং থৈ, আতপ চাউল নব-পল্লব প্রভৃতি দ্বারা দিব্য শ্রী ধারণ করিল। ২৭

তং কঙ্কিঃ প্রাবিশস্তৌম সেনাগনবিলক্ষণঃ ।

কামিনীনয়নান্দমন্দিরান্নঃ কৃপানিধি ॥২৮

পদ্ময়া সহিতঃ পিত্রোঃ পদয়োঃ প্রণতোহপতৎ ।

স্মৃতিমুদিতা পুত্রং স্নুষাং শত্রুং শচীমিব ।

দদৃশে হুমরাবত্যাং পূর্ণকামাদিতিঃ সতী ॥ ২৯

শম্ভলগ্রামনগরী পতাকাধ্বজ-শালিনী ।

অবরোধসুজ্জ্বলা প্রাসাদবিপুলস্তনৌ ।

ময়ুরচুচুকা হংস-সংঘহারমনোহরা ॥ ৩০

পট্টবাসোদগতধূমবসনা কোকিলস্বনা ।

সহাসগোপুরমুখী বামনেত্রা যথাক্রমা ।

কঙ্কিং পতিং গুণবতী প্রাপ্য রেজে তমীশ্বরম্ ॥৩১

**শ্লোকার্থ।** কামিনী নয়নের-আনন্দ মন্দির-স্বরূপ পরম সুন্দর কুপানিধি কঙ্কিদেব সুসজ্জিত সেনাগণে পরিবৃত্ত হইয়া সেই নগরে প্রবেশ করিলেন ।২৮

পদ্মার সহিত তিনি একত্রে পিতামাতার চরণে প্রণাম করিলেন। যেমন দেবলোকে মাতা অদिति ইন্দ্র ও শচীকে দেখিয়া পূর্ণকামা ও আনন্দিতা হইয়াছিলেন, জননী স্মৃতি সেইরূপ পুত্র কঙ্কিকে এবং পুত্রবধূ পদ্মাকে দেখিয়া অনান্দিতা ও পূর্ণ-মনোরথা হইলেন ।২৯

পতাকাধ্বজমালিনী শম্ভল নগরীরূপ রমণীও ঈশ্বর কঙ্কিকে পত্নীরূপে পাইয়া মূলকিতা হইল। অন্তঃপুর তাঁহার জঘনস্বরূপ, প্রাসাদ পীনতন-স্বরূপ, ময়ূর চুকস্বরূপ, হংসমালা মনোহর মুক্তাহারস্বরূপ, বিবিধ গন্ধদ্রব্যের ধূপ পটল বসন স্বরূপ, কোকিলস্বর বাক্যস্বরূপ এবং গোপুর তাহার সহস্র বদনস্বরূপ। স্তত্রাং সেই শম্ভলনগরী সুনয়না গুণবতী অঙ্গনা সদৃশ সুদৃশ দেখাইল। ৩০-৩১

স রেমে পদয়া তত্র বর্ষপূগানজাশ্রয়ঃ ।

শম্ভলে বিহ্বলাচারঃ\* কঙ্কিঃ কঙ্কবিনাশনঃ ॥৩২

কবেঃ পত্নী কামকলা শ্রুযুবে পরমেষ্ঠিনৌ ।

বৃহৎকৌত্তিবৃহদ্বাহু মহাবল পরাক্রমৌ ॥৩৩

প্রাঞ্জস্য সন্নতির্ভার্যা তস্তাঃ\*১ পুত্রৌ বভূবতুঃ ।

যজ্ঞবিজ্ঞৌ সর্বলোকপূজিতৌ বিজ্ঞিতেপ্রিয়ৌ ॥৩৪

সুমন্ত্রকস্ত মালিষ্ঠাং জনয়ামাস শাসনম্ ।

বেগবস্তৃক সাধুনাং দ্বাবেতাব্যপকারকৌ ॥৩৫

**শ্লোকার্থ।** জন্মরহিত সর্বাশ্রয় পাপহারী কঙ্কিদেব আত্ম-কার্য বিন্যত হইয়া সেই শম্ভল নগরে পদ্মার সহিত আমোদ-প্রমোদে বহুবর্ষ অতিবাহিত করিলেন । ৩২ ( কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্রক তিনজন কঙ্কিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । )

কিছুকাল পরে কবির কামকলা নামী পত্নীর গর্ভে বৃহৎকীর্তি ও বৃহদ্বাহু নামে মহাবল বিক্রমশালী পরম ধার্মিক দুই পুত্র জন্মিল ।৩৩

প্রাজ্ঞের পত্নী সন্নাতও দুই পুত্র প্রসব করিলেন। এই পুত্রদ্বয়ের নাম যজ্ঞ<sup>১</sup> বিজ্ঞ। ইহারা জিতেদ্রিয় ও লোকপূজ্য। ৩৪

স্বমন্ত্রকের পত্নী মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগবান্ নামে দুই পুত্র জন্মিল। এই পুত্রদ্বয় সাধুগণের হিতকারী। ৩৫

\* বিহ্বলাকারঃ—ইতি বা পাঠঃ।

\* তস্তাঃ—ইতি বা পাঠঃ।

ততঃ\* কঙ্কিষ্ণ পদ্মায়াং জয়ো বিজয় এব চ।

দ্বৌ পুত্রৌ জনয়ামাস লোকখ্যাতৌ মহাবলৌ ॥৩৬

এতৈঃ পরিবৃত্তোহমাত্যৈঃ সর্বসম্পৎসমস্থিতৌ।

বাক্সিমেষবিধানার্থমুত্ততং পিতরং প্রভুঃ ॥৩৭

সমীক্ষ্য কঙ্কিঃ প্রোবাচ পিতামহমিবেশ্বরঃ।

দিশাং পালান্ বিজিত্যাহং ধনাত্মাহুত্যা ইতু্যত ॥৩৮

কারয়িষ্ঠ্যাম্যশ্বমেধং যামি দিগ্বিজয়ায় ভোঃ। ৩৯

ইতি প্রণম্য তং প্রীত্যা কঙ্কিঃ পরপুরুষয়ঃ।\*১

সেনাগণৈঃ পরিবৃত্তঃ প্রযযৌ কীকটং পুরম্।৪০

শ্লোকার্থ। তারপর কঙ্কির ঔরসে পদ্মার গর্ভে জয় ও বিজয় নামক দুই পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। এই পুত্রদ্বয় ভুবন বিখ্যাত ও মহাবলপরাক্রান্ত। ৩৬

প্রভু কঙ্কি এই সমস্ত পরিবারে পরিবৃত্ত ও সর্ব-সম্পৎ-সম্পন্ন হইলেন। তিনি পিতামহবৎ পিতাকে অশ্বমেধ<sup>১০২</sup> যজ্ঞানুষ্ঠানে উত্তত দেখিয়া বলিলেন, আমি দিক্‌পালগণকে পরাজয় করিব, ধন সংগ্রহ করিব এবং আপনা দ্বারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইব। এক্ষণে আমি দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিব। ৩৭-৩৯।

পরপুরুষয় কঙ্কিদেব এই কথা বলিয়া প্রীতি ভরে পিতাকে প্রণাম করিলেন। পরে তিনি সৈন্যসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া প্রথমে কীকটপুর জয়ার্থ বাহির হইলেন। ৪০

\* তদৌতঃ ইতি বা পাঠঃ।

\*১ পটপুরুষয়ঃ ইতি বা পাঠঃ।



**টিপ্পনী।** ১০২। অশ্বমেধ প্রাচীন বৈদিক যজ্ঞ। ঋগ্বেদেও অশ্বমেধ যজ্ঞের বর্ণনা ও বিধি প্রদত্ত। গুরুবজ্রবেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে অশ্বমেধ যজ্ঞ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত। রাজা ব্যতীত অন্য কেহ এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানে অধিকারী ছিলেন না। এই যজ্ঞে পশু বধের আবশ্যক হইত। অশ্বই প্রধান পশু। ছাগলাদি পশু মন্যবশ্যক না হইলেও প্রাধান্য লাভ করিত না। যজ্ঞার্থ একুশ খন্ত নির্মিত হইত। মধ্যস্থ খন্তে যজ্ঞাস্থকে বাঁধিয়া সংস্কার করা হইত। পরে রাজার আদেশে এই যজ্ঞাস্থ দ্বিগ্নিগ্ন্যর্থ নানাদেশে ভ্রমণ করিত। রাজকুমারগণ আম্যমাণ যজ্ঞাস্থ রক্ষা করিতেন এবং যদি কোন রাজা সংকলিত যজ্ঞে বাধা ন্যাস্তা যজ্ঞাস্থ হরণ করিতেন, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া অশ্ব উদ্ধার করিতেন। ইরূপে ভ্রমণান্তে যজ্ঞাস্থকে যজ্ঞক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনা হইত। এক বর্ষব্যাপী অশ্ব-মণের বিধি ছিল। ঐ সংস্কৃত প্রত্যাগত যজ্ঞাস্থকে বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বধ করিয়া যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। যজ্ঞান্তে দক্ষিণাদান ও অবভৃথ স্নান হইত। অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে ইন্দ্রস্থ প্রাপ্তি বা ইন্দ্রতুল্য দৈবশক্তি লাভ হইত। অশ্বমেধ যজ্ঞ লইয়া যজ্ঞমান রাজা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী অশ্বাপহারক রাজার মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হইত। সংস্কৃত শাস্ত্রে এই প্রবাদ প্রচলিত, ইন্দ্র ইন্দ্রহ হানির ভয়ে যজ্ঞমান রাজার অশ্ব অপহরণ করিতেন। ইন্দ্রদেব রাজা সগরের যজ্ঞাস্থ হরণ করিয়াছিলেন। রঘুর কুর আড়ালে ইন্দ্র দিলীপের যজ্ঞাস্থ হরণপূর্বক পলায়ন করেন। এইরূপ অনেক পাখ্যান সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কোন কোন অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত। বড় বড় রাজ রাজন্য এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেন।

বুদ্ধালয়ং সুবিপুলং বেদধর্মবহিস্কৃতম্।

পিতৃদেবার্চনাহীনং পরলোকবিলোপকম্ ॥ ৪১

দেহাশ্রবাদবহুলং কুলজাতিবিবর্জিতম্।

ধনৈঃ স্ত্রীভির্ভক্ষ্যাভোজ্যৈঃ স্বপরাভোদদর্শিনম্ ॥ ৪২

নানাজনৈঃ পরিবৃতং পানভোজনতৎপরৈঃ ॥ ৪৩

শ্রদ্ধা জিনে নিজগণে: কঙ্কেরাগমনং জুধা ।

অক্ষৌহিণীভ্যাং সহিতং সংবভূব পুরাদবহিঃ ॥৪৪

গজরথতুরগৈঃ সমাচিতা ভূঃ কনকবিভূষনভূষিতৈর্বরাঙ্গৈঃ

শতশতরথিভির্ধৃতাস্ত্রশস্ত্রৈঃ ধ্বজপটরাজি-নিবারিতাতপৈর্বভৌ সা ॥৪৪

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরণে অন্নভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে বুদ্ধনিগ্রহে

কীকটপুর গমনং নাম ষষ্ঠোঃ অধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ। এই কীকটপুর অতীব বিস্তীর্ণ নগর। ইহা বৌদ্ধগণের প্রধা  
আলয়। এহ দেশে বৈদিক ধর্মের অল্পস্থান বিলুপ্ত। উক্ত স্থানের অধিবাসীগ  
পিতৃ-অর্চনা বা দেব-অর্চনা করে না এবং পরলোকেরও চিন্তা করে না। ৪১

এই দেশে অনেকেই শরীরে আত্মাভিমান করে। তাহারা দৃশ্যমান দে  
ভিন্ন অন্ন আত্মা স্বীকার করে না। তাহাদের কুলাভিমান বা জাত্যাভিমা  
নাই। তাহারা ধন সম্বন্ধে; জ্ঞাপরিগ্রহ বিষয়ে বা ভোজনব্যাপারে সকলকে  
সমান জ্ঞান করে। কাহাকেও উচ্চ বা নীচ জ্ঞান করে না। এই দেশে নানাবি  
অধিবাসী আছে। তাহারা সকলেই পান-ভোজনাদিতে আসক্ত  
দেহাত্মবাদী। ৪২-৪৩

অনন্তর যখন জিন শ্রবণ করিলেন যে, কঙ্কি অহুচরবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া  
যুদ্ধার্থ আসিয়াছেন, তখন তিনি দুই অক্ষৌহিণী<sup>১০৩</sup> সেনা সমভিব্যাহা  
সংগ্রাম করিবার জন্য নগর হইতে নির্গত হইলেন। ৪৪

শত শত তুরগ, শত শত রথ, শত শত হস্তী ও সুবর্ণ শোভিত শত শত রথ  
এবং অস্ত্রশস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্য সমূহ দ্বারা বিশাল ভূতল সমাচ্ছাদিত হইল  
সৈন্যগণের পতাকা সমূহে সৌর তাপ নিবারিত হইতে লাগিল। তৎকালে  
যুদ্ধাধিবৃন্দ অভূতপূর্ব দর্শনীয় হইল। ৪৫

শ্রীকঙ্কিপুরণে ভবিষ্য অন্নভাগবতে দ্বিতীয়াংশে বুদ্ধনিগ্রহনিমিত্ত

কীকটপুরগমন নামক ষষ্ঠ অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

**টিপ্পনী।** ১০৩। সৈন্যসংখ্যার একটি বিশেষ নাম। ২১৮৭০ হাতী, ১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ ঘোড়া এবং ১০২৩৫০ পদাতিক সৈন্য, মোট ২১৮৭০০ খ্যায় এক অক্ষৌহিণী হয়। কোষকার অমরসিংহ কৃত অমরকোষে স্বর্গবর্গ ৮০০৮১ শ্লোকে ) আছে—

একেভৈকরথ্য ত্রাশ্ব পত্তিঃ পঞ্চ পদাতিকা ।

পত্তাদ্বৈদ্বিগুণৈঃ সর্বৈঃ ক্রমাদাতো যথোক্তবন্ ॥

সেনামুখং গুহ্যগনৌ বাহিনী পুতনা চমুঃ ।

অনীকিনী দশানী কিন্নকৌহিণ্যাথ সম্পদি ॥

এক পত্তিতে ১ রথ, ১ হাতী, ৩ ঘোড়া ও ৫ পদাতিক, মোট ১০ থাকে ।  
ক সেনামুখে ৩ রথ, ৩ হাতী, ৯ ঘোড়া ও ১৫ পদাতিক, মোট ৩০ থাকে ।  
ক গুহ্যে ৯ রথ, ৯ হাতী, ২৭ ঘোড়া ও ৪৫ পদাতিক, মোট ৯০ থাকে ।  
ক গণে ২৭ রথ, ২৭ হাতী, ৮১ ঘোড়া ও ১৩৫ পদাতিক, মোট ২৭০ থাকে ।  
ক বাহিনীতে ৮১ রথ, ৮১ হাতী, ২৪৩ ঘোড়া ও ৪০৫ পদাতিক, মোট ৮১০  
কে । এক পুতনাতে ২৪৩ রথ, ২৪৩ হাতী, ৭২৯ ঘোড়া ও ১২১৫ পদাতিক,  
মোট ২৪৩০ থাকে । এক চমুতে ৭২৯ রথ, ৭২৯ হাতী, ২১৮৭ ঘোড়া ও ৩৬৪৫  
পদাতিক, মোট ৭২৯০ থাকে । এক অনীকিনীতে ২১৮৭ রথ, ২১৮৭ হাতী,  
৬৫৬১ ঘোড়া ও ১০২৩৫ পদাতিক, মোট ২১৭৭০ থাকে । এক অক্ষৌহিণীতে  
১৮৭০ রথ, ১৮৭০ হাতী, ৬৫৬১০ ঘোড়া ও ১০২৩৫০ পদাতিক, মোট  
১৮৭০০ থাকে । ইহাই সৈন্যসংখ্যার প্রাচীন গণনা পদ্ধতি । যেমন  
শ্রীমতে রেজিমেণ্ট, ব্রিগেড ও ব্যাটেলিয়ান প্রভৃতি সৈন্য গণনার পদ্ধতি  
চলিত, তেমনি প্রাচীন ভারতে উপরোক্ত পদ্ধতিতে সৈন্য গণনা করা হইত ।

দ্বিতীয় অংশ

সপ্তম অধ্যায়

সূত উবাচ ।

ততো বিষ্ণুঃ সর্বজিষ্ণুঃ কঙ্কিঃ কঙ্কবিনাশনঃ ।

কালয়ামাস তাং সেনাং করিণীমিব কেশরী ॥ ১

সেনাঙ্গনাং তাং রতিসঙ্গরক্ষতীং রক্তাক্তবস্ত্রাং বিব্রতোরুমধ্যাম্ ।

পলায়তীং চারুবিকীর্ণ কেশাং বিকূজতীং প্রাহ স কঙ্কিনায়কঃ ॥ ২

রে বৌদ্ধা ! মা পলায়স্বং নিবর্তস্বং রণাঙ্গনে ।

যুধাঙ্গং পৌরুষং সাধু দর্শয়স্বং পুনর্মম ॥ ৩

জিনো হীনবলঃ কোপাং কঙ্কেরাকণ্য তদ্বচঃ ।

প্রতিযোদ্ধুং বুধাক্রুঢ়ঃ খড়্গা চর্ম্মং ধরো যযৌ । ৪

শ্লোকার্থ । সূত বলিলেন, অনন্তর যুগেন্দ্র যেনন করিণীকে আক্রমণ করে, সেইরূপ পাপনাশী সর্বজয়ী বিষ্ণু কঙ্কি সেই বৌদ্ধ সেনাবাহিনীকে আক্রমণ করিলেন । ১

লোকগুরু সেনানায়ক কলি দেববতি যুদ্ধসদৃশ যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্তবসনা অগুপ্তমধ্যদেশে পলায়মানা বিকীর্ণকেশা চীৎকারকারিণী সৈন্যরূপা অঙ্গনাকে বলিলেন । ২

রে বৌদ্ধগণ, তোমরা রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিও না, অগ্রসর হও ও যুদ্ধ কর । তোমাদের যত পৌরুষ আছে, তাহা দেখাও । ৩

জিন<sup>১০৪</sup> প্রথমে হীনবল হইয়াছিলেন । তিনি কঙ্কির বাক্য শুনিয়া ক্রোধভরে খড়্গা ও চর্ম্ম লইয়া বুধভারোহণে যুদ্ধ করিতে কঙ্কির প্রতি ধাবমান হইলেন । ৪

টিপ্পণী । ১০৪ । বুদ্ধ অর্থে অহিংস । জৈন ধর্মে জ্ঞানীকে জিন বলা হইত । জিন শব্দ হইতে জৈন শব্দ নিষ্পন্ন । বুদ্ধ বা অহিংস জয়শীল হইলে বা সিদ্ধিলাভ করিলে জিন নামে অভিহিত হইতেন । এখানে জিন কঙ্কির সময় এক

জিন ধর্মাবলম্বী রাজা ও জৈনসম্প্রদায়ের নেতাক্রমে পরিগণিত। স্বয়ং বুদ্ধ  
যতীত যে লোক বৌদ্ধধর্মে পারদর্শী হইতেন, তিনি অর্হৎ বা জিন আখ্যা  
পাইতেন। সূত্রনিপাত নামক বৌদ্ধগ্রন্থে আছে, ঋষি ভরদ্বাজ ও সুন্দরিক  
ভরদ্বাজ দুই বৈদিক ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে গুরুরূপে গ্রহণপূর্বক অর্হৎ আখ্যা  
প্রাপ্ত হন।

নানা গ্রহরনো পেতো নানায়ুধবিশারদঃ ।

কঙ্কিনা যুযুধে ধীরো দেবানাং বিশ্বয়াবহঃ ॥ ৫

শূলেন তুরগং বিদ্ধা কঙ্কিং বাণেন মোহয়ন্ ।

ক্রোড়ীকৃত্য দ্রুতং ভূমের্ণাশকং তোলনাদৃতঃ ॥ ৬

জিনো বিশ্বস্তুরং জ্ঞাত্বা ক্রোধাকলিতলোচনঃ ।

চিচ্ছেদাস্তু তরুত্রাণং কঙ্কে শস্ত্রঞ্চ দাসবৎ ॥ ৭

বিশাখযুপোহপি তথা নিহতা গদয়া জিনম্ ।

মুচ্ছিতং কঙ্কিমাদায় লীলয়া রথমারুহং ॥ ৮

**শ্লোকার্থ।** তিনি নানাবিধ অস্ত্রে সংগ্রাম করিতে দক্ষ ছিলেন। সূত্ররূপে  
বিবিধ অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তিনি কঙ্কির সহিত বুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই  
সংগ্রামনিপুণ জিন একরূপ ঘোর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, তদদর্শনে দেবগণও  
বিস্মিত হইলেন। ৫

তিনি শূল দ্বারা অশ্বকে বিদ্ধ করিয়া শিলীমুখ দ্বারা কঙ্কিকে মোহিত ও  
মুচ্ছিত করিয়া ফেলিলেন। পরে তিনি অরামিত হইয়া তাঁহাকে হরণ করিবার  
জন্তু ক্রোড়ে তুলিবাব চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই তাঁহাকে তুলিতে  
পারিলেন না। ৬

তখন জিন কঙ্কিকে বিশ্বস্তুর নারায়ণ বুঝিয়া ক্রোধে আরক্তলোচন হইলেন।  
পরে তিনি কঙ্কিকে বন্দীর তুল্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার তরুত্রাণ ও অস্ত্রশস্ত্র  
হেদন করিলেন। ৭

এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া রাজা বিশাখযুপ জিনকে গদাঘাতে আহত

করিলেন এবং অবলীলাক্রমে মুচ্ছিত কঙ্কিকে তুলিয়া লইয়া স্বীয় রথে আরুঢ় হইলেন ।৮

লক্ষসংজ্ঞস্তথা কঙ্কিঃ সেবকোংসাহদায়কঃ ।

সমুৎপত্য রথান্তস্থ নৃপস্য জিনমায়যৌ ॥ ৯

শূলব্যথাং বিগায়জৌ মহাসত্ত্বস্তরঙ্গমঃ ।

রিঙ্গনৈত্র্যমণৈঃ পাদবিক্ষেপহননৈর্মুহুঃ ॥ ১০

দস্তাঘাতৈঃ সটাক্ষৈপৈ বৌদ্ধসেনাগণান্তরে ।

\*নিজধান রিপুন্ কোপাং শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ১১

নিখাসবাতৈরুড্ডীয় কেচিদ্বীপান্তরেহপতন্ ॥\*

\*২ হরত্যাশ্বরথ সংবাধাঃ পতিতা রনমূর্দ্ধনি ॥ ১২

ল্লোকার্থ । কঙ্কিও সংজ্ঞা লাভ করিয়া অতুচ্চরবর্গকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন । পরে তিনি রাজা বিশাখ্যপের রথ হইতে লক্ষপ্রদানপূর্বক জিনের প্রতি ধাবমান হইলেন ।৯

মহাসত্ত্ব কঙ্কিবাহনও শূলব্যথা পরিহার করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া লক্ষপ্রদানে, ভ্রমণে, পদাঘাতে, দস্তাঘাতে ও কেশরবিক্ষেপে বৌদ্ধসৈন্যদের মধ্যস্থিত শত শত সহস্র সহস্র শত্রুকে ক্রোধ ভরে বিনাশ করিল ।১০—১১

কোন কোন বেগবান যোদ্ধা নিখাস বায়ু দ্বারা উড়্‌উীন হইয়া দ্বীপান্তরে নিক্ষিপ্ত হইল । কেহ বা ঐ নিখাস-বায়ুতে প্রক্ষিপ্ত হইবামাত্র হস্তী, রথ ও অশ্বাদি দ্বারা প্রতিহত হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত হইতে লাগিল ।১২

\* নিজধান ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ ২পতং ইতি বা পাঠঃ ।

\*২ হত্যশ্বরথসংবাধাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

\*গ্যর্গ্যো জল্পঃ ষষ্টিশতং ভর্গ্যঃ কোটিশতায়ুতম ।

বিশালস্ত সহস্রাণাং পঞ্চবিংশং রণে ভরন্ ॥ ১৩

অযুতে দে জঘানাজো পুত্রাভ্যাং সহিতঃ কবিঃ ।

দশলক্ষং তথা প্রাক্তঃ পঞ্চলক্ষং সূমন্তকঃ ॥ ১৪

জিনং প্রাহ হসন্ কঙ্কিস্তিষ্ঠাগ্রে মম দুর্ম্মতে । ।

দৈবং মাং বিদ্ধি সর্বত্র শুভাশুভ ফলপ্রদম্ ॥ ১৫

মদ্বাণ জালভিন্নাজ্জো নিঃসঙ্গো যাস্যসি ক্ষয়ম্ ।

ন যাবৎ পশু তাবৎ ত্বং বন্ধুনাং ললিতং মুখম্ ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। গগ্য ও তদীয় অশুচরবর্গ অল্পসময়ের মধ্যে ছয় হাজার বৌদ্ধসেনা বিনাশ করিলেন। সৈন্ত ভগ্যাও এক কোটি এক নিগুত বৌদ্ধ সৈন্ত সংহার করেন। বিশাল ও তদীয় সৈন্তগণ পঞ্চবিংশতি সহস্র বৌদ্ধসেনা বিনাশ করিলেন। ১৩

কবি সংগ্রামে প্রগত হইয়া পুত্রদ্বয়ের সাহায্যে দুই অযুত বিপক্ষসৈন্ত সংহার করেন। এইরূপে প্রাক্ত দশ লক্ষ ও সূমন্তক পঞ্চ লক্ষ সৈন্তকে পরাজিত করিয়া রণশায়ী করিলেন। ১৪

অনন্তর কঙ্কি হস্ত করিয়া জিনকে বলিলেন, রে দুর্ম্মতে, পলায়ন করিও না, সম্মুখে আইস। আমাকে সর্বত্র শুভাশুভ ফলদাতা অদৃষ্টরূপ বিবেচনা করিবে। ১৫

এখনই তুমি আমার শরাঘাতে বিদীর্ণ হইয়া পরলোকে গমন করিবে। কেহই তখন তোমার সহগামী হইবে না। অতএব ইতিমধ্যে তুমি বন্ধুবান্ধব-গণের সুন্দর মুখ দেখিয়া লও। ১৬

\*গার্গ্য জঘ্ন্যঃ ষষ্ঠিশতং ভগ্যো কোটিশতায়ুতম্ ইতি বা পাঠঃ ।

কঙ্কেরিতীরিতং শ্রদ্ধা জিনঃ প্রাহ হসন্ বলী ।

দৈবং তদৃশ্যং শাস্ত্রে তে বধোহয়মুররীকৃতঃ ।

প্রত্যক্ষবাদিনো বৌদ্ধা বয়ং যুয়ং বৃথা শ্রমাঃ ॥ ১৭

যদি বা দৈবরূপস্তং তথাপ্যাগ্রে স্থিতা বয়ম্ ।

যদি ভেত্তাসি বাণৌঘৈস্তদা বৌদ্ধৈঃ কিমত্র তে ॥ ১৮

সোপালন্তঃ ত্বয়া খ্যাতে ত্বয়োবাস্তু স্থিরো ভব ।

ইতি \* ক্রোধাদ্‌বাণজালৈঃ কঙ্কিং ঘোরৈঃ সমাবুণোৎ ॥ ১৯

স তু বাণময়ং বর্ষং ক্ষয়ং নিশ্চেহর্কবদ্ধিমম্ ॥ ২০

**গ্লোকার্থ ।** বলবান্‌ জিন কঙ্কির এই কথা শুনিয়া হাস্য করিয়া বলিলেন, অদৃষ্ট কখনই প্রত্যক্ষ হয় না । আমরা প্রত্যক্ষবাদী বৌদ্ধ । প্রত্যক্ষ ভিন্ন অস্ত্র বস্তু স্বীকার করি না । বৌদ্ধশাস্ত্রে কথিত আছে, অদৃষ্ট ও অপ্রত্যক্ষ বিষয় মাত্রই আমরা অগ্রাহ্য করি । অতএব তোমরা বৃথা পরিশ্রম করিতেছ । ১৭

যদিও তুমি দৈব বলে বলীয়ান্‌ হও, তথাপি আমরা সম্মুখ সংগ্রামে দাঁড়াইলাম । যদি তুমি আমাকে বাণবিদ্ধ করিতে পার, তাহা হইলে বৌদ্ধগণ কি তোমাকে ক্ষমা করিবে ? ১৮

তুমি আমার প্রতি যে তিরস্কার-বাক্য প্রয়োগ করিলে, তাহা তোমাব উপরই পাতিত হউক, স্থির হও । এই কথা কহিয়া জিন স্তূতীক্ক শরজালে কঙ্কিৎ সমাচ্ছাদিত করিলেন । ১৯

যেমন সূর্য দর্শনে হিমবর্ষ ক্ষয় পায়, তদ্রূপ কঙ্কি-প্রভায় সেই বাণসমূহ ক্ষয় পাইতে লাগিল । ২০

\*ক্রোধাদ্‌বাণজালৈঃ ইতি বা পাঠঃ ।

ব্রাহ্মণং বায়ব্যমাগ্নেয়ং পার্জ্জ্বনাং চান্যদাযুধম্ ।

কল্লেদর্শনমাত্রেণ নিষ্ফলান্যভবন্‌ ক্ষণাৎ ॥ ২১

\* যথোষরে বীজমুপ্তং দানমশোত্রিয়ে যথা ।

যথা বিষ্ণৌ সত্যং দেবাদ্‌ ভক্তির্থেন কৃতপ্যহো ॥ ২২

কঙ্কিস্ত তং বৃষাকটমবপ্লুত্য কচেঃপ্রহীৎ ।

ততস্তৌ পেততুভূমৌ তাম্রচূড়াবিব ক্রুধা ॥ ২৩

পতিত্বা স কঙ্কিকচং জগ্ৰাহ তৎ করং করে । ২৪

ততঃ সমুখিতৌ ব্যগ্রৌ যথা চাগুরুকেশবৌ ।



ধৃতহস্তৌ ধৃতকচৌ ঋক্ষাবিব মহাবলৌ ।

যুযুধাতে মহাবীরৌ জিন কক্ষী নিরায়ুধৌ ॥ ২৫

\*যথোপরে ইতি বা পাঠঃ ।

**শ্লোকার্থ ।** রক্ষাজ, বাঘব্যাঙ্গ, আগ্নেয়াঙ্গ, পাজ্ঞান্স ও অগ্নান্স দিব্যাস্ত্র প্রভৃতি কঙ্কিব দৃষ্টি মাত্রই সপকাল মধ্যে নিষ্ফল হইল । ২১

মকভূমিতে উপ্ত বীজ তুল্য, অপাত্রে দত্ত বস্তব তায়, সাধুলোকের প্রতি দ্বেষ করিয়া বিযুতে অর্পিত ভক্তির ত্রায, জিনের সমস্ত অঙ্গ ব্যর্থ হইতে লাগিল । ২২

অনন্তব কঙ্কিদেব লক্ষ্য দিয়া বারাক্ষত দিনেব .২শ গ্রহণ কবিলেন । তখন তাম্রচূড় পক্ষীর ত্রায উভয়েই ভ্রামতে পতিত হইয়া ভীষণ সংগ্রাম কবিত্তে লাগিলেন । ২৩

জিন তৃপতিত হইয়া এক হস্তে কঙ্কিব কেশ ও অন্য হস্তে তাঁহাব অঙ্গ ধারণ কবিলেন । ২৪

পবে চাগুর<sup>১০৭</sup> নামক দৈত্য ৭ শ্রীকৃষ্ণেব ত্রায উভয়ে তৎক্ষণাৎ ভূমি হইতে উথিত হইয়া পবস্পব কেশ ও অঙ্গ ধারণ কবিলেন । এই দুই মহাবীর নিরায়ুধ হইয়া মহাবল ভল্লকদ্বয়েব ত্রায মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । ২৫

**টীকানী ১০৫ ।** চাগুর মথুরাপতি কংসানুচর । ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণ অন্তর্গত চাগুর কংসেব নিকটে ধনুস্ত্র যজ্ঞে যান । তথায় শ্রীকৃষ্ণ চাগুর ও মুষ্টিক মল্লযুদ্ধে বধ কবেন । চাগুর অন্ধ দেশবাসী যোদ্ধা ছিলেন । হবিবংশ অন্তর্গত চাগুরদ্বারাদেব দক্ষিণে প্রাচীন অন্ধদেশ অবস্থিত ছিল । ইহাতে জ্ঞাত হয়, চাগুর দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী ছিলেন । অন্ধপ্রদেশের প্রাচীন নাম ত্রিকলিঙ্গ, তৈলংগ । এই কারণে চাগুরকে তৈলংগীও বলা হয় ।

ততঃ কঙ্কি মহাযোগী পদাঘাতেন তৎকটিম্ ।

বিভজ্যং পাতয়ামাস তালং মত্তগজৌ যথা ॥ ২৬

জিনং নিপতিতং দৃষ্ট্বা বৌদ্ধা হাহেতি চক্ৰুস্তঃ ।

কঙ্কে: সেনাগণা বিপ্রা জহুযুনিহতারয়ঃ ॥ ২৭

জিনে নিপতিতে ভ্রাতা তস্য শুদ্ধোদনো বলী ।

পাদচারী গদাপাণিঃ কঙ্কিং হস্তং দ্রুতং যযৌ ॥ ২৮

কবিস্ত তং বাণবর্ষেঃ পরিবার্য্য সমস্ততঃ ।

জগজ্জ পরবীরয়ো গজমাবৃত্তা সিংহবৎ ॥ ২৯

**শ্লোকার্থ ।** অনন্তর মণ্ড হস্তী যেমন তালগাছ ভগ্ন কবে, মহাযোদ্ধা কঙ্কি সেইরূপ গদাঘাতে হিনেব কটিদেশ ভগ্ন কবিয়া ভ্রুতলে পাতিত কবিলেন । ২৬

জিনকে পতিত দেখিয়া বোদ্ধসৈন্যগণ হা হা ববে চীৎকাব কবিতে লাগিল ।  
হে এাক্ষগণ, শব্ নিপ ত হওয়ায় কঙ্কিসৈন্যবাহিনী'ব আত্মাদেব আর সীমা  
রহিল না । ২৭

এইকপে জিন সংগ্রামে নিষ্ঠত হইলে, তাঁহার দাতা মহাবল শুদ্ধোদন<sup>১০</sup>  
গদাহস্তে পাদচারী হইয়া কঙ্কিকে বিনাশ করিবার উদ্দেশে তৎক্ষণাৎ ধাবিত  
হইল ২৮

অনন্তর গজপৃষ্ঠে সমাকট শত্রু-বীৰ-সংহ'বক বাব বণবর্ষণে শুদ্ধোদনকে  
সমাচ্ছাদিত কবিয়া সিংহ'ল্য গর্জন কবিতে লাগিলেন । ২৯

**টীপ্পনী ।** ১০৬ । শাক্যসিংহ শুদ্ধোদনকে পিতা ছিলেন শুদ্ধোদন । মহাবংশ  
ও ললিতবিস্তব গ্রন্থদ্বয় অনুসারে বুদ্ধকে শৌদ্ধদন বা শৌদ্ধনি বলা হয় ।

গদাহস্তং তমালোক্য পঙ্কিং স ধর্মবিৎ কবিঃ ।

পদাতিগো গদাপাণিস্তস্থৌ শুদ্ধোদনাগ্রতঃ ॥ ৩০

স তু শুদ্ধোদনস্তেন যুযুধে ভীমবিক্রমঃ ।

গজঃ প্রতিগঞ্জেনৈব দস্তাভ্যাং সগদাবুভৌ ॥ ৩১

যুযুধাতে মহাবীরৌ গদায়ুদ্ধ বিশারদৌ ।

কৃতপ্রতিকৃতৌ মত্তৌ নদন্তৌ ভৈরবান্ রাবান্ ॥ ৩২

কবিস্ত গদয়া গুব্বা শুদ্ধোদন গদাং নদন্ ।

করদপাশ্রান্ত্য তয়া স্বয়া বক্ষস্ত তাড়য়ৎ ॥ ৩৩

শ্লোকার্থ। ধর্মজ্ঞ কবি শুদ্ধোদনকে গদাপানি ও পাদচারী দেখিয়া নিজেও পাদচারী হইয়া গদা হস্তে শুদ্ধোদনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। ৩০

ভীমবিক্রম শুদ্ধোদনও তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন মাতঙ্গ শত্রুপক্ষীয় মাতঙ্গের সহিত দণ্ড দ্বারা যুদ্ধ করে, সেইরূপ গদা যুদ্ধ বিশারদ মহাবীর কবি ও শুদ্ধোদন উভয়ে গদাযুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ৩১

রণমত্ততা নিমিত্ত উভয়ে ভীষণ শব্দ আরম্ভ করিলেন এবং পরস্পর গদাঘাতে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ৩২

অনন্তর কবি সিংহনাদ করিয়া গুরুতর গদাঘাতে শুদ্ধোদনের হস্ত হইতে গদা পাতিত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় গদা দ্বারা তাঁহার বক্ষস্থলে আঘাত করিলেন। ৩৩

গদাঘাতেন নিহতো বীরঃ শুদ্ধোদনো ভুবি ।

পতিত্বা সহসোথায় তং জগ্নে গদয়া পুনঃ ॥ ৩৪

সং তাড়িতেন তেনাপি শিরসা স্তম্ভিতঃ কবিঃ ।

ন পপাত স্থিতস্তত্র স্থানুবদ্ বিহ্বলেন্দ্রিয় ॥ ৩৫

শুদ্ধোদনস্তমালোক্য মহাসারং রথায়ুতৈঃ ।

প্রাবৃতং তরসা মায়া—দেবীমানেতুমাযযৌ । ৩৬

যন্তা দর্শনমাত্রেণ দেবাস্থরনরাদয়ঃ ।

নিঃসারাঃ প্রাতিমাকারা ভবন্তি ভুবনত্রয়াঃ ॥ ৩৭

শ্লোকার্থ। বোদ্ধ বীর শুদ্ধোদন গদাঘাতে আহত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূতলে পতিত হইলেন। পরে তিনি অবিলম্বে উঠিত হইয়া স্বীয় গদা গ্রহণপূর্বক তদ্বারা কবির মস্তকে প্রহার করিলেন। ৩৪

সেই গদাঘাতে কবি ভূমিতে পতিত না হইলেও বিকলেন্দ্রিয় ও অচৈতন্যপ্রায় হইয়া স্থানু তুল্য স্তম্ভ হইলেন। ৩৫

পরে শুদ্ধোদন তাঁহাকে মহাবল পরাক্রান্ত ও সহস্র সহস্র রথি কর্তৃক পরিবৃত্ত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ মায়াদেবীকে<sup>১০৭</sup> রণস্থলে আনিতে গমন করিলেন। ৩৬

এই মায়াদেবীকে দর্শনমাত্র দেব, অস্বর, মহাশু প্রভৃতি ত্রিলোকবাসী সমস্ত প্রাণীই নিতেজ ও প্রতিমা সদৃশ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকে । ৩৭

**টিপ্পনী ।** ১০৭ । বৌদ্ধগণ মায়াবাদী । এইহেতু উহার অগ্রনাম মায়া । যুদ্ধভূমিতে মায়াদেবীকে আনিলেন—ইহার ভাবার্থ, কাকিদেবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে অক্ষম হইয়া বৌদ্ধগণ মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করেন । এই মায়াযুদ্ধ শম্বরাস্বর সৃষ্টি করেন । এই হেতু মায়ার অগ্র নাম শম্বরী বা সাবরি । দৈত্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বহুপ্রকারে মায়াযুদ্ধ করিতেন । ইন্দ্রজিৎ ও ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষস এবং চিত্র-সেনাদি গন্ধর্বগণ ও মহিষাসুর প্রভৃতি অস্বরগণ মায়াযুদ্ধে নিপুণ ছিলেন । কোন কোন মহাশু অস্বরগণের নিকট মায়াযুদ্ধ শিক্ষা করেন । রাজা দুর্ঘোধনের মাতুল শকুনি পাণ্ডবগণের সহিত নানাবিধ মায়াযুদ্ধ করেন । মায়াযুদ্ধে অদ্ভুত বাক্যালাপ হইত । যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াবলে অকস্মাৎ সিংহ, ব্যাঘ্র, সর্প, অগ্নি, জল, অন্ধকার, বিদ্যুৎ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া শত্রুগণকে সমস্ত ও বিভ্রান্ত করিত । এই কারণে মায়াকে অঘটন-ঘটনপটীয়াসী ও বিসদৃশপ্রতীতি সাধনী শক্তি বলে । দেবীপুরাণে ( ৪৫ অধ্যায়ে ) মায়াশক্তি নিম্নোক্ত প্রকারে ব্যাখ্যাত ।

বিচিত্র কার্যকরণা অচিন্তিত কলপ্রদা ।

স্বপ্নেন্দ্রজালবল্লোকে মায়া তেন প্রকীর্তিতা ॥

এই অর্থে মায়া ঐশী শক্তি । এইজন্য মায়াদেবী যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া কাকি-দেহে প্রবেশপূর্বক অন্তহিতা হইলেন । প্রকৃতি, অবিद्या, অজ্ঞান, অজা প্রভৃতি নামে মায়া অভিহিতা । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ( শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ২৭ অধ্যায় ) ভগবতী দুর্গাদেবীর মায়া নাম কথিত ।—

দুর্গে শিবেহভয়ে মায়ে নারায়ণি সনাতনি ।

জয়ে মে মঙ্গলং দেহি নমস্তে সর্বমঙ্গলে ॥

রাজহুণীবচনো মাশ্চ যাশ্চ প্রাপণ বাচকঃ ।

তাং প্রাপয়তি যা সত্যঃ সা মায়া পরিকীর্তিতা ॥

মাশ্চ মোহার্থবচনো যাশ্চ প্রাপণবাচনঃ ।

তং প্রাপয়তি যা নিত্যং সা মায়া পরিকীর্তিতা ॥

শ্রীমদ্বগবদগীতায় ( ৩য় অধ্যায়, ১৪-১৫ শ্লোকে ) মায়াদেবী ব্যাখ্যাত ।

দৈবী হ্যেবা গুণময়ী মম মায়াদুৰতায় ।

মামেব যে প্রপত্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মৃঢ়া প্রপত্তস্তে নরাধমাঃ ।

মায়য়াহপহত জ্ঞানো আস্বরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥

মায়াদেবী হওয়ায় বৌদ্ধগণ নাস্তিক হইয়া পড়েন । বৌদ্ধ অর্হৎ জৈন-ধর্মাবলম্বিগণকে নাস্তিক বলা হয় । ললিত বিস্তর, মহাবংশ ও অমরকোষে এই মত অভিযুক্ত । শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের জননীর নাম মায়াদেবী । এই-হেতু বুদ্ধদেবকে মায়াসূত ও মায়াদেবীসূত বলা হয় । বৌদ্ধ বা সৌগত মতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশ ইন্দ্রিয় সম্পন্ন শরীরের সেবাই ধর্ম । অষ্টাদশ বিজ্ঞায় ( ১ম খণ্ডে ) ইহা উক্ত হইয়াছে । সাংখ্যোক্ত নাস্তিকতা বৌদ্ধসমাজে প্রকটিত ছিল । পালিভাষায় লিখিত সূত্রনিপাত নামক বৌদ্ধগ্রন্থে আছে, ভগবান শাক্যসিংহ কাম বা মার জয় করিয়া কামজিৎ বা মারজিৎ হন । তিনি কাম জয়ার্থ নারীগণকেও অনেক উপদেশ দিয়াছেন । যিনি কামভোগে ব্যর্থ হন, তিনি ব্যর্থতার ফলে দুঃখিত হন । মনোগত বাসনা চরিতার্থ না হইলে মানুষ নানা দুঃখ প্রাপ্ত হয় । অতএব বাসনারাহিত্যই দুঃখ জয়ের প্রধান উপায় । ইহা সাংখ্যদর্শনেও উপদিষ্ট । সর্পোপরি পদস্তাপনতুল্য ইন্দ্রিয়সুখ দুঃখময়, বিপদসংকুল । অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিহার দ্বারা যথার্থ সুখ বা শান্তিলাভ হয় । দাস, দাসী, গাভী, ঘোড়া, রোগ্য, স্বর্ণ, ভূমি বা বিবিধ ধনসম্পদ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু লাভের কামনা করিলে মানুষ দুঃখগ্রস্ত হয় । যেমন বাধ ভগ্ন হইলে জলশ্রোত মহাবেগে প্রবাহিত হয়, তেমনি ভোগীব্যক্তি প্রবল দুঃখ শ্রোতে বাহিত হয় । এইজন্য অপ্রমত্ত, অসংমুঢ় ও অকামহত ব্যক্তি দুঃখ জয় করেন ।

বৌদ্ধা শৌদ্ধোদনাভ্যাগ্রে কৃহা তামগ্রতঃ পুনঃ ।

যোদ্ধুং সমাগতা স্নেচ্ছ কোটি লক্ষশতৈর্বতাঃ ॥ ৩৮

সিংহধ্বজোত্তিতরথাং ফেব-কাক গগাবৃতাম্ ।  
 সর্বাস্ত্রশস্ত্র জননাং ষড়্‌বর্গপরিষেবিতাম্ ॥ ৩৯  
 নানারূপাং বলবতীং ত্রিগুণব্যক্তি লক্ষিতাম্ ।  
 মায়াং নিরীক্ষ্য পুরতঃ কল্লিসেনা সমাপতং ॥ ৪০  
 নিঃসারা প্রতিমাকারাঃ সমস্তাঃ শস্ত্র পাণয়ঃ ॥ ৪১  
 কল্লিস্তনালোক্য নিজান্ ভ্রাতৃজ্ঞাতিসুহৃজ্ঞানান্ ।  
 মায়ায়া জায়য়া জীর্ণান বিভ্রাসীং তদগ্রতঃ ॥ ৪২

শ্লোকার্থ । অনন্ত শূন্যদান প্রভৃতি বৌদ্ধ সঙ্ঘগণ-১০৮ সহ মায়াদেবীকে সম্মুখে বাধিয়া পুনর্বার যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল । ৩৮

মায়াদেবী সিংহধ্বজ শোভিত বথে আকটা হহয়া বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র গ্রসব কবিতে লাগিলেন । কাক ও গুণালগণ তাঁহাব চারিদিক বেষ্টন করিয়া ভাষণ চীৎকাব কবিতে আবাস্ত্র কবিল । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মান্দর্প-এই ষড় রিপু তাঁহাব সেবা কবিতে লাগিল । ৩৯

ককির সৈন্তগণ নানারূপ দাণ্ডী বলবতী ত্রিগুণ স্বরূপা মায়াদেবীব সম্মুখে একে একে প্রায় সকলেই ভূতলে পতিত হইল । ৪০

শস্ত্রধারী যোদ্ধৃন্দ মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট ও ঞ্ড়বৎ নিস্তক্ক হইয়া বাহিল । ৪১

পবে বিভূ কাক, দ্বীয় ভ্রাতা, জ্ঞাতী ও সুহৃদগণে মায়ারূপ স্বীয় ভাষণ কর্তৃক অভিভূত ও জর্জবিত দেখিয়া তাঁহাব সমাপবতী হইলেন । ৪২

টিপ্পনী । ১০৮ । মেচ্ছগণ অনাথ ও অহিন্দু । ‘প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্বগত’ গ্রন্থে বোধায়ন গৃহসূত্রেব এই শ্লোক উদ্ধৃত ।

গোমাংসখাদকো বস্ত বিকল্পং বহু ভাষতে ।

সর্বাচারবিহীনশ্চ মেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥

যিনি গোমাংস ভক্ষণ করেন, বহু বেদ বিরুদ্ধ বাক্য বলেন ও সর্বাচার গ্রহিত, তিনি মেচ্ছ নামে অভিহিত ।

উক্ত মর্মে মহুস্বতি ( ১০ম অধ্যায় ) বলেন—

পৌণ্ড্র কাশ্চৌণ্ড দ্রবিড়াঃ কাষোজা যবনাঃ শকাঃ ।

পারদা পল্লাবাস্টীনাঃ কিরাতা দরদাঃ যশাঃ ॥

মুখবাহুরুপজ্ঞানাং যা লোকে জাতয়োবহিঃ ।

শ্লেচ্ছবাচশ্চাৰ্যবাচঃ সৰ্বে তে দস্তবস্তুতাঃ ॥

পৌণ্ড্রক, ঔণ্ড্র, দ্রাবিড়, কাষোজ, যবন, শক, পারদ, পল্লাব, চীন, কিরাত, দরদ ও যশাদি জাতি শ্লেচ্ছ নামে অভিহিত। ভগবান কল্কিদেব একেতু সদৃশ ভীষণ মূর্তি ধারণপূর্বক খড়্গ হস্তে শ্লেচ্ছকুল নিধনার্থ অবতীর্ণ হইবেন। টীকাকার ভরতের মতে শ্লেচ্ছদেশ যথা—

চাতুৰ্বৰ্ণ্যব্যবস্থানং যন্মিন্দেশে ন বিদ্যতে ।

শ্লেচ্ছদেশঃ স বিজ্ঞেয় আৰ্য্যবৰ্ত্তন্ততঃ পরম্ ॥

যেমন আৰ্য্যবৰ্তে চতুৰ্বর্ণের বিভাগ বর্তমান, তেমনি যে দেশে চতুৰ্বর্ণ অনাদৃত। উপেক্ষিত হয়, তাহাই শ্লেচ্ছদেশ।

তুৰ্ব্বসু ও দ্বুহা দ্বারা শ্লেচ্ছজাতির উৎপত্তি হয়। পিতার জরা গ্রহণ না করায় ষাতি পুত্রগণের প্রতি এই শাপ দেন, তোমাদের সন্তান সন্ততিগণ বেদদ্রোহী শ্লেচ্ছজাতি হইবে। শ্লেচ্ছদের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদও দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগণ জগতেব অহিতকারী মহাপাপী বেন রাজাকে শাপ প্রদানে বিনাশ করেন। পরে তাহার মৃতদেহ মণ্ডিত করেন। ইহার ফলে তাহার শরীর হইতে অঙ্গন হুলা কৃষ্ণবর্ণ শ্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হয়। উক্তমর্মে মৎস্তুপুরাণে ( ১০ম অধ্যায়ে ) নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ দৃষ্ট হয়।—

বংশে স্বায়ত্ত্ববে হাসীদন্ধো নাম প্রজাপতিঃ ।

মৃত্যোস্তু হুহিতা তেন পরিণীতাহতিতুমুখী ॥

স্বতীৰ্থা নাম তস্তাস্ত বেনো নাম স্ততঃ পুত্রা ।

অধর্ম নিরতঃ কামী বলবান্ বস্তুধাধিপঃ ॥

লোকেহপ্যধর্মকৃজাতঃ পরভাৰ্যাপহারকঃ ।

ধর্মাচারপ্রসিদ্ধ্যর্থং জগতোহস্ত মহর্ষিভিঃ ॥

অম্লীতোহপি ন দদদম্ভজ্ঞাং স যদা ততঃ ।

শাপেন মারয়িত্বৈনমরাজক ভয়াদিতাঃ ॥

মমস্থ্যঃ ব্রাহ্মণাস্তস্ম বলাদেহমকল্মষাঃ ।

তৎকায়াম্ভ্যমানান্তু নিশ্পেতুগ্নেচ্ছ জাতয়ঃ ॥

শরীরে মাতৃবংশেন কৃষ্ণাঙ্গন সমপ্রভা ॥

শ্লেচ্ছভাষা শিক্ষা বা অভ্যাস করা আর্যগণের পক্ষে অস্বাচিত । উক্ত ম  
কর্মপুরাণ ( উপবিভাগ, ২৫ অধ্যায় ) বলেন—

ন পাতয়েদিষ্টকাভিঃ ফলানি বৈ ফলেন তু ।

ন শ্লেচ্ছভাষাং শিক্ষেত নাকর্ষেচ্চ পদাসনম্ ॥

মহাভারতে আদি পর্বে ১৪৫ অধ্যায়ে উক্ত অভিমত সমর্থিত । কোন কে  
আর্যজাতিভুক্ত লোকও শ্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিতেন । যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রা  
বারণাবত নগরে গমন করেন, তখন বুদ্ধিমান বিদ্বৎ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে শ্লেচ্  
ভাষায় উপদেশ দেন এবং যুধিষ্ঠিরও তাঁহার উপদেশের অর্থবোধে সমর্থ হন  
ব্রাসদেবও আর্যগণকে শ্লেচ্ছভাষা শিক্ষা করিতে নির্দেশ দেন এবং নিষেধ  
করেন । ইহার নিগূঢ় কারণ ছিল । কোন কোন বস্তু বা বিষয় কোন সম  
অনুকূল হয়, আবার অন্য সময় প্রতিকূলও হয় । যখন সর্বপ্রথমে কোন কে  
সংখ্যালঘু শ্লেচ্ছজাতি ভারতে আসিয়া মিত্রতা স্থাপন করে, তখন মিত্র আর্যগণ  
শ্লেচ্ছদের ভাষা শিক্ষা করেন এবং শ্লেচ্ছগণকে আর্যভাষা শিক্ষা দেন । এইরূপে  
কালের প্রয়োজনে শ্লেচ্ছভাষা ভারতে প্রবর্তিত হয় ।

সর্ব বিষয়ে আধিক্য গর্হিত । অনেক আর্য মিত্রভাবাপন্ন শ্লেচ্ছগণকে  
বশীভূত করিয়া আর্যভাষা ও আচার প্রভৃতি শিক্ষা দেন । যেমন আজকাল  
অনেক হিন্দু মুসলমান ও ইংরাজগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া অর্থ  
ভোজনাদি করেন, তেমনি শ্লেচ্ছদের সময়েও ঘটিয়াছিল । হিন্দু সমাজ  
শ্লেচ্ছগণের প্রভাবে পাছে আর্যধর্ম বৈশিষ্ট্য হারায়, সেইজন্য মহাভারত  
ধর্মগ্রন্থ শ্লেচ্ছদের আগমন ও শ্লেচ্ছভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করেন । বিদে



হারায়। বাল্যে ও যৌবনে ধর্মনাশ ঘটিলে পরবর্তী জীবনে স্বধর্মে অনাস্থা ঘটে। নব্য হিন্দুগণ প্রথম জীবনে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করেন। ইহার ফলে ধর্মনাশ ঘটে ও হিন্দুত্বের দুর্বলতা দেখা যায়। শক, পল্লব, পারদ, চীন, হুণ ও যবনাদি জাতিভুক্ত লোকগণ পূর্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন। পরে বাহুরাজার রাজ্যে অপহৃত ও বাহু বনবাসে প্রেরিত হইলে তাঁহার পুত্র মহারাজ সগর ঐ লোকগণকে বধ করিতে উদ্বৃত্ত হন। তখন ঐ সকল স্বেচ্ছ প্রাণভয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠের শরণাগত হয়। বশিষ্ঠদেব রাজা সগরকে বলেন, ‘শরণাগত স্বেচ্ছগণকে বিনাশ করিও না। আমি ইহাদিগকে জীবনমুত করিয়া দিতেছি। এইরূপ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞা ও ইহাদের প্রাণ উভয়ই রক্ষা হইবে।’ ইহা বলিয়া বশিষ্ঠদেব রাজা সগরের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। ইহাতে রাজা সগর এই ক্ষত্রিয়গণকে সনাতন আর্থধর্ম ও দ্বিজধর্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া উহাদিগকে নানা চিহ্নে ভূষিত করেন। শকগণের অর্ধশির মুণ্ডিত হইল। যবন ও কসোজগণের সমস্ত মণ্ডক মুণ্ডন করা হইল। পারদগণকে মুক্তকেশ রাখিতে এবং দাড়ি ও গোফ ধারণ করিতে আদেশ দেন। অত্যাচারী ক্ষত্রিয়গণকে স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) ও বশট্কার মন্ত্রাদি উচ্চারণ হইতে বঞ্চিত করেন। দণ্ডিত ক্ষত্রিয়গণ স্বধর্মচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণগণকে বর্জনপূর্বক স্বেচ্ছ প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুপুরাণে (৪ অংশ, ৩ অধ্যায়) এই বিষয় আলোচিত। ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায়, ভারতীয় বৌদ্ধগণ হিন্দু সমাজ হইতে ছিন্ন হইয়া মধ্য এশিয়া, চীন, কাবুল, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্রামদেশ প্রভৃতি রাজ্যে পলায়ন করে এবং অত্যাচারী দেশের ক্ষত্রিয়াদি আর্থগণ স্বধর্ম বর্জন পূর্বক দেশত্যাগী হন এবং নির্বাসিত বৌদ্ধগণ কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। উক্তকালে ভারতীয় আর্থগণ তাঁহাদিগকে জাতিচ্যুত করিয়া স্বেচ্ছ আখ্যা দেন। এই বিষয় অবলম্বনে পুরাণসমূহে সগর রাজা কর্তৃক শকগণকে দণ্ডদান ও স্বেচ্ছ প্রদান সম্বন্ধে উপাখ্যান রচিত হয়। শাক্যসিংহ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহুপূর্বে বান্দীকৃত রামায়ণ ও ব্যাসকৃত মহাভারত বিরচিত হয়। এইহেতু উক্ত মহাকাব্যদ্বয়ে বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ নাই। উক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্তব্য করেন,

রামায়ণ ও মহাভারত শাক্যসিংহের বহুপূর্বে উৎপন্ন হয়। তৎকৃত In Aryans, vol 1, ১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বাল্মীকি র্ত্ত রামায়ণে (অযোধ্যা কা ১০৯ সর্গে) ভগবান রামচন্দ্র মহর্ষি জ্ঞাবালিকে বলিতেছেন, বেদদেবী নাস্তি গণকে তদ্বরতুল্য জ্ঞান করিবে ও দণ্ড দিবে।

তামালোক্য বরারোহাং শ্রীকৃপাং হরিরীশ্বরঃ ।

সা প্রিয়েব তমালোক্য প্রবিষ্টা তস্ম বিগ্রহে ॥ ৪৩

তামনালোক্য তে বৌদ্ধা মাতরং কতিধা বরাঃ\* ।

কুরুতুঃ সংঘশো দীনা হীনম্বলপৌরুষাঃ ।

বিস্ময়াবিষ্ট মনসঃ ক গতেয়মথাক্রবন্ ॥ ৪৪

কঙ্কিঃ সমালোকনেন সমুত্থাপ্য নিজান্ জনান্ ।

নিশাতমসিমাদায় স্নেচ্ছান্ হস্তং মনো দধে ॥ ৪৫

সন্নদ্ধং তুরগারুঢ়ং দৃঢ় হস্তধৃতংসক্ৰম্ ॥ ৪৬

ধনুনিষঙ্গ মনিশং বাণজাল প্রকাশিতম্ ।

ধৃতহস্ততনুভ্রাণগোদাঙ্গুলি বিরাজিতম্ ॥ ৪৭

শ্লোকার্থ। ঈশ্বর হরি শ্রীকৃপা বরারোহা মায়ায় প্রতি দৃষ্টিপাত ক মাত্র সেই মায়াও প্রিয়তমা ভার্গবার ঞ্চায় তাঁহার দেহে প্রবিষ্টা ও বিলী হইলেন। ৪৩

প্রধান প্রধান বৌদ্ধগণ তাহাদের জননী সেই মায়াদেবাকে দেখিতে : পাইয়া বলচ্যুত ও পৌরুষহীন হইল। এইরূপ শত শত ব্যক্তি একত্র হই: পুনঃ পুনঃ আর্তনাদ করিতে লাগিল। তাহারা বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে কহি: লাগিল, মা মায়াদেবী কোথায় গমন করিলেন! ৪৪

কঙ্কিদেবও এদিকে নিজ সেনাগণকে দৃষ্টিপাত দ্বারা উদ্বোধিত করিয়া স্তূর্তী অসি লইয়া স্নেচ্ছগণকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। ৪৫

তিনি অশ্বারুঢ় ও সন্নদ্ধ হইয়া দৃঢ় হস্তে খড়্গমুষ্টি ধারণ করিলেন। ৪৬

শরসমূহ অশোভিত তুণীর ও শরাসন সর্বত্র দৃষ্ট হইল। তাঁহার শরীরস্থ  
দ্রাণ ও অঙ্গুলিদ্রাণ অপূর্ব শ্রীরুদ্ধি করিল। ৪৭.

\*ক্বাপি-বিহ্বলাঃ ইতি বা পাঠ'।

মেঘোপর্যাপ্ততারাভং দ শনস্বর্ণবিন্দুকম্ ।

কিরীট কোটি বিনাক্ষ-মণিরাতি বিবাজিতম্ ॥ ৪৮

কামিণী নয়নানন্দ সন্দোহ রস মন্দিরম্ ।

বিপক্ষ পক্ষ বিক্ষেপ ক্ষিপ্তরুদ্ধকটাক্ষকম্ ॥ ৪৯

নিজভক্ত জনোন্মাস-সংবাসচরণাশ্রয়ম্ ।

নিরীক্ষ্য কলিং তে নৌদ্ধাত্ত্ব সুধর্শ্বনিন্দকঃ ॥ ৫০

জহ্বয়ুঃ সুরসংঘাঃ খে যাগাহুতি হতাশনাঃ ॥ ৫১

সুবল্যামলন তর্ধং শত্রুনাশৈকহর্ষঃ

সমর বর বিলাসঃ সাধু সংকারকাশঃ ।

স্বজন ছুরিতহর্ষা জীবজাতস্ত্র ভর্তা

রচয়তু কুশলং বঃ কামপুরাবতারঃ ॥ ৫২

ইতি ত্রাকলি পুরাণে অত্ভাগবতে ভবিষ্যে দ্বিতীয়াংশে বৌদ্ধবুদ্ধো

নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

সমাপ্তশচায়ং দ্বিতীয়াংশঃ ।

শ্লোকার্থ'। তদ্বদ্রাণের উপবিভাগে স্বর্ণ-বিন্দু খচিত থাকায় তাহা  
ঘোপরি বিস্তৃত তারকাতুল্য সমুজ্জল দেখাইল। কিরীটের অগ্রভাগে বিস্তৃত  
নাবিধ মনি মানিক্য শোভা পাইতে লাগিল। ৪৮

তিনি শত্রুপক্ষকে বিক্ষিপ্ত করিবার জ্ঞাত তাহাদের প্রতি রুদ্ধ কটাক্ষ  
ক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাদপদ্মসন্দর্শনে ভক্তজনের মন উল্লসিত  
ল। ধর্মনিন্দক বৌদ্ধগণ কামিনীগণের নয়নানন্দ-ধারার রসমন্দির-স্বরূপ  
ঈদেবকে দেখিয়া মৃত্যু ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। ৪৯-৫০

পুনর্বীর যজ্ঞস্থলে হতাশনে আত্মত প্রদত্ত হইবে ভাবিয়া স্বর্গহ দেবগণ পরম

প্রীত হইলেন। যিনি সুসজ্জিত-সৈন্তসমূহ-সমাগমে প্রাক্ষত হইয়া সমস্ত-শত্রুসংহারে অভিলাষী হইয়াছিলেন, যিনি মহাসংগ্রামে অবলীলাক্রমে যুদ্ধ করেন, যিনি সাধুবৃন্দের সংকার কামনায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি আত্মীয়বর্গের ছরিত দূর করেন, যিনি সমস্ত জীবের ভর্তা, যিনি সাধুগণের কামনা পূরণার্থ ভূতলে আবিভূত, সেই কঙ্কিদেব তোমাদের মঙ্গল করুন। ৫১—৫২

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্য-অনুভাগবতে দ্বিতীয়াংশে বৌদ্ধগণের যুদ্ধ  
নামক সপ্তম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

॥ \* ॥ দ্বিতীয়াংশ সমাপ্ত ॥ \* ॥

ভগবান কঙ্কিদেব ১৩৯২ বঙ্গাব্দে ( ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ) বৈশাখী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে মোক্ষতীর্থ মথুরাধামে বিষ্ণুশা ও বাসন্তীদেবীর পুত্ররূপে ভূমিষ্ট হইবেন। তাঁহার দুই ভ্রাতা রামকৃষ্ণ ও লক্ষণ এবং দুই ভগিনী সুভদ্রা ও সুপর্ণা হইবেন। কঙ্কির পিতৃ দত্ত নাম কালিকান্ত। কঙ্কিদেব যৌবনে সপ্ত প্রদেশের সপ্ত ব্রাহ্মণ কন্যার পানিগ্রহণ করিবেন। বৃন্দাবনের পদ্মাদেবী, গুজরাটের নারায়ণী, বঙ্গদেশের বিষ্ণুপ্রিয়া, উড়িষ্যার সুভদ্রা, বিহারের সাবিত্রী, পাঞ্জাবের কমলা ও হিমাচলের লক্ষ্মীদেবী তাঁহার সপ্ত পত্নী হইবেন। কঙ্কিদেব শত পুত্র ও একমাত্র কন্যা শ্যামাদিনীর পিতা হবেন। রাবণ ভ্রাতা বিভীষণের পত্নী সরমা শ্যামাদিনী রূপে জন্মিবেন। ভাগবতোক্ত মাহাপাল মুচুকুন্দ কালিকাতায় বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ পূর্বক কঙ্কিকন্যা শ্যামাদিনীকে বিবাহ করিবেন। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ কুমারী সন্ন্যাসিনী কঙ্কির গুরুমাতা হইবেন। কঙ্কিদেব ১২৫ বৎসর নরদেহে থাকিয়া কলিহতজীবোদ্ধার করিবেন।

## তৃতীয় অংশ প্রথম অধ্যায়

স্মৃত উবাচ

ততঃ কঙ্কিল্লৈচ্ছগগান্ করবালেন কালিতান্ ।

বাণৈঃ সন্তাড়িতান্‌তান্‌ অনয়দ্ যমসাদনম্ ॥ ১

বিশাখযুপোহপি তথা কবি প্রাজ্ঞসুমন্বকাঃ ।

গার্গ্যভর্গ্য বিশালাচ্ছা স্নেচ্ছান্‌ নিত্ম্যর্মক্ষয়ম্\* ॥ ২

কপোতরোমা কাকাক্ষঃ কাককৃষ্ণাদয়োহপরে ।

বৌদ্ধাঃ শৌদ্ধাদনা যাতা যুযুধুঃ কঙ্কিসৈনিকৈঃ ॥ ৩

তেষাং যুদ্ধমভূদ্ ঘোরং ভয়দং সর্বদেহিনাম্ ।

ভূতেশানন্দজনকং রুধিরাকৃৎকর্দমম্ ॥ ৪

শ্লোকার্থ। স্মৃত কহিলেন, অনন্তর কঙ্কি স্নেচ্ছগণের মধ্যে কতকগুলিকে রনিকরে বিদ্ধ করিয়া এবং কতকগুলিকে করবালে ছেদন করিয়া যমালয়ে ঠাইলেন । ১

এইরূপে বিশাখযুপ, কবি, প্রাজ্ঞ, সুমন্বক, গার্গ্য, ভর্গ্য ও বিশাল প্রভৃতি াদ্ধাও ঐ স্নেচ্ছগণকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । ২

কপোতরোমা, কাকাক্ষ, কাককৃষ্ণ প্রভৃতি বৌদ্ধ ও শৌদ্ধদনগণ আসিয়া ক্কিসৈন্যের সহিত ভীষণ সংগ্রাম করিতে লাগিল । ৩

উভয়পক্ষে এইরূপ ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিল যে, তাহাতে সর্বপ্রাণীর মহা ভয় ম্মিল ও কঙ্কিদেব অতিশয় আনন্দিত হইলেন । শোণিত প্রবাহে রক্তবর্ণ কর্দম হইল । ৪

\* জম্বু রশেষতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

গজান্বরথ সজ্বানাং পততাং রুধিরস্রবৈঃ ।

সবস্তী কেশশৈবালা বাজিগ্রহা সুগাহিকা ॥ ৫

ধনুস্তরঙ্গা ছুপ্পারা গজরোধঃ প্রবাহিনী ।  
 শিরঃ কূর্ঙ্গা রথতরিঃ পানিমীনাঙ্গাপগা ॥ ৬  
 প্রবৃত্তা তত্র বহুধা হর্ষয়ন্তী মনস্বিনাম্ ।  
 ছন্দভৈরবো ফেরুশকুনানন্দদায়িনী ॥ ৭  
 গর্ভৈর্গজা নরৈরশ্বাঃ খরৈরুষ্ট্রা রথৈঃ রথাঃ ।  
 নিপেতুর্বাণাভিন্নাঙ্গাঃ ছিন্নবাহুব্জি কন্ধরাঃ ॥ ৮

শ্লোকার্থ । যে সকল গজ, অশ্ব ও রথী ভূতলে পতিত হইল, তাহাদের শোণিত-স্রোতে একটি নদী বহিল । ঐ নদীতে কেশরাশি শৈবালবৎ শোভা পাইতে লাগিল । ৫

অশ্বরূপ গ্রাহকগণ স্রোত মধ্যে মগ্ন হইল । শরাসন সমূহ তরঙ্গতুল্য লক্ষিত হইল । হস্তিগণ এই ছুপ্পার নদীর পুলিন সদৃশ শোভা ধারণ করিল । এই রক্ত নদীতে ছিন্ন মস্তক কূর্মের রথ, নৌকায় ছিন্ন বাহ মীনতুল্য এবং ছন্দুভিধ্বনি শব্দের ত্রায় প্রতীত হইল । ৬

এই শোণিত নদীতীরে শৃগাল ও শকুনের হর্ষধ্বনি হইতে লাগিল । ইহা দেখিয়া সাধুগণ প্রীত হইলেন । ৭

তখন গজাক্রুড় যোদ্ধা গজাক্রুড় যোদ্ধার সহিত, অশ্বাক্রুড় যোদ্ধা অশ্বাক্রুড় যোদ্ধার সহিত, উষ্ট্রাক্রুড় যোদ্ধা উষ্ট্রাক্রুড় যোদ্ধার সহিত এবং রথী রথীর সহিত সংগ্রাম করিয়া শরনিকরে বিদ্ধ ও ছিন্নশির হইয়া পতিত হইতে লাগিল । ৮

ভস্মনা গুপ্তিতমুখা রক্তবস্ত্রা নিবারিতাঃ ।\*  
 বিকীর্ণকেশাঃ পরিতোভাস্তি সন্ন্যাসিনো যথা ॥ ৯  
 বাত্রাঃ কেহপি পলায়ন্তে যাচন্ত্যগ্র জলং পুনঃ ।  
 কাক্সিসেনাপ্তগক্ষ্মা স্নেছা নো শর্ম্য লেভিরে ॥ ১০  
 তেষাং স্ত্রিয়ো রথাক্রুড়া গজাক্রুড়া বিহঙ্গমাঃ ।  
 সমাক্রুড়া হ্যাক্রুড়াঃ খরোষ্ট্রৈরুদবাহনাঃ ॥ ১১

যোদ্ধাঃ সমায়যুজ্যক্তা পত্যাপত্য সুখাশ্রয়ান্ ।

রূপবতো যুবত্যাঃ পতিব্রতাঃ ॥ ১২

শ্লোকার্থ। কতকগুলি যোদ্ধা রক্তবস্ত্র ও ভ্রূষাচ্ছাদিত বদন হইয়া আললায়িত-কেশে সন্ন্যাসী সদৃশ নিবারণিত হইলেও দেশান্তরে গমন করিল। ৯

কেহ কেহ ব্যস্ত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইল, কেহ বা পুনঃপুনঃ জল ভিক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে কঙ্কি-সেনাগণের শত্রু প্রহারে বিক্লিষ্ট-সেনাগণ কেহ কুশলে রহিল না। ১০

তাহাদের পত্নীগণ কেহ রথাক্রুড়া হইয়া, কেহ গজাক্রুড়া হইয়া, কেহ বিহঙ্গমাক্রুড়া হইয়া, কেহ অশ্বাক্রুড়া কেহ গদভাক্রুড়া হইয়া, কেহ বা রথাক্রুড়া হইয়া পতির সহিত যুদ্ধার্থ আসিল। ১১

ঐ সকল রূপবতী বলবতী পতিব্রতা তরুণী রমণীগণ সন্ধানজুথ বা অপত্যের আশ্রয় কামনা করিল না। ১২

\* নিবারণতাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

নানা ভরণ ভূষাঢ্যাঃ সন্নদ্ধা বিশদপ্রভাঃ ।

খড়্গশক্তি ধনুবাণ বলযাত্তকরাশ্বজাঃ ॥ ১৩

সৈরিণ্যোহপ্যতিকামিণ্য পুংশ্চলাশ্চ পতিব্রতাঃ ।

যযুর্ধোদ্ধুং কঙ্কিসৈন্যৈঃ পতীনাং নিধনাতুরাঃ ॥ ১৪

মৃদুশ্যকার্শ্চিচ্চিন্তানাং প্রভূতান্নায়শাসনাং ।

সাক্ষাৎ পতীনাং নিধনং কিং যুবত্যাঃপি সেহিরে ॥ ১৫

তাঃ স্ত্রিয়ঃ স্বপতীন্ বাণভিন্নান্ ব্যাকুলিতেজ্রিয়ান্ ।

কৃহা পশ্চাদ্ যুযুধিরে কঙ্কিসৈন্যৈর্ধৃতায়ুধাঃ ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। ঐ উজ্জলকান্তি কামিনীগণ নানা ভরণে ভূষিতা এবং যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হইয়া খড়্গ, শক্তি, শরাসন ও বাণ ধারণ করিয়াছিল। উহাদের কর-কমলে অপূর্ব বলয় শোভিত ছিল। ১৩

এই সকল কমনীয়াকৃতি রমণীগণের মধ্যে কেহ বা সৈরিণী, কেহ বা

পতিব্রতা, কেহ বা বারবণিতা ছিল। ইহারা পতির নিধনে কাতর হইয়া কঙ্কি-  
সেনার সহিত সংগ্রাম করিতে আসিল। ১৪

শাস্ত্রে নিাদষ্ট আছে যে, লোকে মৃত্তিকা, ভস্ম, কাষ্ঠ প্রভৃতি বস্তুর প্রভুত্ব  
রক্ষণার্থে প্রাণপণ করে। যুবতীগণ প্রাণসম পতির মৃত্যু সহনে অক্ষম। ১৫

অনন্তর স্নেচ্ছ নারীগণ স্ব স্ব ভর্তাদিগকে বাণাঘাতে বিদ্ধ ও বিহ্বল দেখিয়া,  
তাঁহাদিগকে পশ্চাত্তাগে রাখিয়া অন্ত লইয়া কঙ্কিসেনার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত  
হইল। ১৬

তাঃ স্ত্রীকৃদ্বীক্ষ্য তে সর্বৈ বিশ্বয়শ্চিত্তমানসাঃ ।

কঙ্কিমাগত্য তে যোধাঃ কথ্যামানুরাদরাং ॥ ১৭

স্ত্রীণামেব যুযুংসুনাং কথাঃ শ্রদ্ধা মহামতিঃ ।

কঙ্কিং সমুদিতং\* প্রায়াং স্বসৈন্যৈঃ সান্নুগোরথৈঃ ॥ ১৮

তাঃ সমালোক্য পদ্মেশঃ সর্বশস্ত্রাশ্রয়ধারিণীঃ ।

নানাবাহন সংক্ৰুতা কৃত ব্যূহা উবাচ সং ॥ ১৯

কঙ্কিরূবাচ

রে স্ত্রিয়ঃ ! শূণ্ডতাস্মাকং বচনং পথ্যমুত্তমম্ ।

স্ত্রিয়া যুদ্ধেন কিং পুংসাং ব্যবহারোহত্র বিত্ততে ॥ ২০

শ্লোকার্থ। কঙ্কিসৈন্যগণ সেই সকল অবলাকে সংগ্রামে লিপ্ত দেখিয়া  
বিশ্বয়াবিষ্টচিত্তে কঙ্কির নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। ১৭

মহামতি কঙ্কিদেব যুদ্ধার্থিনী রমণীগণের বৃত্তান্ত শুনিয়া প্রহৃষ্টহৃদয়ে রথাক্রু  
সৈন্যগণ ও অহুচরবর্গের সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ১৮

নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা নানা বাহনাক্রুতা ব্যূহরচনাশ্রেণীবদ্ধা হইয়া  
অবস্থিতা সেই সকল স্নেচ্ছনারীকে দেখিয়া পদ্মাপতি কঙ্কিদেব বলিতে  
লাগিলেন। ১৯

ভগবান কঙ্কি কহিলেন, হে অবলাগণ, আমি তোমাদিগকে শুভ ও শ্রেষ্ঠ



কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। স্ত্রীলোকের সহিত পুরুষের যুদ্ধ করার নিয়ম নাই। ২০

\* সমুদিতঃ ইতি বা পাঠঃ।

মুখেন্ চন্দ্রবিশ্বেষু রাজিতালকপংক্তিষু।

প্রহরিশ্রুতি কে তত্র নয়নানন্দদায়িষু ॥ ২১

বিভ্রাস্ততারভ্রমরং নবকোকনদ প্রভম্।

দীর্ঘাপাঙ্গেক্ষণং যত্র তত্র কঃ প্রহরিশ্রুতি ॥ ২২

বন্ধোজশস্ত্রুস্তার-হারব্যাল বিভূষিতৌ।

কন্দর্পদর্পদলনৌ তত্র কঃ প্রহরিশ্রুতি ॥ ২৩

লোললীলালকত্রাত চকোরাক্রান্ত চন্দ্রিকম্।

মুখচন্দ্রে চিহ্নহীনং কস্তং হস্তমিহার্হতি ॥ ২৪

শ্লোকার্থ। তোমাদের এই চন্দ্রোপম বদনে অলকারাজি বিরাজিত। ইহা দর্শনে সকলেরই মনে আনন্দ হয়। এখন কোন্ পুরুষ ইহাতে প্রহার করিবে? ২১

এই মুখচন্দ্রে দীর্ঘাপাঙ্গবিশিষ্ট প্রফুল্ল-কমল-সদৃশ নয়নে তারারূপ ভ্রমর ভ্রমণ করিতেছে। কোন্ পুরুষ ঈদৃশ মুখমণ্ডলে আঘাত করিবে? ২২

তোমাদের কুচদ্বয়রূপ শস্ত্র তার হাররূপ সর্পে বিভূষিত। ইহা দেখিয়া কন্দর্পেরও দর্প চূর্ণ হয়। অতএব কোন্ পুরুষ ঈদৃশ কোমলাঙ্গে প্রহার করিতে পারিবে? ২৩

চঞ্চল-অলক-রূপ চকোর দ্বারা বাহার চন্দ্রিকা আক্রান্ত হইয়াছে, ঈদৃশ কলংকলীন মুখচন্দ্রে কোন্ পুরুষ প্রহার করিতে পারে? ২৪

স্তনভার-ভারাক্রান্ত-নিতান্ত-ক্ষীণ-মধ্যমম্।

তমুলোমলতাকঙ্কং কঃ পুমান্ প্রহরিশ্রুতি ॥ ২৫

নেত্রানন্দেন নেত্রেণ সমাবৃতমনিন্দিতম্।

জঘনং শুঘনং রম্যং বাণৈঃ কঃ প্রহরিশ্রুতি ॥ ২৬

ইতি কল্পেৰ্চঃ শ্ৰদ্ধা গ্রহস্থ\* প্রাচুরাদৃতাঃ ।

অম্মাকং হং পতীন্ হংসি তেন নষ্টা বয়ং বিভো ।

তন্তুং গতানামস্ত্রাণি করাগোবাগতান্নাত ॥ ২৭

খড়্গা-শক্তি-ধনুর্বাণ-শূল-তোমর-যষ্টিয়ঃ ।

তাঃ প্রাচুঃ পুরতো মূর্তাঃ কার্ত্তস্বর বিভূষণাঃ ॥ ২৮

গ্লোকার্থ । তোমাদের স্তমভারাক্রান্ত নিতান্ত হৃদয়তোমরাই শোভিত উত্তম মধ্যদেশে কোন্ পুরুষ প্রহার করিতে পারিবেন ? ২৫

তোমাদের নয়নানন্দদায়ক অস্ত্রকাবৃত দোবলেশ পরিশূত্র অতিশয় রমণীয় স্বঘন ভয়নমণ্ডলে কোন্ পুরুষ বাণাঘাত করিতে সমর্থ ? ২৬

য়েচ্ছকামিনীগণ কল্পিদেবের প্রশংসা বাক্য শুনিয়া সহাস্ত বদনে বলিল, মহাত্মন, আপনি যখন আমাদের পতিগণকে বিনাশ করিয়াছেন, আমরা তখনই বিনষ্ট হইয়াছি। স্ত্রীগণ এই কথা বলিয়া কঙ্কিকে বধ করিতে উদ্বৃত্ত হইল। তাহারা যেসকল অস্ত্র নিষ্পেদ করিতে লাগিল, তৎসমুদয় তাহাদের হস্তেই আবদ্ধ রহিল। ২৭

অনন্তর খড়্গা, শক্তি :<sup>১০৯</sup>, ধনু, বাণ, শূল, তোমর:<sup>১১০</sup>, যষ্টি প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র মূর্তিমান হইয়া সম্মুখে অবস্থানপূর্বক স্ববর্ণ-ভূষিত সেই সকল য়েচ্ছকামিনীকে কহিল। ২৮

\* গ্রহস্থা ইতি বা পাঠঃ ।

টিপ্পনী । ১০৯। প্রাচীন কালের অস্ত্রবিশেষ। পুরাকালে অস্ত্র ও শস্ত্র সম্বন্ধে গুপ্তনীতি গ্রন্থে ( ৪ অধ্যায়, ৭ প্রকরণ, ১১১-১১২ স্লোক ) এই শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয় ।

অস্ত্রেতৈ ফিপাতে যত্ন মদ্র যস্ত্রাণিভিচ্চ তৎ ।

অস্ত্রং তদন্ততঃ শস্ত্রমাসিকুংতাদিকং চ যৎ ॥

অস্ত্রং ত দ্বিবিধং জেয়ং নালিকং নাক্তিকং তথা ॥

যাহা মদ্র, যস্ত্র বা অগ্নিবারা নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে অস্ত্র বলে। ইহা ব্যতীত

গ্রহরণ আছে। কুন্ত, খড়া ও অসি প্রভৃতিকে শস্ত্র বলে। নালিক ও মাস্তিক দ্বিবিধ অস্ত্র দেখা যায়। শক্তিও অস্ত্র রূপে গণ্য। শুক্রনীতি গ্রন্থে শক্তির সংজ্ঞা নাই। শক্তির আকার বর্ণনা নিম্নোক্ত শ্লোকত্রয়ে লিখিত—

শক্তিহস্তদ্বয়োন্মোখা ত্রিযগগতিরনাকুলা ।

তীক্ষ্ণজীহ্বাগ্রনখরা ঘণ্টানাদ ভয়ংকরী ॥

ব্যাদিতাস্ত্রাহতিলীলা চ শক্রশোণিতরঞ্জিতা ।

অস্ত্রমালা পরিক্ষিপ্তা সিংহাস্ত্রা যোরাদর্শনা ॥

বৃহত্তস্করদূরগমা পর্বতেন্দ্র বিদারিণী :

ভূজজয় প্রেরণীয়া যুদ্ধে জয় বিধায়িনী ॥

উক্ত বর্ণনায় শক্তির গঠন ও আকার পর্যা্যাপ্ত নহে। শক্তি অস্ত্র প্রায় দুই হাত দীর্ঘ হয়, সিংহসম মুখ ও জিহ্বা অতি তীক্ষ্ণ হয় এবং নখও তীক্ষ্ণ হয়। উহার মুষ্টি বড় হয়, দেখিতে ভয়প্রদ, ঘণ্টানাদ করিলে ভয়ংকর এবং যাহার অঙ্গ শক্র রক্তে রঞ্জিত হয় ও অস্ত্রজালে জড়িত হইলে বাহাব বর্ণ গাঢ় নীল হয়। শক্তি বৃহৎ, স্কর ও দূরগামী অস্ত্র এবং বিশাল পর্বত বিদারক, হস্তদ্বয়ে প্রেরণীয় ও যুদ্ধজয় প্রদায়ক। এই সুদৃশ্য অস্ত্র ষড়বিধ ক্রিয়াশীল। উহার প্রথম ক্রিয়া উত্তোলন, দ্বিতীয় ক্রিয়া ভ্রামণ, তৃতীয় ক্রিয়া আক্ষালন, চতুর্থ ক্রিয়া নামন বা উর্ধ্বে আক্ষালিত করিয়া নিয়ে ধারণ, পঞ্চম ক্রিয়া মোচন বা লক্ষ্যমুখে ক্ষেপণ এবং ষষ্ঠ ক্রিয়া ভেদন বা লক্ষ্যবস্তুর অঙ্গভেদ। শক্তি অস্ত্রের উল্লিখিত ছয় ক্রিয়া বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্বেদের নিম্নোক্ত শ্লোকে লিখিত।—

তোলনং ভ্রামণং চৈব বগনং নামনং তথা ।

মোচনং ভেদনং চেতি ষষ্ঠার্গঃ শক্তি সংশ্রিতাঃ ॥

ইহা ষষ্ঠার্গ শক্ত্যস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনামাত্র। ইহাতে শক্তির রূপ পূর্ণরূপে জানা যায় না।

১১০। ডাঃ রামদাস প্রণীত ভারতবর্ষ পুস্তকে তোমরের বর্ণনা প্রদত্ত। বৈশম্পায়ন কথিত ধনুর্বেদ অনুসারে ইহা একপ্রকার লৌহফলক ও কাষ্ঠখণ্ড যুক্ত তীর। শাঙ্গধর মতে ইহা ফলাযুক্ত শলাকার তীর। অগ্নিপুৰাণোক্ত ধনুর্বেদের

বাক্যান্তসারে উহা সোজা পক্ষযুক্ত তীর । সকলের মতেই উহা ধনুকে ঢালনের  
তীর । ধনুর্বেদে নিম্নোক্ত শ্লোকে লিখিত আছে,—

ভাগ্নঃ কাষ্ঠকাষঃ শ্রান্নৌহণীষঃ স্পৃচ্ছবান্ ।

ভগ্নত্ময়োন্নতাদৃশ রক্তবর্ণস্ববক্রগঃ ॥

তোমর কাষ্ঠনির্মিত অস্ত্র । উহার ফলক লৌহময় হয় । উহা দৈর্ঘ্যে তিন  
হাত ও পুচ্ছযুক্ত । উহার গতি সরল হয় । এই অর্থ বজায় রাখিয়া শার্ঙ্গধর  
একটি বাক্য বলেন ; ‘ফলবচ্ছীর্ষদেশঃ শ্রান্নৌহণীষগন্তথা ।’ সর্পফণাতুল্য  
লৌহতীরের নাম তোমর । অগ্নিপুরণোক্ত ধনুর্বেদে উহার আকার ও গঠনের  
কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু উহার সমস্ত ক্রিয়া বর্ণিত ।

দৃষ্টিঘাতং ভূজাঘাতং পাশ্ঘ্যাতং দ্বিজোত্তম ।

খাড়্গক্ষেমুধাপাতং তোমরস্ত প্রকীৰ্তিতম্ ॥

তোমরাদ্বয়ের ক্রিয়াও ত্রিবিধ । মহামুনি বৈশম্পায়ন বলেন—

উদ্ধানং বিনিযুক্তং চ বেধনং চেতি তথিকম্ ।

বগ্নিতং শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞাঃ কথয়ন্তি নরাধিপাঃ ॥

শস্ত্রতত্ত্ববিদ রাজগণ মহাব্য করেন, তোমরের কার্য্য তিন প্রকার । উহায়  
প্রথম কার্য্য উদ্ধান ( খাড়া করা ), দ্বিতীয় কার্য্য বিনিয়োগ বা প্রয়োগ এবং  
তৃতীয় কার্য্য বেধন বা লক্ষ্যভেদ । ‘ভারত রহস্য’ পুস্তকে অঘজাতিগণের  
যুদ্ধান্ত সম্বন্ধে বৃত্তান্ত প্রাপ্ত ।

শস্ত্রাণ্যচুঃ ।

সমাসাত্ত বয়ঃ নার্যো হিংসয়ামঃ স্বতেজসা ।

তস্মাত্মানং সর্ব্বময়ং জ্ঞানীত কৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ২৯

তমীশমাত্মনা নার্য্যঃ ! চরামো যদনুজ্ঞয়া ।

যংকৃতা নামরূপাদিভেদেন বিদিতা বয়ম্ ॥ ৩০

রূপ-গন্ধ-রস-স্পর্শ-শব্দাচ্চ ভূত পঞ্চকাঃ ।

চরন্তি যদধিষ্ঠানং সোহয়ং কঙ্কিঃ পরায়কঃ ॥ ৩১

কাল-স্বভাব-সংস্কার-নামাঙ্কা প্রকৃতিঃ পরা ।

যশ্চেক্ষয়া\* সৃজ্যতুং মহাহঙ্কারকাদিকান্ ॥ ৩২

শ্লোকার্থ। অঙ্গসমূহ কছিল, হে নারীগণ, আমরা যাঁহা হইতে তেজঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রাণিহিংসা করিয়া থাকি, তাঁহাকে সেই পরমাত্মা সর্বময় ঈশ্বর বলিয়া জানিবে ও দৃঢ় বিশ্বাস করিবে। ১৯

হে নারীগণ, আমরা এত ঈশ্বরের অন্তজ্ঞাক্রমে বিদ্রূণ করি। ইহা হইতেই আমরা নাম-রূপ প্রাপ্ত ও বিখ্যাত হইয়াছি। ৩০

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ নামক পঞ্চ গুণাধার পঞ্চভূত ইহা দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়াই স্ব স্ব কাণ্ড সম্পন্ন করিতেছে। এই কঞ্চিই সেই ঈশ্বর। ৩১

তাঁহার ইচ্ছা অন্তসারেই কাল, স্বভাব, সংস্কারও নাম প্রভৃতির আদিভূত পরম প্রকৃতি, মহত্ত্ব, অহংকারত্বাদি<sup>১১১</sup> সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড<sup>১১২</sup> সৃজন করিতেছে। ৩২

যশ্চেচ্ছয়া ইতি বা পাঠঃ ।

টিপ্পনী। ১১১। মহাসংহিতায় ( ১ম অধ্যায়, ১৫ শ্লোকে ) আছে—

মহাস্তমেব চাত্মানং সর্বাণি ত্রিগুণানি চ ।

বিষয়াণাং গ্রহীত্বাণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ ॥

অহংকারত্বের পূর্বে মহত্ত্ব স্বরূপিত হইয়াছিল এবং ক্রমে ‘সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ’ ও ‘শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ’ পঞ্চবিষয়ের গ্রাহক ‘চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্’ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং ‘বাক্য, পাদ, হস্ত, গুহ্য ও উপস্থ’ এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিলেন।

১১২। মহাসংহিতা ( প্রথম অধ্যায়, ৮-৯ শ্লোক ) বলেন,

সোহভিধায় শরীরাত্ স্বাৎ সিস্কৃৎবিবিধাঃ প্রজাঃ ।

অপ এব সসজ্জাদৌ তাস্মৈ বীজমবাসজৎ ॥

নদগুমভবক্লেমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্ ।

তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকাপিতামহঃ ॥

সেই পরমাত্মা স্বীয় দেহ হইতে নর ও তিৰ্য্যগাদি বহুবিধ প্রজা সৃষ্টির

অভিলাষ করিয়া চিন্তামাত্রে প্রথমতঃ জল সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে উৎপাদক বীজ অর্পণ করিলেন। সমপিত সেই বীজ সুবর্ণ বর্ণ তুল্য স্বর্ণসম প্রভাযুক্ত একটি অণ্ডে পরিণত হইল। ঐ অণ্ডে তিনি স্বয়ংই সর্বলোকের পিতামহ ব্রহ্মরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। উক্ত সংহিতায় ইহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত।

যন্মায়য়া জগদ্যাত্রা সর্গস্থিত্যন্ত সংজ্ঞিতা।

স এবাত্তঃ স এবাস্তে তস্তাং দোহয়মীশ্বরঃ ॥ ৩৩

অসৌ পতিশ্চে ভার্য্যাহমস্তু পুত্রাণ্ড বান্ধবাঃ।

স্বপ্নোপমান্ত তন্নিষ্টা বিবিধাশ্চৈল্লজালবৎ ॥ ৩৪

স্নেহ মোহনিবন্ধানাং যাতায়াতদৃশাং মতম্।

ন কঙ্কিসেবিনাং রাগদ্বেষ বিদ্বেষকারিণাম্ ॥ ৩৫

কুতঃ কালঃ কুতো মৃত্যুঃ ক যমঃ কাস্তিদেবতা।

স এব কঙ্কিভগবান্ মায়য়া বহ্লীকৃতঃ ॥ ৩৬

শ্লোকার্থ। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়রূপ জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহার মায়্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি জগতের আদি, তিনি জগতের অন্ত। তাঁহার শক্তিতে জগৎ যাত্রা চলিতেছে। ইনিই সেই ঈশ্বর। ৩৩

ইনি আমার পতি, পত্নী, পুত্র, আত্মীয় ও বন্ধু এই সমস্ত স্বপ্নদৃশ্য বিবিধ ব্যবহার ইহার শক্তিতে ঘটতেছে।

যাহারা স্নেহ ও মোহেরবশে জন্ম-মৃত্যুকে কেবল যাতায়াত মনে করেন, যাহারা রাগ, দ্বেষ ও হিংসাদির উচ্ছেদ করিয়াছেন, যাহারা কঙ্কিসেবী, তাহারা দৃশ্যজগতকে ঐল্লজালিক ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। ৩৪-৩৫

কাল কোথা হইতে আসিল? মৃত্যু কোথা হইতে আসিতেছে? যম কে? দেবগণই বা কে? একমাত্র ভগবান্ কঙ্কিদেবই মায়্যাবলে বহ্লীকৃত হইয়াছেন। ৩৬

ন শস্ত্রাণি বয়ং নার্য্যঃ সংগ্রহাৰ্য্য্য ন চ ক্ৰটিং।

শস্ত্রগ্রহত্ব ভেদোহয়মবিবেকঃ পরাশ্রয়ঃ ॥ ৩৭

কঙ্কিদাসস্ত্রাপি বয়ং হস্ত নারীঃ কদাচন  
 হনিষ্যামো দৈত্যপতেঃ প্রহ্লাদস্ত যথা হরিম্ ॥ ৩৮  
 ইত্যজ্ঞানাং বচঃ শ্রদ্ধা দ্বিয়ো বিস্মিতমানসাঃ ।  
 স্নেহমোহবিনিমুক্তাঃ কঙ্কিং শরণং যযুঃ ॥ ৩৯  
 তাঃ সমালোকা পদ্মেশঃ প্রণতা জ্ঞাননিষ্ঠয়া ।  
 প্রোবাচ প্রহসন্ ভক্তি-যোগং কল্মষনাশনম্ ॥ ৪০

শ্লোকার্থ । হে নারীগণ, আমরা শস্ত্র নহি এবং কান ব্যক্তি আমাদের  
 রা প্রহৃত হইতে পারে না । ইনি শস্ত্র, ইনি প্রহর্তা । এই ভেদ পরমাস্ত্রার  
 ায়ামাত্র । ৩৭

দৈত্যপতি প্রহ্লাদেণ প্রার্থনায় শ্রীহরি যখন নৃসিংহ মূর্তি ধারণ করেন, তখন  
 াহাকে যেমন আমরা অস্বাত করিতে পারি নাই, কঙ্কিদাসগণকেও সেইরূপ  
 ামরা কদাপি অস্বাত করিতে পারি না । ৩৮

অস্ত্রসমূহের এই কথা শুনিয়া নারীগণ বিস্ময়াক্রান্ত হইল । তখন তাহার  
 নহ ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া কঙ্কিদেবের শরণাপন্ন হইল । ৩৯

সেই সকল স্নেহকামিনীগণকে জ্ঞান ও নিষ্ঠাভরে প্রণতা দেখিয়া পদ্মাপতি  
 নিদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া পাপপুঞ্জ বিনাশক ও মোক্ষপ্রদ ভক্তিযোগ ব্যাখ্যা  
 ারিলেন । ৪০

কর্মযোগক্কাঅনিষ্ঠং জ্ঞানযোগং ভিদাশ্রয়ম্ ।  
 নৈকস্ম্যালক্ষণং তাসাং কথয়ামাস মাধবঃ ॥ ৪১  
 তাঃ দ্বিয়ঃ কঙ্কি-গদিত জ্ঞানেন বিজিতেন্দ্রিয়াঃ ।  
 ভক্ত্যা পরমবাপুস্তদ্ যোগিনাং তুল্যভং পদম্ ॥ ৪২  
 দৃষ্টা মোক্ষং স্নেহ বৌদ্ধ দ্বিয়াণাং  
 কৃষ্টা যুদ্ধং ভৈরবং ভীমকর্ম্মা ।

হৃদ্বা বৌদ্ধান্ শ্লেচ্ছ সংঘাংস্ত কঙ্কিস্তেষাং

জ্যোতিঃ স্থানমাপূর্য্য রেজে ॥ ৪৩

যে শৃঙ্গস্তি বদন্তি বৌদ্ধনিখনং শ্লেচ্ছক্ষয়ং সাদরাল্লোকাঃ

শোকহরং সদা শুভকরং ভক্তিপ্রদং মাধবে ।

তেষামেব পুনর্ন জন্মমরণং সর্বার্থসম্পৎকরং ।

মায়ামোহ বিনাশনং প্রতিদিনং সংসারতাপচ্ছিদম্ ॥ ৪৪

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরণে অষ্টভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে শ্লেচ্ছ বিনাশোনা  
প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

**শ্লোকার্থ** । পরে তিনি আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানবোগ ও ভেদজ্ঞানের কার্য  
কর্মযোগ এবং কি উপায়ে অদৃষ্টাধীন হইতে না হয়, সেই সমস্ত বিষয় নারীগণে  
নিকট বলিলেন । ৪১

শ্লেচ্ছ স্ত্রীগণ কঙ্কিবাক্যে জ্ঞানপ্রাপ্তা ও জিতেন্দ্রিয়া হইয়া ভক্তি ভা  
যোগিগণের সুহৃৎ পরমপদ লাভ করিল । ৪২

এইকপে ভীমকর্মা কঙ্কিদেব মহাবৃদ্ধ করিয়া বৌদ্ধ ও শ্লেচ্ছগণকে বিনা  
করিলেন । পরে তিনি তাহাদের নারীগণকে মুক্তিপ্রদান পূর্বক মৃত শ্লেচ্ছ  
ও বৌদ্ধগণকে জ্যোতির্ময় দিব্যালোকে প্রেরণ করিলেন । ৪৩

যাহারা এই শ্লেচ্ছক্ষয় বৌদ্ধনাশের বিষয় সাদরে কীর্তন বা শ্রবণ করিবেন  
তাহাদের সমস্ত শোক দূর হইবে । তাহারা সর্বদা কল্যাণভাজন হইবেন  
মাধবের প্রতি তাহাদের ভক্তি জন্মিবে । সুতরাং তাহাদের পুনরায় জন্ম ব  
মৃত্যু হইবে না । এই বিষয় শ্রবণে সর্বসম্পদ লাভ হয়, মায়ামোহ অপসৃত হয়  
সংসারের পাপ-তাপ আর সহ্য করিতে হয় না । ৪৪

শ্রীকঙ্কিপুরণে ভবিষ্য-অষ্টভাগবতে তৃতীয়াংশে শ্লেচ্ছ বিনাশ

নামক প্রথম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।



## তৃতীয় অংশ

### দ্বিতীয় অধ্যায়

#### সূত উবাচ

ততো বৌদ্ধান মেচ্ছগণান বিজিতা সত সৈনিকৈঃ ।

বনাগাদায় বহ্নান কীকটাং পুনরাব্রুজৎ ॥১

কার্কঃ পবমতেভ্যশ্চ ধম্মাণাং পাবিরক্ষকঃ ।

চক্রতীর্থং সমাগতা স্নানং বিধিবদাচবৎ ॥২

প্রাত্ৰভিনে কিপালাভিবহুভিঃ স্বজনৈর্বৃতঃ

সমাযাতান মুনীং স্তত্র দদৃশে দীনমানসান ॥৩

সমুদ্ভিয়াগতাংস্তত্র পবিপাহি জগংপতে ।

ইত্যুক্তবন্তো বহুধা যে তানাহ চবিঃ পবঃ ॥৪

লোকার্থ । সূত বলিলেন, ‘অনন্তর কলিদের বৌদ্ধ ও মেচ্ছগণকে পবাজিত  
বশ্য মনবঃ লইয়া সৈক্যগণের সঙ্গে কীকটনগব<sup>১১৩</sup> হইতে প্রত্যগমন  
বলেন । ১

২ যে মহা বৌদ্ধা ধর্মবক্ষক কলিদের চক্রতীথে<sup>১১৪</sup> আসিয়া যথাবিধি পূজা  
ন করিলেন । ২

৩ নীলোকপাল সদৃশ প্রাত্ৰবুদ্ধ এবং বহুসংখ্যক আত্মীয়গণে পবেবৃত  
ছেন, এমন সময় দেখিলেন, কতিপয় মহর্ষিঃ ত্রুণিত্রদয়ে সেখানে উপস্থিত  
হইছেন । ৩

৪ বা ভয়হেতু কঙ্কিব নিকট গমনপূর্বক পুনঃপুনঃ কহিতে লাগিলেন, ‘  
ংপতে, বক্ষ্য কব । ৪

টিপ্পণী । ১১৩ প্রাচীন মগধরাজ্য । বর্তমান বিহারের দক্ষিণাংশে  
ধামের অংশীভূত ছিল ।

১১৪ । নৈমিষারণ্যের এক তীর্থ । লঙ্কো সহরের বায়ুকোণে ৪৫ মাইল

দূরে বাম দিকে নৈমিষারণ্য অবস্থিত। উহার বর্তমান নাম নীমসার। উহার প্রাচীন গৌরব বিলুপ্ত, কেবল চক্রতীর্থই বিद्यমান। উক্ত স্থানে বিষ্ণুচক্র সুদর্শন শীর্ণ হয়েছিল। চক্রতীর্থে একটি ষট্‌কোণ সরোবর অবস্থিত। এই সরোবরের চারিপাশে অনেক মন্দির বিद्यমান। ঐ সরোবর ৮০ হাত বিস্তৃত।

উক্ত কুণ্ডের জল দক্ষিণ দিক দিয়া ১৪ হাত চওড়া গোদাবরী খাল দ্বারা বহির্গত হয়। উহার উত্তরে ১১০ ফুট চওড়া, ৪০০ ফুট লম্বা ও ৫০০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি দুর্গ আছে।

বাংলখিল্যাদিকানল্পকায়ান্ চীরজটাধরান্ ।

বিনয়াবনতঃ কঙ্কিস্তানাহ কৃপণান্ ভয়াৎ ॥৫

কস্মাদ্ যুয়ং সমায়াতাঃ কেন বা ভীষিতা বত ।

তমহং নিহনিষ্যামি যদি বা স্ম্যাৎ পুরন্দরঃ ॥৬

ইত্যাশ্রুত্য কঙ্কিবাক্যং তেনোল্লাসিতমানসাঃ ।

জগদ্ধঃ পুণ্ডরীকাক্ষং নিকুন্তুহুহিতুঃ কথাঃ ॥৭

মুনয় উচুঃ ।

শৃণুবিষ্ণুযশঃপুত্র ! কুন্তকর্ণাভ্রজাভ্রজা ।

কুথোদরীতি বিখ্যাতা গগনার্দ্ধা সমুখিতা ॥৮

শ্লোকার্থ। পরে শ্রীহরি তাঁহাদিগকে এবং বাংলখিল্য<sup>১১৫</sup> প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায়, জটাধারী, বঙ্কলপরিহিত যে সকল মহর্ষি কাতর হৃদয়ে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিকটও তিনি বিনয়াবনত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কোথা হইতে আসিতেছেন? আপনারা কাহার দ্বারা ভীত হইয়াছেন? তিনি যদি দেবরাজ ইন্দ্রও হন, তথাপি আমি তাঁহাকে সংহার করিব। ৫-৬

তাঁহারা পুণ্ডরীকাক্ষ কঙ্কিদেবের অভয় বাণী শুনিয়া হুঁচিতে রাক্ষসী নিকুন্তুহুহিতার কথা বলিতে লাগিলেন। ৭

মুনিগণ বলিলেন, হে বিষ্ণুযশস্তুনয়, বলিতেছি, শ্রবণ করন। কুন্তকর্ণের

পুত্র নিকুন্তের একটি কন্যা আছে। সে আকাশমণ্ডলের অর্ধেক পর্যন্ত উচ্চ হার নাম কুখোদরী। ৮

**টিপ্পনী।** ১১৫। এই মুনিগণের শরীর অগ্নুষ্ঠমাত্র দীর্ঘ হয়। ইহাদের সংখ্যা ষাট হাজার। পুলস্ত্যের ঔরসে ক্রতুর গর্ভে এই শক্তিশালী মুনিগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা লোকপতি ও ধর্মবিচারক। মহাভারতে কণ্বমুনির আশ্রম-বৃত্তান্ত যেখানে লিখিত, তথায় তাঁহারা যতি নামে উল্লিখিত। মহাভারতে আছে, ‘যতিভীষালখিলৈশ্চ বৃতং মুনিগণাঘ্রিতম্।’ ভাগবতেও বালখিল্য যতিগণের বিবরণ পাওয়া যায়। কঙ্কিপুরাণে বালখিলাগণ মুনি নামে অভিহিত। মহাভারতে তাঁহারা যতি নামে সম্বোধিত। যতি ও মুনি এক নহে। যতিধর্ম ও মুনিধর্মের মধ্যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়। শ্রীমৎ বিষ্ণুখর সরস্বতীকৃত ‘যতিধর্ম সংগ্রহ’ নামক সংস্কৃত পুস্তক দ্রষ্টব্য।

কালকঞ্জস্য মহিষী বিকঞ্জ-জননী চ সা।

হিমালয়ে শিরঃ কৃৎস্না পাদৌ চ নিষধাচলে ॥

শেতে স্তনং পায়য়ন্তী বিকঞ্জং প্রস্নুতস্তনী\* ॥৯

তস্তা নিঃশ্বাসবাতেন বিবশা বয়মাগতাঃ।

দৈবৈনৈব সমানীতাঃ সম্প্রাপ্তাস্ত্বৎপদাস্পদম্ ॥

মুনয়ো রক্ষণীয়ান্তে রক্ষঃসু চ বিপৎসু চ ॥১০

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কঙ্কিঃ পরপূরঞ্জয়ঃ।

সেনাগর্গণৈঃ পরিবৃত্তো জগাম হিমবদিগরিম্ ॥১১

উপত্যকাং সমাসাচ্চ নিশামেকাং নিনায় সঃ

প্রাতর্জিগমিসুঃ সৈশ্চৈদ্দদৃশে ক্ষীরনিয়গাম্ ॥১২

\*প্রস্নুতগস্তনী ইতি বা, বিকঞ্জপ্রস্নুতস্তনী ইতি বা পাঠঃ।

**শ্লোকার্থ।** সেই কুখোদরী কালকঞ্জ নামক রাক্ষসের মহিষী। উহার পুত্রের নাম বিকঞ্জ। ঐ রাক্ষসী হিমালয়ে<sup>১১৬</sup> মস্তক ও নিষধাচলে<sup>১১৭</sup> চরণ

স্থাপনপূর্বক বিকঞ্জের নিকট স্তন রাখিয়া শয়নান্তে তাহাকে স্তন পান করাইতেছে ।২

আমরা তাহার নিশ্বাসবায়ুতে বিবশ হইয়া এখানে আসিয়াছি। দৈবানুগ্রহে আমরা এখানে সমাগত। এখানে আমরা আপনার পাদপদ্ম প্রাপ্ত হইলাম। আপনার কর্তব্য কর্ম এই যে, বিপৎকালে রাক্ষস হইতে আমাদেরকে পরিত্রাণ করুন ।১০

পরপরজয় কঙ্কিদেব মুনিগণের প্রার্থনা শ্রবণে সেনাগণে পরিকৃত হইয়। হিমালয় পর্বতে গমন করিলেন ।১১

তিনি হিমালয়ের উপত্যকায় উপনীত হইয়া একরাত্রি যাপন করেন। পরদিন প্রাতঃকালে সৈন্তগণের সহিত যাত্রা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, এমন সময় একটি দুষ্কের নদী দেখিতে পাইলেন ।১২

**টিপ্পনী।** ১:৬। আখ্যাবর্তের উত্তরে দেবভাষ্মা হিমালয় পর্বত অবস্থিত। পুরাণ সমূহে উহা পর্বতরাজরূপে বর্ণিত। পিতৃগণের কন্যা মেনকা (মৈনাক) ইহার পত্নী ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম মৈনাক এবং কন্যাদ্বয়ের নাম গঙ্গা ও গৌরী। গৌরীদেবী শিবপত্নী ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপত্নী। পুরাণ সমূহে লিখিত আছে, পুরাকালে পর্বতগণ পক্ষবান ছিলেন। এই কারণে তাঁহারা পক্ষীতুল্য আকাশে উড়িতে পারিতেন। ইহার ফলে প্রাণিগণের অনিষ্ট হইত। তখন ইন্দ্রদেব বজ্রধাতে সমস্ত পর্বতের পক্ষ কাটিয়া ফেলেন। হিমালয় পুত্র মৈনাক ইন্দ্রের ভয়ে সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হইতেন এবং স্পর্ধাভরে বলেন, ইন্দ্র বজ্রধারাও আমার পক্ষ ছিন্ন করতে পারেননি। কোন সংবাদপত্রে ইহা প্রকাশিত হয় যে, কোন সমুদ্রের মধ্যে একপ্রকার পর্বত আছে, যাহা অতিবেগে একস্থান হইতে অন্য দূর স্থানে চলিয়া যায়। এইরূপে অচল ও সচল দুই নামে পর্বত বিশেষিত হয়। পৌরাণিক ঋষিগণ বলিতেন, পর্বত গতিশীল। ইহা অসত্য প্রতীত হয় না। যদিও এক মৈনাক পর্বত সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত, তথাপি দুই মৈনাক পর্বত স্থলভাগে অবস্থিত। তন্মধ্যে এক মৈনাক শোণ নদীর উৎপত্তি স্থানে দেখা যায়। উক্ত কারণে শোণ

নদীর অগ্র নাম মৈনাক প্রভ। দ্বিতীয় মৈনাক চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত। হিমালয় হইতে নিম্নলিখিত নদীসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। অলকানন্দা, গঙ্গা, সরস্বতী, সিন্ধু, চন্দ্রভাগা, যমুনা, শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী, কাবুল নদী, গামতী, মহানন্দা, বিপাশা, সরযু (বর্ষরা), গণ্ডকী, কোশিকী (কুসী), বঙ্গপুত্র ইত্যাদি।

১১৭। নিম্ন পর্বত বিশেষ। ভাগবত (৫ম স্কন্ধ, ১৬ অধ্যায়) অনুসারে ইলাবৃত ও হরিবর্ষের নীমাত্ত পর্বত। ইলাবৃতের দক্ষিণে নিম্বাচল অবস্থিত।

শাশ্বেন্দুধবলাকারাং ফেনিলাং বৃহতীং দ্রুতম্।

চলন্তাং বীক্ষ্য তে সর্বের স্তম্ভিতা বিশ্বয়ান্বিতাঃ ॥১৩

সেনাগণগজাশ্বাদিরথযোধৈঃ সমাবৃতঃ।

কঙ্কির ভগবাংস্তত্র জ্ঞাতার্থোইপি মুনীশ্বরান ॥১৪

পপ্রচ্ছ কা নদী চেয়ং কথং দুগ্ধবহাভবং।

তে কঙ্কিস্ত বচঃ শ্রুত্বা মুনয়ঃ প্রাহুরাদরাং ॥১৫

শৃণু কঙ্কৈ পয়স্বত্যাঃ প্রভবং হিমবদিগরৌ।

সমায়াতা কুথোদর্যাঃ স্তন প্রস্রবণাদিহ ॥১৬

‘ঘটিকাসপ্তকৈশ্চান্না পন্নো যাস্ততি বেগিতম্।

হীনসারা তটাকারা ভবিষ্যতি মহামতে ॥১৭

ল্লোকার্ধ। এই নদী শংখ ও চন্দ্রতুল্য ধবলবর্ণ ও বৃহৎ। ইহার চতুর্দিকে ফলপুঞ্জ সর্বদা উৎখিত হইতেছে। এই নদীর দুগ্ধ দ্রুতবেগে বহিতেছে। গগন কঙ্কির অলুচরণ সকলেই ঈদৃশ দুগ্ধনদী দেখিয়া বিশ্বয়বিষ্ট ও স্তম্ভিত প্রায় হইল। ১৩

যদিও ভগবান কঙ্কিদেব তাহার কারণ জানিতেন, তথাপি তিনি গজ, অশ্ব, থ, পদাতিক প্রভৃতি যোদ্ধাগণে পরিবৃত হইয়া মহাবিষ্মদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

এই নদীর নাম কি ? কি জন্তুই বা ইহা দুগ্ধবহা হইয়াছে ? মুনিগণ কঙ্কি-  
প্রশ্ন শ্রবণে আদবপূর্বক কহিলেন । ১৪-১৫

হে কঙ্কিদেব, এত দুগ্ধবতী নদীর উৎপত্তি-কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন ।  
বুথোদরী নাম্নী বান্ধসীর একটি স্তনেব দুগ্ধ এই হিমালয়ে পতিত হইয়াছিল ।  
তাহাই দুগ্ধ নদীরূপে প্রবাহিত হইতেছে । ১৬

অনন্তব সাত ঘটিকা পবে আর একটি দুগ্ধনদী প্রবাহিত হইবে ।  
ভগবন্, অনন্তব এই নদী জলশৃঙ্গ ও তটতুলা হইবে । ১৭

ইতি শ্রদ্ধা মুনীনান্ত বচনং সৈনিকৈঃ সহ ।

অহো কিমস্তা বান্ধস্তাঃ স্তনাদেকা ত্রিয়ং নদী ॥ ১৮

একং স্তনং পায়য়তি বিকঞ্জং পুত্রমাদবাৎ ।

ন জানেতস্তাঃ শরীবস্ত প্রমাণং কতি বা ভবেৎ ॥ ১৯

বলং বাস্তা নিশাচর্যা উত্থ্যচুৰ্বিস্ময়াস্থিতাঃ ।

কঙ্কিঃ পবাস্তা সন্নত সেনাভিঃ সহসা যযৌ ২০

মূনিদশিতমার্গেণ যত্রাস্তে সা নিশাচরী ।

পুত্রং স্তনং পায়য়ন্তা গিরিমূর্দ্ধি ঘনোপমা ॥ ২১

শ্লোকার্থ । মুনিগণেব বাক্য শুনিয়া কঙ্কিদেব ও সেনাগণ কহিলে  
নাগিলেন, কি আশ্চর্য, এই বান্ধসীর স্তনদুগ্ধে এত বড় নদী জন্মিয়াছে ! ১৮

এক স্তন সে বিকঙ্জকে সন্নেহে পান করায় । ইহার শরীরের পরিমাণ কত  
তাহা বুঝিতে পারা যায় না । ১৯

এই বান্ধসীর বলই বা কত ? সকলে বিস্মিত হইয়া এইরূপ কহিলেন  
ভগবান কঙ্কিদেব সহসা হুসজ্জ হইয়া ও বহু সৈন্য লইয়া নিশাচরীর নিকা  
চলিলেন । ২০

যে স্থানে নিশাচরী বাস করিতেছে, মুনিগণ তথায় গমনের পথ দেখাইয়  
দিতে লাগিলেন । তাঁহাবা তথায় গমন করিয়া দেখিলেন, মেঘতুল্যা বান্ধসী  
গিরিশিখরে বসিয়া প্রিয় পুত্রকে স্তন পান করাইতেছে । ২১

শ্বাসবাতাতিবাতেন দূরক্ষিপ্তবনদ্বিপাঃ ।

যন্তাঃ কর্ণবিলাবাসং প্রসুপ্তাঃ সিংহসঙ্কলাঃ ॥২২

পুত্রপৌত্র পরিবৃত্তা গিরিগহ্বরবিভ্রমাঃ ।

কেশমূলম্পালন্যা হরিণাঃ শেয়তে চিরম্ ॥২৩

যুকা ইব ন চ ব্যগ্রা লুপ্তজাতক্সয়া ভৃশম্ ।

তামালোকা গিরেগৃহ্মি গিরিতং পরমাদ্ভুতাম্ ॥২৪

কক্কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ সর্বাংস্তানাহ সৈনিকান্ ।

ভয়োদ্বিগ্নান্ বুদ্ধিহীনান্ ত্যক্তোদ্যমপরিচ্ছদান্ ॥২৫

শ্লোকার্থ । বহু হস্তিগণ তাহার নিশ্বাসবায়ুতে আহত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে । তাহার কর্ণকুহরে সিংহগণ নিদ্রা ঘাইতেছে । ২২

হস্তিগণ গিরিগুহ্য ভ্রমে পুত্রপৌত্রাদির সহিত তাহার লোমকূপে শায়িত রহিয়াছে । ২৩

তাহারা ব্যাধ হইতে বিন্দুমাত্র ভীত না হইয়া যকবৎ লগ্ন হইয়াছে । পদ্বনেত্র কঙ্কিদেব গিরিশিখরে দ্বিতীয় পর্বতের শ্রায় সেই রাক্ষসীকে দেখিয়া ভয়কাতর, হতবুদ্ধি 'ও' অজ্ঞাদি ত্যাগ করিতে উচ্চত সৈনিকগণকে কহিতে লাগিলেন । ২৪-২৫

### কঙ্কিরূবাচ

গিরিভূর্গে বহিঃসুর্গং কৃৎস্না তিষ্ঠন্তু মামকাঃ ।

গজাশ্বরথযোধা যে সমায়ান্তু ময়াসহ ॥২৬

অহং স্বল্পেন সৈন্তেন যামাশ্রাঃ সন্মুখং শনৈঃ ।

প্রহর্তুং বানসন্দোহৈঃ খড়্গশক্তি পরশ্বধৈঃ ॥২৭

ইত্যুক্ত্বাশ্রাপ্য পশ্চাৎ তান্ বানৈস্তাংসমহনদ্বলী ।

সা ত্রুধোথায় সহসা ননর্দ পরমাদ্ভুতম্ ॥২৮

তেন নাদেন মহতা বিত্রস্তাশ্চাভবন্ জনাঃ ।

নিপেতুঃ সৈনিকাঃ সর্বৈ মূচ্ছিতা ধরণীতলে ॥২৯

**শ্লোকার্থ।** ভগবান কঙ্কিদেব বলিলেন, এই গিরিহর্গে তোমরা অগ্নি-  
দ্বারা দুর্গ রচনা কর এবং এখানেই অবস্থিত হও। গজারোহী ও রথারোহী  
যোদ্ধৃগণ আমার সহিত আসুক ৷২৬

আমি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বাণসমূহ, ধ্বজা, শক্তি ও পরশু অস্ত্রদ্বারা  
সহসা প্রহারার্থ ইহার সম্মুখে ধীরপদে গমন করিতেছি ৷২৭

কঙ্কিদেব এই কথা কহিয়া এবং তাহাদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া তীক্ষ্ণ  
বাণনিষ্ক্ষেপে রাক্ষসীকে আঘাত করিতে লাগিলেন। আহত রাক্ষসীও ক্রোধে  
ক্ষিপ্ত হইয়া সহসা অতি বিকট গর্জন করিল ৷২৮

সেই মহা শব্দে সকলেই স্তম্ভ হইল। সেনাপাতিগণ মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে  
পতিত হইল ৷২৯

সা রথাংশ্চ গজাংশ্চাপি বিবৃতাস্থা ভয়ানক।

জঘান প্রশ্বাসবাতৈঃ সমানীয় কুখোদরী ॥৩০

সেনাগণাস্তুহুদবং প্রবিষ্টাঃ কঙ্কিনা সহ।

যথক্ষ্মুখবাতেন প্রবিশস্তি পিপীলিকাঃ ॥৩১

তদৃষ্ট্বা দেবগন্ধকা হাহাকারং প্রচক্ৰিরে।

তত্রস্থা মুনয়ঃ শেপুজ্জেশুচাত্তো মহযয়ঃ ॥৩২

নিপেতুরগে ছুঃখার্থা ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ।

রুক্ষুঃ শিষ্টযোধা যে জহ্মযুস্তন্নিশাচরাঃ ॥৩৩

**শ্লোকার্থ।** তখন সেই ভয়ানক কুখোদরী মুখ ব্যাদান পূর্বক প্রশ্বাস দ্বারা  
হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতি আকর্ষণ পূর্বক ভক্ষণ করিতে লাগিল ৷৩০

যে রূপ ভল্লক মুখবায়ু দ্বারা আকর্ষণ করিলে সম্মুখস্থ সমস্ত পিপীলিকা তাহাব  
মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ সেনাগণ কঙ্কির সহিত রাক্ষসীও বিশাল উদরে  
প্রবেশ করিল ৷৩১

তাহা দেখিয়া দেববৃন্দ ও গন্ধর্বগণ হাহাকার করিতে লাগিলেন। মুনিগণ



সাপ প্রদান করিলেন এবং কোন কোন মহষি কঙ্কির কুশল কামনায় মত্ত ভূপ  
করিতে লাগিলেন । ৩২

অন্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ মর্মান্বিত হইয়া সেইস্থানে পতিত হইলেন । প্রভুভক্ত  
ব্রাহ্মণ বোদন করিতে লাগিল । নিশাচরগণ চক্ষুধ্বনি করিল । ৩৩

জগতাং কদনংদৃষ্ট্বা সস্মারাঅনমাঅনা ।

কঙ্কিঃ কমলপত্রাক্ষঃ সুবারাতিনিসূদনঃ ॥৩৪

বাণাগ্নিং চেলচক্ষ্মাভ্যাং কক্ষ্য নৈর্য্যাণদাকভিঃ ।

প্রজ্বাল্যোদরমধ্যেন কববালং সমাদদে ॥৩৫

তেন খঞ্জন মহতা দাক্ষ্যং নির্ভিত্ত বন্ধুভিঃ ।

বলিভিশ্রীতৃভির্বাহৈর্পুতঃ শস্ত্রাশ্রপাণিভিঃ ॥৩৬

বহির্বভূব সর্বেশঃ কঙ্কিঃ কঙ্ক বিনাশনঃ ।

সহস্রাক্ষো যথা ব্রহ্মকৃষ্ণিং দন্তোদাল-নেমিনা ॥৩৭

যোনিবক্রাদ্গজবথাস্তরগাশাভবন্ বহিঃ ।

নাসিকাকর্ণবিবরাং কেতপি তস্তা বিনির্গতাঃ ॥৩৮

শ্লোকার্থ । দেববৈবিন্যাতক কঙ্কিদেব এক্রপ জগতের হুঃখ দেখিয়া  
স্বকীয় বৈষ্ণব স্বরূপ স্মরণ করিলেন । তখন সেই অন্ধকারময় উদর মধ্যে  
গণদ্বারা অগ্নি প্রস্তুত করিয়া বজ্র, চর্ম ও রথকাষ্ঠাদি দ্বারা ঐ অগ্নিকে প্রজ্বালিত  
করিলেন এবং শানিত খড়্গ উত্তোলন করিলেন । ৩৪-৩৫

যেমন হৃদ্রদেব বজ্রদ্বারা ব্রহ্মাসুরের কক্ষদেশ ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছিলেন,  
সর্বৈশ্বর পাগহস্তা কঙ্কি সেইরূপ তদীয় বৃহৎ খড়্গ দ্বারা ব্রাহ্মসীম দক্ষিণ কুক্ষি-  
বিদীর্ণ করিয়া বলবান্ অদৃশস্বধারী বন্ধ ও ভ্রাতৃগণের সহিত বহির্গত হইলেন ।  
সেই ব্রাহ্মসীম নিম্নদ্বার দিয়াও কতকগুলি হস্তী, ঘোটক, রথ ও পদাতিক  
নির্গত হইল । ৩৬-৩৮

তে তুৰ্গতাস্ততস্তম্ভাঃ সৈনিকা রুষিরোক্শিতাঃ ।

তাং বিব্যাধুনিষ্কিপন্তীং তরসা চরণৌ করৌ ॥৩৯

মমার সা ভিন্নদেশ ভিন্নকৃষ্ণিশিরোধরা ।

নাদয়ন্তীং দিশৌ ত্রৌঃ খং চূর্ণয়ন্তী চ পৰ্বতান্ ॥৪০

বিকঞ্জোহপি তথা বীক্ষ্য মাতরং কাতরোহভবৎ ।

স বিকঞ্জঃ ক্রোধা ধাবন্ সেনামধ্যে নিরায়ুধঃ ॥৪১

**শ্লোকার্থ।** শোণিতাক্ত কলেবর সৈন্যগণ নির্গত হইয়া দেখিল, রাক্ষসী হস্ত ও পদ বিক্লেপ করিতেছে। তখন তাহারা অবিলম্বে বাণদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ৩৯

তাহার উদর, মস্তক প্রভৃতি সর্বাঙ্গ ছিন্ন-ভিন্ন হইলে মহাশব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত ও আক্ষালনে পৰ্বত বিচূর্ণ কবিয়া কুখোদরী প্রাণত্যাগ করিল। ৪০

মাতার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া বিকঞ্জ কাতর হইল এবং ক্রোধ ভরে বিনা অস্ত্রে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল। ৪১

গজমালাকুলো বক্ষো বাজিরাঙ্গি বিভূষণঃ ।

মহাসর্পকৃতোষীষঃ কেশরী মুদ্রিতাঙ্গুলিঃ ॥৭২

মমর্দ কঙ্কিসেনাং তাং মাতুব্যসন কণ্ঠিতঃ ।

স কঙ্কিস্তং ব্রাহ্মমস্ত্রং রামদত্তং জিঘাংসয়া ॥৪৩

ধনুশা পঞ্চ বর্ষীয়ং রাক্ষসং শস্ত্রমাদদে ।

তেনাস্ত্রেণ শিরস্তস্ত্র ছিত্বা ভূমাবপাতয়ৎ ॥৪৪

রুধিরাক্তং ধাতুচিত্রং গিরিশৃঙ্গমিবদ্ভুতম্ ।

সপুল্হাং রাক্ষসীং হত্বা মুনীনাং বচনাদ্ বিভূঃ ॥৪৫

**শ্লোকার্থ।** তাহার বক্ষে হস্তিসমূহের মালা, সর্বাঙ্গে অশ্বশ্রেণীর আভরণ, মস্তকে অনেক বৃহৎ অজগরের উষীষ এবং বরাঙ্গুলীতে সিংহসমূহ অঙ্গুরীয় সদৃশ অবস্থিত। ৪২

সে মাতৃশোকে কাতর হইয়া কঙ্কির সেনাগণকে মর্দন করিতে লাগিল।

কন্ধিও সেই পঞ্চবর্ষীয় বালক নিশাচরকে বিনাশার্থ পরশুরামদত্ত ব্রহ্মাঙ্ক ধারণ করিলেন এবং সেই অস্ত্র দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন পূর্বক ভূপাতিত করিলেন ।

৪৩-৪৪

মুনিগণের বাক্যে কন্ধি গৈরিকাদি চিত্রিত গিরিশৃঙ্গের স্তায় অতি অদ্ভুত রুধিরলিপ্ত সপুত্র রাক্ষসীকে বিনাশ করিলেন । ৪৫

গঙ্গাতীরে হরিদ্বারে নিবাসং সমকল্পয়ং ।

দেবানাং কুম্বাসারৈর্মুনিস্তোত্রৈঃ সুপূজিতঃ ॥৪৬

নিনায় তাং নিশাং তত্র কন্ধিঃ পরিজনাবৃতঃ ।

প্রাতর্দর্শ গঙ্গয়াস্তীরে মুনিগণান্ বহুন্ ।

তস্তাঃ স্নানব্যাজবিষ্ণোরাগ্ননো দর্শনাকুলান্ ॥৪৭

হরিদ্বারে গঙ্গাতটনিকটপিণ্ডারকবনে

বসন্তং শ্রীমন্তং নিজগণবৃতং তং মুনিগণাঃ ।

স্তবৈঃ স্তব্ধা স্তব্ধা বিধিবহুদিতৈর্জহু তনয়াং ।

প্রপশ্যন্তং কন্ধিঃ মুনিজনগণা দ্রষ্টুমগমন্ ॥৪৮

ইতি শ্রীকন্ধিপু্রাণে অহুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কুখোদরীবধানন্তরং মুনি দর্শনং নাম দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

**স্তোত্রার্থ ।** দেবগণ পুষ্পগুষ্টি ও মুনিগণ স্তবগান করিতে লাগিলেন । অতঃপর কন্ধিদেব তথা ইহিতে গমনপূর্বক হরিদ্বারস্থ<sup>১১৮</sup> গঙ্গাতীরে শিবির স্থাপন করিলেন । ৪৬

ভগবান বিষ্ণুর অবতার কন্ধি পরিজনের সহিত সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত করিয়া প্রাতঃকালে দেখিলেন, মুনিগণ গঙ্গাস্নানচ্ছলে তাঁহার দর্শন কামনায় ব্যাকুল অন্তরে আসিয়াছেন । ৪৭

হরিদ্বারে গঙ্গাতীরের অদূরে স্বজনের সহিত কন্ধিদেব অবস্থানপূর্বক জহু কস্তা জাহ্নবীকে দর্শন করিতেছেন । ইত্যবসরে মুনিগণ আসিয়া তাঁহাকে দর্শনপূর্বক বিধিবোধিত স্ততিবাক্য দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন । ৪৮

শ্রীকন্ধিপু্রাণে ভবিষ্য-অহুভাগবতে তৃতীয়াংশে কুখোদরী বধান্তর

মুনিদর্শন নামক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অহুবাদ সমাপ্ত ।

**টিপ্পনী।** ১১৮। ইহা একটি মোক্ষতীর্থ। ইহা হরদ্বার বা গঙ্গাদ্বার বা মায়াপুর নামে অভিহিত। মায়াদেবীর আকৃতি তুল্য ইহার আকার হওয়ায় ইহাকে মায়াপুত্র বলে। হিমালয়ের পাদদেশে গঙ্গাতীরে ইহা অবস্থিত। বিষ্ণু-পদঘাট সমীপে গঙ্গাবিস্তার ৬১০ হাত। উক্ত ঘাটের উপর অনেক মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এখানে মায়াদেবীর মন্দির প্রস্তর নির্মিত। তন্মধ্যে মায়াদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। উহা বদায়ে নয় শত বর্ষ পূর্বে খোদিত প্রস্তরশোভিত আছে। মায়াদেবী দুর্গাদেবী রূপে নির্মিত, উহার তিন মাথা ও চার হাত দেখা যায়। তাহার চারি হস্তে চক্র, ত্রিশূল ও নুণাদি শোভিত। ইহার দক্ষিণে মায়াপুত্র বেন বাজাব দুর্গ বিद्यমান। হবিদ্বারের দক্ষিণে কনকল অবস্থিত। তথায় মহাদেব দক্ষযজ্ঞ পণ্ড কবেন। উক্ত স্থানে সতীকুণ্ড ও দক্ষেশ্বর শিব বিद्यমান। শীতকালে হবিদ্বারে বরফ পড়ে এবং গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে বরফতুল্য শীতল বোধ হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে স্নান-মালা বসে। দ্বাদশ বৎসর অন্তর যখন গুপ্তপতি কুম্ভবাশিতে প্রবেশ করেন, তখন এখানে কুম্ভমেলা বসে। কুম্ভমেলা ভারতের বহুতম ধর্মমেলা এবং সমস্ত প্রদেশ হইতে শত শত সাধু ও ভক্ত এই মেলা দেখিতে ও স্নান করিতে আসেন। ১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে পূর্বকুম্ভ মেলা হইয়াছিল। তখন তথায় মেলা দর্শন ও গঙ্গাস্নানের সৌভাগ্যলাভ আমি করিয়াছিলাম। উক্ত বৎসর কুম্ভমেলায় গমের লক্ষ যাত্রী উপস্থিত হইয়াছিল। হরিদ্বারে বিখ্যাতদেব শিবমন্দির অবস্থিত। তথায় ব্রহ্মকুণ্ড, চণ্ডীপাহাড় ও নীলধাবা প্রভৃতি দর্শনীয়।

## তৃতীয় অংশ তৃতীয় অধ্যায়

স্মৃত উবাচ ।

সুখাগতান্ মুনীন্ দৃষ্ট্বা কঙ্কিঃ পবমধর্ম্যবিং ।  
পূজয়িত্বা চ বিধিবৎ সুখাসীনানুবাচ তান্ ॥ ১  
কঙ্কিকবাচ ।

কে যুয়ং সূর্যাসঙ্কশা মম ভাগ্যাহুপস্থিতাঃ ।  
তীর্থটিনোংসুকা লোকত্রয়াণামুপকারকাঃ ॥ ২  
বয়ং লোকে পুণ্যবন্তো ভাগ্যবন্তো যশস্বিনঃ ।  
যতঃ কৃপাকটাক্ষেণ যুগ্মাভিরবলোকিতাঃ ॥ ৩  
ততস্তে বামদেবোহত্রির্বশিষ্ঠো গালবো ভৃগুঃ ।  
পরশরো নারদোহশ্বখামা রামঃ কৃপাস্তিতঃ ॥ ৪

\* সুবাচতনান্ হাত বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্থ । স্মৃত বলিলেন, পরম ধার্মিক কঙ্কিদেব মুনিগণকে সুখাগত ও সুখাসীন দেখিয়া ওষাবিধি অর্চনা করিয়া বলিলেন ।১

কঙ্কি বলিলেন, সাক্ষাৎ সূর্যতুল্য তেজস্বী, তীর্থভ্রমণে উৎসুক, ত্রিলোকের হিতসাধনে রত আপনারা কে ? অধুনা আমার ভাগ্যগুণে আপনারা এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ।২

আপনারা অত্ন আমাদিগকে কৃপাকটাক্ষে অবলোকন করায় আমরা লোকমধ্যে পুণ্যবান্, ভাগ্যবান্ এবং যশস্বী হইলাম ।৩

অনন্তর বামদেব, অত্রি,<sup>১১৯</sup> বশিষ্ঠ,<sup>১২০</sup> গালব,<sup>১২১</sup> ভৃগু,<sup>১২২</sup> পরাশর,<sup>১২৩</sup> নারদ,<sup>১২৪</sup> অশ্বখামা, পরশুরাম, কৃপাচার্য, ত্রিত, হর্বাশা, দেবল, কণ্ঠ, বেদ ও মন্ত্র প্রভৃতি মুনিগণ কহিলেন ।৪

**টিপ্পণী।** ১১৯। অত্রিমুনি সপ্তর্ষিমণ্ডলে থাকেন। ব্রহ্মার নেত্র হইতে অত্রির জন্ম হয়। ব্রহ্মার ছায়ায় প্রজাপতি কর্দম উৎপন্ন হন। কর্দমের পত্নী ছিলেন দেবহুতি। কর্দমের ঔরসে ও দেবহুতির গর্ভে এক পুত্ররত্ন কপিলদেব এবং অনসূয়া ও কলা প্রভৃতি নয় কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। মুনি কর্দমের কন্যা অনসূয়ার সহিত অত্রিমুনির বিবাহ হয়। মুনি অত্রির তিন পুত্র দত্ত, দুর্বাসা ও চন্দ্র জন্মে। ভাগবতে ইহাদের বৃত্তান্ত লিখিত।

১২০। ব্রহ্মার প্রাণ হইতে বশিষ্ঠের জন্ম হয়। কর্দম মুনির কন্যা অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী হন। মিত্র ও বরুণের ঔরসে তাঁহার জন্ম হয় বলিয়া তাঁহাকে মৈত্রাবরুণি বলে। অগ্নিপুরাণে (মৃতদেহবিধি অধ্যায়ে) এই দুই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

ইতি পৃষ্ঠো নরেন্দ্রেন কথ্যতামিতি ভূপতে।

বশিষ্ঠঃ নোদয়ামাসুঃ সমস্তং তে তপোধনাঃ ॥

মুনিভিঃ প্রেরিতঃ সোহপি যথাবদ্বতমানসঃ।

যোগমায়ায় সূচিরং মৈত্রাবরুণিরাশ্ববান্ ॥

উক্ত শ্লোকে মৈত্রাবরুণি শব্দের প্রয়োগ আছে। অগ্নিপুরাণ (বরাহ-প্রাদুর্ভাব অধ্যায়) বলেন—

মিত্রাবরুণয়োশ্চৈব কুণ্ডিনো তে পরিশ্রুতাঃ।

একাৰ্ঘ্যোন্তথৈবাত্তে বশিষ্ঠা নাম বিশ্রুতাঃ ॥

কুর্মপুরাণে (১২ অধ্যায়ে) সপ্তর্ষিগণ বশিষ্ঠের পুত্ররূপে উল্লিখিত।

বশিষ্ঠশ্চ তথোজ্জায়াং সপ্তপুত্রানজীজনৎ।

কন্যাং চ পুণ্ডরীকাক্ষাং সর্বশোভাসমম্বিতাম্ ॥

রজোগাত্রোদ্বর্বাচ্চ মনবচ্চানবন্তথা।

সুতপাঃ শুক্রে ইত্যেতে সপ্ত পুত্রা মহোজসঃ ॥

সর্বে তপস্বিনঃ প্রোক্তাঃ সর্বযজ্ঞেষু ভাবিনঃ।

অয়জ্ঞানশ্চ যজ্ঞানঃ পিতরৌ ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ॥

কুর্মপুরাণের উক্ত শ্লোকে প্রমাণিত হয়, সপ্তর্ষিগণ বশিষ্ঠের পুত্র ছিলেন।

বশিষ্ঠদেব সূর্যবংশের কুলগুরু হন এবং ভগবান রামচন্দ্রকে ধর্মশিক্ষা দেন।  
বশিষ্ঠের কন্যার নাম পুণ্ডরীকাক্ষ এবং বিষ্ণুর এক নাম পুণ্ডরীকাক্ষ।

১২১। ইনি তপস্বী মহাত্মা এবং মহামুনি বিশ্বামিত্রের শিষ্য। মহাভারতের  
উদ্যোগপর্বে কয়েক অধ্যায়ে বিশ্বামিত্র গালবের উপাখ্যান প্রদত্ত।

১২২। ভৃগুমুনি ব্রহ্মাবত্ব (চর্ম) হইতে উৎপন্ন। ইহার সহিত কর্দম  
মুনির কন্যা খ্যাতির বিবাহ হয়। ভৃগুর কন্যার নাম শ্রী। ইহা ভাগবতের  
অভিमत। অগ্নিপুরাণেব নিম্নোক্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে অশ্রুত প্রকাশিত।

কথিতশ্চে যদা সর্গঃ পূর্নঃ স্ত তস্মৈ হনবঃ।

ভৃগুসর্গাৎ প্রভূতোষ সর্গো নঃ কথ্যতাং পুনঃ।

ভৃগোঃ খ্যাতাং সমুৎপন্না শ্রীসূর্যমুদধেঃ পুনঃ ॥

তথা ধাতা বিধাতা চ তস্মাৎ জাতৌ ভৃগোঃ স্ততৌ ॥

আয়তিনিয়তিশ্চৈব মেরুকণ্ঠে মহাপ্রভো।

ধাতুর্বিধাতুস্তে ভার্ষে যযোজাতৌ স্ততাবুভৌ ॥

প্রাণৈশ্চৈব মৃকগুশ্চ মার্কণ্ডেয় মৃকগুতঃ।

ততো বেদশিরা যজ্ঞে প্রাণস্ত দ্যুতিমান্ স্ততঃ।

ভৃগুর কন্যা লক্ষ্মী দ্বিতীয়বার সমুদ্রমন্থনে উৎপন্না হন। ভৃগুর পুত্রদ্বয়ের  
নাম ধাতা ও বিধাতা। মেরুর কণ্ঠদ্বয় আয়তি ও নিয়তির সহিত ধাতা ও  
বিধাতার বিবাহ হয়। তাঁহাদের প্রাণ ও মৃকগু নামে দুই পুত্র জন্মে। মৃকগুর  
পুত্র মার্কণ্ডেয়, যাহার নামে মার্কণ্ডেয় মহাপুরাণ হইয়াছে। মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের  
পুত্র বেদশিরা এবং প্রাণের পুত্র দ্যুতিমান। ইহাই ভৃগুমুনির সংক্ষিপ্ত  
বংশাবলী।

১২৩। ইনি শক্তির পুত্র ও ব্যাসের পিতা। ব্যাসদেব কৃষ্ণদৈপায়ন  
নামে পরিচিত। উক্ত মর্মে অগ্নিপুরাণে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

সুতং তজ্জনয়চ্ছক্তেঃ পুত্রশ্চ কালী পরাশরম্।

কালী পরাশরাজ্জ্ঞে কৃষ্ণদৈপায়নং মুনিম্ ॥

পরশর মুনি মৎস্তজীবির কন্যা মৎস্তগন্ধার রূপে মুগ্ধ হন। মৎস্তগন্ধার গর্ভে কৃষ্ণবর্ণ ব্যাসের জন্ম হয়।

১২৪। দেবর্ষিবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার শাপে গন্ধর্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন। পরে ব্রাহ্মণের ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে তিনি জাত হন। এই সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে নিম্নলিখিত শ্লোকাবলী পাওয়া যায়।—

কান্তকুন্ডে চ দেশে চ ক্রমিলো গোপরাজকঃ ।

কলাবতী তস্ত পত্নী বক্ষ্যাচাপি পতিব্রতা ॥

স্বামীদোষণে সা বক্ষ্যা কালে চ ভর্তৃরাজ্ঞয়া ।

উপস্থিতং বনে বোরে নারদং কাশ্যপং মুনিম্ ॥

ক্রোশমানং চ ত্রীকৃষ্ণং জলন্তং ব্রহ্মবর্চসা ।

তস্থৌ স্তবেষং কৃত্বা সা ধ্যানান্তং চ মুনেঃ পুরঃ ॥

উবাচ বিনয়েনৈব কৃত্বা চ শ্রীহরিং হৃদি ।

গোপিকাহং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ক্রমিলস্ত চ কামিনী ॥

পুত্রার্থিনী চাগতাহং স্মৃৎ ভর্তৃরাজ্ঞয়া ।

বীৰ্য্যধানং কুরু ময়ি স্ত্রী নোপেক্ষ্যা হ্যুপস্থিতা ॥

তেজীয়সাং ন দোষায় বহুে সর্বভুজো যথা ।

বৃষলী বচনং শ্রুত্বা চূকোপ মুনি পুংসবঃ ॥

বৃষলী তৎপুত্রস্তস্থৌ শুককঠোষ্ঠিতানুকা ।

এতস্মিন্নন্তরে তেন পথা যাস্ততি মেনকা ॥

তস্তা উক্লৃষ্টং দৃষ্ট্বা মুনিবীৰ্যং পপাত হৈ ।

ঋতুস্নাতা চ বৃষলী কৃত্বা তন্তুকণং মুদা ॥

সা বিপ্রগেহে সাক্ষী চ স্তবাব তনয়ং বরম্ ।

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং জলন্তং ব্রহ্মতেজসা ॥

কান্তকুন্ড দেশে ক্রমিল নামক এক গোপরাজ ছিলেন। তাঁহার ভাৰ্য্য কলাবতী অত্যন্ত পতিব্রতা ছিলেন। কিন্তু স্বামীর দোষে ইনি বক্ষ্যা হন। নিকটস্থ গহন অরণ্যে কাশ্যপ নারদ তপোমগ্ন ছিলেন। পতির আজ্ঞা পাইয়া



তিনি নারদ সমীপে গমন করেন এবং মুনি ধ্যানমগ্ন হইবার পূর্বে মনোহর বেশ ধারণ পূর্বক কলাবতী তাঁহাকে বলেন, হে মুনে, আমাকে বীৰ্য্যাদান করো। ইহাতে নারদ ক্রুদ্ধ হন। সেই সময় দেবকামিনী (অম্বর) মেনকা ঐ পথে ঘাইতেছিলেন। নারদ তদীয় উরুদেশের সৌন্দর্য দর্শনে মোহিত হন এবং তাঁহার বীৰ্য্য স্থলন হয়। কলাবতী ঋতুমাতা ছিলেন এবং উক্ত বীৰ্য্য আনন্দে ভক্ষণ করেন। ইহার ফলে সাক্ষী কলাবতী কোন ব্রাহ্মণের গৃহে ব্রহ্মভেজ-সম্পন্ন এক শিশুর জননী হন। উক্ত শিশুই উত্তরকালে নারদ নামে প্রখ্যাত হন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (ব্রহ্মখণ্ডে) আরও শ্লোকচতুষ্টয় দৃষ্ট হয়।—

অনারুষ্টিবশেষে চ কালে বালো বভূব হ।

নারং দদৌ জন্মকালে তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥

দদাতি নারং জ্ঞানং চ বালকেভ্যাম্ব বালকঃ ।

জাতিস্মরো মগাজ্ঞানী তেনায়ং নাবদাভিধঃ ॥

বীৰ্য্যেণ নারদশ্চৈব বভূব বালক মুনে ।

মুনীজ্ঞস্ত বরৈশ্চৈব তেনায়ং নারদাভিধঃ ॥

কল্পান্তরে ব্রহ্মকর্ষাদ্ভবু বহবো নরাঃ ।

নরান্দদৌ তৎকর্ষং চ তেন তন্নারদঃ স্মৃতঃ ॥

অনারুষ্টির অন্তে নারদের জন্ম হয়। ইনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পৃথিবী রুষ্টিপাতে শীতলা হন। এই কারণে তাঁহার নাম নারদ বা জলদাতা হয়। নারদ নামের নানা অর্থ দেখা যায়। পরে ব্রহ্মাও তাঁহার নাম নারদ রাখেন। বাল্যে নারদ ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করেন। তৎকালে চারি ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণগৃহে আসেন। তন্মধ্যে একজন জানিলেন, নারদ ব্রাহ্মণ তনয় এবং তাঁহাকে বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। বালক নারদ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া গজাতীরে গমন পূর্বক দিব্য সহস্র বৎসর কঠোর তপস্তা করেন। তিনি ধ্যানকালে চক্রধারী চন্দনচর্চিত দ্বিভূজ দেববালক দর্শন করেন। ইষ্ট দর্শনের ফলে তিনি শোকমুক্ত হন। অনন্তর অশ্বখ মূলে পূর্বদৃষ্ট দিব্য বালককে দণ্ডায়মান না দেখিয়া তিনি ক্রন্দন করেন। তখন দৈববাণী হইল, “একবার

গোবিন্দ দর্শন করেছ, আর উহার দর্শন পাবে না। মৃত্যুর পূর্বে পুনরায় ইষ্ট দর্শন পাবে।” বালক ঐ দৈববাণী শ্রবণে অত্যন্ত প্রসন্ন হন। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার দেহান্ত হয়। ইহাতে শাপমুক্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মপদে লয় প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মানন্দ সন্তোগ করেন। তৎপরে উক্ত কল্প সমাপ্ত হইলে যখন পুনঃ সৃষ্টি হইল, তখন নারদ মরীচি প্রমুখ মুনিগণেব সহিত ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইলেন। এইরূপে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নারদের কাহিনী লিখিত।

শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে নারদ-জননী সম্বন্ধে মতভেদ বিद्यমান। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসারে গোপরাজের রাণীর গর্ভে নারদের জন্ম হয়। আর ভাগবত মতে কোন ব্রাহ্মণের দাসীর গর্ভে নারদের জন্ম হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্ধ, ৫ম অধ্যায়, ২৩ শ্লোকে) আছে, ব্যাস ও নারদের সাক্ষাৎ হইলে নারদ বলেন—

অহং পুরাইতীতভবেহভবং যুনে দাস্তাশ্চ কস্তাশ্চন বেদবাদিনাম্।

নিরূপিতো বালক এব যোগিনাং শুক্রাষণে প্রাবৃষি নির্বিবক্ষিতাম্॥

প্রথম বয়সেও নারদ ধর্ম্মহুরাগী ছিলেন। মাতৃস্নেহে বশীভূত হইয়া তিনি স্বাভিলাষ পূরণে সমর্থ হন নাই। একদা তাঁহার জননী দুগ্ধ দোহনে ব্যাপ্তা ছিলেন। ঐ সময় একটি কালসর্পের দংশনে মাতা প্রাণত্যাগ করেন। তখন নারদ নিরুণ্টক হইয়া তপস্তায় নিমগ্ন হন। ইং.স. ফলে একদিন তিনি নারায়ণের দর্শন লাভ করেন। এই কাহিনী ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও উল্লিখিত। পুনরায় নারদ ব্রহ্মদেবে বিশ্রী হন। পুনরায় জগৎ সৃষ্ট হইলে তিনি দেহ ধারণ পূর্বক জিভুবনে দেবদত্ত বীণা হস্তে বিচরণ করেন। তিনি জাতিস্মর ছিলেন এবং হরিকৃপায় তাঁহার ত্রিলোকে অবাধ গতি ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্ধ, ৬ অধ্যায়, ৩২-৩৩ শ্লোকে) আছে—

অন্তর্বহিষ্ঠ লোকান্ জ্ঞান পূর্ব্যম্যঙ্কনিত ব্রতঃ।

অগ্নুগ্রহান্মহাবিষ্ণোরবিষাতগতিঃ কাচিং॥

দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বর ব্রহ্মবিভূষিতাম্।

মুর্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানচ্চরাম্যহম্॥

এইরূপে ত্রিহরির গুণগান করিতে করিতে তিনি ত্রিভুবনে পরিভ্রমণ করিতেন। দেবর্ষি নারদ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। প্রবাদ আছে, নারদের বাহন .টংকি।

দুর্বাসা দেবলঃ কথো বেদপ্রমিতিরঙ্গিরাঃ ।

এতে চাত্তো চ বহবো মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫

কৃষ্ণাঞ্জে মরুদেবাণী চন্দ্র সূর্য্য কুলোদ্ভবৌ ।

রাজানৌ তৌ মহাবৌর্যৌ তপস্তাভিরতৌ চিরম্ ॥ ৬

উচুঃ প্রহৃষ্টমনসঃ ককিং কঙ্কবিনাশনম্ ।

মহোদধেশ্তীরগতং বিষ্ণুং সুরগণা যথা ॥ ৭

মুনয়ঃ উচুঃ ।

জয়াশেষ জগন্নাথ ! বিদিতাখিল মানস ।

সৃষ্টিস্থিতিলয়াধ্যক্ষ ! পরমাশ্রয় প্রসীদ নঃ ॥ ৮

শ্লোকার্থ । দুর্বাসা<sup>১২৫</sup>, দেবল<sup>১২৬</sup>, কং<sup>১২৭</sup>, বেদপ্রমিতি ও অঙ্গিরা<sup>১২৮</sup> প্রভৃতি ঋষিবৃন্দ এবং অশ্রাঙ্গ অসংখ্য ব্রতধারী মুনিগণ, চন্দ্রসূর্য্যবংশজ মহাবীর তপঃপরায়ণ মরুরাজা ও দেবাপিকে পুরোবর্তী করিয়া পাপহারী ভগবান্ কঙ্কিকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। যেরূপ সুরগণ পুলকিত চিত্ত হইয়া মহাসমুদ্রের কূলবর্তী ত্রিহরিকে বলিয়াছিলেন, তদ্রূপ ঋষিবৃন্দ কঙ্কিসমীপে বলিতে লাগিলেন। ৫-৭

মুনিগণ বলিলেন, হে সর্ববিজ্ঞান্, হে জগন্নাথ, তুমি সর্বভূতের অন্তর্যামী। হে পরাশ্রয়, তুমি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্তা, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ৮

টিপ্পনী । ১২৫। ভাগবত অনুসারে দুর্বাসা অত্রি মুনির পুত্র। মহাদেবের অংশে তাঁহার জন্ম হয়। বিষ্ণুপুরাণেও তিনি মহাদেবের অংশভূতরূপে কীর্তিত। বিষ্ণুপুরাণে আছে, দুর্বাসাঃ শংকরস্তাংশচচার পৃথিবীমিমাম্। এই অর্ধশ্লোকে

উহা প্রমাণিত হয়। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অল্পসারে ঔষ্মমুনির কন্যা কন্দলী তাঁহার পত্নী। দুর্বাসা শিবভক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞ।

১২৬। দেবলমুনি ধর্মশাস্ত্রবক্তা ছিলেন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে লিখিত আছে, ইনি বস্ত্রা নারী অশ্রাব শাপে অষ্টাবক্র নামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দেবল-সংহিতা অত্য়পি প্রচলিত। গীতাতেও দেবলের নাম উল্লিখিত।

১২৭। কথমুনি পুত্র বংশীয় ক্ষত্রিয় অপ্রতিরথৈব ঔবসে জন্মগ্রহণ কবেন। উক্তমর্মে ভাগবতে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

সুমতিঞ্চু'বোহপ্রতিরথ কথোহপ্রতিবখাঅজঃ।

তস্ত মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রকৃত্বাত্মা দিজাতয় ॥

১২৮। ভাগবতে মহর্ষি অঙ্গিরার বৃত্তান্ত এইরূপে লিখিত। অঙ্গিরা ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হন। কর্দম মুনির কন্যা শ্রদ্ধা অঙ্গিরার পত্নী হন। তাঁহার দুই পুত্র উত্থা ও বৃহস্পতি এবং চারি কন্যা সিনীবালা, কুহু, রাকা ও অচমতি ছিলেন।

কাল কৰ্ম্মগুণাবাস প্রসারিত নিজক্রিয় ।।

ব্রহ্মাদিহুতপাদাজ্জ। পদ্মানাথ প্রসীদ নঃ ॥ ৯

ইতি তেবাং বচঃ শ্রদ্ধা কঙ্কিঃ প্রাহ জগৎপতিঃ।

কাবেতৌ ভবতামগ্রে মহাসর্বৌ তপস্বিনৌ ॥ ১০

কথমত্রাগতৌ স্তব্ধা গজাং মুদিতমানসৌ।

কা বা স্ততিরতু \* জাহুব্যা যুবয়োর্ণামনী চ কে ॥ ১১

তয়োর্মকঃ প্রমুদিতঃ কৃতাজ্জলিপুটঃ কৃতী।

আদাব্বাদচ \*১ বিনয়ী নিজবংশাণু কীর্তনম্ ॥ ১২

শ্লোকার্থ। হে পদ্মাপতে, তুমি সাক্ষাৎ কাল, বিশ্বের গুণকর্ম তোমাতেই অবস্থিত। ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দও তুমি পাদপদ্মের স্ততিবাদ করেন। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। ৯

ঋষিগণের এই প্রকার কব গুনিয়া জগৎপতি কঙ্কিদেব কহিলেন, হে

মুনিবৃন্দ, তোমাদের অগ্রে বীর্যশালী তপোনিষ্ঠ মুনিদ্বয়কে নেত্রগোচর করিতেছি। ইহারা কাঁহার? ১০

কিজন্তু ইহারা জাহুবীর স্তুতিবাদ করিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? ভগবান্ কন্ধিদেব ইহা বলিয়া সেই দুই মুনির প্রতি নেত্রপাতপূর্বক কহিলেন, তোমরা গঙ্গাস্তব করিতেছ কেন? তোমরা কে, তোমাদের নামই বা কি? ১১

কন্ধিদেবের প্রশ্ন শুনিয়া সেই দুই মুনির মধ্যে কার্যদক্ষ মরু প্রীত চিত্তে করজোড়ে দাঁড়াইয়া বিনয়গর্ভবাক্যে স্বীয় বংশাচকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ১২

\* স্তুতিস্তু ইতি বা পাঠঃ।

\*১ আদাবুবাচ ইতি বা পাঠঃ।

মরুরুবাচ।

সর্বং বেৎসি পরাআপি অন্তর্যামিন্ হৃদিস্থিত।\*।

তবাজ্জয়া সর্বমেতৎ কথয়ামি শৃণু প্রভো ॥ ১৩

তব নাভেরভূদ ব্রহ্মা মরীচিস্তৎস্মতোহভবৎ।

ততো মনুস্তৎস্মতোহভূদিক্ষ্মাকুঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ১৪

যুবনাশ্ব ইতি খ্যাতো মাক্ষাতা তৎস্মতোহভবৎ।

পুরুকুৎসস্তৎস্মতোহভূদনরপ্যো মহামতিঃ ॥ ১৫

ত্রসত্স্ম্যঃ পিতা তস্মাৎ হর্যশ্বজ্বারুণস্ততঃ।

ত্রিশঙ্কুস্তৎস্মতো ধীমান্ হরিশ্চন্দ্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৬

শ্লোকার্থ। রাজা মরু কহিলেন, আপনি হৃদয়স্থ অন্তর্যামী। হে প্রভো, আপনি সর্বজ্ঞ। আপনার আজ্ঞায় সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ১৩

আপনার নাভি পদে ব্রহ্মা জন্মিয়াছেন। ব্রহ্মার পুত্র মরীচি, মরীচি হইতে মনু, এবং মনু হইতে সত্যবিক্রম ইক্ষ্বাকু জন্মিয়াছিলেন। ১৪

ইক্ষ্বাকুর পুত্র যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মাক্ষাতা, মাক্ষাতার পুত্র পুরুকুৎস, এবং পুরুকুৎস হইতে মহামতি অনরপ্যের জন্ম হয়। ১৫

অনরণ্যের পুত্র ত্রসদগ্ন্য, তাহা হইতে হর্যশ্ব, হর্যশ্বের পুত্র ত্র্যরুণ, ত্র্যরুণের পুত্র ধীসম্পন্ন ত্রিশংকু এবং ত্রিশংকু হইতে প্রতাপশালী হরিশ্চন্দ্র ১২৯ জন্মগ্রহণ করেন । ১৬

**টিপ্পনী।** ১২৯। মহারাজা হরিশ্চন্দ্র অতিশয় সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। ইনি সত্যরক্ষার্থ নিজরাজ্য, ধনসম্পদ, স্ত্রী ও পুত্রাদি ত্যাগ করেন এবং স্বীয় দেহ পর্যন্ত বিক্রয় করেন। তৎসম্বন্ধে বাংলা ভাষায় একাধিক নাটক ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। মহাভারত ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণিত।

\* অন্তর্যামিহুদিহিতি ইতি বা পাঠঃ ।

হরিতস্তংসুতস্তস্মাদ্ ভরুকস্তংসুতো বৃকঃ ।

তংসুতঃ সগরস্তস্মাদসমঞ্জাস্ততোহংগুমান্ ॥ ১৭

ততো দিলীপস্তংপুত্রো ভগীরথ ইতি স্মৃতঃ ।

যেনানীতা জাহবীয়ং” খ্যাতা ভাগীরথী ভূবি ।

স্বতা হুতা পূজিতেয়ং তব পাদসমুদ্ভবা ॥ ১৮

ভাগীরথাং সুতস্তস্মান্নাভস্তস্মাদভূদ্বলী ।

সিন্ধুদ্বীপ সুতস্তস্মাদ্ অযুতায়ুস্ততোহভবৎ ॥ ১৯

ঋতুপর্ণস্তংসুতোহভূৎ সুদাসস্তংসুতোহভবৎ ।

সৌদাসস্তং সুতো ধীমানশ্বকস্তংসুতো মতঃ ॥ ২০

মূলকাং স দশরথস্তস্মাদেড়বিড়স্ততঃ ।

রাজা বিশ্বসহস্তস্মাং খট্টাকো দীর্ঘবাহকঃ ॥ ২১

**শ্লোকার্থ।** হরিশ্চন্দ্রের পুত্র হরিত, তৎপুত্র ভরুক, ভরুকের পুত্র বৃক, বৃকের পুত্র সগর, সগরের পুত্র অসমঞ্জা ও অসমঞ্জার পুত্র অংগুমান জন্মিয়াছিলেন । ১৭

অংগুমানের পুত্র দিলীপ, তাঁহার পুত্র গঙ্গাভক্ত ভগীরথ। তদ্বারা আনীত বলিয়া গঙ্গা ভাগীরথী নামে সুবিখ্যাত। হে কঙ্কিদেব, আপনার চরণসম্পৃক্ত বলিয়া লোকে গঙ্গার স্তব, প্রণাম ও পূজা করিয়া থাকে । ১৮

ভগীরথের পুত্র নাভ, নাভের পুত্র বলবান্ সিদ্ধদ্বীপ। সিদ্ধদ্বীপ হইতে  
অবুতার জন্ম হয়। ১৯

অবুতার পুত্র ঋতুপর্ণ, তাঁহার পুত্র সূদাস, সূদাসের পুত্র সৌদাস। সৌদাস  
হইতে বুদ্ধিমান্ অশ্বক, অশ্বক হইতে মূলক ও মূলকের পুত্র দশরথ। তৎপুত্র  
এড়বিড় জন্মগ্রহণ করেন। এড়বিড়ের পুত্র বিশ্বসহ, তাঁহার পুত্র খট্টাক ও  
খট্টাক হইতে দীর্ঘবাহু জন্মিয়াছিলেন। ২০-২১

ততো রঘুরাদ্রস্তস্মাৎ সূতো দশরথঃ কৃতী।

তস্মাদ্রামো হবিঃ সাক্ষাদাবিভূতৌ জগৎপতিঃ ॥ ২২

রামাবতারমাকর্ণ্য কঙ্কিঃ পরমহর্ষিতঃ।

মরুং প্রাহ বিস্তরেণ শ্রীরামচরিতং বদ ॥ ২৩

মরুরূবাচ।

সীতাপতেঃ কৰ্ম বক্তুং কঃ সমর্থোহস্তি ভূতলে।

শেষঃ সহস্রবদনৈরপি লালায়িতো ভবেৎ ॥ ২৪

তথাপি শেমুঘী মেহস্তি বর্ণয়ামি তবাস্তয়া।

রামস্য চরিতং পুণ্যং পাপতাপপ্রমোচনম্ ॥ ২৫

শ্লোকার্থ। দীর্ঘ বাহুর পুত্র রঘু, রঘু হইতে অজ, অজের পুত্র দশরথ এবং  
দশরথ হইতে সাক্ষাৎ জগৎপতি শ্রীহরির রামরূপে আবির্ভূত হন। ২২

ভগবান কঙ্কি রামাবতারের কথা শুনিয়া সমধিক হর্ষলাভ করিলেন এবং  
মককে পুণ্যশ্লোক রামচরিত বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিতে বলিলেন। ২৩

রাজা মরু বলিলেন, এই ভূতলে সীতাপতির কর্মসমূহ কেহই বলিতে সমর্থ  
হন না। এমনকি, সহস্রবদন অনন্তদেবও\* এইবিষয়ে কুণ্ঠা বোধ করেন। ২৪

তথাপি আপনার আজ্ঞায় স্বীয় বুদ্ধি অহসারে সুপবিজ্ঞ রামচরিত বর্ণনা  
করিতেছি। ২৫

\* অনন্তদেব বিষ্ণুর অংশভূত ও সহস্রবদন। প্রলয়কালে বিষ্ণু অনন্ত  
শয়নে যোগনিদ্রাগত হন। শ্রীবিষ্ণু অনন্তরূপে পৃথিবী ধারণ করেন। যখন

অন্ধকার মহানিশায বহুদেব সত্ত্বজাত শিশু কৃষ্ণকে কোলে লইয়া ঝড় বৃষ্টির মধ্যে  
গোকুলে গমনার্থ যমুনা পার হইতেছিলেন, তখন ভাগ্যবান বহুদেবের  
মন্ত্ৰকোপরি অনন্তদেব সহস্র ফণা বিস্তাব কবেন।

অজ্ঞাদিবিবুধার্থিতোহজনি চতুর্ভিরংশৈঃ কুলে  
রবেরজসুতাদজ্ঞে জগতি যাতুধানক্ষয়ঃ ।

শিশুঃ কুশিকজ্ঞাধ্বরক্ষয়করক্ষয়ো যো বলাদৃ  
বলী ললিতকঙ্করো জয়তি জানকীবল্লভঃ ॥ ২৬

মুনেরণু সহানুজ্ঞে নিখিলশস্ত্র বিদ্যাতিগো  
যযাবতিবল প্রভো জনকরাজরাজং সভাম্ ।

বিধায় জনমোহনদ্যুতিমতীব কামদ্রুহঃ  
প্রচণ্ডকরচণ্ডিমা ভবন ভঞ্জে জন্মনঃ ॥ ২৭

তমঃপ্রতিমতেজসং দশরথাত্মজং সানুজং  
মুনেরনু যথাবিধেঃ শশিবদাদিদেবং পরম্ ।

নিরীক্ষ্য জনকোমুদ্রা \* ক্ষিতি সূতাপতিং সম্মতং  
নিজোচিতপণক্ষমঃ মনসি ভৎসয়ন্নাযযৌ ॥ ২৮

স ভূপ পরিপূজিতো জনকজ্যৈক্ষিতৈরচ্চিতঃ  
করালকঠিনং ধনুঃ করসরোবহে সংহিতম্ ।

বিভজ্য বলবদৃঢ়ং জয় রঘুহেতু্যচ্চকৈ—  
ধ্বনিঃ ত্রিজগতীগতং পরিবিধায় রামো বভৌ ॥ ২৯

শ্লোকার্থ। পূর্বে ব্রহ্মাদি দেবতার প্রার্থনায় স্তব্ববংশে চতুরংশে  
দশরথ হইতে রাক্ষসাস্তক সীতাপতি রামচন্দ্র অবতীর্ণ হন। তিনি শৈশবে  
কৌশিক যজ্ঞে যজ্ঞবিঘ্নকারী রাক্ষসদিগকে সবলে নষ্ট করিয়া পরম উৎকর্ষ  
প্রকাশ করিলেন। ২৬

যাঁহার মহিমান্বিত কামনাময় জগতে পুনর্জন্ম হয় না, যিনি অতিশয় বলশালী ও



সম্পন্ন, তাদৃশ নিখিল শস্ত্রবিজ্ঞায় পারদর্শী শ্রীরাম মনোমোহনরূপ ধারণ  
য়া লক্ষ্মণসহ মহামুনি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে জনক রাজার সভায় উপস্থিত  
লেন । ২৭

যেমন বিধাতার পশ্চাতে চন্দ্র উপবেশন করেন, তেমনি সেই অপ্রতিমপ্রভাব  
ল্ল দাশরথি বিশ্বামিত্র মুনির পশ্চাতে যথাবিধি উপবিষ্ট হইলেন । সেই  
দেব পরমেশ্বরকে সাক্ষাৎ দেখিয়া জনক, জানকীর যোগাবর বিবেচনা  
লেন এবং নিজকৃত পণকে অব্যোয়াজ্ঞানে মনে মনে নিজেকে ধিকার প্রদান  
তে করিতে শ্রীরাম সকাশে উপস্থিত হইলেন । ২৮

পরে শ্রীরাম জনকের সমাদরে জানকীর কটাক্ষপাতে সংকুত হইয়া সেই  
স্থ কঠিন ধনু করে লইয়া দুই খণ্ড করিলেন । তখন “বামের জয়” এই  
বনি ত্রিলোকব্যাপ্ত করিল । তাহাতে রামের মহিমা ত্রিলোকে কীৰ্তিত  
। ২৯

মৃদা ইতি বা পাঠঃ ।

ততো জনকভূপতির্দশরথ্যাজ্ঞেভ্যো দদৌ

চতস্র উষতীমূর্দা বরচতুর্ভা উদ্বাহনে ।

স্বলঙ্কৃতনিজ্যাজ্ঞাঃ পথি ততো বলং ভার্গব-

শচকার উররীনিজং রঘুপতৌ মহোগ্রং ত্যজন্ ॥ ৩০

ততঃ স্বপুরমাগতো দশরথশ্চ সীতাপতিং

নৃপং সচিবসংযুতো নিজ বিচিত্রসিংহাসনে ।

বিধাতুমমলপ্রভং পরিজ্ঞানৈঃ ক্রিয়াকারিভিঃ

সমুত্তমমতিং তদা দ্রুতমবারয়ং কেকয়ী ॥ ৩১

ততো গুরুনিদেশতো জনকরাজকন্যা যুতঃ

প্রয়াণমকরোং সুধীর্ষদমুজগঃ সুমিত্রানুতঃ ।

বনং নিজগগং ত্যজন্ গৃহগৃহে বসনাদরাং

বিসৃজ্য নৃপলাঞ্জনং রঘুপতির্জটীচীরভৃক্ ॥\* ৩২

প্রিয়ানুজযুতস্ততো মুনিমতো বনে পূজিতঃ

স পঞ্চাটিকাশ্রমে ভরতমাতুরং সজ্জতম্ ।

নিবার্য্য মরণং পিতৃ্যঃ সমবধার্য্য ছঃখাতুর

স্তপোবনগতোহবসদ্রঘুপতিস্ততস্তাঃ সমাঃ ॥ ৩৩

ল্লোকার্থ। অনন্তর রাজা জনক রাম প্রভৃতি চারি ভ্রাতাকে উদ্বাহবিধা বরণ করিয়া অলংকৃত এবং সুকণ্ঠ্য চতুষ্টয় দানে অভিনন্দিত করিলেন । ১ পথিমধ্যে পরশুরাম রঘুপতির প্রতি নিজ উগ্র পরাক্রম প্রকাশ করিলেন । ৩

অতঃপর রাজা দশরথ নিজ নগরী অযোধ্যাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া মন্ত্ৰিগণ মন্ত্ৰণাপূর্বক মহাতেজা রামচন্দ্রকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিতে বাস করিলেন । তৎকালে কৈকেয়ী সহসা উপস্থিত হইয়া পরিজন পরিবৃত সমুদগরথকে কঠোর নিবেদন করিলেন । ৩১

তৎপরে পিতৃনির্দেশে সীতা ও লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র বনে গমন করিলেন পুরবাসিগণ তাঁহার সহিত অল্পদূর অহুগমন করিল । শ্রীরামচন্দ্র তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গুহকালয়ে<sup>১৩০</sup> উপস্থিত হইলেন এবং রাজপরিচ্ছদ বপূর্বক জটা ও বকুল ধারণ করিলেন । ৩২

অনন্তর তিনি বনে গঙ্গী ও ভ্রাতার সহিত মুনিগণের ত্রায় আচরণ করি পূজিত হইয়াছিলেন । বনমধ্যে সকলেই তাঁহার সৎকার করিল । অবশেষে তিনি পঞ্চবটীতে<sup>১৩১</sup> কুটির নির্মাণপূর্বক অবস্থান করিলে ভরত বিষন্নমনে তথ উপস্থিত হইলেন । রাম তাঁহাকে নিবেদন পূর্বক ও পিতার মৃত্যু অবধা করিয়া শেষ বৎসরগুলি তপোবনে যাপিত করিলেন । ৩৩

\*চীরভূং ইতি বা পাঠঃ । চীরধৃক্ ইতি বা পাঠঃ ।

টীকানী । ১৩০ । গুহক অনার্য নিষাদ জাতির রাজা ছিলেন । তাঁহা সদৃশ দর্শনে ভগবান রামচন্দ্র তৎসহ মিত্রতা স্থাপন পূর্বক তাঁহাকে আশ্রিত করেন । গঙ্গানদীর উত্তর তীরে শৃঙ্গবের পুরে (বর্তমান সঙ্গর) তাঁহা রাজধানী ছিল ।

১৩১। দণ্ডকারণ্যে গোদাবরী তীরে পঞ্চবটী বন অবস্থিত। মহারাষ্ট্র  
কালে উক্ত পুণ্যতীর্থ আমি দর্শন করিয়াছি। উহার বর্তমান নাম নাসিক  
র্থ। নাসিক একটি পুণ্যতীর্থ এবং এখানে কুম্ভমেলা বসে। রাবণের  
শূর্ণনথার নাসিকা এখানে লক্ষ্মণ কাটিয়া ফেলায় উহার নাম নাসিক  
রাছে। এই স্থান হইতে বহুদূরে শ্রীরামচন্দ্র মারীচ বধ করেন। ত্র্যম্বকেশ্বর  
শিখরে গোদাবরীর উৎপত্তিস্থান দর্শনার্থ যাত্রীগণ নাসিক হইতে যাত্রা  
করেন।

দশাননসহোদরাং বিষমবাণবেধাতুরাং  
সমীক্ষ্য বররূপিণীং প্রহসতীং সতীং স্তন্দরীম্ ।  
নিজাশ্রয়মভীপ্সতীং জনকজ্ঞাপতিলক্ষ্মণাং  
করালকরবালতঃ সমকরোদ্ বিরূপাং ততঃ ॥ ৩৪  
সমাপ্য পথি দানবং খরশরৈঃ শনৈর্নাশয়ম্ \*  
চতুর্দশ সহস্রকং সমহনং \*১ খরং সাধুগম্ ।  
দশাননবশাধুগং কনকচারুচঞ্চনমুগং  
প্রিয়াপ্রিয়করো বনে সমবধীদ্ বলাভ্রাক্ষসম্ ॥ ৩৫  
ততো দশমুখস্তরংস্তমভিবীক্ষ্য রামং রুধাং  
ব্রজস্তুমলুলক্ষ্মণং জনকজ্ঞাং জহারাশ্রমে ।  
ততো রঘুপতিঃ প্রিয়াং দলকুটীরসংস্থাপিতাং  
ন বীক্ষ্য তু বিমূচ্ছিতো বহু বিলপ্য সীতেতিতাম্ ॥ ৩৬  
বনে নিজগণাশ্রমে নগতলে জলে পশ্বলে  
বিচিত্র্য পতিতং খগং পথি দদর্শ সৌমিত্রিণা ।  
জটায়ু বচনাং ততো দশমুখাহতাং জানকীং -  
বিবিচ্য কৃতবান্ যুতে পিতরি বহ্নিকৃত্যাং প্রভুঃ ॥ ৩৭

ল্লোকার্থ। পরে কামবাণে পীড়িতা স্তবেশা স্তন্দরী হস্তযুক্তা এবং তৎপ্রতি

সান্তিলাষা রাবণ-ভাগিনী স্পর্শথাকে দেখিয়া রাম লক্ষ্মণকে ইঙ্গিত করিলে লক্ষ্মণ স্পর্শাগিত করবাল দ্বারা রাক্ষসীর নাসিকা ছেদন করিয়াছিলেন । ৩৪

তৎপরে ভগবান রামচন্দ্র পশ্চিমধ্যে অনেক দানবসংহারপূর্বক চতুর্দশ সপ্তমস্তের অধিনায়ক রাবণের বশীভূত ধ্বংস-দূষণকে বধ করিলেন । অবশেষে জানকীর প্রীতি সাধনার্থ তিনি চপলস্বর্ণরূপী মায়াযুগকে সংহার করেন । ৩৫

অনন্তর পথে রাম ও লক্ষ্মণ যাইতেছেন দেখিয়া দশানন নীচ্র তদীয় আশ্রয় হইতে সীতাকে হরণ করিলেন । রামচন্দ্র পর্ণকূটীতে সীতাকে না দেখি 'হা সীতা' বলিয়া বহু বিলাপ করিয়া মূর্ছিত হইলেন । ৩৬

পরে ঋষিগণের আশ্রমে, পর্বতগুহায়, জলে এবং গুহার সর্বত্র সীতা আবেষণ করিয়া পশ্চিমধ্যে মৃতপ্রায় পতিত জটায়ুকে দেখিতে পাইলেন । তাঁহা নিকট রাবণকর্তৃক সীতাহরণের বৃত্তান্ত শুনিয়া পিতৃতুল্য জটায়ুর মৃত্যু হই তাঁহার ঔদ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । ৩৭

\* শগৈর্নাশয়ন ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ সমহনন ইতি বা পাঠঃ ।

প্রিয়া বিরহকাতরোহনুজপুর সরো রাঘবো

ধনুর্ধরধুরন্ধরো হরিবলং নবালাপিনম্ ।

দদর্শ ঋষভাচলাত্রবিজ্রবালিরাজানুজ-

প্রিয়ং পবননন্দনং পরিণতং হিতং প্রেযিতম্ ॥ ৩৮

ততস্তত্স্থদিতং মতং পবনপুত্র স্ত্রীবয়ো-

স্তৃণাধিপতিভেদণং নিজনৃপাসনস্থাপিতম্ ।

বিবিচ্য ব্যবসায়কৈর্নিজসখ্যপ্রিয়ং বালিনম্

নিহত্য হরি ভূপতিং নিজসখ্যং স রামোহকরোৎ ॥ ৩৯

অথোত্তরমিমাং হরিজ্ঞানকজাং সমশ্বেষয়ন

জটায়ুসহজোদিতৈর্জলনিধিঃ\* তরন বায়ুজঃ ।

দশাননপুরং বিশন্ জনকজ্ঞাং সমানন্দয়-  
 রশোকবনিকাশ্রমে রঘুপতিং পুনঃ প্রাযযৌ ॥ ৪০  
 ততো হনুমতা বলাদমিতরক্ষসাং নাশনং  
 জলজ্জলনসংকুলজ্জলিতদঙ্কলঙ্কাপুরম্ ।  
 বিবিচ্য রঘুনায়েকে জলনিধিং ক্রমা শোষয়ন্  
 ববন্ধ হরিয়ুথৈঃ পরিবৃতো নগৈরীশ্বরঃ ।  
 বভঞ্জ পুরপত্তনং বিবিধ সর্গভৃগু ক্ষমম্ ।  
 নিশাচরপতেঃ ক্রুধা রঘুপতিঃ কৃতী সদগতিঃ ॥ ৪১

শ্লোকার্থ । সীতাবিযোগ-কাতর ধনুর্ধর-প্রবর সলক্ষণ রাঘব নবপরিচিত  
 বানরসৈন্যের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং স্বর্ষপুত্র ঋষভাচল রাজ ১৩২ বালির  
 কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্নগ্ৰীবের অমাত্য হহমানকে দেখিতে পাইলেন । ৩৮

তৎপর স্নগ্ৰীব ও হহমানের প্রার্থনায় সপ্তপাতালভেদী শর দ্বারা বালিকে  
 সংহারপূর্বক স্নগ্ৰীবের সহিত মৈত্ৰী স্থাপন করিলেন । তাঁহার কৃপায় স্নগ্ৰীব  
 কপিরাজাধিরাজ হইলেন । ৩৯

অনন্তর বায়ুপুত্র হহমান জানকীর অঘেষণ পূর্বক জটায়ুর বাক্যানুসারে  
 সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেন এবং লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ পূর্বক অশোকবনে স্তম্ভাষণে  
 সীতাকে আনন্দিতা করিয়া পুনরায় রঘুপতির নিকট আসিলেন । ৪০

পরে রামচন্দ্র হহমান কর্তৃক বলপূর্বক রাক্ষস বিনাশ এবং লঙ্কাদাহন অবগত  
 হইয়া সীতা উদ্ধারার্থ ক্রোধে পর্বতদ্বারা সমুদ্রবন্ধনপূর্বক বানরযুথের সহিত লঙ্কায়  
 গমন করিলেন এবং রাক্ষসপতির পুত্র-প্রাচীর ও দুর্গাদি ধ্বংস করিলেন । ৪১

\* জটায়ুবিহগোদিতৈর্জলনিধিং ইতি বা পাঠঃ ।

টিপ্পণী । ১৩২ । ইহা ঋষমুক বা ঋষভ পর্বত নামে বায়্বীকি কৃত রামায়ণে  
 উল্লিখিত । মাদ্রাজ প্রদেশে বিলারী হইতে ৩০ ক্রোশ দূরে কিঙ্কিন্যাদি পর্বত  
 অবস্থিত । কিঙ্কিন্য হইতে চারি ক্রোশ দূরে ঋষমুক পর্বত বিদ্যমান ।  
 ঋষমুকের তরাই অঞ্চলে পম্পা সরোবর অবস্থিত । পম্পাকে নদী ও সরোবর

দুইই বলে। সরোবরের জল ছোট নদীতে মিলিত হইয়া পার্শ্বে প্রবাহিত তুঙ্গভদ্রা নদীতে পতিত হয়। মাতঙ্গ সরোবর পম্পার অংশমাত্র। পম্পা পশ্চিমে শবরীর আশ্রম অবস্থিত। নিকটস্থ সরোবরের সম্মুখে গুহাঃ সূত্রীবাতি চারি বানর থাকিতেন। কিক্কিয়ার অল্পদিকে মাল্যবান্ পর্বত দেখা যায়। বর্ষাকালে শ্রীরামচন্দ্র এই পর্বতে আশ্রয় লইতেন। ঈশান কোণে উচ্চ গুহায় শ্রীরামচন্দ্রের বাসস্থান ছিল। উহার নিম্নে পার্বত্য নদী প্রবাহিত। অত্য়াপিও উক্ত পর্বত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে শোভিত। ইহা পূর্ববাট ও নীলগির্গি পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী। এই স্থান হইতে কাবেরী নদী উৎপন্ন হইয়াছে ভাগবত অনুসারে অনেক ঋষত পর্বত আছে। (১) কৈলাসের নিকটবর্ত পর্বত। ইহা হিমালয়ের স্বর্ণশৃঙ্গ নামে বিদিত। ইহার পাশে রজতময় কৈলাস পর্বত। এই দুই পর্বতের মধ্যস্থলে মৃতসঞ্জীবনী, বিশাল্যকরগী, সন্ধিগী ও স্রবণ করগী নামক ঔষধ লতা পাওয়া যায়। (২) দক্ষিণ সাগরের এক পর্বত ইহার উপর রোহিত নামক গন্ধর্ব থাকেন। বাল্মীকি কৃত রামায়ণ ( কিক্কি পর্ব, ৪১ সর্গ ) অনুসারে শৈলুষ ( বিভীষণের স্বপুত্র ), গ্রামণী, শিক্কা, শুক। বক্র এই পঞ্চ গন্ধর্ব রোহিতপতি। (৩) পূর্ব সাগরের একটি ধবল পর্বত। উক্ত পর্বতের উপর সূর্যদর্শন নামক এক সরোবর অবস্থিত।

বনবাস কালে রাম ও লক্ষ্মণ কিছুকাল চিত্রকূট পর্বতে অবস্থান করেন ইহা পয়স্বিনী নদীর নিকটে অবস্থিত। বৃন্দেলখণ্ডের বান্দা নগর হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব কোণে চিত্রকূট বিদ্যমান। এই পুণ্যতীর্থে অনেক মন্দির দেখা যায়। তন্মধ্যে রাম-লক্ষ্মণের মন্দির প্রধান। এখানে মহর্ষি বাল্মীকি আশ্রম আছে। এখানে মন্দাকিনী নামক একটি নদী প্রবাহিত। ইহা চারিদিকে পাহাড় ও জঙ্গল দেখা যায়। চিত্রকূট পর্বতের বনশোভা মনোহর।

নতোহমুজযুতো যুধি প্রবলচণ্ডকোদণ্ড ভৃং

শরৈঃ খরতরৈঃ ক্রুধা গজরথাস্থংসাকুলে।

করালকরবালতঃ প্রবলকালজিহ্বাশ্রতো  
 নিহত্য বররাক্ষসান্ নরপতির্বভৌ সান্নুগঃ ॥ ৪২  
 ততোহতিবলবানরৈর্গিরিমহীরাহোত্মকরৈঃ  
 করালতরতাড়নৈর্জ্জনকজারুযা নাশিতান  
 নিজ্জ্বুরমরার্কিনানতিবালান্ দশাশ্চান্নুগান্  
 নলাগ্নদহরীশ্বরান্তুগসুতর্ক রাজাদয়ঃ ॥ ৪৩  
 ততোহতিবললক্ষ্মণস্তিদশনাথশক্রং রণে  
 জঘান ঘনঘোষণান্নুগগণৈরস্বকপ্রাশনৈঃ ।  
 প্রহস্তু বিকটাদিকানপি নিশাচরান্ সঙ্গতান্  
 নিকুস্ত মকরাক্ষকান্ নিশিত খড়্গপাতৈঃ ক্রুধা ॥ ৪৪  
 ততো দশমুখো রণে গজরথাস্বপত্তীশ্বরৈ-  
 বলজ্যগণকোটিভিঃ পরিবৃত্তো যুযোধায়ুধৈঃ ।  
 কপীশ্বরচমূপতেঃ পতিমনস্তদ্যায়ুধঃ  
 রঘুদ্বয়মনিন্দিতং সপদি সঙ্গতো দুর্জয়ঃ ॥ ৪৫  
 দশাননমরিং ততো বিধিবরস্ময়াবদ্ধিতং  
 মহাবলপরাক্রমং গিরিমিবাচলং সংযুগে ।  
 জঘান রঘুনায়কো নিশিতদায়কৈরুদ্ধতং  
 নিশাচরচমূপাতিং প্রবলকুস্তকর্ণং ততঃ ॥ ৪৬

শ্লোকার্থ । অতঃপর সলক্ষণ রাজা রামচন্দ্র যুদ্ধে প্রবল অত্যাগ্র শরাসন  
 ধারণ পূর্বক হস্তী, অশ্ব ও রথ-পরিবৃত্ত হইয়া তীক্ষ্ণ বাণ ও করাল-করবাল দ্বারা  
 জেয় রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া করাল কালের রসনাগ্রবৎ শোভা পাইতে  
 লাগিলেন । ৪২

এদিকে নল, অঙ্গদ, কপিলাজ সুগ্রীব, মারুতি ও জাম্ববান্ এবং অন্তান্ত  
 মহাবীর কপিগণ তরু নিক্ষেপ, গিরি নিক্ষেপ ও ভীষণ আঘাত দ্বারা সীতার

রোষভরে ইতোপূর্বে নষ্টপ্রায় মহাবলিষ্ঠ স্বরশত্রু রাবণাশ্রুতর রাক্ষসগণকে বিনষ্ট করিলেন । ৪২

মহাবল লক্ষ্মণ অতিঘোর শব্দকারী শোণিতপায়ী অন্তচববর্ণে পরিবৃত ইন্দ্রজিংকে নিহত করিলেন । অনন্তর লক্ষ্মণ সরোবে প্রহস্ত, নিকুন্ত, মকবাঙ্ক ও বিকট প্রভৃতি রাক্ষসগণকে স্তূতীক্স অসিপ্রহারে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন । ৪৩

তদনন্তর দুর্দর্শ রাবণ কোটি কোটি গজাক্রুত, রথাক্রুত, অশ্বাক্রুত ও পদাক্রুত অপরাজেয় সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া সংগ্রামস্থলে বানরসেনার অধিপতি স্তূত্রীবৎ প্রভু অসীম দিব্যাস্ত্রধারী যশস্বী রঘুপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া অস্ত্রসমূহ দান যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ৪৪

তখন রঘুবীর রামচন্দ্র ব্রহ্মার নিকট ববলাভে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, মহাবল পরাক্রম, রণভূমিতে অচলবৎ অটল উদ্ধত শত্রু রাক্ষসসেনার অধীশ্বর দশানন ও মহাবল কুম্ভকর্ণকে স্তূতীক্স শরজালে বিদ্ধ করিলেন । ৪৫

তয়োঃ খরতরৈঃ শরৈর্গগনমাচ্ছাদিতং

বভৌ ঘনঘটাসমং মুখবমন্তুড়িদ্ধহিভিঃ ।

ধনুগুণ মহাশনিধ্বনিরাবৃতং ভূতলং

ভয়ঙ্কর নিরস্তরং রঘুপতেশ্চ রক্ষঃপতেঃ ॥ ৪৭

ততো খরনিজ্জারুষা বিবিধ রামবাণৌজসা

পপাত ভূবি রাবণ স্ত্রিদশনাথ বিদ্রাবণঃ ।

ততোহতিকুতুকী' হরিজ্জলনরক্ষিতাং জ্ঞানকীং

সমর্প্য রঘুপুঙ্গবে নিজপুরীং যযৌ-হবিতঃ ॥ ৪৮

পুরুন্দরকথাদরঃ সপদি তত্র রক্ষঃপতিং

বিভীষণমভীষণং সমকরোং ততো রাঘবঃ ॥ ৪৯

হরীশ্বরগণাবৃতোহবনিস্থতায়ুতঃ সান্নুজো

রথে শিবসংখরিতে শ্রবিমলে লসৎপুষ্পকে ।



মুনীশ্বরগণার্চিতো রঘুপতিস্বষোধ্যাং যযৌ

বিবিচ্য মুনিলাঞ্জনং গৃহগৃহেহতিসখ্যং স্বরন্ ॥ ৫০

শ্লোকার্থ। অনন্তর রামচন্দ্র ও দশাননের পরস্পরের খরতর শরনিকরে কাশ আচ্ছন্ন হইল। বোধ হইল, যেন ঘনঘটায় নভোমণ্ডল সমাচ্ছাদিত ঘাছে। বাণসমূহের পরস্পর আঘাতে সশব্দ আগ্নেয়ফুলিক নির্গত হইয়া গাতে শব্দায়মান বিদ্যুৎ সদৃশ শোভা পাইতে লাগিল। বজ্রধ্বনি সদৃশ গশদ দ্বারা ধরাতল সমাচ্ছন্ন হইল। ইহার ফলে তখন রণভূমি মহাতীমমূর্তি গণ করিল। ৪৭

অবশেষে দেবরাজেরও ভগ্নাবহ দশানন সীতার কোপে ও রামের রূতেঃ নিহত হইলে, মারুতি প্রফুল্লচিত্তে বল্লিষ্ঠকা সীতাদেবীকে রাবণ গাশে প্রদানপূর্বক নিজ নগরীতে প্রতিগমন করিলেন। ৪৮

ইন্দ্রদেবের অম্বরোধে রঘুনাথ বিভীষণকে লংকারাজ্যের অধিপতি রলেন। ৪৯

তদনন্তর ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বানররাজগণে পরিবৃত্ত হইয়া সীতা ও লক্ষণের সহিত পবন চালিত সুবিমল শোভমান পুষ্পক-রথে আরোহণ পূর্বক ষাধ্যায় ১৩৩ গমন করিলেন। গমনকালে পথিমধ্যে বনপ্রবেশ কালীন নিজ নবেশ এবং গুহক চণ্ডালের সহিত সখ্যভাব স্বরণ করিতে লাগিলেন। গারে মুনিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অর্চনা করিলেন। ১০

টিপ্পণী। ১৩৩। ইহা অগ্রতম মোক্ষতীর্থ। সন্ত কবি তুলসীদাস ষাধ্যাপুরীকে অবধপুরী নামে বর্ণনা করেন। অযোধ্যা উত্তর কোণলের রধানী। বৈবস্বত মহর আজায় দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা সরযু নদী তীরে ষাধ্যাপুরী নির্মাণ করেন। প্রাচীন অযোধ্যা ৪৮ ক্রোশ দীর্ঘ ও ১২ ক্রোশ ষ্ট ছিল। শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল বিবী নগরে রাজত্ব করেন। কিন্তু অযোধ্যাধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কাতর র্থনায় পুনরায় তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন। কল্পদ্রুম কলিকা অম্বসারে

অযোধ্যার অন্ন নাম বিনীতা । ইহার ভগ্নাবস্থা দর্শনে মনে প্রবল বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় । এখন উহা দিল্লী হইতে ১৮০ ক্রোশ দূরবর্তী । চৈনিক পর্যটক উহা অমৃতো বা অমৃদো আখ্যা দেন । অধ্যাত্ম রামায়ণ ( আবণ্যাকাণ্ড, ভার্গববিভাগ ) অন্তর্গত ইহার একনাম সাক্ষেতপত্তন ।

ততো নিজগণাবৃতো ভরতমাতুব্ সাংস্কর্য  
 স্বমাতৃগণবাক্যতঃ পিতৃনিজাসনে ভূপতিঃ ।  
 বশিষ্ঠমুনিপুঙ্গবৈঃ কৃতনিজাভিষেকো বিভূঃ  
 সমস্ত জনপালকঃ সুরপতির্ষথা সংবভৌ ॥ ৫১  
 নরা বহুধনাকরা দ্বিজবরাস্তপসস্তংপর্যঃ  
 স্বধর্মকৃতনিশ্চয়াঃ স্বজনসঙ্গতা নির্ভয়াঃ ।  
 ঘনাঃ সুবহুবর্ষিণো বসুমতী সদা হর্ষিতা  
 ভবত্যতিবলে নৃপে রঘুপতাবভূং সজ্জগৎ ॥ ৫২  
 গতা যুতসমাঃ প্রিয়ৈর্নিজগুণৈঃ প্রজা রঞ্জয়ন্  
 নিজাং রঘুপতিং প্রিয়াং নিজমনোভবৈর্মোহয়ন্ ।  
 মুনীন্দ্রগণসংযুতোঃপ্যযজ্ঞাদি দেবান্ মথৈ-  
 র্ধনৈর্বিপুলদক্ষিণৈরতুলবাজিমৈধৈস্ত্রিভিঃ ॥ ৫৩  
 ততঃ কিমপি কারণং মনসি ভাবয়ন্ ভূপতি-  
 র্জহৌ জনকজাং বনে রঘুবরস্তদা নিষ্ক্ৰম্য ।  
 ততো নিজমতং স্মরন সমনয়াং প্রোতঃ সূতো  
 নিজাশ্রমমুদারখী রঘুপতেঃ প্রিয়াং হৃৎখিতাম্ ॥ ৫৪

শ্লোকার্থ । অনন্তর ঐ রঘুপতি প্রিয়জন পদবিবৃত হইয়া মনোহর কণ্ঠ ভরতকে সাঙ্ঘন্য দিতে লাগিলেন । তিনি মাতৃগণের আজ্ঞানুসারে পিতৃ সিংহাসনে উপবেশনান্তে বাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন । বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষি তাঁহার অভিষেক করিলেন । তিনি ইন্দ্রতুল্য সমস্ত লোকের অধীশ্বর হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । ৫১

ক্রমে তাঁহার প্রজাপুঞ্জ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। বিপ্রগণ তপস্তায় নানিবেশ করিলেন। সকলেই আত্মীয়স্বজন সহ সমবেত হইয়া নির্ভয় হৃদয়ে নাচরণ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে জলদজাল বারিবর্ষণ করায় ধ্বাসতী নৃত্যিতা হইলেন। নিখিল ভুবন সৎপথে স্থাপিত হইল। ৫২

এইরূপে রঘুপতি দশসহস্র বর্ষ অবিরাম নিজ গুণগ্রাম দ্বারা প্রজারঞ্জন রিলেন। তিনি মনোরথ পূরণে প্রাণপ্রিয়া সীতাদেবীর মনোরঞ্জন করিয়া লেন। তিনি মহর্ষিগণ পরিবৃত্ত হইয়া বিপুল ধন দক্ষিণা প্রদানে বহু যজ্ঞ ও যেনটি অশ্বমেধ যজ্ঞ অচ্যুতানে দেবগণকে সন্তুষ্ট করিলেন। ৫৩

তৎপরে তিনি নির্দয় হইয়া কোন কারণে সীতাদেবীকে বনবাসে প্রেরণ রিলে উদারমনা বান্দীকি ১৩৪ সীতাকে স্বকীয় আশ্রমে আনয়ন করিলেন। ৫৪

**উল্লিখী।** ১৩৪। রামায়ণের রচয়িতা মহর্ষি ও প্রচেতার পুত্র। প্রচেতা বরুণ এক মুনির হুই নাম। অনেক পুরাণে দশজন প্রচেতার নাম উল্লিখিত। বিন্দানের ঔরসে ধিষণা নাম্নী পত্নীর গর্ভে জাত প্রাচীনবর্হির সহিত সমুদ্রের তা সর্বার বিবাহ হয়। প্রাচীনবর্হির ঔরসে সর্বার গর্ভে উৎপন্ন দশ পুত্রের ম দশ প্রচেতা। তাঁহার পিতার আজ্ঞায় কঠোর তপস্তা করিয়া মহাদেবের কট নারায়ণের মহিমা অবগত হন। যখন তাঁহার দশহাজার বৎসর যাবৎ মুদ্রে শয়নপূর্বক নারায়ণের আরাধনা করেন, তখন কণ্ডুমুনির কন্যা রমাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন। এই উপাখ্যান ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, মধুপুরাণ ও গরুড়পুরাণে প্রদত্ত। মারিষা প্রথমে দশ রাক্ষস পুত্র লাভ করেন। তৎপরে দক্ষের জন্ম হয়। রামায়ণ, মহাভারত বা অনেক পুরাণে এই নার উল্লেখ নাই। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বান্দীকি প্রচেতার পুত্র ছিলেন। মীকির পিতা প্রচেতা ভৃগুবংশীয় মুনি ছিলেন। এই কারণে বান্দীকি র্গব নামে আখ্যাত। উক্ত মর্মে মৎস্যপুরাণে ( ১২ অধ্যায়ে ) এই শ্লোক হয়।

রাবণাস্তকরো রাজা রঘুনাং বংশবর্দ্ধনঃ ।

বান্দীকির্ষস্ত চরিতং চক্রে ভার্গবসন্তমঃ ॥

প্রথমে বান্ধীকির আশ্রম চিত্রকূট পর্বতে ছিল। বান্ধীকিরূত রামায় (অযোধ্যাকাণ্ড, ৫৬ স্বর্গে) আছে, রামচন্দ্র বান্ধীকির আশ্রমে গমন করেন রঘুনন্দন গোস্বামীর মতে চিত্রকূটের বান্ধীকি রামায়ণের রচয়িতা নহেন দ্বিতীয় বান্ধীকির আশ্রম প্রয়াগের অন্তর্গত তমসা নদীতীরে ছিল। এই তমসা নদী চিত্রকূটের পার্বত্য অঞ্চল হইতে উৎপন্ন ও পূর্বোক্ত দিকে প্রবাহিত হইয়া প্রয়াগের অল্প দূরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। মহাকবি কালিদাস তৎপ্রাণি রঘুবংশ মহাকাব্যে (১৪ সর্গ, ৫২ শ্লোকে) বলেন।—

রথাংস যন্তা নিগৃহীত বাহান্তাং ভ্রাতৃজ্যাং পুলিনেহবত্যাঃ ।

গঙ্গা নিষাদাহত নৌবিশেষস্ততার সন্ধামিব সত্যসন্ধঃ ॥

সুমঙ্গ সারথীদ্বারা চালিত রথ হইতে লক্ষণ ভ্রাতৃজ্যা সীতাকে নদীতীরে নামাইয়া দেন এবং নিষাদ কর্তৃক আনীত নৌকায় তুলিয়া লইয়া গঙ্গাপারে গমন করেন। তৎপরে যাহা ঘটয়াছিল, তাহা রঘুবংশে (১৪ সর্গ, ৭৬ শ্লোকে) এই শ্লোকে বিবৃত।—

অশ্রুতীরাং মুনিসন্নিবেশৈস্তমোহপহন্তী তমসাং বগাহ ।

তৎ সৈকতোৎসংগবলিক্রিয়াভিঃ সম্পাৎস্ততে তে মনসঃ প্রসাদঃ ॥

বান্ধীকি সীতাকে বলিতেছেন, মুনিগণের কুটিরসমূহে পরিপূর্ণ পাপহাং তমসা নদীজলে স্নান এবং উহার তীরে ইষ্টদেবতার পূজা করিলে তুমি মানসি প্রসন্নতা লাভ করিবে। মহর্ষি বান্ধীকি ও মহাকবি কালিদাসের বর্ণনা জানা যায়, গঙ্গা ও তমসার সঙ্গমস্থলের অল্প দূরে তমসার বামদিকে মহা বান্ধীকির আশ্রম ছিল। অযোধ্যাধামে সরযু ও গোমতীর মধ্যস্থলে প্রবাহিত হইয়া উত্তর তমসা পূর্ব দক্ষিণ দিকে আসিয়া প্রয়াগের অল্পদূরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। অনেকে মন্তব্য করেন, বর্তমান কানপুরের অল্পদূরে গঙ্গা নিকটে বিঠুর নামক স্থানে মহর্ষি বান্ধীকির আশ্রম ছিল। লক্ষণ গঙ্গা পার হইয়া উক্ত আশ্রমে সীতাদেবীকে রাখিয়া আসেন। যাত্রিগণ উক্তস্থানকে বান্ধীকির আশ্রমরূপে নির্দেশ করেন। কিন্তু তথ্য তমসা নামে কোন নদী নাই। পূর্বে কথিত হইয়াছে, উত্তর তমসাও বিঠুরের নিকটে গঙ্গার উত্তে

প্রবাহিতা গোমতী নদীর উত্তরে অবস্থিত। সেজন্য কেহ কেহ বলেন, বিঠুরে বান্ধীকির আশ্রম ছিল না। প্রয়াগের নিকটে গঙ্গাপারে দক্ষিণ তমসা তটে বান্ধীকির আশ্রম ছিল। লক্ষণ ও সীতার সহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাসে গমনকালে অযোধ্যার দক্ষিণে আসিয়া শৃঙ্গবেরপুরে গঙ্গা পার হইয়া মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে উপস্থিত হন। লক্ষণও উক্ত পথে সীতাকে বান্ধীকির আশ্রমে আনয়ন করেন। দক্ষিণ তমসা নদীতটে বান্ধীকির আশ্রমও তপোবন ছিল। বান্ধীকির প্রধান শিষ্য ছিলেন ভরদ্বাজ। শ্রীরাম কর্তৃক রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধারের পরে মহর্ষি বান্ধীকি দক্ষিণ তমসা তটবর্তী তাঁহার আশ্রমে আদি কাব্য রামায়ণ রচনা করেন। বান্ধীকি অশ্রুচূপ ছন্দের প্রবর্তক। তমসা নদীর নিকটে এক ব্যাধ কর্তৃক ক্রৌঞ্চ পক্ষী তাঁর বিদ্ধ দেখিয়া তাঁহার শ্রীমুখ হইতে অশ্রুচূপ ছন্দের এই প্রথম শ্লোক নির্গত হয়।

মা নিষাদ ! প্রতিষ্ঠাং স্বমগমঃ শাস্তীঃ সমাঃ ।

যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

উক্ত শ্লোক পদ্মপুরাণে (পাতাল খণ্ড, ৯৪ অধ্যায়ে) কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে এইরূপ দেখা যায়।

মা নিষাদ ! প্রতিষ্ঠাস্বমগমঃ শাস্তীঃ সমাঃ ।

যৎ ক্রৌঞ্চ পক্ষিণোরেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

প্রধানতঃ উক্ত অশ্রুচূপ ছন্দে রামায়ণ বিরচিত। ইহা ব্যতীত মালিনী প্রভৃতি ছন্দ প্রতি সর্গের অন্তে ব্যবহৃত। কেহ কেহ মন্তব্য করেন, রাম জন্মের বাট হাজার বর্ষ পূর্বে রামায়ণ বিরচিত। কাহারও কাহারও মতে বান্ধীকি প্রথম জীবনে রত্নাকর দস্য ছিলেন। তিনি বহুবর্ষ রাম নাম উচ্চাভাবে মরা, মরা মন্ত্ররূপে জপ করিয়া সিদ্ধ হন। উহার শরীর বান্ধীক (উইটিবি) দ্বারা আবৃত হয়। রামনাম জপে পাপমুক্ত হইয়া ইনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তখন ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে ডাকেন। সেই সময় তপোমগ্ন মহামুনি বান্ধীক ভাদ্রিয়া উপস্থিত হন এবং ব্রহ্মাকে প্রণাম করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বরদান করেন এবং

রামায়ণ লিখিতে আদেশ দেন। মহর্ষির সর্বাঙ্গ বাক্যকে আবৃত্তি হওয়ায় তিহি  
বাক্যকি নাম প্রাপ্ত হন।

ততঃ কুশলবৌ স্ত্রী প্রসূযুবে ধরিত্রীসুতা  
মহাবলপরাক্রমৌ রঘুপতের্ষশোগায়নৌ।  
স তামপি সূতাস্বিতাং মুনিবরস্তু রামাস্তিকে  
সমর্পয়দ নিন্দিতাং সুরবরৈঃ সদা বন্দিতাম্ ॥ ৫৫  
ততো রঘুপতিস্তু তাং সূতযুতাং রুদন্তীং পুরো-  
জগাদ দহনে পুনঃ প্রবিশ শোধনায়াস্মনঃ ॥  
ইতৌরিতমবেক্ষ্য সা রঘুপতেঃ পদাজে নতা  
বিবেশ জননীযুতা মণিগণোজ্জলং ভূতলম্ ॥ ৫৬  
নিরাক্ষ্য রঘুনাথকো জনকজাপ্রয়াণং স্মরন।  
বশিষ্ঠগুরুযোগতোহনুজযুতোহগমং স্বং পদম্ ॥  
পুরঃস্থিতজনৈঃ স্বকৈঃ পশুভিরীশ্ববঃ সম্পৃশন।  
মুদা সরযুজীবনং রথববৈঃ পরিতো বিভূঃ ॥ ৫৭  
যে শৃণুস্তি রঘুদত্তস্ত চরিতং কর্ণামৃতং সাদরাং  
সংসারার্ণবশোষণঞ্চ পঠিতামামোদদং মোক্ষদম্।  
রোগাণামিহ শাস্তয়ে ধনজনস্বর্গোদি\*সম্পদয়ে  
বংশানামপি বুদ্ধয়ে প্রভবতি ত্রীশঃ পরেশঃ প্রভূঃ ॥ ৫৮

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে শ্রীরামচরিত বর্ণন  
নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

**শ্লোকার্থ**। পরে ধরণী-নন্দিনী সীতাদেবী কুশ ও লব নামে দুই মহাবল-  
পরাক্রম পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। ইহারা বহুবীরের নিকট তদীয় যশোগান  
করেন। বাক্যকি সপুত্রা সীতাকে রামসকাশে আনিয়ন করিলে রঘুনাথ  
জানকীকে কহিলেন, “তুমি আত্মশুদ্ধার্থ পুনরায় বহিঃপ্রবেশ কর।” ভগবান

রামচন্দ্রের আদেশ শুনিয়া জানকী জননী বনুমতীর সহিত পাতালে প্রবিষ্টা হইলেন। ৫৫-৫৬

রঘুপতি এইরূপে জনকনন্দিনীর তিরোধান দর্শনে ও এই ব্যাপার শ্রবণ করিতে করিতে গুরু বশিষ্ঠসং অম্বজবৃন্দ, পুরবাসী জনগণ ও পশুবর্গের সহিত প্রীতচিত্তে সরযু নদীর জল স্পর্শ করিয়া দিব্য বিমানারোহণে বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন। ৫৭

যাহারা এই কর্ণামৃত শ্রীরাম চরিত সমাদরপূর্বক শ্রবণ করিবেন, পরমেশ মহাপ্রভু রামের রূপায় তাঁহাদের অনায়াসে রোগ শান্তি হইবে, বংশ বৃদ্ধি পাইবে এবং ধনসম্পত্তি, জনবল ও স্বর্গাদি সুখ লাভ হইবে। ইহা পাঠ করিলে অন্তঃকরণ আনন্দিত হইবে, সংসারসাগর শুদ্ধ হইবে এবং পরম পুরুষার্থ মুক্তিপদ লাভ হইবে। ৫৮

\* স্বর্গাদি ইতি বা পাঠঃ।

শ্রী কঙ্কিপুরণে ভবিষ্য অম্বভাগবতে তৃতীয়াংশে

শ্রীরাম চরিত বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

ধর্মচক্রের একটি সেবিকা ১৮৭৩ এপ্রিল মাসে নিউমোনিয়া-জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল প্রেরিত হয়। তাহার জ্বর ছাড়িল কনা, জ্ঞানার জ্ঞান মহাগৌরী উদ্বিগ্না হইলেন এবং ২০ এপ্রিল শুক্রবার বৈকাল ২৫ য় ধর্মচক্রে স্ব-কক্ষে শুইয়া খোলা চোখে এই দিব্য দর্শন করিলেন। তিনি নটমন্দিরে নামিয়া দেখিলেন, ছপুরে প্রথর রোজে চলিয়া ধর্মচক্রের ফটক দিয়া একটি ১০।১২—বৎসবের যৌব কাল বালক আসিয়া নাট মন্দিরে ক্লান্ত দেহে টুলে বসিয়া আছে। বালকের গাত্রের নীলাভ দ্যুতি বাহিরে ছড়িয়ে পড়ছে। তৎহাদ চক্ষু দুটি বেশ বড় ও উজ্জ্বল ও করুণাদি, কাঁধে পৈতা, কোমরে সাদা কাপড় ও কাপড়ের খুঁট গায়ে জড়ান। মহাগৌরী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি হাসপাতাল থেকে আসছ? ঐ সেবিকা কেমন আছে? উক্ত বালক ৫৫ হাত্তে উত্তর দিল, তার জ্বর ছেড়েছে। ইহা শুনিয়া মহাগৌরী আশ্চর্য হইলেন এবং দোতলায় উঠিয়া বুঝিলেন, এই দেব বালক নিশ্চই বালককি ব্যতীত অন্য কেহ নহে। মহাগৌরীর উদ্বিগ্ন দর্শনে কঙ্কিদেব ব্যথিত হইয়া হাসপাতালে গিয়া কঙ্কা সেবিকার সংবাদ আনিয়া মহাগৌরীকে দিলেন। এই রূপে ভগবান কঙ্কিদেব বাল মূর্তি ধরিয়া ধর্মচক্রে গুরুমাতার সহিত গুপ্ত লীলা করেন

## ভূতীয় অংশ

### চতুর্থ অধ্যায়

রামাং কুশোহভূদতিথিস্ততোহভূন্নিষধান্নভঃ ।

তস্মাদভূং পুণ্ডরীকঃ ক্ষেমধন্যভবং ততঃ ॥ ১

দেবানীকস্ততো হীনঃ পরিপাত্রোহথ হীনতঃ ।

বলাহকস্ততোহর্কশ্চ রাজ্যনাভস্ততোহভবং ॥ ২

খগণাদ্ধিতস্তস্মাচ্ছিরণ্যানাভসংজিতঃ ।

ততঃ পুষ্পাদ্ধ্রুবস্তস্মাং স্তান্দনোহগ্নিবর্ণকঃ ॥ ৩

তস্মাং শীঘ্রোহভবং পুত্রঃ পিতা মেহতুল বিক্রমঃ ।

তস্মান্মরুং মাং কেহপীহ বৃধঞ্চাপি স্মিত্রকম্ ॥ ৪

শ্লোকার্থ। মরু বলিলেন, রামের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র অতিথি ও অতিথির পুত্র নিষধ। তাঁহার পুত্র নভ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক ও পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্য। ১

• ক্ষেমধন্যর পুত্র দেবানীক, দেবানীকের পুত্র হীন, হীনের পুত্র পারিপাত্র, পারিপাত্রের পুত্র বলাহক, বলাহকের পুত্র অর্ক এবং অর্কের পুত্র রাজনাভ। ২

রাজনাভের পুত্র খগণ, তৎপুত্র বিদ্বত ও বিদ্বতের পুত্র হিরণ্যনাভ, হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প, পুষ্পের পুত্র ধ্রুব, ধ্রুবের পুত্র স্তান্দন এবং তাঁহার পুত্র অগ্নিবর্ণ। ৩

অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র। এই অতুলবিক্রম শীঘ্রই আমার পিতা। আমি শীঘ্রের পুত্র। আমার নাম মরু। কেহ কেহ আমাকে বৃধ, কেহ বা আমাকে স্মিত্র নামে অভিহিত করেন। ৪



কলাপগ্রামমাসাচ্ছ বিদ্ধি সন্তপসি স্থিতম্ ।  
 তবাবতারং বিজ্ঞায় ব্যাসাৎ সত্যবতীশ্রুতাং ॥ ৫  
 প্রতাক্ষ্য কালং লক্ষ্যকং কলেঃ প্রাপ্তস্তবাস্তিকম্ ।  
 জন্মকোটিংঘসাং রাশের্নাশিনং ধর্ম্য শাসনম্ ।  
 যশঃকীর্ত্তিকরং সর্বকামপূরং পরাশ্রয়নঃ ॥ ৬

কঙ্কিরূবাচ ।

জ্ঞাতস্তবাস্বয়স্কক সূর্যবংশসমুদ্ভবঃ ।  
 দ্বিতীয়ঃ কোহপরঃ শ্রীমান্ মহাপুরুষলক্ষণঃ ॥ ৭  
 ইতি কঙ্কিরূবাচঃ শ্রদ্ধা দেবাপিশ্চমুরাক্ষরাম্ ।  
 বাণীং বিনয় সম্পন্নঃ প্রবক্তু মুপচক্রমে ॥ ৮

**শ্লোকার্থ** । এতদিন আমি কলাপ ২৩৫ গ্রামে থাকিয়া তপস্বী করিতে ছিলাম । আমি সত্যবতী শ্রুত ব্যাসের মুখে আপনার অবতরনের শুভবার্তা শ্রবণপূর্বক কলিযুগেব লক্ষ বৎসব প্রতীক্ষা করিয়া আপনার পাদপ্রান্তে আসিতেছি । আপনি সাক্ষাৎ দৈব । আপনার নিকটে আগমন করিলে কোটি জন্মের পাপরাশি ক্ষয় হয়, ধর্মের বৃদ্ধি, যশ ও কীর্ত্তিবৃদ্ধি এবং সমস্ত কামনা পূর্ণ হয় । ৫-৬

ভগবান কঙ্কি বলিলেন, এক্ষণে আমি তোমার বংশাবলি অবগত হইলাম । হইলাম, তুমি সূর্যবংশজাত রাজা । পরন্তু তোমাব সঙ্গে আগত শ্রীমান্ ও মহাপুরুষ-লক্ষণ সম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দেখিতেছি ইনি কে ? ৭

দেবাপি কঙ্কির ঈদৃশ মধুরবাক্য শুনিয়া বিনয়পূর্ণ বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৮

**টিপ্পণী** । ১৩৫ । এই গ্রাম হিমালয় পর্বতের দক্ষিণে অবস্থিত । যদুকুল ধ্বংস হইলে শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামা তপস্বীত্ব উক্ত গ্রামে গমন করেন ।

দেবাপিরুবাচ ।

প্রলয়াস্তে নাভিপদ্মাং তবাভুচ্চতুরাননঃ ।

তদীয় তনয়াদত্রেঃশচন্দ্র স্তম্বাং ততো বৃধঃ ॥ ৯

তস্মাং পুরুরবা যজ্ঞে যযাতি নহ্ষস্তুতঃ ।

দেবযান্যাং যযাতিস্ত যদ্বং তুর্বশুমেব চ ॥ ১০

শম্বিষ্ঠাহাং \* তথাঙ্গ্রহ্যকান্মুং পুরুঞ্চ সংপতে ।

জনয়ামাস ভূতাদিভূতানীব সিন্ধুক্ষয়া ॥ ১১

পুরোজ্ঞেন্নৈজয়স্তস্মাং প্রচিঘানভবৎ ততঃ ।

প্রবীরস্তম্ননশ্চ্যৈর্বে তস্মাচ্চাভয়দোহভবৎ ॥ ১২

উরুক্ষয়াচ্চ ত্র্যকুণিস্ততোহভূৎ পুঙ্করাকুণিঃ ।

বৃহৎক্ষেত্রাদভূচ্চস্তী যন্নায়া হস্তিনাপুরম্ ॥ ১৩

শ্লোকার্থ । দেবাপি বলিলেন, প্রলয়াবসানে আপনার নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছিলেন । ব্রহ্মাব পুত্র অত্রি, অত্রিব পুত্র চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বৃধ, বৃধ হইতে পুরুরবা, পুরুরবাব পুত্র নহ্ষ ও নহ্ষের পুত্র যযাতি । যযাতির ঔবসে ও দেবযানির গর্ভে যদ্ব ও তুর্বশু নামে দুই পুত্র জন্মে । ৯-১০

১১ সংপতে, যযাতি ও শম্বিষ্ঠাব তিন পুত্র গ্রহণ, অগ্ন ও পুষ্ক জন্মে । যেমন সৃষ্টিকালে তামস অন্ধকাবে পঞ্চভূত উৎপাদন কবে, তদ্রূপ যযাতিও উক্ত পঞ্চপুত্র লাভ করেন । ১১

পূর্বর পুত্র জন্মেজয়, তাঁহার পুত্র প্রচিঘান, প্রচিঘানের পুত্র প্রবীর, তৎপুত্র মনশ্চ্য ও মনশ্চ্যব পুত্র অভয়দ । ১২

অভয়দের পুত্র উরুক্ষয়, তাঁহার পুত্র ত্র্যকুণি, ত্র্যকুণির পুত্র পুঙ্করাকুণি, পুঙ্করাকুণির পুত্র বৃহৎক্ষেত্র ও বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তী । এই হস্তী রাজার নামেই হস্তিনাপুর<sup>১৩৬</sup> নগর স্থাপিত হয় । ১৩

\*শম্বিষ্ঠায়াং ইতি বা পাঠঃ ।

টিপ্পনী । ১৩৬ । হস্তিনাপুর দিল্লীর পূর্ব-উত্তর কোণে প্রায় ত্রিশ ক্রোশ

রে, দারানগরের বার ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিম দিকে বর্তমান গঙ্গানদীর সাড়ে পাঁচ ক্রোশ পশ্চিমে ও পুরাতন গঙ্গানদীর নিকট অবস্থিত। উহা কুরুপাণ্ডবে বংশধানী ছিল। যখন গঙ্গানদী উক্ত নগর ধ্বংস করেন, তখন কুরুপাণ্ডবে বংশধবগণ প্রয়াগের পশ্চিমে যমুনা তটে স্থাপিত কৌশাষী নগরে বাস করেন। অধুনা উক্ত স্থানের অধিবাসিগণ উতাকে হুদ্রাপূব বলেন। মীরাটের পঁচিশ মাইল দৈর্ঘ্য কোণে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীরে হস্তিনাপুর অবস্থিত। রাজা যুধিষ্ঠিরেব পাঁচপুরুষ পরে গঙ্গানদী হস্তিনাপুর গ্রাস করেন। সুপ্রাচীন হস্তিনাপুরের অট্টালিকা প্রভৃতি যে সকল ইষ্টকে গঠিত হইত, তাহা ২০ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১০ ইঞ্চি প্রস্থ ও ২০½ ইঞ্চি উচ্চ। উক্ত ইষ্টক প্রাচীন ব্যাবিলন নগরীর ইষ্টক অপেক্ষা বড়। মহাভারত (আদিপর্ব, ৯৫ অধ্যায়) অনুসারে মহারাজ হস্তী হস্তিনাপুর স্থাপন করেন। আবার আদিপর্বের ৭৪ অধ্যায়ে কথিত আছে, মহারাজা দুঃশতের রাজধানী হস্তিনাপুরে ছিল। উক্ত মর্মে এই শ্রাক দৃষ্ট হয়।

তথৈভ্যাক্তা তু তে সবে প্রতিষ্ঠিত মনোজসঃ।

শকুন্মাং পুবস্কতা স্তপুত্রাং গজসাহস্রম্ ॥

শকুরত্নাবলী কোষমতে গজাস্র, গজাহব বা গজসাহস্র শব্দের অর্থ হস্তিনাপুর। দুঃশতকে গ্রহণ করিলে বাজা হস্তীকে পাঁচ পুরুষ নীচে ধরিতে হয়। কিঞ্চাপ এই সন্দেহেব নিবসন হয়?

অজমীঢ়োহিমীঢ়শ্চ পরমীঢ়স্ত তৎস্বতাঃ।

অজমীঢ়াদভূদক্ষস্তস্মাৎ সংবরণং কুরুঃ ॥ ১৪

কুরোঃ পবীক্ষিং সুমন্জুর্জহু নিষধ এব চ।

সুহোত্রোহভূৎ সুধন্বশ্চ্যবনাচ্চ ততঃ কৃত্তী ॥ ১৫

ততো বৃহদ্রথস্তস্মাৎ কৃশাঐদ্যভোহভবৎ।

ততঃ সত্যজিতঃ পুত্রঃ পুষ্পবান্নহুষস্ততঃ ॥ ১৬

বৃহদ্রথাত্মভার্যায়াম্ জরাসন্ধঃ পরস্তপঃ।

সহদেবস্ততস্তস্মাৎ সোমাপিথ্যং শ্রুতশ্রবাঃ ॥ ১৭

সুরথাদ্বিদ্রথস্তম্ভাং সার্বভৌমোহভবং ততঃ ।

জয়সেনাজ্ঞানীকোহভূতায়ুশ্চ কোপনঃ ॥ ১৮

শ্লোকার্থ। রাজা হস্তীর তিন পুত্র। অজমীচ, অহিমীচ, ও পুরমীচ। অজমীচের পুত্র ঋক্ষ, ঋক্ষের তনয় সংবরণ ও সংবরণের তনয় কুরু<sup>১৩৭</sup> ১৪

কুরুর পুত্র পবীক্ষিৎ, তৎপুত্র সুধম্ভ, জহু ও নিষধ। সুধম্ভর পুত্র সুহোত্র ও সুহোত্রের পুত্র চ্যবন। ১৫

চ্যবনের পুত্র বৃহদ্রথ ও বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র। তাঁহার পুত্র ঋষভ, ঋষভের পুত্র সত্যজিৎ, সত্যজিতের পুত্র পুষ্পবান্ এবং পুষ্পবাণের পুত্র নহষ। ১৬

বৃহদ্রথের অন্য পত্নীর গর্ভে পবন্তপ জরাসন্ধের জন্ম হয়। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব, তৎপুত্র সোমাপি ও সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবাঃ। ১৭

শ্রুতশ্রবার পুত্র সুরথ ও সুরথের পুত্র বিদ্রথ। তাঁহার পুত্র সার্বভৌম, সার্বভৌমের তনয় জয়সেন ও জয়সেনের তনয় বথানীক। বথানীক হইতে কোপনস্বভাব যুতায়ুর জন্ম হয়। ১৮

টিপ্পণী। ১৩৭। কুরু<sup>১৩৭</sup> কর্তৃক কুরুক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত। স্থানুতীর্থ হইতে উহার নাম স্থানীশ্বর হইয়াছে। উহাব নানা স্থানে আম্রকুঞ্জ দৃষ্ট হয়। পাঞ্জাবে কাঠাল বা আম অধিক হয় না। পানও তথায় হুস্ত্রাপ্য। প্রাচীন স্থানীশ্বর নগর নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সেইস্থানে বর্তমান নগর স্থাপিত। স্থানীশ্বরের নিকট কুরুক্ষেত্রের ময়দান বিস্তীর্ণ ও নির্জন। উক্ত ময়দানে একটি বৃহৎ সরোবর বিত্তমান। উহার চারিদিকে সিঁড়ি নিমিত হইয়াছে। ঐ সরোবর পূর্ব-পশ্চিমে ২৩৬৪ হাত লম্বা এবং উত্তর-দক্ষিণে ১২৩৬ হাত চওড়া। উহাব মধ্যস্থলে ৩৮৬ হাত বৃহৎ একটি চতুষ্কোণ দীপ বিত্তমান। উক্ত দীপের উত্তরে ও দক্ষিণে ১৮ হাত চওড়া সেতু আছে। ঐ দীপের চারিদিকে পাঁচিল নিমিত। দীপমধ্যে চক্ররূপ অবস্থিত। ঐ সরোবর মহাতীর্থ। স্মরণকালে বহু যাত্রী ঐ সরোবরে পুণ্যস্নান করেন ও উহার পাশে শ্রাদ্ধাদি করেন। মোগল সম্রাট আকবরের সময় বীরবল উহার চারিদিক বাধিয়ে দেন। সম্রাট ঔরংজেব

নান্যভাবে উহার অনিষ্ট করেন এবং ভক্ষণ দেন, যে যাত্রী এই সরোবরে স্নান করবে, তাহাকে উক্ত দ্বীপ হইতে গুলিবিদ্ধ করা হইবে। উক্ত সরোবরের দক্ষিণ-পূর্বে আমীনা বা অভিমন্ত্যবধস্থান দেখা যায়। ঐ সরোবরের এক মাইল দূরে কর্ণগড় অবস্থিত। উক্ত গড় নিম্নে ৬০০ হাত এবং উপরে ৩০০ হাত লম্বা এবং উহা উচ্চতা ২৬ হাত। কুরুক্ষেত্রের সীমা নির্ণয় হুঃসাধ্য। মনুস্মৃতি মন্তব্যে ব্রহ্মাবর্ত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী মধ্যবর্তী। দৃষদ্বতী বর্তমান যাত্রা নদীকূলে পবিত্র। কুরুক্ষেত্র একটি বিস্তীর্ণ ভূমি। পুরাকালে তথায় বহুদল প্রসারিত কুরুজাঙ্গল নামে জঙ্গল ছিল। মহাভারতে উল্লিখিত আছে, যমুনা নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে প্রবাহিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদেব জন্তু হিংস্রতীর নিকটে যে বাসস্থান নির্দেশ করেন, তাহাও কুরুক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে অংশ উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী, তাহাই ব্রহ্মাবর্ত। যে প্রদেশে সরস্বতী বলিপ্তা হইয়াছেন, উহার পূর্ববর্তী কুরুক্ষেত্রে মধ্যদেশ বল। যে কুরুক্ষেত্র মৎস্ত দেশ ও পাঞ্চাল দেশের সহিত সংলগ্ন, তাহা ব্রহ্মাষ দেশ নামে খ্যাত। কুরুপাণ্ডবের মহাযুদ্ধ ব্যতীত মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্রে আহমদ শাহ আবদালীর বিরুদ্ধে ছত্রপতি শিবাজীর নেতৃত্বে পাঁচ লক্ষ মহারাষ্ট্রীয় বীর সৈন্য ঘোর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সরস্বতী নদীতীরে যমুনা প্রথম আবাস স্থাপন করেন এবং তথা হইতে চারিদিকে রাজ্য বিস্তার করেন। এই পুণ্যভোম্মা নদীতীর মুনি-ঋষিগণের বেদমন্ত্র উচ্চারণে মুখ্যরূপে বহত। তথায় বৈদিক সংস্কৃতির উৎপত্তি হয়। এই নদীজলের গুণে বেদাদি শাস্ত্র রচিত হয়। সরস্বতী লুপ্তপ্রায় হইলেও উহার ক্ষীণ স্রোত বঙ্গদেশের কোন কোন স্থানে দেখা যায়। ঋগ্বেদে সরস্বতী প্রভৃতি সপ্তনদীর নাম উল্লিখিত এবং সরস্বতীই বিজ্ঞাদেবীরূপে পূজিতা। মহাসংহিতায় (দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৭-২০ শ্লোকে) নিম্নোক্ত সপ্তশ্লোকে ব্রহ্মাবর্ত, আৰ্য্যাবর্ত ও মল্লদেশের সংস্থা প্রদত্ত।

সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনত্য়োর্ধদন্তরম্।

তং দেবনিমিতং দেশং ব্রহ্মাবর্তং প্রচক্ষতে ॥

তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্যক্রমাগতঃ ।

বর্ণানং সাক্ষরালানাং স সদাচার উচ্যতে ॥

কুরুক্ষেত্রঞ্চ মংস্তাশ্চ পঞ্চালাঃ শুবসেনকাঃ ।

এষ ব্রহ্মবিদেশো বৈ ব্রহ্মাবর্তাদনন্তরঃ ॥

এতদেশপ্রসুতস্ত সকাশাদগ্রজন্মনঃ ।

স্বং স্বং চরিত্রং শিষ্কেরন্ পৃথিব্যাং সর্বমানবাঃ ॥

হিমবদ্ভিক্যয়োর্মধ্যং যৎ প্রাণিনশনাদপি ।

প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥

আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমং ॥

তয়োরেবান্তরং গির্যোরার্যাবর্তং বিদ্ববুধাঃ ॥

কৃষ্ণসারস্তু চরিত মৃগো যত্র স্বভাবতঃ ।

স জ্যৈয়ো যজ্জ্যৈয়ো দেশো সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ ॥

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যবর্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে কথিত। এই ব্রহ্মাবর্ত দেশে বর্ণচতুষ্টয়েব ও সংকীর্ণ জাতিগণের মধ্যে যে আচার পরম্পরক্রমে আবহমানকাল প্রচলিত, তাহাকে সদাচার বলে। কুরুক্ষেত্র, মংস্ত্র, কান্তকুজ ও মথুরা এই কয়েকটি দেশ ব্রহ্মবিদেশ নামে অভিহিত। এই ব্রহ্মবিদেশ ব্রহ্মাবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ ছীন। এই সকল দেশেব যে কোন দেশসম্বৃত অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর সর্বলোক স্ব স্ব সদাচার ও ব্যবহার শিক্ষা করিতেন। হিমালয় ও বিষ্ণুগিরিব মধ্যস্থলে বিনশন দেশের পূর্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত। সরস্বতী নদীর গুপ্তপ্রায় প্রদেশের নাম বিনশন। পূর্বে ও পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত এবং হিমালয় ও বিষ্ণুপর্বতের মধ্যবর্তী দেশকে পণ্ডিতগণ আর্যাবর্ত বলেন। যে দেশে কৃষ্ণসার মৃগ স্বভাবতঃ বিচরণ করে, সেই দেশকে যজ্ঞীয় দেশ বলে। তত্ত্বিন্ন দেশ স্লেচ্ছদেশ নামে নির্দেশিত।

তস্মাদ্ভেবাতিথিস্তস্মাদৃক্সস্তস্মাদিলীপকঃ ।

তস্মাৎ প্রতীপকস্তস্ত দেবাপিরহমৌশ্বরঃ ॥ ১৯

বাজ্যং শাস্তনবে দত্তা তপশ্চেকথিয়া চিরম্ ।  
 কলাপ গ্রামমাশাভ হাং দিদ্ক্ষুরিহাগতঃ ॥ ১০  
 মরুণানেন মুনিভিরেভিঃ প্রাপ্য পদাম্বুজম্ ।  
 তব কালকরাস্ত্রাদ্যাস্ত্রাম্যাত্তবতাং পদম্ ॥ ১১  
 তয়োরেবং বচঃ শ্রুত্বা কঙ্কিঃ কমললোচনঃ ।  
 প্রহস্ম মরুদেবাণী সমাশ্বাস্ত্র সমব্রবীৎ ॥ ২২

**শ্লোকার্থ** । যুতায়ু তনয় দেবতিথি, দেবতিথিব পুত্র স্বাক্ষ ও ঋক্ষেব পুত্র দিলীপ । দিলীপ হইতে প্রতীপক ভ্রমে । হে ঈশ্বর, আমি প্রতীপকের পুত্র দেবাপি । ১৯

আমি শাস্ত্রম্বকে স্বীয় রাজ্য প্রদান করিয়া কলাপগ্রামে থাকিয়া একমনে বৎকাল তপস্বা করিতেছিলাম । এক্ষণে আপনার সন্দর্শনের জন্ত এখানে আসিয়াছি । ২০

আমি রাজা মরু এবং মুনিগণের সহিত আপনার চরণসরোজ দর্শন করিলাম । স্মৃতরাং আমাদিগকে আর কালের কবাল কবলে পতিত হইতে হইবে না । আমরা আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের পদপ্রাপ্ত হইব । ২১

কমললোচন কঙ্কিদেব মরু ও দেবাপির কথা শুনিয়া সহাস্তে আশ্বাস দানান্তে বলিতে লাগিলেন । ২২

### কঙ্কিরূবাচ

যুবাং পরম ধর্মজ্ঞৌ রাজানৌ বিদিতাবুভৌ ।  
 মদাদেশকরৌ ভূত্বা নিজ রাজ্যং ভবিষ্যথঃ \* ॥ ২৩  
 মরোদ্ধামভিবেক্ষ্যামি নিজযোধ্যাপুরেহধুন ।  
 হত্বা শ্লেচ্ছানধর্মিষ্ঠান্ প্রজ্ঞাভূতবিহিংসকান্ ॥ ২৪  
 দেবাপে তব রাজ্যে হাং হস্তিনাপুরপত্তনে ।  
 অভিবেক্ষ্যামি রাজর্ষে হত্বা পুরুশকান রণে ॥ ২৫

মথুরাং যামহং স্থিত্বা হরিশ্চামি তুবোভয়ম্ ।

শয্যাং গান্ধৰ্বস্থান একজ্জ্ঞানং বিলোদরান্ ॥ ২৬

হত্বা কৃতং যুগং কৃত্বা পালয়িষ্যামাহং প্রভাঃ ।

তপোবেশং ব্রতং ত্যক্ত্বা সমারুহাং যথোত্তমম্ । ২৭

শ্লোকার্থ। ভগবান কান্ধ বাললেন, আমি জ্ঞাত আছি, তোমরা পবন ধৰ্মজ রাজা। এক্ষণে তোমরা আমার আদেশানুসাবে পুনঃ বাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া স্ব স্ব রাজ্য পালন কব। ২৩

হে মরো, আমি এক্ষণে প্রভাপীড়ক প্রাণীহিংসক অধার্মিক য়েচ্ছগণকে বিনাশপূৰ্বক তোমাকে তোমাবরাজধানী অযোধ্যা নগরীতে অভিষিক্ত করিব। ২৪

হে দেবাপে, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষগণকে সংহাব কবিয়া তোমাকেও তোমার রাজধানী হস্তিনাপুরে অভিষিক্ত কবিব। ২৫

আমিও মথুরানগরীতে ১৮ থাকিয়া তোমাদেব ভয় দ্বন্দ্ব করিব। শয্যাংগ, উষ্ট্রস্থ, একজ্জ্ব ও বিলোদবগণকে সংহাবান্তে আমি সত্যযুগ স্থাপনপূৰ্বক প্রজাগণকে পালন করিব। তোমবাও তপস্বীব বেশ ও ব্রত পবিত্যাগ পূৰ্বক মহারথে আরোহণ কব। ২৬-২৭

\*ভরিগ্ৰন্থঃ ইতি বা পাঠঃ ।

টীকানী। ১৮। বান্দীককৃত বাণায়ণে (দত্তর কাণ্ডে) আছে, যমুনা নদীব নিকটে মধুবন নামক স্থানে মধুদৈত্যের পুত্র লবণকে বধ করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের নির্মিত্ত ত্রা শত্রু মথুরাপুৰী স্থাপন করেন। এই স্থানে তপস্তা করিয়া ঐশ্বর্যবানের দশন লাভ করেন। ভাগবৎ অনুসারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই মথুরাস্থ কংসের কাবাগাবে বস্ত্রদেবের ঔবনে ও দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং অগ্রজ বলবামের সহিত মিলিত হইয়া কংস বধ করেন। যমুনার দক্ষিণ তীরে মথুরা ধাম অবস্থিত। মথুরা হইতে তিন ক্রোশ দূরে যমুনাতীরে বৃন্দাবন অবস্থিত। যমুনাৰ বাম তীরে গোবুল। এরিয়ন, শ্রীনি ও টলেমী প্রমুখ পাশ্চাত্য ভূগোলতত্ত্ববিদ মনীষিগণ মথুরাকে মেথোরা বলেন।



ভগবান কঙ্কি দেব এই মোক্ষার্থী মথুরাধামে ১৩২২ বঙ্গাব্দে বৈশাখী শুক্লাষাদশী  
তিথিতে ভূমিষ্ট হইবেন।

যুবাং শস্ত্রাস্ত্রকুশলৌ সেনাগণ পরিচ্ছদৌ।

ভূহা মহারথৌ লোকে ময়া সহ চরিশ্রুতঃ ॥ ২৮

বিশাখযুপভূপালস্তনয়াং বিনয়াস্থিতাম্।

বিবাহে রুচিরাপাঙ্গীং সুন্দরীং ত্বাং প্রদাস্তিতি ॥ ২৯

সাধো \* ভূপাল লোকানাং স্বস্তয়ে কুরু মে বচঃ।

রুচিরাশ্বশুতাং শাস্ত্রাং দেবাপে ত্বং সমুদ্রহ ॥ ৩০

শ্লোকার্থ। কারণ, তোমরা শস্ত্র ও অস্ত্র প্রয়োগে কুশল এবং মহারথ।  
তোমরা আমার সহিত বিচরণ করিবে। ২৮

হে মরো, রাজা। বিশাখযুপ বিনয়সম্পন্ন। রুচিরাপাঙ্গী পরমসুন্দরী স্বীয়  
তনয়ার সহিত তোমার বিবাহ দিবেন। ২৯

হে মরো, তুমি রাজা হইয়া গগতের মঙ্গলের নিমিত্ত আমার আদেশ পালন  
কর। হে দেবাপে, তুমিও শান্তা নারী রুচিরাশ্ব-তনয়াকে বিবাহ কর। ৩০

\*মরো ভূপাল ইতি বা পাঠঃ।

ইত্যাস্থাসকথাঃ কঙ্কঃ শ্রুত্বা তৌ মুনিভিঃ সহ।

বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ো মেনাতে হরিমীশ্বরম্ ॥ ৩১

ইতি ক্রবত্যাভয়দে আকাশাং সূর্যসন্নিভৌ।

বথৌ নানামণিব্রাতঘটিতৌ কামগৌ পুরঃ।

সমায়াতৌ জলদিশাশস্ত্রাস্ত্রৈঃ পরিবারিতৌ। ৩২

দদৃশুস্তে সদৌ মন্যে বিশ্বকস্ম্যবিনির্মিতৌ।

ভূপা মুনিগণাঃ সভ্যাঃ সহর্ষাঃ কিমিতীরিতাঃ ॥ ৩৩

কঙ্কিরূবাচ

যুভামাদিত্য সোমেন্দ্রযমবৈশ্রবণাকজৌ।

রাজানৌ লোকরক্ষার্থমাবির্ভূতৌ বিদন্ত্যমী ॥ ৩৪

শ্লোকার্থ। মরু, দেবাপি ও মুনিগণ কঙ্কিদেবের অভয়বাণী শুনিয়া  
বিস্ময়াবিষ্ট হৃদয়ে নিঃসংশয় রূপে জানিলেন তিনি স্বয়ং ত্রীহরি ও ঈশ্বর । ৩১

ভগবান কঙ্কিদেব এইরূপ অভয়বাণী বজিতেছেন, এমন সময় আকাশপথ  
হইতে দুইটি কামগামী রথ সম্মুখে অবতীর্ণ হইল । এই রথদ্বয় সূর্যসদৃশ তেজঃ  
সম্পন্ন, নানাবিধ রত্ন১৩২ সমূহে নির্মিত ও সমুজ্জ্বল দিব্য অস্ত্রশস্ত্রসমূহে  
সুসজ্জিত । ৩২

মুনিগণ, ভূপালগণ ও সভাস্থিত সকলেই সুরশিল্পী বিশ্বকর্মা নির্মিত বগদয়  
সভামধ্যে উপস্থিত দোঁথিয়া আছাদিত হইয়া ‘ইহা কি’ বলিয়া বিস্ময় প্রকাশ  
করিতে লাগিলেন । ৩৩

ভগবান কঙ্কিদেব বলিলেন, সকলেই অবগত আছে যে, তোমরা উভয়ে  
রাজা এবং লোকরক্ষার্থ পৃথিবী পালনের নিমিত্ত সূর্য, চন্দ্র, ষম ও কুবেরের  
অংশে আবির্ভূত হইয়াছ । তোমরা এতকাল প্রচ্ছন্ন আছ । ৩৪

টিপ্পণী । ১৩২ । মূল্যবান হুস্ত্রাপ্য প্রস্তরখণ্ডকে রত্ন বলে । বৃহৎ সংহিতায়  
( ১০ম অধ্যায়ে ) বরাক্রমিতির বলেন ।

দ্বিপহযবনিতাদীনাং স্বগুণবিশেষেণ রত্ন শব্দোহস্তুি ।

ইহতুপলরত্নানামধিকারো বজ পূর্বাণাম্ ॥

হাতী, অশ্ব ও নারী প্রভৃতি স্ব স্ব গুণবিশেষে বজ রূপে আখ্যাত হয় ।  
এইরূপে হস্তীরত্ন, অশ্বরত্ন, নারীরত্ন প্রভৃতি উপমা কথিত হয় ।  
হীরকাদি উপলব্ধিও ইথার্থ রত্ন । এখানে রত্ন শব্দ উক্ত অর্থে ব্যবহৃত ।  
অগস্তিমত ( ৫-৭ শ্লোকে ) গ্রন্থে রত্নের উৎপত্তি নিম্নোক্ত শ্লোকত্রয়ে বর্ণিত ।—

অবধ্যঃ সর্বদেবানাং বলো নামাসুরোহভবৎ ।

ত্রিদিবেশোপকারায় ত্রিদশৈঃ প্রার্থিতো যথৈ ॥

তত স্তেনাত্মনঃ কায়ো দেবানাম্ সম্মুখে ধৃতঃ ।

দেহে সমর্পিতে শক্রপুত্ৰজ্ঞেণাহনচ্ছিরঃ ॥

জাতানি রত্ন কুটানি বজ্রেনাহত মন্মথৈঃ ।

বজ্রসংজ্ঞা কৃত্য দেবৈঃ সর্বরক্ষোত্তমোত্তমৈঃ ॥

বলনামে এক অম্বর দেবগণের অবধা হইয়াছিল। একদা বলাসুর যজ্ঞ করেন। ইন্দ্রদেবের উপকারার্থ দেবগণ বলের দেহ ভিক্ষা করেন। ইহাতে বল স্বদেহ দেবগণের সম্মুখে স্থাপন করেন। তখন বলের মস্তকে ইন্দ্রদেব বজ্রাবাত করেন। বজ্রে নিহত বলাসুরের মস্তকে রত্নকূট উৎপন্ন হয়। দেবগণ বলের নাম বজ্র রাখেন। তাব প্রকাশ বলেন, ধনপ্রার্থী লোকগণ ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হন বলিয়া শঙ্কশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ ইহার নাম রত্ন রাখেন।  
বথা—

ধনার্থিনো জনাঃ সর্বে বসন্তেহশ্বিন্নতীব যৎ ।

ততো রত্নমিতি প্রোক্তং শঙ্কশাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥

দৈত্যগুরু গুক্রাচার্য গুক্রনীতি গ্রন্থে ( ৪র্থ অধ্যায়, ২য় প্রকরণ, ৪১ শ্লোক ) বলেন ।—

বজ্রং যুক্তাং প্রবালং চ গোমেদশ্চৈন্দ্রনীলকঃ ।

বৈদূর্ঘ্যপুষ্পরাগশ্চ পাচির্মাণিক্যমেব চ ।

মহারত্নানি চৈতানি নব প্রোক্তাণি স্মরিভিঃ ॥

বজ্র ( হীরক ), প্রবাল, গোমেদ, ইন্দ্রনীল, পুষ্পরাগ ( পদ্মরাগ ), পাচি মরকত ) ও মাণিক্য—পণ্ডিতগণ এই নবরত্নকে মহারত্ন বলেন ।

বজ্রং গারুত্মতং পুষ্পরাগো মাণিক্যমেব চ ।

ইন্দ্রনীলশ্চ গোমেদস্তথা বৈদূর্ঘ্যমিত্যপি ॥

মৌক্তিকং বিদুমাস্তেতি রত্নহৃত্তানি বৈ নব ॥

তাবপ্রকাশযুত বিষ্ণুধর্মোত্তর বাক্য এইরূপ ।—

যুক্তাফলং হীরকং চ বৈদূর্ঘ্যঃ পদ্মরাগকম্ ,

পুষ্পরাগং চ গোমেদং নীলং গারুত্মতং তথা ।

প্রবালযুক্তান্যেতানি মহারত্নানি বৈ নব ॥

ভাবমিশ্র, গুক্রাচার্য ও বিষ্ণুধর্মোত্তরকার মতে মহারত্ন নববিধ। আবার বিষ্ণুধর্মোত্তর গ্রন্থে কথিত আছে, রত্ন ৩৬ প্রকার। নিঃসন্দেহে রত্ন ৩৬ প্রকার,

কিস্ত তন্মধ্যে মহারত্ন নববিধ । অগ্নিপুৰাণের নিম্নোক্ত শ্লোকাবলীতে ৩৬ প্রকার  
রত্ন উল্লিখিত ।—

রত্নানাং লক্ষণং বক্ষ্যে রত্নং ধার্মমিদং নৃপৈঃ ।  
বজ্রং মরকতং রত্নং গন্ধরাগং চ মৌক্তিকম্ ॥  
ইন্দ্রনীলং মহানীলং বৈদূৰ্যং গন্ধশস্ত্রকম্ ।  
চন্দ্রকান্তং সূর্যকান্তং স্ফটিকং পুলকং তথা ॥  
কর্কেতনং পুষ্পরাগং তথা জ্যোতীয়াং দ্বিজ ।  
স্ফটিকং রাজপর্যঙ্কং তথা রাজময়ং শুভম্ ॥  
সৌগন্ধিকং তথা গন্ধং শঙ্খং ব্রহ্মময়ং তথা ।  
গোমেদং কৃধিরাঙ্কং চ তথা ভগ্নাতকং দ্বিজ ॥  
ধূলীং মরকতং চৈব তুথকং সীসমেব চ ।  
পীহং প্রবালকং চৈব গিরিবজ্রং দ্বিজোত্তম ॥  
ভূজধ্রুপমগিং চৈব তথা বজ্রমণি শ্ৰুতম্ ।  
টিষ্টিভং চ ভাগ্যাপিণ্ডং ভ্রামরং চ তথোৎপলম্ ॥

উদ্ধৃত হয় শ্লোকে ছত্রিশ প্রকার রত্নের নাম উল্লিখিত । তন্মধ্যে যেগুলি  
উত্তম, সেগুলিকে মহারত্ন বলে । এই কারণে রত্ন সংখ্যা ছত্রিশ হইলেও মহারত্ন  
নববিধ । বরাহমিহির বলেন ।—

রত্নানি বলাদৈত্যাধর্ষীচতোহস্তে বদান্ত জাতানি ।

কেচিদ্ধুবঃ স্বভাবাৎ বৈচিত্র্যং প্রাক্কপলানাম্ ॥

কেহ বলেন, বল নামক দৈত্যর মন্তক হইতে রত্ন উৎপন্ন । কেহ  
মন্তব্য করেন, দর্ষীচির অস্থি হইতে রত্ন উৎপন্ন । কোম কোন লোক বলেন,  
পার্শ্ব প্রকৃতির প্রভাবে প্রস্তরে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় । তৎসমুদয়কেই রত্ন বলে ।  
শেষোক্ত মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত মনে হয় । পূর্বকালে মাঙ্গলিক দ্রব্যাক্ষেপে রত্ন গণ্য  
হইত । উক্ত মর্মে বৃহৎসংহিতায় ( ৮০ অধ্যায় ) এই শ্লোক দৃষ্ট হয় ।—

রত্নেন শুভেন শুভং ভবতি নৃপাণাম শুভমশুভেন ।

যস্মাদতঃ পরীক্ষ্যং দৈবং রত্নাশ্রিতং তদ্রাজৈঃ ॥

শুভ-রত্ন ধারণ করিলে নৃপগণের শুভ হয় এবং অশুভ-রত্ন ধারণের ফলে অশুভ ঘটে। এই কারণে রত্নের দোষ-গুণ বিচার্য্য। পুরাকালে রত্নের গৌরব ও আদর ছিল। লোকে উৎসাহে শুভ ও পবিত্র মনে করিত।

কালেনাচ্ছাদিতাকারৌ মম সঙ্গাদিহোদিতৌ ।

যুবাং রথাবারুহতাং শক্রদন্তং মমাস্তয়া ॥ ৩৫

এবং বদতি বিশ্বেশে পদ্মানাথে সনাতনে ।

দেবা ববর্ষুঃ কুশ্মৈস্তষ্টুর্ভূমুনয়োহগ্রতঃ ॥ ৩৬

গঙ্গাবারিপরিষ্কিন্নশিরোভূতিপরাগবান্ ।

শনৈঃ পর্বতজ্বাসঙ্গশিববৎ পবনৌ ববৌ ॥ ৩৭

তত্রায়াতঃ প্রমুদিততমুস্তপ্তচামীকরাভো

ধর্ম্মাবাসঃ সুরচিত্রজটাচীর ভৃদগুহস্তঃ ।

লোকাভীতো নিজ তনুমরুগ্নাশিতাহর্ম্মসংঘ\*

স্তেজোরশিঃ সনকসদৃশো মঙ্করী পুঙ্করাক্ষঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীকঙ্কিপু্রাণে অষ্টভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়্যাংশে

চন্দ্র-সূর্য্যবংশানুকীর্ত্তনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

**শ্লোকার্থ।** সম্প্রতি মদীয় আবির্ভাব শ্রবণে তোমরা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে এই স্থানে আসিয়াছ। এক্ষণে তোমরা আমার আদেশক্রমে এই ইন্দ্রদন্ত রথে আরোহণ কর। ৩৫

পদ্মাপতি পরমেশ্বর সনাতন কঙ্কিদেব এই বাক্য বলিতেছেন, এমন সময় দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং মুনগণ সম্মুখবর্তী হইয়া স্তব পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। ৩৬

গঙ্গাজল পরিষ্কিন্ন, মহেশ্বরের শিরস্থিত বিভূতির পরাগবিশিষ্ট ও পার্বতীর অঙ্গলম্পর্শে মঙ্গলময় মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল। ৩৭

অনন্তর সেইস্থানে এক ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহার শরীরে

আহ্লাদের পুলক প্রকাশ পাইতেছে। ইহার কাস্তি তপ্তকাঞ্চনবৎ উজ্জ্বল। ইনি ধর্মের একমাত্র রক্ষক। ইনি অতি মনোরম চীবর ধারণ করিয়াছেন। ইহার হস্তে দণ্ড শোভিত। ইনি লোকাভীত সাধু পুরুষ। ইহার শরীরের বায়ু স্পর্শে পাপপুঞ্জ তিরোহিত হয়। ইনি কনকসদৃশ তেজঃপুঞ্জসম্পন্ন এবং পদ্মনিভ লোচনবয় শোভিত। ৩৮

শ্রীশ্রীকামসংঘ ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্যদ্বাণ্যভাগবতে তৃতীয়াংশে চন্দ্রবংশ ও সূর্যবংশ  
কীর্তন নামক চতুর্থ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত।

১৬ এপ্রিল ১৯৬৩ মঙ্গলবার বৈকালে মহাগৌরী তাঁহার জননী ও কোন সাধুসহ পাশ্চবর্তী গ্রাণ্ডট্রাংক রোডে বালি পঞ্চানন তলায় একটি পুরাতন নিমগাছের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিগত শিবরাত্রিতে উক্ত নিমগাছ হইতে ফোঁটা ফোঁটা দুধধারা ঝরে পড়েছিল। মহাগৌরীর মাতা শিবরাত্রির পর দিন তথায় যাইয়া ঐ দুধ কয়েক ফোঁটা খেয়ে বলেছিলেন, উহা মিষ্ট হলেও নিমগন্ধ যুক্ত ছিল। আরও অনেকে ঐ নিমদুধ দেখেছেন বা খেয়েছেন, তখন ঐ অদ্ভুত ঘটনা কলিকাতার ২৩টি বাংলা দৈনিকে বাহির হয়। মহাগৌরী ঐ নিম গাছের দিকে তাকিয়ে আত্মস্থ হইয়া দেখিলেন, ত্রেতাযুগের মাণ্ডব্য মুনির কুমারীকন্ঠা সত্যবতী ঐ নিমগাছ থেকে বেরিয়ে যুক্ত করে তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। সত্যবতী ঘোবনে গৃহত্যাগান্তে অরণ্যে তপস্তা করেন এবং ভাগ্যদোষে চল্লিশ বৎসর বয়সে গর্ভবতী হন ও লোকলজ্জার ভয়ে স্বীয় ভ্রূণ হত্যা করেন। তিনি ভ্রূণ হত্যা করিলেও স্বীয় স্তন্যদুগ্ধক্ষরণ গোপন করিতে অক্ষম হন। সত্যবতী শৈব সাধিকা ছিলেন এবং ঐ দুগ্ধতির ফলে বৃক্ষ যোনিপ্রাপ্ত হন। এই জন্ত তিনি বালিগ্রামে শিবমন্দিরের নিকটে নিমগাছ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভাগ্যহীনা সত্যবতী বৃক্ষযোনি হইতে মুক্তি লাভের জন্ত শিবসিদ্ধা মহাগৌরীর নিকট কাতর প্রার্থনা করেন। তখন মহাদেব জানানইলেন, যখন ভগবান কঙ্কিদেব নরদেহে বঙ্গদেশে আসিবেন, তখন তাঁহার পূতস্পর্শে ঐ নিমগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং সত্যবতী বৃক্ষ যোনি হইতে মুক্তি পাইবে। ভাগবতে আছে, কুবেরের দুই পাপপুত্র নলকুবের ও মনিগ্রীব বৃন্দাবনে যমলাজুন বৃক্ষরূপে জন্মেছিলেন এবং ভগবান ক্রীষ্ণের পূতস্পর্শে মুক্তিপ্রাপ্ত হন।

তৃতীয় অংশ

পঞ্চম অধ্যায়

শুক উবাচ ।

অথ কঙ্কিঃ সমালোক্য সদসাম্পতিভিঃ সহ ।

সমুখায় ববন্দে তং পদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ ॥ ১

বৃদ্ধং সংবেশ্য তং ভিক্ষুং সর্বাশ্রমনমস্কৃতম্ ।

পপ্রচ্ছ কো ভবানত্র মম ভাগ্যাদিহাগতঃ ॥ ২

প্রায়শো মানবা লোকে লোকানাং পারণেচ্ছয়া ।

চরন্তি সর্বস্বহৃদ পূর্ণা বিগতকল্মষাঃ ॥ ৩

মস্কর্যুবাচ ।

অহং কৃতযুগং ত্রীশ তবাদেশকরং পরম্ ।

তবাবির্ভাববিভবমীক্ষণার্থমিহাগতম্ ॥ ৪

শ্লোকার্থ । শুক পক্ষী বলিলেন, অনন্তর কঙ্কিদেব ভিক্ষুককে দেখিবামাত্র সভাগণের সহিত গাত্রোথান করিয়া পাছু, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি প্রদানে তাঁহার পূজা করিলেন । ১

পরে সকল আশ্রমের নমস্কৃত সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুককে উপবেশন করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাশয়, আপনি আমার শুভাদৃষ্টক্রমে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন । আপনি কে ? ২

সর্বজনস্বহৃদ পুণ্যবান্গণ প্রায়ই লোকগণের উদ্ধারকামনায় ভ্রমণে বিচরণ করেন । ৩

ভিক্ষুক মস্করী বলিলেন, হে ত্রীনাথ, আমি একান্ত আপনার অমুগত সত্যযুগ । আমি আপনার আবির্ভাব ও বৈভব দর্শনার্থ এহলে আসিয়াছি । ৪

নিরুপাধিৰ্ভবান্ কালঃ সোপাধিত্তমুপাগতঃ ।  
 ক্ষণদণ্ডলনাত্তদৈশ্বায়ায়া রচিতং স্বয়া ॥ ৫  
 পক্ষাহোরাত্রমাসৰ্ত্তু সংবৎসরযুগাদয়ঃ ।  
 তবেক্ষয়া চরন্ত্যেতে মনবশ্চ চতুর্দশ ॥ ৬  
 স্বায়ত্ত্ববস্ত্র প্রথমস্ততঃ স্বারোচিবো মনুঃ ।  
 তৃতীয় উত্তমস্তাচ্চতুর্থ\* স্তামসঃ স্মৃতঃ ॥ ৭  
 পঞ্চমো রৈবতঃ ষষ্ঠশ্চাক্ষুষঃ পরিকীর্তিতঃ ।  
 বৈবস্বতঃ সপ্তমো বৈ ততঃ সাবণিরষ্টমঃ ॥ ৮

শ্লোকার্থ । আপনি নিরুপাধি কালস্বরূপ । আপনি ক্ষণ, দণ্ড, লব প্রভৃতি  
 অঙ্গ দ্বারা এক্ষণে সোপাধি হইয়াছেন । আপনার বৈষ্ণবী মায়ায় সমস্ত জগৎ  
 সৃষ্ট হইয়াছে । ৫

আপনার সামিধ্যপ্রভাবে পক্ষ, দিবা, রাত্রি, মাস, ঋতু, সংবৎসর, যুগ  
 প্রভৃতি এবং চতুর্দশ মনু নিয়মিতরূপে বিচরণ করে । ৬

প্রথম স্বায়ত্ত্বব মনু, দ্বিতীয় স্বারোচিব মনু, তৃতীয় উত্তম, চতুর্থ তামস, পঞ্চম  
 রৈবত, ষষ্ঠ চাক্ষুষ ও সপ্তম বৈবস্বত মনু এবং অষ্টম মনু সাবণি । ৭-৮

\*উত্তমস্তাচ্চতুর্থ ইতি বা পার্শ্বঃ ।

নবমো দক্ষসাবণির্ব্রহ্মসাবণিস্ততঃ ।

দশমো ধর্মসাবণিরেকাদশঃ স উচ্যতে ॥ ৯

রুদ্রসাবণিকস্তত্র মনুর্বেদে দ্বাদশঃ স্মৃতঃ ।

ত্রয়োদশমনুর্বেদসাবণিলোকবিশ্রুতঃ ॥ ১০

চতুর্দশেশ্বরসাবণিরেতে তব বিভূতয়ঃ ।

যান্ত্যায়ান্তি প্রকাশন্তে নামরূপাদিভেদতঃ ॥ ১১

দ্বাদশাঙ্গসংশ্রেণ দেবানাঞ্চ চতুষ্টয়ম্ ।

চত্বারি ত্রিণি দ্বৈ চৈকং সহস্রগণিতং মতম্ ॥ ১২



**শ্লোকার্থ** । নবম দক্ষসাবণি মনু, দশম ব্রহ্মসাবণি মনু, একাদশ ধর্মসাবণি, দ্বাদশ মনু রুদ্রসাবণি, ত্রয়োদশ সর্বত্র বিখ্যাত বেদসাবণি এবং চতুর্দশ মনু ইন্দ্র-সাবণি । এই মনুগণ আপনাদের বিভূতি স্বরূপ এবং নামরূপাদি ভেদে গমন ও আগমন করিতেছেন এবং প্রকাশিত হইতেছেন । ৯-১১

দেবগণের দ্বাদশ সহস্র বৎসরে চতুর্যুগ হয় । ঐরূপ চারি সহস্র বৎসরে মর্ত্যযুগ, তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ, দুই সহস্র বৎসরে দ্বাপর যুগ এবং এক সহস্র বৎসরে কলিযুগ হয় । ১২

\*সাবণিকন্তুতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

তাবৎ শতানি চচারি ত্রীণি দ্বৈচৈকমেব হি ।

সঙ্খ্যাক্রমেণ তেষাম্ভ সঙ্খ্যাংশোহপি তথাবিধঃ ॥ ১৩

এক সপ্ততিকং তত্র যুগং ভুঙক্তে মনুভূবি ।

মনুনামপি সর্ব্বেষামেবং পরিণতির্ভবেৎ ।

দিবা প্রজাপতেস্তত্নু নিশা সা পরিকীর্তিতা ॥ ১৪

অহোরাত্রঞ্চ পঞ্চস্তে মাসসংবৎসরকৃত্বঃ ।

মতৃপাধিকৃতঃ কালো ব্রহ্মণো জন্ম মৃত্যুকৃৎ ॥ ১৫

শতসংবৎসরে ব্রহ্মাং লয়ং প্রাপ্নোতি হি জয়ি ।

লয়াস্তে হুর্নাভিমধ্যাহ্নখিতঃ সৃজতি প্রভুঃ ॥ ১৬

**শ্লোকার্থ** । এই চারিযুগের পূর্বসঙ্খ্যা যথাক্রমে চারিশত বৎসর, তিনশত বৎসর, দুইশত বৎসর ও একশত বৎসর । এই চারিযুগের শেষ সঙ্খ্যার পরিমাণও উক্তরূপ । ১৩

প্রত্যেক মনু একসপ্ততি যুগ পৃথিবী ভোগ করেন । চৌদ্দ মনুরই এইরূপ পরিণাম হয় । যতকাল চতুর্দশ মনুর অধিকারে থাকে, তাহা ব্রহ্মার একদিন মাত্র । এইকালের পরিমিত সময় ব্রহ্মার এক রাত্রি হয় । এইরূপে কাল, দিব্যরাত্রি, পঞ্চ, মাস, বৎসর ও ঋতু প্রভৃতি উপাধি ধারণপূর্বক ব্রহ্মার জন্ম ও মৃত্যু আদি নিষ্পাদন করেন । ১৪-১৫

একশত বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মা আপনাতে লয়প্রাপ্ত হন। অনন্তর  
প্রলয়কালের অবসান ঘটিলে প্রভু ব্রহ্মা আপনাব নাভিকমলে উৎপন্ন হন। ১৬

তত্র কৃতযুগান্তেহং কালঃ সদ্ধর্ম্যপালকম্।

কৃতকৃত্যঃ প্রজা যত্র তন্মায়ী মাং কৃতং বিদুঃ ॥ ১৭

ইতি তদ্বচ আশ্রত্য কঙ্কিনির্জজ্ঞনোরতঃ।

প্রহর্মমতুলং লব্ধা শ্রদ্ধা তদ্বচনামৃতম্ ॥ ১৮

অবহিত্যমুপালক্ষ্য যুগস্যাহ জনান্ হিতান্।

যোদ্ধ কামঃ কলেঃ পূর্য্যাং হৃষ্টো বিশসনে প্রভুঃ ॥ ১৯

গজরথতুবগান্নবাংশচ যোধান্ কনকবিচিত্রাবিভূষণাচিতাজ্ঞান্।

স্বতববিধ বরাজ্জশস্ত্রপূগান্ যুধি নিপূগান্ গণয়ধ্বমানয়ধ্বম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীকঙ্কিপুবাণে অন্তভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কৃতযুগাগমনং  
নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥

**শ্লোকার্থ।** ইহার মধ্যে আমি কালের অংশ কৃতযুগ। আমার অধিকারে  
সত্য ধর্ম প্রতিপালিত হয়। আমার প্রভাবে প্রজাগণ উত্তম ধর্মামুষ্ঠানে কৃতকৃত্য  
হয় বলিয়া আমি কৃতযুগ নামে বিখ্যাত। ১৭

অন্তচরবর্গেব সহিত সত্যযুগেব এই বাক্য শুনিয়া কঙ্কিদেব অতিশয়  
আনন্দিত হইলেন। ১৮

কলিসংহাবে সমর্থ ভগবান কঙ্কিদেব, সত্যযুগের আগমন দেখিয়া কলিযুগের  
অধিকারে বিশসন নামক পুরীতে সংগ্রাম করিতে অভিলাষী হইয়া অন্তগত  
জনগণকে বলিলেন, যে বীরগণ গজারোহনে বা রথারোহনে যুদ্ধ করিতে সমর্থ,  
পদাতিক সৈন্ত, যাহারা স্তবর্ণময় বিবিধ বিচিত্র আভরণে অলংকৃত, নানাবিধ  
অস্ত্রশস্ত্র চালনে সমর্থ, এবং সংগ্রামে স্ত্রনিপুণ, তাদৃশ সৈন্তগণ আনয়ন ও  
গণনা কর। ১৯-২০

শ্রীকঙ্কি পুরাণে ভবিষ্য অন্তভাগবতে তৃতীয়াংশে কৃতযুগের আগমন নামক  
পঞ্চম অধ্যায়ের অন্তবাদ সমাপ্ত।

## তৃতীয় অংশ

### ষষ্ঠ অধ্যায়

সূত উবাচ ।

ইতি তৌ মরুদেবাপী শ্রুত্বা কঙ্কের্বচঃ পুরঃ ।

কৃতোদ্বাহৌ রথাক্রটৌ সমায়াতো মহাভুজৌ ॥ ১

নানায়ুধধরৈঃ সৈন্যৈরাবৃতৌ শুর মানিনৌ ।

বদ্ধগোধাজুলি ত্রাণৌ দংশিতৌ বদ্ধহস্তকৌ ॥ ২

কাষ্যায়সশিরজ্ঞাণৌ ধনুর্ধর ধুরন্ধরৌ ।

অক্ষৌহিনীভিঃ বড়্ ভিস্ত্র কৃষ্ণয়ন্তৌ ভুবং ভরৈঃ ॥ ৩

বিশাখযুপভূপস্ত গজলক্ষৈঃ সমাবৃতঃ ।

অশ্বৈঃ সহস্রনিযুতৈঃ রথৈঃ সপ্ত সহস্রকৈঃ ॥ ৪

পদাতিভির্দ্বিলক্ষৈশ্চ সন্নদ্ধৈধৃত কাম্বুটৈঃ ।

বাতোদ্ধতোত্তরোক্ষীষৈঃ সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ৫

শ্লোকার্থ। সূত বলিলেন, অনন্তর বিবাহিত মহাবাহু মরু ও দেবাপি, কঙ্কিদেবের আজ্ঞায় রথারোহণে সন্মুখে আসিলেন ।১

তঁাহারা উভয়ে অসংখ্য সৈন্যসমূহে পরিবৃত ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী । তঁাহারা স্বয়ং মহাবীর বলিয়া অভিমানী । তঁাহাদের হস্তসমূহ ও সমস্ত শরীর বর্ম্মে আবৃত এবং অঙ্গুলিসমূহে অঙ্গুলিত্রাণ পরিহিত । ২

তঁাহাদের মস্তক কৃষ্ণবর্ণ শিরজ্ঞাণে সুশোভিত । তঁাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধারী এবং ছয় অক্ষৌহিনী সেনা দ্বারা পৃথিবী প্রাকম্পিত করিতেছেন । ৩

রাজা বিশাখযুপ এক লক্ষ হস্তী, শত লক্ষ অশ্ব ও সপ্তসহস্র রথ ১৪০ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন । তঁাহার সহিত দুই লক্ষ সুসজ্জিত পদাতিক সৈন্য ধনুর্ধারী

হস্তে উপস্থিত হইয়াছিল। বায়ুবেগে তাহাদের উষ্ণীয় ও উত্তরীয়বস্ত্র কম্পমান হইতেছিল। ৪-৫

**টিপ্পণী।** ১৪০। প্রাচীন কালে যুদ্ধে রথ ব্যবহৃত হইত। বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, অশ্ব দ্বারা রথ বাহিত হইত। রথের আকার ও ব্যবহার কিরূপ ছিল, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। প্রমাণ পাওয়া যায়, চারি হাজার বৎসর পূর্বেও রথের ব্যবহার হইত। ঋগ্বেদে ( ৪র্থ মণ্ডল, ২য় সূক্ত ) অগ্নিদেবের রথ বর্ণিত। উক্ত মর্মে নিম্নোক্ত ঋকমন্ত্র দৃষ্ট হয়।—

অর্থমনং বরুণং মিত্রমেবামিন্দ্রাবিস্তু মরুতো অশ্বিনোত।

স্বথৌ অগ্নে সুরথঃ সুরাধা ত্রত বহু সূহবিবে জনায় ॥

হে অগ্নে, তোমার অশ্ব উত্তম, তোমার রথও উত্তম এবং তোমার ধনও উত্তম। এই মর্ত্যলোকে যে যজমানের চব্য উত্তম, তাহার যজ্ঞে অর্থমা, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্র, বিষ্ণু, মরুদগণ ও অশ্বিনীকুমারগণকে আহ্বান কর। উক্ত ঋকে উক্ত 'সুরথ' শব্দে রথ দেখা যায়। বৈদিক যুগে এক শ্রেণীর শিল্পী শুধু রথ নির্মাণ করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় ( চতুর্থ মণ্ডল, ২য় সূক্ত, ১৪ ঋক ) আছে,

অবাস্যদ্বয়মগ্নে স্বায়া পদভির্হিস্তেভিষ্ঠকৃমা তনুভিঃ।

রথং ন ক্রন্তো অপসা ভুরিজোঋৎসেয়ঃ সুধ্য আশ্বধাণাঃ ॥

হে অগ্নিদেব, যেমন আমরা তোমার ইচ্ছায় হাত, পা ও দেহ দ্বারা কার্য করিতেছি এবং শিল্পিগণ রথ নির্মাণ করিতেছেন, তেমনি শোভমান যজ্ঞরথ অমুষ্ঠানার্থ বাহুবলে কাষ্ঠ বর্ষণ দ্বারা তোমাকে উৎপন্ন করে। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঋকমন্ত্র ( ঋগ্বেদ সংহিতা, ৪র্থ মণ্ডল, ১৬ সূক্ত, ২ ঋক ) পাওয়া যায়।

এবেদিন্দ্রায় বৃষভায় বৃকো ব্রহ্মাকর্ম ভৃগবো ন রথম্।

লুচিথথা ন সখ্যা বিয়োষদ সন্ন উগ্রোহবিতা তনুপাঃ ॥

যাহাতে আমার মিত্রতা বিচ্ছিন্ন না হয় এবং দেহরক্ষকও প্রসন্ন হন, তদ্রূপ আচরণ করিব। সূত্রধর যেমন রথ নির্মাণ করেন, সেইরূপ অতীষ্টপ্রদ নিত্য তরুণ ইন্দ্রদেবের জন্ত স্তোত্র রচনা করিব। ভাস্কর সায়ণাচার্যের মতে 'ভৃগব'

অর্থে দীপ্তিশালী সূত্রধরগণ। এই ঋক্‌রয়ে রথশিল্পী ও সূত্রধরগণের বর্ণনা প্রদত্ত। ইহাতে জানা যায়, তৎকালে রথের ব্যবহার ব্যাপক ছিল। এই অল্পমান অল্পচিত্রিত নহে। সায়ণাচার্যের মতানুসারে ভৃগু অর্থে সূত্রধর করিলে জানা যায়, তখন রথ কাষ্ঠে নির্মিত হইত। যুদ্ধকালেও কাষ্ঠ-নির্মিত রথসমূহ ব্যবহৃত হইত। যুদ্ধরথ গোচর্মে আবৃত থাকিত। উক্ত মর্মে ঋগ্বেদ সংহিতায় ( ৬ মণ্ডল, ৪৭ সূক্ত, ২৬ ঋকে ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।—

বনস্পতে বীড়ংগো হি ভূয়া অশ্বংসথা প্রতরণঃ সূধীরঃ ।

গোভিঃ সন্নদ্ধো অসি বীলয়স্বাস্থাতা তে জয়তু জিহ্বানি ॥

হে বনস্পতে ( কাষ্ঠময় রথ ), তোমার অবয়ব সমূহ সূদৃঢ় হউক। তুমি আমার বন্ধু ও রক্ষক হও। তুমি শ্রেষ্ঠ বীরগণ বহন করিয়া মুক্ত হও। তুমি গাভীদ্বারা আকৃষ্ট হও। তুমি আমাদিগকে সূদৃঢ় করো। তোমাতে আকৃষ্ট রথী সারল্য বলে শত্রুজয়ে সমর্থ হয়। ভাষ্যকার গো অর্থে গোচর্ম করায় উক্ত ঋকের অর্থ হয়, রথ গোচর্মে আবৃত। ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাই যথার্থ মনে হয়। ইহার কারণ, অতীত ঋক্‌মন্ত্রে উক্ত আছে যে, অশ্বই রথ টানিয়া লইয়া যায়। উক্ত মর্মে ঋগ্বেদ সংহিতায় ( ৬ মণ্ডল, ৭৫ সূক্ত, ৬ ঋক্ ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।—

রথেষ্ঠিষ্ঠন্নয়তি বাজিনঃ পুরো যত্র যত্র কাময়তে সূসারথিঃ ।

অভীশূনাং মহিমানং মনায়ত মনঃ পশ্চাদনুযচ্ছন্তি রশ্ময় ॥

সূদক্ষ সারথী রথে থাকিয়া পূরহিত অশ্বকে নির্দিষ্ট পথে চালিত করে এবং অশ্বের পশ্চাতে প্রসারিত লাগামসমূহ ধারণ করিয়া থাকে। এই ঋক্‌ পাঠে স্পষ্ট ভাবে জানা যায়, অশ্ব রথকে টানিয়া লইয়া যায় এবং সারথী অশ্বকে চালিত করে। ঋগ্বেদের নানা মন্ত্রে রথের বর্ণনা পাওয়া যায়। রথারোহী যোদ্ধৃন্দ অস্ত্রশস্ত্র রথেই রাখিতেন। উক্ত মন্ত্রে ঋগ্বেদ সংহিতায় ( ৬ মণ্ডল, ৭৫ সূক্ত, ৮ ঋক্ ) এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।—

রথবাহনং হবিরশ্চ নাম যজ্ঞাযুধং নিহিতমশ্চ বশ্ম ।

তত্রা রথযুগশগ্নং সদেম বিস্বাহা বয়ং স্তমনশ্চমানঃ ॥

যেক্ষেপে যুত অগ্নি বুদ্ধি কবে, তদ্রূপ রাজা ধনাদি বহন ও বর্দ্ধন করেন ।  
বথে রাজ্যাব অগ্ন-বর্মাদি থাকে । আমবা প্রসন্নচিত্তে রথকারি ও রথেব নিকটে  
গমন করি । রথ বক্ষার্থ বক্ষক নিযুক্ত হইত । উপনিষৎ, পুরাণ ও কাব্যাদি  
গ্রন্থে বথাদিব বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত ।

কধিরাশ্বসহস্রাণাং পঞ্চাশত্তিস্ত্রিহাশতৈঃ ।

গজৈর্দশশতৈশ্চ তৈর্নবলক্ষৈর্বতো বভৌ ॥ ৬

অক্ষৌহিণীভির্দশভিঃ কঙ্কিঃ পরপুবঞ্জয়ঃ ।

সমারুতস্তথা দেবৈরেবমিল্লো দিবি স্বরাট্ ॥ ৭

ভ্রাতৃপুত্রসুহৃদ্বিচ মুদিতঃ সৈনিকৈবৃতঃ ।

যযৌ দিগ্বিজয়াকাজ্যী জগতামীশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ৮

প্রোকার্থ । এতদ্ব্যতীত তাঁহার সহিত পঞ্চাশ সহস্র বক্রবর্ণ অশ্ব এবং  
দশ সহস্র মত্ত হস্তী, বহুসংখ্যক মহারথ এবং নয়লক্ষ পদাতিক সৈন্য ছিল । ৬

পরপুবঞ্জয় কঙ্কিদেব এই কপে দেবলোকস্থ দেবরাজ ইন্দের জ্যেষ্ঠ দশ  
অক্ষৌহিনী সেনায় পবিত্র হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন । ৭

জগদীশ্বর প্রভু কঙ্কি এইরূপে ভ্রাতৃপুত্রগণ, সুহৃদগণ ও সৈন্য সমূহে পরিবৃত  
হইয়া দিগ্বিজয় অভিলাষে যাত্রা করিলেন । ৮

কালে তস্মিন্ দ্বিজো ভূত্বা ধর্ম্যঃ পরিজনৈঃ সহ ।

সমাজগাম কলিনা বলিনাপি নিরাকৃতঃ ॥৯

ঋতং প্রসাদমভয়ং সুখং মুদমথ স্বয়ম্ ।

যোগমর্থং ততোহদর্পং স্মৃতিং ক্ষেমং প্রতিশ্রয়ম্ ॥১০

নরনারায়ণৌ চোভৌ হরেরংশৌ তপোব্রতৌ ।

ধর্ম্মস্তুতান্ সমাদায় পুত্রান্ স্ত্রীশ্চাগতস্তরণ ॥১১

শ্রদ্ধা মৈত্রী দয়া শাস্তিস্থিতিঃ পুষ্টিঃ ক্রিয়োন্নতি ।

বুদ্ধি মেধা তিতিক্ষা চ হ্রীশ্মৃতি ধর্ম্ম পালকাঃ ॥১২

এতাস্তেন সহায়াতা দ্বিজবন্ধুগণৈঃ সহ ।

কঙ্কিমালোকিতুং তত্র নিজ্জকার্য্যং নিবেদিতুম্ ॥ ১৩

**শ্লোকার্থ।** এই সময় শক্তিমান্ কলি কর্তৃক নিরাকৃত হইয়া ধর্ম ব্রাহ্মণ  
বেশে তথায় আসিলেন । ২

তাহার অল্পচরবর্ণের মধ্যে ঋত, প্রসাদ, অভয়, স্নেহ, প্রীতি, যোগ,  
অনহংকার, স্মৃতি, ক্ষেম, প্রতিশ্রয় এবং শ্রীহরির অংশ ভূত তপোনিষ্ঠ নরনারায়ণ  
ছিলেন ।

ধর্মের স্ত্রী, পুত্র এবং শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্রিয়া, উন্নতি,  
বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী প্রমুখ ধর্মপালকগণ স্বীয় বন্ধুগণে পরিবৃত্ত হইয়া  
শ্রীকঙ্কিকে দর্শন এবং নিজ কার্য নিবেদন করিতে ধর্মের সহিত সেই স্থলে  
উপস্থিত হইলেন । ১০-১৩

\* সমাজগায় কলিনা বলিনাপি নিরাকৃতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

কঙ্কিদিজ্ঞং সমাসাচ্চ পূজয়িষ্য যথাবিধি ।

প্রোবাচ বিনয়াপন্নঃ কস্ত্বং কস্মাদিহাগতাঃ ॥ \*১৪

স্রীভিঃ পুত্রৈশ্চ সহিতঃ ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ।

কস্ত সা বিবয়াদ্রাজস্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ \*১ ॥ ১৫

পুত্রাঃ স্ত্রিয়শ্চ তে দীনা হীনস্ববলপৌরুষাঃ ।

বৈষ্ণবাঃ সাধবো যদ্বৎ পাষণ্ডৈশ্চ তিরস্কৃতাঃ ॥ ১৬

**শ্লোকার্থ।** কঙ্কিদেব ব্রাহ্মণকে দর্শন করিয়া বিনয়পূর্বক যথাবিধি  
তাহার সংকার করিলেন এবং বলিলেন, আপনি কে ? কোথা হইতে  
আসিয়াছেন ? ১৪

আপনি ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তির জায় স্ত্রী ও পুত্রগণ সহ কোন্ রাজ্য হইতে  
আগমন করিলেন, তাহা আমাকে প্রকৃত প্রস্তাবে বলুন । ১৫

পাষণ্ড কর্তৃক পরাভূত বিষ্ণুভক্ত সাধুগণের জায় আপনার স্ত্রী ও পুত্রবৃন্দ  
বলহীন, পৌরুষহীন ও একান্ত কাতর হইয়াছেন । ১৬

\* কস্মাদিহাগতাঃ ইতি বা পাঠঃ । \*১ তাবতঃ ইতি বা পাঠঃ ।

কঙ্কেরিত্তি বচঃ শ্রদ্ধা ধৰ্ম্যঃ শৰ্ম্য নিজং স্মরন্ ।  
 প্রোবাচ কমলানাথম্ অনাথস্থতিকাতরঃ ॥ ১৭  
 পুত্রৈঃ জীভিনিজ্জনৈঃ কৃতাজ্জলিপুটৈর্হরিম্ ।  
 জ্ঞাত্বা নত্বা পূজয়িত্বা মুদিতং তং দয়াপরম্ ॥ ১৮  
 ধৰ্ম্য উবাচ ।

শৃণু কঙ্কে মমাখানং ধৰ্ম্যোহহং ব্রহ্মরূপিণঃ ।  
 তব বন্ধঃস্থলাজ্জাতঃ কামদঃ সৰ্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১৯  
 দেবানাংগ্রহীৰ্ব্যকবানাং কামধুগ্ বিভূঃ ।  
 তবাজ্জয়া চরাম্যেব সাধুকীৰ্ত্তিকৃদয়হম্ ॥ ২০

শ্লোকার্থ । অনাথ ও কাতর ধৰ্ম্য কমলানাথ কঙ্কিদেবের বাক্য শুনিয়া  
 নিজ মঙ্গল কামনায় উত্তর দিলেন । ১৭

প্রথমতঃ তিনি পুত্রগণ, স্বীগণ ও অতচরবর্গের সহিত কৃতাজ্জলিপুটে  
 আনন্দস্বরূপ দয়ানিধি শ্রীহরির পূজাশ্বে নমস্কার পূর্বক স্নব করিলেন । ১৮

অনন্তর ধৰ্ম্য বলিলেন, হে কঙ্কিদেব, আমার বিবরণ শ্রবণ করুন । আমি  
 পিতামহরূপী আপনাব বন্ধঃস্থল হইতে উৎপন্ন । আমার নাম ধৰ্ম্য । আমি সকল  
 প্রাণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করি । ১৯

আমি দেবগণের অগ্রগণ্য । আমি সর্বংজ্ঞে হব্যকণ্ঠের অংশভোগী এবং  
 যজ্ঞফল দানে সাধুগণের কামনা পূর্ণ করি । আমি আপনার আজ্ঞাহুসাবে নিয়ত  
 সাধুগণের মঙ্গল সাধনে বিচরণ করি । ২০

সোহহং কালেন বলিনা কলিনাপি নিরাকৃতঃ ।

শককাষোজ্জশবরৈঃ সৰ্বৈবরাবাসবাসিনা ॥ ২১

অধুনা তেহখিলাধার । পাদমূলমুপাগতাঃ ।

যথা সংসার কালাগ্নিসন্তপ্তাঃ সাধবোহদ্ভিতাঃ ॥ ২২

ইতি বাগ্ভিরগুৰ্ব্বাভির্ধৰ্ম্মেণ পরিতোষিতঃ ।

কঙ্কিঃ কঙ্কহরঃ জীমানাহ সংহর্যয়ন্ শনৈঃ ॥ ২৩



ধর্ম ! কৃতযুগং পশ্য মরুং চণ্ডাংশুবংশজম্ ।

মাং জ্ঞানাসি যথা জাতং ধাতু প্রার্থিতবিপ্রহম্ ॥ ২৪

ল্লোকার্থ । এক্ষণে শক<sup>১৪১</sup>, কছোজ<sup>১৪২</sup>, শবর<sup>১৪৩</sup> প্রভৃতি ম্লেচ্ছজাতিগণ কলির অধিকারে বাস করিতেছে । সেই বলবান্ কলি কর্তৃক আমি কালক্রমে পরাভূত হইয়াছি । হে জগদাধার, এক্ষণে সাদুগণ সংসাররূপ কালাগ্নিতে সন্তপ্ত ও পীড়িত হইয়াছেন । এজন্ত আমি আপনার চরণোপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম । ২১-২২

পাপহারী শ্রীমান্ কঙ্কিদেব ধর্মের অপূর্ব বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া সকলের হর্ষোৎপাদনপূর্বক ধীরে ধীরে বলিলেন, হে ধর্ম, এই দেখ, সত্যযুগ উপস্থিত হইয়াছেন । ইনি সূর্যবংশীয় রাজা । ইহার নাম মরু । আমি ব্রহ্মার প্রার্থনায় যেক্রপ শরীর ধারণ করিয়াছি, তাহা তোমার অবিদিত নাই । ২৩-২৪

**টিপ্পণী ।** ১৪১ । শক সাইথিয়ান ( Scythian ) জাতি বিশেষ । শক জাতির আদি বাসভূমি ছিল শাকদ্বীপ । গ্রীক দেশীয় ইতিহাসে শাকদ্বীপ শাকতাই বা সিথিয়া নামে উল্লিখিত । প্রাচীন ঐতিহাসিক ঠোবা বলেন, মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত কাম্পিয়ান হ্রদের পূর্বদিকে অবস্থিত দেশের নাম সিথিয়া । প্রাচীন ভৌগলিক টলেমীর মতে শক বা শকাই ও সিথিয়া দুই ভিন্ন দেশ । শকাই দেশের পশ্চিম সীমান্ত সাগড্যানাই ( Sogdianoi ) সিথিয়া দেশের ইয়াক নদী পর্যন্ত বিস্তৃত । উহার পূর্ব সীমান্তে অস্কটংকস্ ( Askatangkas ) পর্বতশ্রেণী ও হিমালয় পর্বত অবস্থিত । উহার দক্ষিণ সীমান্তেও হিমালয় পর্বত প্রসারিত ।

১৪২ । ইহারা অনার্য জাতি । গ্রিফিথ সাহেব অনুমান করেন, আরোচেসিয়ার ( Arochasea ) অধিবাসী কছোজ । উক্তর রাজেন্দ্রলাল মিত্র মন্তব্য করেন, প্রাচীন কাবুল রাজ্যই কছোজ দেশ এবং হিন্দুকুশ পর্বতের অধিবাসীই কছোজ জাতি । ম্যাক্রিঙল সাহেবের মতে আরাকোসিয়া ( Arakhosia ) বর্তমান আফগানিস্তানের পূর্বাংশ সিদ্ধনদ পর্যন্ত এবং উত্তর

সীমান্ত ঘূৰ পৰ্বত অৰ্থাৎ হিন্দুকুশ পৰ্বত পৰ্যন্ত প্ৰসাৰিত। ইহাতে প্ৰতীত হয়, উক্তৰ ৰাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰেৰ সিদ্ধান্তই সত্য। ইহাৰ কাৰণ, কাবুল ও আফগানিস্থান একই দেশ আৰু হিন্দুকুশ পৰ্বতৰ নামও পাওয়া যায়। “বায়ীকি ও তংসাময়িক ভূবৃত্তান্ত” গ্ৰন্থেৰ লেখক অনুমান কৰেন, উহা কাষোজ উপসাগৰেৰ তীৰবৰ্তী দেশ। এই মত কেহ কেহ গ্ৰহণ কৰেন না।

১৪৩। শবৰজাতি হিন্দুস্থানেৰ পাৰ্বত্য জাতি বিশেষ। এই জাতি মৰুব-পাথাকে একটা উত্তম অলংকাৰ মনে কৰে। বাণপুৰ হইতে কটক পৰ্যন্ত খুৰদা নামক স্থানেৰ জঙ্গলে এবং গোদাবৰী নদীৰ দুই তীবস্থ জঙ্গলে শোৱ নামে দুই অনাৰ্য জাতি আছে। ইহাৱাই প্ৰাচীন শবৰ জাতি। কানিংহাম সাহেব টলেমীৰ কথিত শবৰাই জাতিকে প্লিনি কথিত গুয়াৰী জাতি ৰূপে গ্ৰহণপূৰ্বক প্ৰাচীন শবৰ জাতি বলেন। কানিংহামেৰ মতে শবৰ জাতিৰ নিৰ্দিষ্ট কোন বাসস্থান নাই। তাহাৱা বনে জঙ্গলে ভ্ৰমণ ও নিবাস কৰে। দক্ষিণ দিকে পেন্নাৰ নদী পৰ্যন্ত উহাদেৰ আবাসভূমি ছিল। এই শবৰ জাতিকে অনেকে গোয়ালিয়ৰেৰ দক্ষিণ পশ্চিমেৰ জাতিবিশেষ এবং দক্ষিণ ৰাজপুতনাৰ জাতিবিশেষ মনে কৰেন। যুল সাহেব দক্ষিণ দিকে শুল্লপুৰ পৰ্যন্ত উহাদেৰ বাসস্থান নিৰ্দেশ কৰেন।

কোটকে বৌদ্ধদলনমিতি মহা সুখ ভবী।

অবৈষ্ণবানামন্তেষাং তৰোপদ্ৰবকাৰিণাম্।

জিঘাংসুৰ্যামি সেনাভিশ্চৰ গাং ত্বং বিনিৰ্ভয়ঃ ॥ ২৫

ক। ভীতিস্তে ক্ৰ মোহোহস্তি বজ্জদানতপোব্ৰতৈঃ

সহিতঃ সঞ্চর বিভো। ময়ি সত্যে ব্যাপস্থিতে ॥ ২৬

অহং যামি ত্বয়া গচ্ছ অপুত্ৰৈৰ্বাঙ্কৈঃ সহ।

\* বিশাং জয়ার্থং ত্বং শত্ৰুনিগ্ৰহার্থং জগৎপ্ৰিয়। ২৭

ইতি কঙ্কৈৰ্বচঃ শ্ৰদ্ধা ধৰ্মঃ পৰমহৰ্ষিতঃ।

গন্তং কৃতমতিস্তেন আধিপত্যমমুং অৱন্ ॥ ২৮

**শ্লোকার্থ।** কীটক দেশবাসী বৌদ্ধগণ মৎ কতৃক কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে, তাহা জানিলে তুমি সুখী হইবে। যাহারা বৈষ্ণব নহে, যাহারা তোমার প্রতি উপদ্রব করিয়া থাকে, আমি তাহাদের সংহারের জন্ত সনাগণের সহিত যাত্রা করিতেছি। এক্ষণে তুমি নির্ভয়চিত্তে ভূতলে বিচরণ কর। ২৫

যখন আমি উপস্থিত হইয়াছি, যখন সত্যযুগ আগমন করিয়াছে, তখন তোমার ভয় কি? তুমি কি জন্ত মোহগ্রস্ত হইতেছ? সূতবাং তুমি যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও ব্রতের সহিত বিচরণ কর। ২৬

হে ধর্ম, তুমি জগতের প্রিয়। তুমি পুত্র ও বন্ধুগণের সহিত দিগ্বিজয়ার্থ এবং শত্রু সংহারের জন্ত যাত্রা কর। আমি তোমার সহিত গমন করিতেছি। ২৭

কঙ্কিদেবের এই কথা শুনিয়া ধর্ম অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং স্বীয় আধিপত্য স্বরণ পূর্বক ভগবান কঙ্কির সহিত গমন করিতে অভিলাষী হইলেন। ২৮

\* দিশাং ইতি বা পাঠঃ।

সিদ্ধাশ্রমে নিজজনানবস্থাপ্য স্থিয়শ্চ তাঃ ॥ ২৯

সন্নদ্ধঃ সাধুসংকারৈর্বেদব্রহ্মমহারথঃ ।

নানাশাস্ত্রাশ্বেষণেষু সংকল্পবরকাম্পকঃ ॥ ৩০

সপ্তস্বরাস্থো ভূদেবসারথির্ব্বহিরাশ্রয়ঃ ।

ক্রিয়াভেদবলোপেতঃ প্রযযৌ ধর্ম্শ্চ নায়কঃ ॥ ৩১

যজ্ঞদানতপঃ পাত্রেয্যমৈশ্চ নিয়মৈবৃতঃ ।

বশকাস্থোজকান্ সর্ব্বান্ শবরান্ বর্ব্বরানপি ॥ ৩২

জ্যেতুং কঙ্কির্যযৌ যত্র কলেরাবাসমাপ্তিতম্ ।

ভূতবাসবলোপেতং সারমেয়বরাকুলম্ ॥ ৩৩

**শ্লোকার্থ।** ধর্ম যাত্রাকালে স্ত্রী ও অহুচরগণকে সিদ্ধাশ্রমে<sup>২৯</sup> রাখিয়া গেলেন। তিনি যখন যুদ্ধযাত্রা করেন, তখন সাধুবৃন্দের সংকার তাঁহার

রণবেশ হইল। বেদ এবং ব্রহ্ম মহারণ্যরূপ উপস্থিত হইল। নানাবিধ শাস্ত্রাশ্বেষণ-  
বিষয়ক শুভ সংকল্প তাঁহার শরাসন সদৃশ হইল। ২২-৩০

বেদের সপ্তস্বর<sup>২৪৫</sup> তাঁহার রথের সপ্ত অশ্ব হইল। ব্রাহ্মণ তাঁহার সারথি  
এবং বহি তাঁহার আশ্রয়, আসন হইলেন। এইভাবে ধর্মনায়ক বিবিধ  
ক্রিয়াজ্ঞানরূপ মহাবলে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধবাত্মা করিলেন। ৩১

এইরূপে কঙ্কিদেব যজ্ঞ, দান, তপশ্চা, যম, নিয়ম প্রভৃতি পাত্ৰগণে পরিবৃত্ত  
হইয়া খশ<sup>২৫৬</sup>, কষোজ, শবর, বর্বরাদি স্নেহগণকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত  
কলির ঈশ্বিত আবাসে গমন করিলেন। কলির আবাস ভূতাবাসে-  
পরিণত হওয়ায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল। ইহার চারিদিক কুকুরসমূহে পরিবৃত্ত  
ছিল। ৩২-৩৩

**টিপ্পনী।** ১৪৪। ইহা একটি তীর্থস্থান। সিদ্ধাশ্রম দুইটি আছে, একটি  
বিশ্বামিত্রের, অশ্বত্থ গণেশের। শোনকাদি যুনিগণের নিকট সমগ্র ব্রহ্মবৈবর্ত-  
পুরাণ ব্যাখ্যা করিয়া স্তূত বলেন,

বৃশ্চাকং পাদপদ্মনি দৃষ্ট্বা পুণ্যানি শোনক।

অথ সিদ্ধাশ্রমং যামি যজ্ঞ দেব গণেশ্বরঃ ॥

এই শ্লোক ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে (শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৩৩ অধ্যায়ে) প্রদত্ত। ইহার  
অর্থ, হে শোনক, তোমাদের পুণ্যপ্রদ পাদপদ্ম দর্শন করিয়া সিদ্ধাশ্রমে গণেশ্বর  
দেবদর্শনে যাইব। এই সিদ্ধাশ্রমের অগ্র নাম নারায়ণাশ্রম। স্তূতমুনি বলেন,  
‘বিদায় দেহী বিশ্রেষ্ঠ যামি নারায়ণাশ্রমম্।’ অর্থাৎ হে বিশ্রবর, আমাকে  
বিদায় দিন। আমি নারায়ণাশ্রমে যাইব। দ্বিতীয় সিদ্ধাশ্রম হিমালয় পর্বতে  
অবস্থিত। হরিদ্বার তীর্থও হিমালয়ের পাদদেশে বিদ্যমান। উক্তস্থানে ভগবান  
কঙ্কিদেবের নিকট ধর্মদেব আসিলেন। এই কারণে জানা যায়, এই সিদ্ধাশ্রম  
হরিদ্বারের সন্নিকট কোন স্থানে অবস্থিত।

১৪৫। স্বরযোগে সামমন্ত্র গীত হয়। সামবেদে গেয়গান ও উহগানাদি  
প্রদর্শিত। যে স্বরসংযোগে সামগান গীত হয়, তাহাকে বৈদিক স্বর বলে।  
দ্বয় বেদে প্রযুক্ত হইলে বৈদিক এবং লোকে প্রযুক্ত হইলে লৌকিক বলে। মূল

সপ্তস্বর অভিন্ন। বৈদিক ও লৌকিক স্বরভেদে পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। মহর্ষি পাণিনি রচিত শিক্ষাগ্রন্থে ( ১১-১২ শ্লোকে ) আছে।

উদাত্তচ্চানুদাত্তচ্চ স্বরিতচ্চ স্বরান্ধ্রয়ঃ ।

হ্রস্বো দীঘঃ প্লুত ইতি কালতো নিয়মা অচি ॥

উদাত্তো নিষাদগান্ধারাবহুদাত্ত ঋষভধৈবতো ।

স্বরিত প্রভবা হেতে ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ ॥

উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বর ত্রিবিধ এবং কালভেদে হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতো হয়। উদাত্ত স্বরে নিষাদ ও গান্ধার স্বরদ্বয়, অনুদাত্ত স্বব হইতে ঋষভ ও ধৈবত স্বরদ্বয় এবং স্বরিত স্বর হইতে ষড়্জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরত্রয় উৎপন্ন হয়। সঙ্গীত বিজ্ঞায় অহোবল পাবদশা ছিলেন। তৎ কতৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত সঙ্গীত পাবিজাত গ্রন্থের ৬৩-৬৪ শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত হইল।

বজ্রয়তি স্বতঃ স্বাস্তং শ্রোতৃগামিতি তে স্বরাঃ ।

ষড়্জর্ষভো চ গান্ধারস্তথা মধ্যমে পঞ্চমো ॥

ধৈবতচ্চ নিষাদোহয়মিতি নামভিরীরিতাঃ ।

শুদ্ধস্বাবকৃতস্বাভাগ্য স্বরা দ্বেধা প্রকীর্তিতাঃ ॥

স্বরকে স্বরশে আনিয়া শ্রবণ করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ—এই সপ্তস্বর শুদ্ধ ও বিকৃত দুই ভাগে বিভক্ত। ঋকবেদে ও যজুর্বেদে স্বরত্রয় ব্যবহৃত এবং সামবেদে পাঁচ বা সপ্তস্বর প্রযুক্ত। প্রথম বেদাঙ্গ শিক্ষা, সপ্তম্বে যাজ্ঞবল্ক্য শিক্ষা, অমোঘনন্দিনী শিক্ষা, মহর্ষি মাধ্যম্দিন প্রণীত শিক্ষা, রত্ন প্রদীপিকা শিক্ষা, কেশবী শিক্ষা, মল্লশর্মকৃত শিক্ষা ও নাবদীয় শিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

১৪৬। থল একপ্রকার অনার্যজাতি। এই জাতি কান্দীর-পার্শ্বস্থ পর্বতে বাস করে। ইহাদের বর্তমান নাম মশিয়াদ। ইহারা ভোট বা ভুটিয়া জাতির নিকটে বাস করে। গাড়োয়াল বা কুমায়ুন পাহাড়ে এবং অলকানন্দা ও কালী-গঙ্গার মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে ইহারা বাস করে।

গোমাংসপৃতিগন্ধাঢ্যং কাকৌলুকশিবাবৃতম্ ।  
 জ্ঞীণাং হৃদ্যতকলহ বিবাদ ব্যসনা শ্রয়ম্ ॥ ৩৪  
 ঘোরং জগদ্বয়করং কামিনীস্বামিনং গৃহম্ ।  
 কলিঃ ক্রোধোত্তমং কল্কেঃ পুত্র পৌত্রবৃত্তঃ ক্রুধা ॥ ৩৫  
 পুরাদ্ বিশসনাং প্রায়াং পেচকাক্ষরধোপরি ।  
 ধম্মঃ কলিংসমালোক্য ঋষিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৩৬  
 যুযুধে তেন সহসা কঙ্কিবাক্য প্রচোদিতঃ ।  
 ঋতেন দম্ভঃ সংগ্রামে প্রসাদো লোভমাহবয়ং ॥ ৩৭

**শ্লোকার্থ।** এইস্থানে গোমাংসের দুর্গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে এবং কাক ও  
 উলুকগণ চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত আছে। ইহা নারীগণের কলহ, বিবাদ, বিবিধ  
 ব্যসন ও দ্যুতক্রীড়ার আশ্রয়। ৩৪

এই পুরী ঘোররূপ ও জগতের ভয়জনক। এখানে সকলেই নারীগণের  
 আজ্ঞাবহ। কঙ্কির যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগ শুনিয়া কলি ক্রোধভরে পুত্র পৌত্রগণে  
 পরিবৃত্ত হইয়া পেচকধ্বজ রথে আরোহণপূর্বক বিশসন নগর হইতে নির্গত  
 হইল। ধর্ম কলিকে দেখিয়া ঋষিগণে পরিবৃত্ত হইয়া কঙ্কির আজ্ঞায় তাহার  
 সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋতের সহিত দম্ভের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রসাদ  
 লোভকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। ৩৫-৩৭।

সময়াদভয়ং ক্রোধো ভয়ং সুখমুপাযধৌ ।  
 নিরয়ো, মৃদমাসাত্ত যুযুধে বিবিধায়ুধৌ : \* ॥ ৩৮  
 আধির্যোগেন চ ব্যাধিঃ ক্লেমেণ চ বলীয়সা ।  
 প্রশ্রয়েণ তথা গ্লানির্জরা স্মৃতিমুপাহবয়ং ॥ ৩৯  
 এবং বৃন্তো মহাবোরো যুদ্ধঃ পরমদারুণঃ ।  
 তং দ্রষ্টুমাগতা দেবা ব্রহ্মাচ্ছাঃ খে বিভূতিভিঃ ॥ ৪০  
 মক্ৰঃ খশৈশ্চ কাশ্বোজৈর্যুযুধে ভীমবিক্রমৈঃ ।  
 দেবাপিঃ সমরে চৈনৈর্বর্বরৈরস্তদ্ গণৈরপি ॥ ৪১

**শ্লোকার্থ।** অভয়ের সহিত ক্রোধ এবং স্নেহের সহিত ভয় সংগ্রাম করিল। নিরয় প্রীতির নিকট উপস্থিত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩৮

আধি যোগের সহিত এবং ব্যাধি বলীয়ান্ ফেমের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। মানি প্রশ্রয়ের সহিত এবং জরা স্থতির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ৩৯

এইরূপে অতি দারুণ মহাবীর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সেই যুদ্ধ দর্শনার্থ স্ব স্ব বিভূতি সহ আকাশ পথে আগমন করিলেন। ৪০

ভীম বিক্রম ঋশ ও কাশ্যোজগণের সহিত মরু যুদ্ধ করিলেন। চীন, (চোল) বর্ষর ও তাহাদের অনুচরবর্গের সহিত দেবাপি সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। ৪১

\* বিবিধাযুধৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

বিশাখযুপভূপালঃ পুলিন্দৈঃ স্বপটৈঃ সহ।

যুযুধে বিবিধৈঃ, শস্ত্রৈরস্ত্রৈর্দিব্যৈর্মহাপ্রভৈঃ ॥ ৪২

কঙ্কিঃ কোকবিকোকাক্যং বাহিনীভির্ব্বরাযুধৈঃ।

ভৌ তু কোকবিকাকৌ চ ব্রহ্মণো বরদপিতৌ ॥ ৪৩

ভাতরৌ দানবশ্রেষ্ঠৌ মন্তৌ যুদ্ধবিশারদৌ।

এক রূপৌ মহাসত্ত্বৌ দেবানাং ভয়বর্জনৌ ॥ ৪৪

পদাতিকৌ গদাহস্তৌ বজ্রাক্রৌ জয়িনৌ দিশাম্।

শূন্তৈঃ পরিবৃত্তৌ মৃত্যুজিতাবেকত্র যোধনাং\* ॥ ৪৫

**শ্লোকার্থ।** রাজা বিশাখযুপ পুলিন্দ ও স্বপচগণের সহিত প্রভাবশালী পাশ্১৪৭, ঋষ্টি১৪৮, গদা১৪৯ প্রভৃতি বিবিধ দিব্য অস্ত্রশস্ত্র সমূহ দ্বারা সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। ৪২

ভগবান কঙ্কিদেব সৈন্যসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া বিবিধ উত্তম অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপে কোক ও বিকোকের সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কোক ও বিকোক ব্রহ্মার বরে অতিশয় দর্পাঘিত হইয়াছিল। ৪৩

এই দুই ভ্রাতা দানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অত্যন্ত উন্নত এবং সমরে

সুনিপুণ। উহারা পবম্পব একাত্মস্বরূপ বলশালী এবং দেবতাগণেরও ভয়-  
জনক। ১৪৪

ইহাদের শরীর বজ্রসম কঠিন। ইহারা দিগিজয়ী। দুই ভ্রাতা একত্রে  
সংগ্রাম করিলে মৃত্যুকেও জয় করিতে পারে। ইহারা উভয়ে মহাবীর পদাতিক  
সৈন্তসমূহে পরিবৃত হইয়া গদা হস্তে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। ১৪৫

\*শূরৈঃ পরিবৃতৌ মৃত্যুজিতাবেকত্র বোধনৌ ইতি বা পাঠঃ।

**টিপ্পনী।** ১৪৭। পাশ প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্রবিশেষ। বৈশম্পায়ন কথিত ধনু-  
র্বেদোক্ত পাশাস্ত্র আয়ুয়ে ধনুর্বেদে বর্ণিত নাই। দুই গ্রন্থে বর্ণিত পাশাস্ত্র ভিন্ন-  
রূপ। উল্লিখিত গ্রন্থদ্বয় হইতে জানা যায়, পাশাস্ত্র দ্বিবিধ। মহাভারতাদি গ্রন্থেও  
ব্যাকরণ পাশ ও পাশাস্ত্র পৃথকরূপে বর্ণিত। বৈশম্পায়ন কথিত ধনুর্বেদে ব্যাখ্যাত  
পাশাস্ত্র উক্তরূপ মনে হয়। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায়।

পাশ স্মাস্ত্রাবয়বো লৌহধাতুস্ত্রিকোণবান্।

প্রাদেশ পরিমিঃ সীসশূলিকভরণাজিতঃ ॥

বড় বড় লৌহখণ্ড হইতে স্মাস্ত্রাবয়বযুক্ত পাশাস্ত্র নির্মিত হয়। এই অস্ত্র  
ত্রিকোণযুক্ত ও প্রাদেশ পরিমাণ এবং সীসানির্মিত গোলাকার ক্ষুদ্র শূলিযুক্ত।  
এই বিষয়ে আয়ুয়ে ধনুর্বেদে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়।

দশহস্তো ভবেৎপাশো বৃত্তঃ করমুখস্তথা।

শূলকর্পাসমুজ্জানামর্কশাস্ত্রবর্চনাম্ ॥

অন্তেষাং সূদৃঢ়ানাং চ সূরুতং পরিবেষ্টিতম্।

তথা ত্রিশংসমং পাশং বুধঃ কুর্যাৎ স্তবতিতম্ ॥

পাশ অস্ত্র দশহাত দীর্ঘ ও বৃত্তাকার এবং স্তবতের দড়ি, পশু বিশেষের স্নান  
বা কুশের দড়ি, আখের ছালে নির্মিত সূত্র এবং বিশেষ চর্ম দ্বারা নির্মিত হয়  
ইহার অতিরিক্ত সূদৃঢ় পদার্থ বাহাতে রজ্জ্ব তৈয়ারী হয়, তদ্বারাও পাশ প্রস্তুত  
হয়। ত্রিশটি স্তব তারে বা সূত্রে পাশ নির্মিত হয়। পাশাস্ত্রের ত্রিবিধ নিম্নোক্ত  
শ্লোকাবলীতে কথিত।



কর্তব্যং শিক্ষকৈঃ স্থানং তস্মৈ কক্ষাসু বৈসদা ।  
 বামহস্তেন সংগৃহ্য দাক্ষিণেনোৎক্রেস্ততঃ ॥  
 কুণ্ডলশ্রাব্যকৃতিং কৃত্বা ভ্রামৈকেন শিরোপরি ।  
 ক্ষিপেৎ..... ॥  
 বস্মিতে চ প্লুতে চৈব তথা প্রব্রজিতেষু চ ।  
 সমযোগবিধিং জ্ঞাত্বা প্রজুঞ্জীত স্তশিক্ষিতঃ ।  
 বিজিজ্ঞাসু তু বথাত্মায়ং ততো বন্ধঃ সমাচরেৎ ।  
 কটয়্যং বধ্বা ততঃ খড়্গং বামপাশবিলম্বিতম্ ॥  
 দৃঢ়ং বিগৃহ্য বামেন নিষ্কর্ষেদাক্ষণেন চ ॥

পাশাস্ত্র প্রয়োগের সময় প্রথমে একবার মাথার উপরে চক্রাকারে ভ্রামিত করিতে হয় । এই অস্ত্র প্রয়োগে ত্রিবিধ গতি হয়—বল্লন, প্রবন ও প্রব্রজন । ইচ্ছানুসারে শত্রুকে ঝাণিয়া নিকটে টানিয়া তলোয়ার দ্বারা বধ করা হয় । ষষ্ঠবর্ষের ২৫০ অধ্যায়ে ইহার অতিরিক্ত ব্যবহার নিম্নোক্ত দুই শ্লোকে কথিত ।—

পরাবৃত্তমপাবৃত্তং গৃহীতম্ লঘুসংহিতম্ ।  
 উর্ধ্বাধিক্ষিপ্তমধঃ ক্ষিপ্তং সন্ধারিতবিধাবিতম্ ॥  
 শ্বেনপাতং গজপাতং গ্রাহগ্রাহ্যং তথৈব চ ।  
 এবমেকাদশবিধা জ্ঞেয়াঃ পাশবিধারণাঃ ॥

বেশম্পায়ন কথিত পাশের ক্রিয়া এই শ্লোকে বর্ণিত ।—

প্রসারণং বেষ্টনং চ কর্তনং চেতি তে ত্রয়ঃ ।  
 যোগাঃ পাশাশ্রিতা লোকে পাশাঃ ক্ষুদ্র সমাশ্রিতাঃ ॥

প্রথমে পাশের বিস্তার, তৎপরে উহাতে শত্রুকে বেষ্টন এবং শেষে অস্ত্র দ্বারা শত্রু নিধন । এই তিন প্রকারে পাশের প্রয়োগ হয় । এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক পাওয়া যায় ।

ঋজ্বায়ত্তং বিশালং চ তির্ধগভ্রামিতমেব চ ।  
 পঞ্চকর্ম্ব্য বিনির্দিষ্টং ব্যাপ্তে পাশে মহাস্মৃতিঃ ॥

আর একপ্রকার পাশাস্ত্র আছে। উহা পঞ্চপ্রকারে ক্রিয়শীল। পূর্বোক্ত তিন ক্রিয়া সদৃশ এই পঞ্চ ক্রিয়া হয়।

১৪৮। ইহা অতি প্রাচীন অস্ত্র। যুদ্ধকালে ইহা ব্যবহৃত হইত। ঋগ্বেদ সংহিতায় (৫ম মণ্ডল, ৫২ সূক্ত, ৬ঋক্) ইহার বৃত্তান্ত নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রদত্ত।

আরুঐরায়ুবানর ঋধা ঋষ্টিরম্মকত।

অরাবেন। অহ বিদ্যতো মদগতো জচ্ছতীরিবঃ ভাহরতাঅনাদিবঃ ॥

ঋষ্টি অস্ত্রের চালক ও বলশালী মরুদগণ উজ্জল আভরণে ও বিশেষ অস্ত্রে, সজ্জিত। তড়িৎগণও গর্জনকারি জলরাশি সদৃশ প্রত্যহ উহার অনুসরণ করে। দীপ্তিশালী মরুদগণের প্রভা স্বতঃ প্ররম্ব হইয়া দ্রুত বেগে নির্গত হয়। ভাস্কর সায়াণাচার্য্য ১১৩৭২ শ্লোকে মন্তব্য করেন।

বাশীমন্ত ঋষ্টিমন্তো মনীষিণঃ স্ত্রধ্বান ইষুমন্তো নিসদ্বিগঃ।

স্বধাঃ স্ব স্ত্রধাঃ পৃশ্ণিমাভরঃ স্বাজ্জ্বা মরুতো যাবনা শুভম্ ॥

হে শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিমান্ মরুদগণ, তোমাদের বাশী ও ঋষ্টি অস্ত্রদ্বয়, উত্তম ধর্ম্মবর্ণ, তরকশ, উৎকৃষ্ট অশ্ব ও রথ আছে। হে পৃশ্ণিপুত্রগণ, তোমরা নানা অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মদীয় কল্যাণার্থ উপস্থিত হও। ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদক উইলসন সাহেব বাশী ও ঋষ্টির ভিন্ন অর্থ দিয়াছেন। ঋগ্বেদের বদ্যানুবাদক রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ঋষ্টির আধুনিক নাম বর্শা।

১৪৯। প্রাচীনকালের অস্ত্রবিশেষ। গদা নামক অস্ত্রের আকার এবং ক্রিয়া এই শ্লোকার্দ্ধে কথিত, ‘অষ্টাশা পৃথুব্রূগা তু গদা হৃদয়সম্মিতা।’ গদার মুষ্টি বড় হয়, আকার (অঙ্ক) আটপহল ও হৃদয় পর্যন্ত লম্বা হয়। গদা ওজনে প্রায় ২০ সের হয়। ভগবান বিষ্ণু একহস্তে গদাধারী। এই ভক্ত তাঁহার একনাম গদাধর।

তাভ্যাং স যুযুধে কঙ্কিঃ সেনাগণসমম্বিতঃ।

শুভানাং কঙ্কিসৈন্যানাং সমরস্তমূলোভবৎ ॥ ৪৬

হ্রেষিতৈর্বৃংহিতৈর্দন্তশকৈষ্টকারনাদিতৈঃ ।

শূরোং ক্রুষ্টৈর্বাহবেগৈঃ সংশকস্তলতাড়নৈঃ ॥ ৪৭

সংপূরিতা দিশঃ সর্ব্বা লোকা নো শর্য্য লেভিরে ।

দেবাশ্চ ভয় সন্তস্তা দিবি ব্যস্তপথা যযুঃ ॥ ৪৮

পাশৈর্দৈগুৈঃ খড়্গশস্ত্রুষ্টিশূলৈঃ-

র্গদাঘাতৈর্ব্বাণপাতৈশ্চ ঘোরৈঃ ।

যুদ্ধে শূরাশ্চিন্ন বাহুবজ্জি মধ্যাঃ

পেতুঃ সংখ্যে শতশঃ কোটিশশ্চ ॥ ৪৯

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরাণে অহুভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কঙ্কিসেনা সংগ্রাম নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

**শ্লোকার্থ।** ভগবান কঙ্কিদেব সেনাগণে পরিবৃত্ত হইয়া কোক ও বিকোকের সহিত তুমুল সমর করিতে লাগিলেন । কঙ্কির সৈন্যবাহিনী মধ্যে প্রধান প্রধান যোদ্ধগণ ঘোর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল । অশ্বগণের হেয়ারবে, করিগণের বৃংহিতি ও দন্ত শব্দে, শরাসনের টংকারে, শূরগণের বাহবেগে, মুঠাবাতে ও চপেটাঘাতে মহাশব্দ উৎপন্ন হইল । ৪৬-৪৭

এই ঘোর শব্দে দশ দিক্ পরিপূরিত হইল । তখন কোন মহুশ্যই নিবৃত্তি লাভে সমর্থ হইল না । দেবগণ মহা ভয়ে সন্তস্ত হইয়া আকাশে বিপর্য্যস্ত পথে গমন করিতে লাগিলেন । ৪৮

এই ভীষণ সংগ্রামে পাশাস্ত্র, দণ্ড, খড়্গ, শক্তি, শূল ও গদা এবং স্ত্রীশস্ত্র শরপ্রহারে কোটি কোটি বীরগণের বাহ ও পদ ও মধ্যদেশ ছিন্নভিন্ন হইয়া, রণভূমি পরিব্যাপ্ত করিল । ৪৯

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্য অহুভাগবতে তৃতীয়াংশে

কঙ্কিসেনা সংগ্রাম নামক ষষ্ঠাধ্যায়ের

অহুবাদ সমাপ্ত ।

## তৃতীয় অংশ

### সপ্তম অধ্যায়

স্মৃত উবাচ ।

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে ধর্মঃ পরমকোপনঃ ।

কৃতেন সহিতো ঘোরং যুদ্ধে কলিনা সহ ॥১

\*কলিস্তমিত্রবানৌঘৈধর্মস্ত্যাপি কৃতস্ত চ ।

পরাজুতঃ পুরীং প্রায়াং ত্যক্ত্বা গর্দভ বাহনম্ ॥২

বিচ্ছিন্ন পেচকরথঃ শ্রবজ্জস্তাঙ্গ সঞ্চয়ঃ ।

ছুছুর্গন্ধঃ করালান্তঃ স্ত্রীস্বামিকমগাদ্ গৃহম্ ॥৩

দন্তঃ সন্তোগরহিতোদ্ধৃতবাণ গণাহতঃ ।

ব্যাকুলঃ স্বকুলান্সারো নিঃসারঃ প্রাবিশদ্ গৃহম্ ॥৫

**শ্লোকার্থ**। স্মৃত বলিলেন, এইরূপ মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধর্ম অত্যন্ত ক্রোধভরে সত্যযুগ সমভিব্যবহারে কলির সহিত ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ।১

পরে ধর্ম ও সত্যযুগের ভীষণ বাণদগুহে পরাজুত হইয়া গর্দভবাহন পরিত্যাগ-পূর্বক কলি নিজপুরীতে প্রবেশ করিল ।২

তাহার পেচকাংক রথ বিচ্ছিন্ন হইল ও সমস্ত শরীরে রক্তশ্রাব বহিতে লাগিল । তাহার গাজে ছুঁচার গন্ধ বাহির হইল এবং মুখ অতি ভীষণাকার ধারণ করিল । এই অবস্থায় কলি স্ত্রীস্বামিক-৫৬ গৃহে প্রবেশ করিল ।৩

নিজ কুলের অঙ্গার স্বরূপ দন্ত সন্তোগরহিত কর্তৃক নিষ্কিন্তু বাণনিকরে আহত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে নিজগৃহে প্রবেশ করিল ।৪

\* কলিদমিত্রবানৌঘৈ ইতি বা পাঠঃ ।

**টিপ্পণী**। ১৫০। যে গৃহে পতি বা পুরুষ জ্ঞাতির অধিকার নাই ও নারীগণই সর্বপ্রকারে গৃহের কর্ত্রী হয়, উহাকে স্ত্রীস্বামিক গৃহ বলে । যে পুরুষ

জ্ঞেয় হয় না, সে নারীগণকে স্ব-গৃহের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব দেয় না। নারীগণকে সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করিলে তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হয় ও তাহাদের আত্মগত স্বীকার করিতে হয়। যে গৃহে স্থূলবুদ্ধি নারীগণের অধিকার প্রবল হয়, তথায় অশান্তি ব্যতীত অত্যাচার দোষও প্রতীয় পায়। পূর্বাচার্যগণ বলেন, ‘স্ত্রী পুংবশ্ত প্রভবতি যদা তদ্ধি গেহং বিনষ্টম্।’ ইহার অর্থ, যে গৃহে নারী পুরুষ সদৃশ সমান আচরণ করে, তাহা বিনষ্ট হয়। উক্ত শব্দের ইহাই গূঢ়ার্থ মনে হয়। মহুশ্বতিতে আছে, ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমহতি। ইহার অর্থ, নারী স্বাতন্ত্র্য সন্তোগের যোগ্য নহে। যেখানে এই ধর্মশাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘিত হয়, সেখানে নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়। তথায় থাকিলে সনাতন ধর্ম পালন করা যায় না। অত্যাচার আছে,— স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।

লোভঃ প্রসাদাভিহতো গদয়া ভিন্ন মন্তকঃ ।

সারমেয়রথং ছিন্নং ত্যক্ত্বাগাক্রধিরং বমনং ॥৫

অভয়েন জিতঃ ক্রোধঃ কষায়ীকৃতলোচনঃ ।

গন্ধাখুবাহং বিছিন্নং ত্যক্ত্বা বিশসনং গতঃ ॥৬

ভয়ং সূখতলাঘাতাদগতান্নূর্ণ্যপতদ্ ভুবি ।

নিরয়ো মুদমুষ্টিভ্যাং পীড়িতো যমমাযযৌ ॥৭

আধিব্যাধ্যাদয়ঃ সর্বৈ ত্যক্ত্বা বাহমুপাত্রবন্ ।

নানা দেশান্ ভয়োচ্ছিন্ন কৃতবান প্রপীড়িতাঃ ॥৮

ধর্ম্যঃ কৃতেন সহিতো গতা বিশসনং কলেঃ ।

নগরং বাণদহনৈর্দদাহ কলিনা সহ ॥৯

শ্লোকার্থ। লোভ প্রসাদকর্তৃক অভিহত হইল। পদাঘাতে তাহার মন্তক চূর্ণ হইল। তাহার সারমেয় সমন্বিত রথ বিচূর্ণ হওয়ায় সে তাহা বর্জন পূর্বক ক্রধির বমন করিতে করিতে পলায়ন করিল।৫

অভয়ের সহিত যুদ্ধে ক্রোধ পরাজিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় কলুষিত হইয়া উঠিল। তদীয় দুর্গন্ধময় মুষিকধ্বজ রথ ছিন্নভিন্ন হইল। সূত্ররূপে সে তাহা পরিত্যাগান্তে বিশসন নগরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।৬

স্বপ্নের করতলাঘাতে গতাস্থ হইয়া ভয় ভূতলে পতিত হইল। স্ত্রীতির মুষ্ঠাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া নিরয় যমালয়ে গমন করিল।৭

আধি ও ব্যাধি সকলেই সত্যযুগের শরঙ্গালে নিপীড়িত হইয়া স্ব স্ব বাহন বর্জন করিয়া ভয়াকুল চিত্তে নানাদেশে গলায়ন করিল।৮

অনন্তর ধর্ম কৃতযুগের সহিত মিলিত হইয়া কলির প্রধান রাজধানী বিশসন নগরে প্রবেশ করিলেন এবং শরাগ্নি দ্বারা কলির সহিত ঐ নগর দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।৯

কলির্বিপ্লুষ্ঠসর্বাঙ্গো মৃতদারো মৃতপ্রজঃ ।

জগামৈকো রুদন্ দীনো বর্ষান্তরমলক্ষিতঃ ॥১০

মরুস্ত শককাম্বোজান্ জ্বলে দিব্যাস্ত্র তেজসা ।

দেবাপিঃ শবরাং শোচালান্ বর্ষরাংস্তদগগানপি ॥১১

দিব্যাস্ত্র শস্ত্র সম্পাতৈরদগ্ধাশাস বীৰ্য্যবান্ ।

বিশাখযুপ ভূপালঃ পুলিন্দান পুষ্কশানপি ॥১২

শ্লোকার্থ। কলির সর্বাঙ্গ দগ্ধ হইল। তাহার স্ত্রী-পুত্র সমস্তই যমালয়ে প্রেরিত হইল। সে একাকী ভীত চিত্তে রোদন করিতে করিতে অলক্ষিতভাবে অন্তদেশে গলায়ন করিল।১০

এদিকে মরু দিব্যাস্ত্রসমূহের তেজঃ দ্বারা শক ও কাম্বোজগণকে নিপাতিত করিলেন। দেবাপি ও শবর, চোল ও বর্ষরগণকে ঐরূপে উৎপাটিত করিলেন।১১

পরে তেজস্বী রাজা বিশাখযুপ দিব্য অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপে পুলিন্দ ও পুষ্কশ-গণকে১৩ পরাজিত করিলেন।১২

টিপ্পনী ১৫১। কেহ কেহ বলেন, পুষ্কশ অর্থে চণ্ডাল। মহাসংহিতায় (১০ অধ্যায়, ১৮ শ্লোকে) পুষ্কশ শব্দ উল্লিখিত।

জাতো নিশাদাচ্ছূদ্রায়াং জাত্যা ভবতি পুষ্কসঃ ।

শূদ্রাজাতো নিষাৎশাস্ত্র স বৈ কুকুটকঃ স্তবঃ ॥

নিষাদের ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভে জাত ব্যক্তিকে পুক্স বলে।  
মহাসংহিতায় ( ১০ অধ্যায় ৮ শ্লোকে ) নিষাদ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই শ্লোক  
দৃষ্ট হয়।

ব্রাহ্মণাদৈশ্বককৃত্যামম্বষ্টো নাম জায়তে।

নিষাদঃ শূদ্রকৃত্যয়াং যঃ পারশব উচ্যতে ॥

ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্বনারীর গর্ভে অম্বষ্ঠের জন্ম হয় এবং ব্রাহ্মণ কর্তৃক শূদ্রা  
নারীর গর্ভজাত সন্তান নিষাদ। নিষাদের অন্তর্নাম পারশব। এই নিষাদের  
ঔরসে শূদ্রা নারীর গর্ভে পুক্স জাতি উৎপন্ন হয়। পুক্স বর্ণসংকরে জাত হয়।  
ইহার অতি নীচ জাতি ও দুঃশীল, দুর্বৃত্ত হয়। এখনও এইদেশে কোথাও  
কোথাও পুক্স জাতি দেখা যায়।

জঘান বিমলপ্রজঃ খড়্গপাতেন ভূরিণা।

নানাজ্ঞশস্ত্র বর্ষেষু যোধা নেশ্বরনেকথা ॥১৩

কন্ধিঃ কোকবিকোকাভ্যাং গদাপাণিযুধাং পতিঃ।

যুযুধে বিম্বাসবিজ্ঞো লোকানাং জনয়নু ভয়ম্ ॥১৪

বৃকাসুরস্ত পুত্রৌ তৌ নপ্তারৌ শকুনেহরিঃ।

তয়োঃ কন্ধিঃ স যুযুধে মধুকৈটভয়োর্থথা ॥১৫

তয়োগদা প্রহারেণ চূর্ণিতাজস্ত তৎপতেঃ।\*

করাং চ্যুতাপতদ্ভূমৌ দৃষ্ট্যেচুরিত্যহোজনাঃ ॥১৬

শ্লোকার্থ। নির্মলবুদ্ধিসম্পন্ন বিশাখযুপ নিরন্তর খড়্গপ্রহারে এবং বহুবিধ  
অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণে বিপক্ষগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। এইরূপে শত্রু পক্ষীয়  
যোদ্ধগণের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল। ১৩

গদা বুদ্ধে সূদক্ষ কন্ধিদেব গদা হস্তে লইয়া সমস্ত লোকের ভয় উৎপাদন  
পূর্বক কোক ও বিকোকেস সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪

\* এই দুই ভ্রাতা বৃকাসুরের পুত্র এবং শকুনির পৌত্র। ত্রীতরি বিষ্ণু পূর্বে

যেমন মধু ও কৈটভের<sup>১৫২</sup> সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই দুই মহাবীরের সঙ্গে কঙ্কিদেব সংগ্রাম করিতে লাগিলেন।<sup>১৫</sup>

পরে এই দুই যোদ্ধার গদা প্রহারে কঙ্কির কোন কোন অঙ্গ আহত হইল। তাঁহার হস্ত হইতে গদা স্থলিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তাহা দেখিয়া সকলেই আশ্চর্যঘটিত হইলেন।<sup>১৬</sup>

\*চূর্ণিতাংগস্ত ইতি বা পাঠঃ।

**টিপ্পনী।** ১৫২। প্রলয়কালে নারায়ণ কারণ সলিলে শেখনাগের উপর শয়িত ছিলেন। তখন তাঁহার নাস্তিতে একটি পদ্ম উৎপন্ন হয়। এই পদ্ম হইতে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করেন। তৎকালে বিষ্ণুর কর্ণবয় হইতে কর্ণমল নির্গত হয়। ঐ কর্ণমল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্য জাত হয়। এই দৈত্যদ্বয় ব্রহ্মার সহিত বাহ্যযুদ্ধ আরম্ভ করেন।

তখনও নারায়ণ যোগনিদ্রা হইতে জাগ্রত হন নাই। ব্রহ্মা দৈত্যদ্বয়ের সহিত বাহ্যযুদ্ধে পরাজিত হইয়া নারায়ণের রূপা ভিক্ষা করেন। ব্রহ্মার স্তবে নারায়ণের যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়। নারায়ণ এই দৈত্যদ্বয়ের প্রাণসংহার পূর্বক ব্রহ্মার ভয় দূর করেন। এই দৈত্যদ্বয়ের মেদে মেদিনী বা পৃথিবী সৃষ্ট হয়। এই উপাখ্যান অনেক পুরাণে উল্লিখিত।

ততঃ পুনঃ ক্রোধা বিষ্ণুর্জগজ্জিহ্মুর্মহাত্মজঃ।

ভল্লকেন শিরস্তস্ত্র বিকোকস্ত্যাচ্ছিনৎ প্রভুঃ ॥১৭

মৃতো বিকোকঃ কোকস্ত দর্শনাহুথিতো বলী

তদৃষ্ট্বা বিস্মিতা দেবাঃ কঙ্কিচ্চ পরিবীরহা\* ॥১৮

প্রতিকর্তুর্গদাপাগৈঃ কোকস্ত্যাপ্যাচ্ছিন্নচ্ছিরঃ।

মৃতঃ কোকো বিকোকস্ত দৃষ্টিপাতাৎ সমুথিতঃ ॥১৯

পুনস্তৌ মিলিতৌ তেন যযুধাতে মহাবলৌ।

কামরূপধরৌ বীরৌ কালমৃত্যু ইবাপরৌ ॥২০

**শ্লোকার্থ।** অনন্তর ত্রিলোকবিজয়ী মহাত্মজ জগৎপ্রভু বিষ্ণু\* (কঙ্কি)



পুনরায় ক্রোধাঘিত হইয়া ভল্লনামক<sup>১৫৩</sup> অস্ত্রদ্বারা বিকোকের মস্তক ছেদন করিলেন। মহাবল বিকোকের মৃত্যু হইলেও তদীয় ভ্রাতার দৃষ্টিপাতমাত্র সে মৃত্যুশয্যা হইতে উথিত হইল। এতদর্শনে দেবগণ এবং বিপক্ষবীর সংহারক কঙ্কিদেব অত্যধিক বিস্ময়াপন্ন হইলেন। ১৭-১৮

কোক বিকোকের পুনরুজ্জীবনের কারণ হওয়ায় গদাপাণি কঙ্কিদেব কোকের মস্তক ছেদন করিলেন। কোক মৃত হইলেও বিকোকের দৃষ্টিপাতে তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবিত এবং যুদ্ধার্থ উথিত হইল। ১৯

অনন্তর ইচ্ছানুরূপ দেহধারী মহাবল কোক ও বিকোক উভয়ে পুনর্বার মিলিত হইয়া দ্বিতীয় কাল ও মৃত্যুর ভাষ কঙ্কির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ২০

\* পরবীরহা ইতি বা পাঠঃ।

**টিপ্পনী।** ১৫৩। প্রাচীন যুদ্ধাদ্র বিশেষ। ইহার ব্যবহার বাণতুল্য। যাদব কোব অহুসারে ‘স্ন হীদল ফলো ভল্লঃ’। যে বাণের ফলক দেবদারু পাতার সমান আকার হয়, তাহাকে ভল্ল বলে। এই অস্ত্র ধনুদ্বারা চালিত হয়।

\* কঙ্কিদেব ভগবান বিষ্ণুর দশম অবতার বলিয়া অভিন্ন স্বরূপে বিষ্ণু নামে উল্লিখিত। এইভাবে দুই অবতার রাম ও কৃষ্ণ বিষ্ণু নামে সম্বোধিত হন।

খড়্গা চর্ম্মধরৌ কঙ্কিং প্রহরন্তৌ পুনঃ পুনঃ।

কঙ্কিঃ ক্রুধা তয়োস্তদ্বদবাণেন শিরসী হতে ॥২১

পুনর্লগ্নে সমালোক্য হরিশ্চিন্তাপরোহভবৎ।

\* বিশসস্তাবথালোক্য তুরগস্তাবতাড়য়ৎ ॥২২

কাগকল্লৌ ছুরাধর্ষৌ তুরগেণাদিতৌ ভূশম্।

কঙ্কেষ্টং জম্বতুর্কানৈরমর্ষাতাম্রলোচনৌ ॥২৩

তয়োভূর্জাস্তরং সোহখঃ ক্রুধা সমদশদভূশম্ ॥

ভৌ তু প্রভিন্নাস্তি ভূজৌ বিশস্তাদদকামুর্কৌ।

পুচ্ছং জগৃহতুঃ সপ্তেগৌপুচ্ছং কালকাবিব ॥২৪

গ্লোকার্থ। তাহারা খজা ও চর্ম ধারণ করিয়া কঙ্কির প্রতি পুনঃ পুনঃ কঠোর আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল। কঙ্কি ক্রোধভরে বাণদ্বারা তাহাদের উভয়ের মস্তক খণ্ডিত করিলেন। কি আশ্চর্য্য! উভয়ের মস্তক পুনরায় সংলগ্ন হইল। ২১

ইহা দেখিয়া শ্রীহরি অতিশয় চিন্তাঘটিত হইলেন। পরে কঙ্কির অশ্ব যুদ্ধরত কোক ও বিকোককে দারুণ আঘাত করিল। ২২

অন্তক সদৃশ দুর্ধ্ব কোক ও বিকোক কঙ্কির অশ্ব কর্তৃক অত্যন্ত প্রহত হওয়ায় অমর্ষভরে আরক্ত নয়নে তাহাকে শরজালে সমাবৃত করিল। ২৩

তৎকালে কঙ্কিবাহনও ক্রোধভরে কোক ও বিকোকের বাহুমূল দংশন করিল। তাহাদের বাহুর অস্থি চূর্ণ হইয়া গেল, অঙ্গদ ও কামূ'ক ভগ্ন হইল। পরে বালক যেমন গোপুচ্ছ ধারণ করে, তদ্রূপ তাহারা সেই অশ্বের পুচ্ছদেশ ধারণ করিল। ২৪

\* বিসম্বদ্ব্যথালোক্য ইতি বা পাঠঃ।

\*১ বালকাবিব ইতি বা পাঠঃ।

ধৃতপুচ্ছৌ তু তৌ জ্ঞাষা সপ্তিঃ পরমকোপনঃ।

পশ্চাৎ পশ্চ্যাৎ দৃঢ়ং জয়ে তয়োর্বক্ষসি ব্রজবৎ ॥২৫

ত্যক্তপুচ্ছৌ মূচ্ছিতৌ তৌ তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিতৌ।

পুরতঃ কঙ্কিমালোক্য ভবাঘাতে \* স্মৃটাক্ষরৌ ॥২৬

ততো ব্রহ্মা তমভ্যেত্য কৃতাজ্জলিপুটঃ শনৈঃ।

প্রোবাচ কঙ্কিং নৈবামু শাস্ত্রান্ধৈর্বধমর্হতঃ ॥২৭

করাঘাতাদেককালে উভয়োনির্মিতৌ বধঃ।

উভয়োদর্শনাদেব নোভয়োশ্রবণং কচিৎ।

বিদিত্বৈতি কুরুষাণ্মনু যুগপচ্চানয়োর্বধম্ ॥২৮

গ্লোকার্থ। অশ্ব তাহাদিগকে পুচ্ছ ধারণ করিতে দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল এবং পশ্চাৎ পদদ্বয় দ্বারা দৃঢ়রূপে বজ্রের স্থায় তাহাদের বক্ষস্থলে প্রচণ্ড আঘাত করিল। ২৫

ইহাতে কোক ও বিকোক মুচ্ছিত হইয়া পুচ্ছ পরিত্যাগান্তে ভূপতিত ও তৎক্ষণাৎ পুনরুত্থিত হইল। পরে তাহাদের সম্মুখে কক্ষিকে দেখিয়া ফুটাক্ষরে পুনরায় যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। ২৬

এই সময় ব্রহ্মা কক্ষির নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে ধীরে ধীরে বলিলেন, এই কোক ও বিকোক অস্ত্র বা শস্ত্র দ্বারা নিহত হইবে না। হে পরমেশ্বর, এককালে করাঘাত দ্বারা উভয়ের বিনাশ হইতে পারে। এই উভয়ের মধ্যে একজনের দৃষ্টিপাতে অত্নজনের মৃত্যু হইবেন। আপনি ইহা পরিজ্ঞাত হইয়া যুগপৎ উভয়ের বিনাশ সাধন করুন। ২৭-২৮

\*বভাষাতে ইতি বা পাঠঃ।

ইতি ব্রহ্মবচঃ শ্রুত্বা ত্যক্ত শস্ত্রান্ধবাহনঃ।

তয়োঃ প্রহারতোঃ শৈশ্বরং কন্ধির্দানবয়োঃ ক্রুধা।

মুষ্টিভ্যাং ব্রজকল্লাভ্যাং বভঞ্জ শিরসী তয়োঃ ॥২৯

তৌ তত্র ভগ্নমস্তিক্ষৌ ভগ্নশৃঙ্গাবগারিব।\*

পেততুর্দ্বিবি দেবানাং ভয়দৌ ভুবি বাধকৌ ॥৩০

তদৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যাং গন্ধর্ব্বাস্রসং গণাঃ।

ননুহুজ্জগুস্তৃপ্তবুশ্চ মুণ্ডয়ঃ সিদ্ধচারণাঃ।

দেবাশ্চ কুসুমাসারৈর্ববর্ষহর্ষমানসাঃ ॥৩১

দ্বিবি ছন্দুভয়োনেতুঃ প্রসন্নাস্চাভবন্ দিশাঃ।

তয়োর্ব্বধপ্রমুদিতঃ কবিদর্শনহস্তকান্।

সাস্থান্ মহারথান্ সাক্ষাদহনদ্ দিব্যসায়কৈঃ ॥৩২

শ্লোকার্থ। পিতামহের পরামর্শে কন্ধিদেব তাঁহার বাহন ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। পরে তিনি যথেষ্ট প্রহারকারী দানবদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া ক্রোধভরে যুগপৎ বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বয় প্রহারে তাহাদের উভয়েরই মস্তক চূর্ণ করিলেন। ২৯

দেবলোকস্থিত দেবগণেরও ভয়জনক ও সর্বজনের অনিষ্টকারী এই দানবদ্বয় ভগ্নমস্তক হইয়া ভগ্নশৃঙ্গ পর্বতদ্বয়ের ত্রায ভূতলে পতিত হইল । ৩০

ঈদৃশ মহৎ অদ্বং ব্যাপাব দেখিয়া গন্ধবগণ গান করিতে লাগিল, অঙ্গুরাগণ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, মুনীগণ স্তব করিতে লাগিলেন, দেবগণ ও সিদ্ধগণ এবং চারুগণ হৃষ্টচিত্তে পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন । ৩১

অনন্তর কঙ্কি কোক ও বিকোকের নিধন দর্শনে আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া দিব্য অস্ত্রসমূহে সজ্জিত হইয়া অশ্ব ও রথের সহিত দশ সহস্র মহারথঃ ১৫৪ যোদ্ধাকে স্বয়ং বিনাশ করিলেন । ৩২

\*ভগ্নশৃঙ্গাগাবিব ইতি বা পাঠঃ ।

**টিপ্পনী ।** ১৫৪ । মহারাথের উপাধি অত্যন্ত সম্মানসূচক । মহারাথের শক্তি অপরিমিত । যথা—

একো দশসহস্রাণি যোধয়েচ্ছস্ত ধম্বিতাম্ ।

শত্রুশাস্ত্র প্রবীণশ্চ স মহারথ উচ্যতে ॥

যে বীর যোদ্ধা শত্রু ও শাস্ত্রে সুনিপুণ এবং একাকী দশ হাজার ধম্ব্যধারীর সহিত সমরে সমর্থ, তাহাকে মহারাথ বলে । এই সম্বন্ধে অন্য একটি শ্লোকও দৃষ্ট হয় ।—

আত্মানং সারথিং চান্বান রক্ষত্বাধ্যোত যো নরঃ ।

স মহারাথ সংজ্ঞং স্রাদিত্যাহ্নীতিকৌবিদাঃ ॥

নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, যে বীরপুরুষ নিজ সাবথী ও অশ্বকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধজয়ে সমর্থ হন, তাহাকে মহারাথ বলে । এই সম্বন্ধে আরও একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল ।

বথেনৈকেন যঃ শত্রুণ সহস্কারো ব্রজত্যলম্ ।

মহাবথঃ স বিজ্ঞেয়ো যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদঃ ॥

যুদ্ধশাস্ত্রে বিশাবদ যে বীরপুরুষ একাকী রথের সাহায্যে হংকার সহকারে শত্রুগণের সম্মুখীন হন, তিনি মহারাথ । উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে মহারাথের বীরত্ব পড়িলে বিস্মিত হইতে হয় ।

প্রাজ্ঞঃ শত সহস্রাণাং যোধানাং রণমূৰ্দ্ধনি\* ।  
 ক্ষয়ং নিত্রে স্তুমন্তস্ত রথিনাং পঞ্চবিংশতিম্\*<sup>১</sup> ॥ ৩৩  
 এবমন্ত্রে গার্গ্য ভর্গ্য বিশালাত্না মহারথান ।  
 নিজস্বঃ সময়ে ক্রুদ্ধা নিবাদান্ শ্লেচ্ছবৰ্বরান্ ॥ ৩৪  
 এবং বিজিত্য তান্ সৰ্বান্ কঙ্কিভূ পগনৈঃ সহ ।  
 শয্যাকর্নৈশ্চ ভল্লাটনগরং জেতুমাগমৌ ॥ ৩৫  
 নানাবাঔলৈকসংঘৈর্বরস্ত্রৈঃ নানাবস্ত্রৈর্ভূষনৈর্ভূষিতাদৈঃ  
 নানাবাহৈশ্চামরৈঃ\*<sup>২</sup> ক্বীজ্যমাণে, যাতৌ যোদ্ধুং কঙ্কিরত্না-  
 গ্রসেনঃ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীকষ্টিপুরাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়োঃশে কোক বিকোকাদীনাং  
 বধো নাম সপ্তমোঃধ্যায়ঃ ॥

- \*রণমূর্ছনি ইতি বা পাঠঃ ।
- \*১ পঞ্চবিংশতি ইতি বা পাঠঃ ।
- \*২ নানাবাহৈশ্চামরৈঃ ইতি বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্থ । সেই বণভূমিতে প্রাজ্ঞ একলক্ষ যে দ্বাকে ভূপাতিত করিলেন ।  
 স্তমন্ত্রেব হস্তেও পঞ্চবিংশতি রথী নিগত হইল । এইরূপ গার্গ্য, ভর্গ্য,  
 বিশাল প্রভৃতি বীরগণ ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সময়ে শ্লেচ্ছ, ববর ও নিবাদগণকে  
 বিনাশ করিলেন । ৩৩-৩৪

এইরূপে কঙ্কি রাজগণেব সহিত একত্র হইয়া উক্ত শত্রুগণকে পরাজিত  
 করিলেন এবং শয্যাকর্ণগণেব অধিকৃত ভল্লাটনগর বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন ।  
 অনন্তর কঙ্কিদেব মহতী সেনা সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলে নানাবিধ  
 বাস্তুধনি হইতে লাগিল । ৩৫

নানাবিধ উত্তম অস্ত্রসমূহ, নানাপ্রকার পরিচ্ছদ ও নানারূপ ভূষণে ভূষিতদেহ  
 অসংখ্য লোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল । তাঁহাব সহিত বহুবিধ বাহন যাত্রা  
 করিল । চারিদিকে চামরব্যজন হইতে লাগিল । ৩৬

শ্রীকষ্টিপুরাণে ভবিষ্য অমৃতভাগবতে তৃতীয়োঃশে

কোক-বিকোক বধ নামক সপ্তম

অধ্যায়ের অন্তিম

সমাপ্ত

তৃতীয় অংশ

অষ্টম অধ্যায়

স্মৃত উবাচ ।

সেনাগণৈঃ পরিবৃতঃ কঙ্কিনারায়ণঃ প্রভুঃ ।

ভল্লাটনগরং প্রায়াং খড়্গধৃক্ সপ্তিবাহনঃ ॥ ১

স ভল্লাটেশ্বরো যোগী জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং জগৎপতিম্ ।

নিজসেনাগণৈঃ পূর্ণো যোদ্ধু কামো হরিং যযৌ ॥ ২

স হর্ষোৎপুলকঃ ক্রীমান্ দীর্ঘাঙ্গঃ কৃষ্ণভাবনঃ ।

শশিধ্বজো মহাতেজা গজায়ুতবলঃ সূর্যীঃ ॥ ৩

তস্মৈ পত্নী মহাদেবী বিষ্ণুত্রতপরায়না ।

সুশান্তা স্বামিনং প্রাহ কঙ্কিনা যোদ্ধু মুত্তমম্ ॥ ৪

নাথ কাস্তং জগন্নাথং সর্বাস্তুস্বামিনং প্রভুম্ ।

কঙ্কিং নারায়ণং সাক্ষাৎ কথং তং প্রহরিস্যসি ॥ ৫

ল্লোকার্থ । স্মৃত বলিলেন, প্রভু কঙ্ক অস্বারূঢ় হইয়া খড়্গধারণ পূর্বক  
বহুসংখ্যক সৈন্যগণের সহিত ভল্লাটনগরে ২৫৫ আগমন করিলেন । ১

কঙ্কিকে জগৎপতি ক্রীহরি ও বিষ্ণুর পূর্ণাবতার জানিয়াও মহাযোগী  
ভল্লাটাদিপতি যুদ্ধ করিবার মানসে স্বীয় সৈন্যগণের সহিত নির্গত হইলেন । ২

ভক্তিতে তাঁহার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইল । এই রাজা কৃষ্ণভক্ত ছিলেন ।  
তিনি সুবুদ্ধি, ক্রীমান্, দীর্ঘাঙ্গ ও তেজস্বী । তাঁহার নাম শশিধ্বজ । ৩

শশিধ্বজের রাণীর নাম সুশান্তা । ইনি বিষ্ণুত্রত-পরায়ণা দেবীরূপা । রাণী  
সুশান্তা স্বপতিকে কঙ্কির সহিত যুদ্ধার্থ উত্তত দেখিয়া বলিলেন, হে নাথ,  
যিনি জগতের ঈশ্বর, জগতের প্রার্থনীয় সর্বাস্তুস্বামী পরমেশ, সাক্ষাৎ নারায়ণ,  
সেই কঙ্কিকে আপনি কিরূপে অস্ত্রাবাত করিবেন ? ৪-৫

টিপ্পনী। ১৫৫। এই নগর কোথায়, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সহ পর্বতের উত্তর পূর্ব কোণে যে শাখা পর্বত অধুনা ষট্পুর বা ষট্পুরা নামে বিখ্যাত, সেই অঞ্চলে কোথাও ভল্লাটনগর অবস্থিত ছিল। পশ্চিমঘাট পর্বতের উত্তরাংশের নাম সহপর্বত হইতে পারে। উক্ত অনুমানের কারণ এই যে, এখানে কথিত হইয়াছে, ভল্লাটনগরে শয্যাকর্ণ জাতি বাস করিত। উহা শয্যাকর্ণ না হইয়া সহকর্ণ হইলে অনুমান সত্য হইতে পারে। ষট্পুর বা ষট্পুরা পাহাড় সহ-পর্বতের কর্ণতুল্য। এই কারণে সেই স্থানের অধিবাসী সহকর্ণজাতি সহপর্বতের কর্ণবাসী জাতিরূপে অন্তর্গত হয়।

শশিধ্বজ উবাচ।

সুশাস্ত্রে পরমো ধর্ম্যঃ প্রজাপতিবিনিম্মিতঃ।

যুদ্ধে প্রহারঃ সর্বত্র গুরো শিষ্যে হরেরিব ॥ ৬

জীবতো রাজভোগঃ স্নানুতঃ স্বর্গে প্রমোদতে।

যুদ্ধে জয়ো বা মৃত্যুর্বা ক্ষত্রিয়াণাং সুখাবহঃ ॥ ৭

সুশাস্ত্রোবাচ।

দেব হং ভূপতিং বা বিঘ্নাবিষ্টকামিনাম্।

উন্মাদানাং ভবেদেব ন হরে : পাদসেবিনাম ॥ ৮

হং সেবকঃ স চাপীশত্বং নিকামঃ স চাপ্রদঃ !\*

যুবয়োযুদ্ধ মিলনং কথং মোহাদ্ ভবিষ্যতি ॥ ৯

শশিধ্বজ উবাচ।

দ্বন্দ্বাতীতে যদি দ্বন্দ্বমীশ্বরে সেবকে তথা।

দেহাবেশাল্লীলয়ৈব সা সেবা স্ম্যন্তথা মম ॥ ১০

শ্লোকার্থ। রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, হে সুশাস্ত্রে, পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ পরমধর্ম নির্দেশ দিয়াছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শ্রীহরির জায় গুরুজনের দেহে বা শিষ্যের শরীরে সর্বত্র আঘাত করা বাইতে পারে। ৬

জীবিত অবস্থায় সংগ্রাম হইতে প্রাতিনিবৃত্ত হইলে অথও রাজ্যভোগ হয়। যদি যুদ্ধে মৃত্যু হয়, তাহা হইলে স্বর্গে আনন্দ-সন্দোহ সম্ভোগ করিতে পারে। অতএব ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে যুদ্ধে মৃত্যুই হউক বা জয়ই হউক, উভয়ই শ্রেয়স্কর। ৭

রাণী সুশাস্তা বলিলেন, যাহারা ভোগ কামী, যাহাদের চিত্ত সর্বদা বিষয়ে আসক্ত ও বিষয়মদে উন্মত্ত, তাঁহাদের পক্ষেই যুদ্ধে জয় হইলে অথও রাজ্য ও পরাজয় হইলে স্বর্গলাভ পরম পুরুষার্থরূপে গণনীয়। যাহারা শ্রীহরির পদসেবা করেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা অকিঞ্চিৎকর। ৮

আপনি ভক্ত, তিনি ভগবান। আপনি নিকাম, তিনি ফলদাতা। ঈদৃশ অবস্থায় যাহা মোহের কাৰ্য, তাদৃশ যুদ্ধ সম্বটন কিরূপে হইতে পারে। ৯

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, সুখ-দুঃখাদিরূপ<sup>১৫৬</sup> দ্বন্দ্বাতীত ঈশ্বর ও তদীয় ভক্ত উভয়ে দেহধারণ নিবন্ধন মায়াবশে যদি উক্ত দ্বন্দের অধীন হন, তবে তাদৃশ যুদ্ধাদি আমার পক্ষে লীলাপুষ্টির জন্য সেবারূপে গণনীয়। ১০

\*চাপ্রদত্তঃ ইতি বা পাঠঃ।

**টিপ্পনী।** ১৫৬। সুখ ও দুঃখ, নীত ও গীত প্রভৃতিকে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী দুই পদার্থের দ্বন্দ্ব বলে। সুখ ও দুঃখ ভিন্ন পদার্থ। সুখ ও দুঃখ কদাপি সমান হয় না বা স্বতন্ত্র থাকে না। এই কারণে সুখ ও দুঃখ, পাপ ও পুণ্য, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব নামে অভিহিত। ব্রহ্মবিৎ পুরুষ দ্বন্দ্বাতীত হন।

দেহাবেশাদীশ্বরস্য কমাচ্ছা দৈহিকা গুণাঃ।

মায়াঙ্গা\* যদি জায়ন্তে বিষয়াশ্চ ন কিং তথা। ১১

ব্রহ্মতো ব্রহ্মতেশাস্ত শরীরিতেশরীরিতা।

সেবকস্ত্যাবেদদৃশস্ত্বেবং জন্মলয়োদয়াঃ ॥ ১২

সেব্যসেবকতা বিমোক্ষায়া সেবেতি কীর্তিতা।

দ্বৈততাদ্বৈতস্ত্যাবেদেষা ত্রিবর্গজনিষ্ঠা সত্যম ॥ ১৩



অতোহিং কঙ্কিনা যোদ্ধুং যামি কাস্তে স্বসেনয়া ।

তং তং পূজয় কাস্তেহুত কমলাপতিমীশ্বরম্ ॥ ১৪

শ্লোকার্থ। ঈশ্বরের দেহাধ্যাসহেতু মায়াজ কাম-ক্রোধ প্রভৃতি দৈহিক গুণরাশি তাঁহাতে আরোপিত হইলে, কি নিমিত্ত সেইরূপ বিষয়সমূহ আরোপিত হইবে না ? ১১

যখন সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে ব্রহ্মতা থাকে, তখন তিনি ব্রহ্ম । আর যখন তাহাতে শরীরস্থ আরোপিত হয়, তখন তিনি সাকার ঈশ্বর । যে সেবকের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়, তাঁহার জন্ম, লয় এবং বুদ্ধিও উপাধিভেদে সেবকের নামভেদ মাত্র হয় । ১২

সেবা, সেবকভাব ও সেবা কেবল বৈষ্ণবী মায়ার কার্য । এই বৈতাত্মিক চেষ্টা সাধুগণের পক্ষে ঐর্ষ, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের উৎপাদিকা । ১৩

হে প্রিয়ে, এই কারণে আমি কঙ্কির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সৈন্তগণে পরিবৃত হইয়া যাইতেছি । হে কাস্তে, তুমি অথ সেই প্রভু লক্ষ্মীপতির পূজা কর । ১৪

\* মায়াজ ইতি বা পাঠঃ ।

সুশাস্তোবাচ ।

কৃতার্থোহিং ভয়া বিষ্ণুসেবাসং মিলিতাঙ্গনা ।

স্বামিগ্নিহ পরিত্রাপি বৈষ্ণবী প্রথিতা গতিঃ ॥ ১৫

ইতি তস্তা বল্লবাগ্ভিঃ প্রণতায়্যাঃ শশিধ্বজঃ ।

আত্মানং বৈষ্ণবং মেনে সাক্ষ্যেনৈত্রো হরিং স্মরন্ ॥ ১৬

তামালিন্দ্র্য প্রমুদিতঃ শূরৈর্বহুভিরাবৃতঃ ।

বদন্তাম স্মরন্ রূপং বৈষ্ণবৈর্ঘোদ্ধ মাযযো ॥ ১৭

গতা তু কঙ্কিসেনায়াং বিদ্রাব্য মহতীং চমূম্ ।

শয্যাকর্ণগণৈর্বীরৈঃ সন্নদ্ধৈরুত্ততায়ুধৈঃ ॥ ১৮

শশিধ্বজসুতঃ শ্ৰীমান্ সূৰ্য্যকেতুৰ্মহাবলঃ ।

মৰুভূপেন যুযুধে বৈষ্ণবো ধম্মিনাং বরঃ ॥ ১৯

শ্লোকাৰ্থ । রাণী সূশাস্তা বলিলেন, হে স্বামিন্, আপনি বিষ্ণুসেবা দ্বারা বিষ্ণুতেই মিলিত হইয়াছেন । ইহাতে আমি কৃতার্থা হইলাম । ইহলোকে ও পরলোকে একমাত্র বিষ্ণু ভিন্ন গতান্তর নাই । ১৫

সূশাস্তা প্রণতি পূৰ্বক এইরূপ মনোহর কথা কহিলে মহারাজ শশিধ্বজ অশ্রুপূৰ্ণনয়নে ত্রীবিষ্ণুকে স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং নিজেকে পরম বৈষ্ণব মনে করিলেন । ১৬

পরে রাজা শশিধ্বজ মুদিত হৃদয়ে প্রিয়তমা সূশাস্তাকে আলিঙ্গনান্তে হরিনাম উচ্চারণ ও চরিত্রপ স্মরণ করিতে করিতে বহুসংখ্য বৈষ্ণব বীরগণ পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন । ১৭

কঙ্কির সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজা কঙ্কি বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ কবিত্তা দিলেন । মহাবীর সুসজ্জিত শয্যাকৰ্ণগণ অস্ত্রশস্ত্র উত্তত করিয়া তাহাব সহিত মিলিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল । মহাধনুৰ্দ্ধারী মহাবল পরমবৈষ্ণব শশিধ্বজ তনয় শ্ৰীমান্ সূৰ্য্যকেতু সূৰ্য্যবংশীয় রাজা মৰুর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ১৮-১৯

তস্তানুজো বৃহৎকেতুঃ কান্তুঃ কোকিলনিষ্মনঃ ।

দেবাপিনা স যুযুধে গদাযুদ্ধবিশারদঃ ॥ ২০

বিশাখযুপভূপস্ত শশিধ্বজনুপেণ চ ।

যুযুধে বিবিধৈঃ শস্ত্ৰৈঃ করিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ২১

কুধিরাশ্বো ধনুৰ্দ্ধারী লঘুহস্ত প্রতাপবান্ ।

রজস্যানেন যুযুধে গার্গ্যঃ শান্তেন ধম্মিনা ॥ ২২

শ্লোকাৰ্থ । সূৰ্য্যকেতুর অহজ বৃহৎকেতু অতীব কমণীয় মূৰ্তি, কোকিলতুল্য মধুরধ্বনিকারী ও গদাযুদ্ধে বিশারদ ছিলেন । ইনি দেবাগির সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ২০

রাজা বিশাখমুখ করিসমূহে পরিবৃত হইয়া বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রদ্বারা শশিধবজ  
রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ২১

বজ্রবর্ণ অশ্বে সমাকট, লঘুহস্ত ধনুর্দ্ধারী, প্রতাপশালী গার্ম্য ধূলিপটলেব  
মধ্যে ধনুর্দ্ধারী শান্তের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ২২

শূলে: পানৈর্গদাঘাতৈর্বাণশস্ত্রাষ্টিতোমরৈ: ।

ভল্লৈ: খড্গৈঃ তুষণ্ডীভি: কুন্তৈ: সমভবদ্রণ: ॥ ২৩

পতাকাভিধ্বৈর্জৈশ্চিহ্নৈ: স্তোমরৈশ্ছত্রচামরৈ: ।

প্রোক্তধূলিপটলৈরঙ্ককারো মহানভুং ॥ ২৪

গগনেহ্নুঘনা\* দেবা: কে বা বাসং ন চক্রিরে ।

গন্ধর্বে: সাধুসন্দর্ভৈর্গায়নৈরমৃতায়নৈ: ॥ ২৫

দ্রষ্টুং সমাগতা: সর্বে লোকা: সমরমন্তৃতম্ ।

শঙ্খহ্নুভি সন্নাদৈরাফোটৈর্বৃংহিতৈরপি ॥ ২৬

শ্লোকার্থ । এইরূপে শূল, পাশ, গদা, বাণ, শক্তি, ঋষ্টি, তোমর, ভল্ল,  
তুষণ্ডি এবং কুন্ত<sup>১৫৭</sup> দ্বারা মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল । ২৩

পতাকার ধ্বজসমূহ বাজগণের স্ব স্ব চিহ্নবিশেষ তোমর, ছত্র, চামর এবং  
দৃশ্যিত ধূলিপটল দ্বারা বণ-ভূমি নিবিড় অঙ্ককারে পরিণত হইল । ২৪

দেবগণ অন্তবালে থাকিয়া এই মহাযুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন । গন্ধর্বগণ সাধু-  
সন্দর্ভ দ্বাবা মধুর গান গাহিতে লাগিলেন । সমস্ত লোকবাসী সেই অদ্ভুত সমব-  
দর্শনার্থ আসিলেন । বণভূমিতে শংখ ও হ্নুভি-নিষনে বীরগণের আক্ষাট,  
কবিগণের বৃংহিত, অশ্বগণেব হ্রোবাব এবং যুদ্ধাজেব পরম্পর অভিঘাত দ্বারা  
লোক সমূহকে বধিরসদৃশ বোধ হইতে লাগিল । ইহার অর্থ, কেহ কাহাবো  
কথা শুনিতে পাইল না । ২৫-২৭

\*গগনেহ্নুঘনা ইতি বা পাঠ: ।

টিপ্পণী । ১৫৭ । প্রাস তুল্য কুন্তও একপ্রকার অস্ত্র । এই অস্ত্র যুদ্ধের

সময় ব্যবহৃত হইত। গুরুনীতি পুস্তকে ( ৪ অধ্যায় ৩ প্রাকরণ, ১৫ শ্লোকে ) প্রাসাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত।

প্রাসঃ স্রাস্তুচতুর্হস্তদণ্ডযুক্তঃ ক্ষুরানন। প্রাস অস্ত্রের হাতা চারি হস্ত লম্ব হয়। ইহার মুখাকৃতি ছুরীকা সদৃশ। ইহার বর্ণনা পাঠে বর্শাস্ত্রের চিত্র মনে আসে। কুস্ত সম্বন্ধে গুরুনীতি গ্রন্থে ( ৪ অধ্যায়, ৩ প্রাকরণ, ২১৫ শ্লোকে ) আছে, দশ হস্তমিতঃ কুস্তঃ ফালাগ্রঃ শংকুবৃদ্ধকঃ। কুস্তাস্ত্রের হাতা দশ হস্ত দীর্ঘ। কেহ কেহ অল্পমান করেন, আধুনিক বলয় প্রাচীন কুস্ততুল্য।

হ্রেষিতৈর্যোধনোং ক্রুষ্টৈলৌকা মুকা ইবাভবন্।\*

রথিনো রথিভিঃ সাকং পাদাতাশ্চ\*<sup>১</sup>পদাতিভিঃ ॥ ২৭

হয়া হয়ৈরিভাশ্চেভৈঃ সমরোহমরদানবৈঃ।

যথাভবং স তু ঘনো যমরাষ্ট্রবিবর্দ্ধনঃ ॥ ২৮

শশিধ্বজচমূনাধৈঃ কঙ্কিসেনাযিপৈঃ সহ।

নিপেতুঃ সৈনিকা ভূমো ছিন্নবাহুজিহ্বকঙ্করাঃ ॥ ২৯

ধাবস্তোহভিফ্রবস্তুশ্চ \*<sup>২</sup> বিকুবস্তোহসৃগুক্ষিতাঃ।

উপযুপরি সংস্কন্না গজাশ্বরথমদ্ভিতাঃ ॥ ৩০

শ্লোকার্থ। রথিগণ রথিগণের সহিত, পদাতিগণ পদাতিগণের সহিত, অশ্বরোহিগণ অশ্বরোহিগণের সহিত হস্তিগণ হস্তিগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। পুরাকালে দেবাসুর যুদ্ধের জায় এই যুদ্ধও যমরাজের প্রজা বৃদ্ধি সহায়ক হইল। ২৭-২৮

শশিধ্বজের সেনাপতি কঙ্কির সেনাপতি এবং অজ্ঞান সৈনিক পুরুষগণ ছিন্নবাহু, ছিন্নপদ ও ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইতে লাগিল। ২৯

কেহ কেহ আহত হইয়া ধাবিত হইল। কেহ কেহ বা চীৎকার করিল। কেহ কেহ বিকৃতস্বরে আর্তনাদ করিল। কাহারও বা সর্বাঙ্গ রক্তধারায় দিজ হইল। কেহ কেহ উপযুপরি পতিত হইয়া রণক্ষেত্র আচ্ছন্ন করিল। অল্প আনেকে হস্তিপদে, অশ্বপদে ও রথচক্রে মর্দিত হইল। ৩০

\*লোকাবমুকা ঈভবন্ ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ পদাত্মা ইতি বা পাঠঃ ।

\*২ ধাবন্তোহতিক্রবন্তশ্চ বিকুর্ষন্তোহস্বপ্তক্ষিণাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

নিপেতুঃ প্রধনে বীরাঃ কোটি-কোটি সহস্রশঃ ।

ভূতেশানন্দসন্দোহাঃ অবন্তো রুধিরোদকম্ ॥৩১

উষীষহংসাঃ সংচ্ছিন্নগজরোধোরথপ্লবাঃ ।

করোরুমীনাভরণ মসিকাঞ্চনবালকাঃ ॥৩২

এবং প্রবৃত্তাঃ সংগ্রামে নত্বাঃ সতোহতিদারুণাঃ ॥৩৩

সূর্য্যকেতুস্ত মরুণা সহিতৌ যুযুধে বলৌ ।

কালকল্লৌ তুরাধযৌ মরুং বাণৈরতাড়য়ৎ ।

মরুস্ত তত্র দশভির্মার্গগৈরহনদ্ \*ভৃশম্ ॥৩৪

**শ্লোকার্থ ।** এইরূপে সেই রণাঙ্গনে সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ বীরযোদ্ধা ভূতলে নিপতিত হইল । যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিতের নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল । এই শোণিতনদীপ্রবাহ পিশাচ, রাক্ষস, শৃগাল ও গৃধ্র প্রভৃতি ভূতবর্গের আনন্দদায়ক হইল । ৩১

এই শোণিতপ্রবাহে নিপতিত উষীষসমূহ হংসসদৃশ শোভা পাইতে লাগিল । নিপতিত গজগণ পুর্লনতুল্য বোধ হইল । রথসমূহ নৌকাসমূহের আয় লক্ষিত হইতে লাগিল । ছিন্নবাহু ছিন্নপদ সৈন্তাঙ্গসমূহ মৎস্তরাঞ্জির আয় দৃশ্যমান হইল । অসিসমূহ কাঞ্চনবালুকার আয় মনে হইতে লাগিল । ৩২

এইরূপে তৎক্ষণাৎ সংগ্রামস্থলে ঘোরা নদী উৎপন্ন হইল । ৩৩

বলবান্ সূর্য্যকেতু মরুণ সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । অন্তকসদৃশ দুর্দ্বর্ষ সূর্য্যকেতু শরনিকর প্রহারে মরুকে আহত করিলেন । মরুও দশ বাণ দ্বারা সূর্য্যকেতুকে সংবিদ্ধ করিলেন । ৩৪

\*দশভির্মার্গনৈরর্দরয়দ্ভৃশম্ ইতি বা পাঠঃ ।

মৰুবাণাহতো বীরঃ সূৰ্য্যকেতুরমৰ্ষিতঃ ।

জঘান তুরগান কোপাৎ পদোদ্ঘাতেন তদ্রথম্ ॥৩৫

চূর্ণয়িত্বাহং তেনাপি তস্মৈ বক্ষস্তুতাড়য়ৎ ।

গদাঘাতেন তেনাপি মৰুম্চ্ছীমবাপহ ॥৩৬

সাবধিস্তমপোবহ বথেনাগ্নেন ধৰ্ম্মবিৎ ।

বৃহৎকেতুশ্চ দেবাপিং বাণৈঃ প্রচ্ছাদয়দ্ বলী ॥৩৭

ধনুৰ্বিকৃণ্ড্য তরসা নীহারেণ যথা রবিম্ ।

স তু বাণময়ং বৰ্ষং পরিবার্য্য নিজায়ুধৈঃ ॥৩৮

শ্লোকার্থ । মহাবীর সূৰ্য্যকেতু মৰুকৃত বাণবৰ্ষণে আহত হওয়ায় অমৰ্ষান্বিত হইয়া ক্রোধভরে তাঁহার অশ্বসকল বিনষ্ট করিলেন এবং পদাঘাতে তদীয় রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । ৩৫

পরে গদা প্রহারে তাঁহার বক্ষস্থলে দারুণ আঘাত করিলেন । তাহাতে মৰু মূৰ্ছিত হইয়া নিপতিত হইল । ৩৬

ধৰ্ম্মজ্ঞ সারথী স্বীয় প্রভু মৰুকে অশ্ব এক রথে উঠাইয়া লইয়া গেল । বলবান্ বৃহৎকেতু শরনিক্ষেপে দেবাপিকে আচ্ছাদিত করিল । ৩৭

যেমন নীহারজালে সূৰ্য্য আচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ শরাচ্ছন্ন দেবাপি তৎক্ষণাৎ পরাসন লইয়া নিজ শরনিকর দ্বারা বাণবৰ্ষণ নিবারণ করিলেন । ৩৮

বৃহৎ কেতুং দৃঢ়ং জয়ে কঙ্কপত্ৰৈঃ শিলাশিতৈঃ ।

ভিন্নং শূলমথালোক্য ধনুর্গৃহ্য পতত্রিভিঃ ॥ ৩৯

শিতধাতৈঃ স্বর্ণপুটৈর্জগাথ্রপত্ৰৈরয়োমুধৈঃ ।

দেবাপিমাণ্ডগৈর্জজ্ঞে বৃহৎকেতুঃ সসৈনিকম্ ॥ ৪০

দেবাপিস্তদ্ধনুর্দিব্যং চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ ।

ছিন্নধ্বা বৃহৎকেতুঃ খড়্গপাণির্জিহ্বাংসয়া ॥ ৪১

দেবাপে: সারথিং সাংখং জয়ে শুরো মহামুধে ।

স দেবাপির্ধমুস্ত্যক্তা তলেনাহত্য তং রিপুম্ ॥ ৪২

শ্লোকার্থ । তিনি শিলা বর্ষণে শাণিত তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা বৃহৎকেতুকে বাঘাত করিলেন । যখন বৃহৎকেতু দেখিলেন, তাঁহার শূলোক্ত পর্যন্ত ভয় হইল, তখন তিনি পুনরায় শরাসন লইয়া তাহাতে শরনিকর যোজনা করিলেন । ৩৯

পরে ঐ স্তবর্ণপুঙ্খশোভিত গৃধ্রপক্ষ ভূষিত লৌহমুখ তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা দেবাপিকে বাঘাত করিতে লাগিলেন । দেবাপিও তীক্ষ্ণ শরনিকরে বৃহৎকেতুর দিব্য শরাসন ছেদন করিলেন । বৃহৎকেতুর শরাসন ছিন্ন হইলে তিনি দেবাপিকে নধনার্থ ধুজা তুলিলেন । ৪০-৪১

পরে সেই বীর বৃহৎকেতু মহাযুদ্ধে দেবাপির অশ্ব ও সারথিকে বিনাশ করিলেন । তখন দেবাপি শরাসন পরিত্যাগ করিয়া সেই শত্রুকে এক ভীষণ পেটাবাত করিলেন । ৪২

ভুজয়োরন্তরানীয় নিষ্পিপেষ স নির্দয়: ।

তং ত্র্যষ্টবর্ষং\* নিষ্ক্রান্তং মুচ্ছিতং শক্রনাদিতম্ ॥ ৪৩

অমুজং বীক্ষ্য দেবাপিমুর্দ্ধি, সূর্য্যধ্বজোহবধীং ।

মুষ্টিনা বজ্রপাতেন সোহপতনুচ্ছিতো ভূবি ।

মুচ্ছিতস্য রিপু: ক্রোধাৎ সেনাগগনতাড়য়ং ॥ ৪৪

শশিধ্বজ: সর্ব্বজ্জগন্নিবাসং কক্কিং পুরস্তাদভিসূর্য্যবর্চসম্ ।

শ্যামং পিশঙ্গাশ্বরমমুজেক্ষণং বৃহদ্ভুজং চারুকিরীট ভূষিণম্ ॥ ৪৫

নানামণিব্রাতচিভাঙ্গশোভয়া নিরস্তলোকেক্ষণহস্তমোময়ম্ ।

বিশাখযুপাদিভিরাবৃতং প্রভুং দদর্শ ধর্ষণে কৃতেন পূজিতম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীকঙ্কিপু্রাণেহম্বভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে শশিধ্বজকঙ্কিসেনায়ো-  
নাম অষ্টমোহধ্যায়: ॥

শ্লোকার্থ । পরে তাহাকে ভুজঘয়ের মধ্যে টানিয়া নিষ্ঠুরভাবে নিষ্পেষিত

করিলেন। মোড়শব্দীয় বৃহৎকেতু শক্রশরে পীড়িত হইয়া তৎকালে মূচ্ছিত ও মৃতবৎ হইলেন। ৪৩

রাজা সূর্যকেতু অম্বজকে তাদৃশাবস্থাপন্ন দেখিয়া দেবাপির মন্তকে বজ্রপাত তুল্য গুষ্ঠাঘাত কারিলেন। ইহাতে দেবাপিও মূচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। দেবাপির শত্রু সূর্যকেতু দেবাপিকে মূচ্ছিত দেখিয়া ক্রোধভরে তাঁহার সৈন্তগণের প্রতি নিষ্ঠুর আঘাত করিতে লাগিলেন। ৪৪

এদিকে রাজা শশিধ্বজ রণভূমিতে সন্মুখে কঙ্কিদেবকে দেখিতে পাইলেন। এই কঙ্কিদেব সূর্যসম তেজঃসম্পন্ন ও শ্রামবর্ণ। ইনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র আশ্রয়। ইহার নয়নযুগল কমলতুল্য মনোহর। ইনি পিঙ্গলবর্ণ বসন পরিহিত। তাঁহার বাহুদ্বয় বৃহৎ এবং মন্তকে স্তম্ভের কীরীট সূশোভিত। ৪৫

ইনি বহুবিধ ঋণিমাণিক্যে অলংকৃত অঙ্গকান্তি দ্বারা সমস্ত লোকের নয়ন ও হৃদয়ের অন্ধকার নিরাশ করিতেছেন। বিশাখযুগ প্রভৃতি ভূপতিগণ ইহার চারিদিকে অবস্থিত। ধর্ম ও সত্যযুগ ইহার পূজায় নিরত আছেন। ৪৬

\*দ্বয়ষ্টবর্ষং ইতি বা পাঠঃ।

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্য অম্বভাগবতে তৃতীয়্যাংশে

শশিধ্বজ ও কঙ্কিসৈন্তগণের যুদ্ধ নামক

অষ্টম অধ্যায়ের অম্ববাদ

সমাপ্ত।



তৃতীয় অংশ

নবম অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

হৃদি ধ্যানাম্পদং রূপং কন্ধেদৃষ্ট্বা শশিধ্বজঃ ।

পূর্ণং খড়্গধরং চারু তুরগারূঢ়মব্রবীৎ ॥১

ধম্মবর্ণাণধরং চারুবিভূষণবরাজকম্ ।

পাপতাপবিনাশার্থমুত্ততং জগতাং পরম্ ॥২

প্রাহ তং পরমাত্মানং হৃষ্টরোমা শশিধ্বজঃ ।

এহেহি পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রহারং কুরু মে হৃদি ॥৩

অথবাগ্নন্ ! বাণভিয়া তমোহন্ধে হৃদি মে বিশ ।

নিগুণশ্চ গুণজ্ঞত্বমদ্বৈতশাস্ত্রত্যাগিনম্ ॥৪

শ্লোকার্থ । সূত বলিলেন, রাজা শশিধ্বজ হৃদয়ে ধ্যানাম্পদ মনোহর অশ্বারূঢ় খড়্গধারী পূর্ণাবতার কন্ধিদেবের দিব্যরূপ দর্শনে কহিতে লাগিলেন । এই জগৎপতি কন্ধিদেব ধম্মবর্ণ ধারণপূর্বক মনোহর ভূষণে ভূষিত হইয়া জীবগণের পাপতাপ অপসারণে উত্তত হইয়াছেন । ১-২

রাজা শশিধ্বজ রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই পরমেশ্বরকে বলিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ, আগমন কর । আমার হৃদয়ে প্রহার কর । অথবা হে মহাত্মন, আমার বাণপাত ভয়ে তমোপ্তজ দ্বারা অস্বীকৃত মদীয় হৃদয়ে প্রবেশপূর্বক লুপ্তায়িত হও । যিনি নিগুণ হইয়াও সগুণ, যিনি অব্যয় হইয়াও অন্তপ্রহারে উত্তত, আমি তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি । ৩-৪

নিকামশ্চ জয়োদ্যোগ সহায়ং যশ্চ সৈনিকম্ ।

লোকাঃ পশ্যন্ত যুদ্ধে মে দ্বৈরথে পরমাত্মনঃ ॥৫

পরবুদ্ধির্হদি দৃঢ়ং গ্রহণা বিভবে ত্ময়ি ।

শিববিষ্ণোর্ভেদকৃতে লোকং যাত্যামি সংযুগে ॥৬

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রদ্ধা অক্রোধঃ ক্রুদ্ধবহিভুঃ

বাণৈরতাড়য়ং সংখ্যং ধৃতানুধুমরিন্দমম ॥৭

শশিধ্বজস্তং প্রহারমগণয্য বরায়ুধৈঃ ।

তং জ্বলে বাণবর্ষণ ধারাভিরিব পর্বতম্ ॥৮

শ্লোকার্থ । যিনি নিষ্কাম হইয়াও জয়লাভার্থ সৈন্তসহায় করিয়াছেন, সকলে দর্শন করুক, আমি সেই পরমেশ্বরের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছি । ৫

তুমি বিভূ, তথাপি আমি তোমাকে প্রহার করিব । পরন্তু প্রহার কালে যদি আমার পরজ্ঞান দৃঢ় হয়, তাহা হইলে যাহারা শিব ও বিষ্ণুর ভেদজ্ঞান করে, তাহারা যে লোকে গিয়া থাকে, আমিও এই যুদ্ধে সেই লোকে যাইব । ৬

অস্ত্রধারী শত্রুসন্তাপকারী রাজা শশিধ্বজের এই বাক্য শুনিয়া বিভূ কঙ্কি ক্রোধহীন হইয়াও ক্রুদ্ধের ত্রায় ভীমরূপ প্রদর্শন করিলেন এবং সেই রণস্থলে শরনিকরে রাজাকে প্রহার করিলেন । ৭

রাজা শশিধ্বজ সেই প্রহারকে প্রহার বলিয়াই গ্রাহ্য করিলেন না । প্রত্যুত মেঘ যেমন পর্বতের উপর জলবর্ষণ করে, তন্তুল্য তিনি বহুবিধ তীক্ষ্ণ অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ৮

তদ্বাণবর্ষভিন্নাস্তুঃ কঙ্কিঃ পরমকোপনঃ ।

দিবৈ্যঃ শস্ত্রাশ্চ সংঘাতৈস্তয়োযুদ্ধমবর্তত ॥৯

ব্রহ্মাশ্চ স্ত্র চ ব্রহ্মাশ্চৈকীয়বাস্ত্র চ পার্ক্যতৈঃ ।

আগ্নেয়স্ত্র চ পাজ্জ্যৈঃ পল্লগস্ত্র চ গারুড়ৈঃ ॥১০

এবং নানাবিধৈরস্ত্রৈরশ্রোত্রমভিজগ্নতুঃ ।

লোকাঃ সপালাঃ সন্তস্তা যুগাস্তমিব মেনিরে ॥১১

দেবা বাণাগ্নিসন্তস্তা অগমন্ খগমাঃ কিল ।

ততোহতিবিতথোতোগৌ বাসুদেব শশিধ্বজৌ ॥১২

**শ্লোকার্থ ।** সেই বাণবর্ষণে শরীর ছিন্নভিন্ন হওয়ায় ককিদেব, অতিশয় কুপিত হইলেন । পরে দিব্য অস্ত্রশস্ত্র সমূহ দ্বারা উভয়ের মধ্যে মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল ।২

ব্রহ্মাস্ত্রে, ব্রহ্মাস্ত্র, পার্বতাস্ত্রে বায়ব্য অস্ত্র, পার্জন্ম অস্ত্রে আগ্নেয় অস্ত্র এবং গারুড়াস্ত্রে পন্নগাস্ত্র<sup>১৫৮</sup> প্রতিহত হইতে লাগিল ।১০

উক্তরূপে ককিদেব ও শশিধ্বজ পরস্পর নানাবিধ দিব্যাস্ত্র দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন । লোকগণ ও লোকপালগণ সকলেই অত্যন্ত ভীত হইয়া মনে করিতে লাগিলেন, অচ্য প্রলয়কাল উপস্থিত হইল ।১১

যে দেবগণ যুদ্ধ সন্দর্শনার্থ আকাশপথে আসিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাণাঘ্নি দ্বারা ভীত হইলেন । ১২

**টিপ্পণী ।** ১৫৮ । ইহা দেবলক্ক অস্ত্রবিশেষ । মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহার বিহিত । সংস্কৃত সাহিত্যে উক্ত অস্ত্রের বর্ণনা পাওয়া যায় । রামায়ণের যুদ্ধকাণ্ডে ও মহাভারতের কোন কোন পর্বে এই দিব্যাস্ত্র বর্ণিত । বায়ব্য অস্ত্র প্রয়োগে প্রবল বায়ু বহিতে থাকে এবং শক্রগণ ও নিশান সমূহকে উড়াইয়া লইয়া যায় । মেঘাস্ত্র প্রয়োগে মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্রপাত ও মুসলধারে বৃষ্টি হয় । ইহাতে শত্রুগণ নিহত হয় । আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগে ভয়ংকর অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় । ঐ অগ্নির কদল জালায় ত্রিভুবন ভস্মীভূত হইবার আশংকা থাকে । যদি কেহ আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করেন, তখন শত্রুপক্ষ মেঘাস্ত্র প্রয়োগ করে । ইহার ফলে বৃষ্টিপাতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যর্থ হয় । পন্নগাস্ত্র প্রয়োগে বৃশ্চিক ও সর্পাদি উৎপন্ন হয় । উহাদের বিষাক্ত দংশনে শত্রুগণ মৃত্যুমুখে পতিত হয় । আবার গারুড়াস্ত্র প্রয়োগে পন্নগাস্ত্র ব্যর্থ হয় । গারুড়াস্ত্র প্রয়োগ করিলে শত শত গারুড় পক্ষী আসিয়া সর্পাদি ভক্ষণ করে । অনেক পুরাণে এই সকল অস্ত্র-শস্ত্রের বৃত্তান্ত প্রদত্ত ।

নিরজ্রৌবাহুযুদ্ধেন যুযুধাতে পরস্পরম্ ॥

পদাঘাতৈস্তলাঘাতৈর্মুষ্টিপ্রহরণৈস্তথা ॥১৩

নিযুক্তকুশলৌ বীরৌ মুমুদাতে পরম্পরম্ ।  
 বরাহোদ্ধৃতাশ্বেন তং তলেনাহনদ্ধরিঃ ॥১৪  
 স মুচ্ছিতো নৃপঃ কোপাৎ সমুথায় চ তৎক্ষণাৎ ।  
 মুষ্টিভ্যাং বজ্রকল্লাভ্যামবধীং কঙ্কিমোজসা ।  
 স কঙ্কিস্তংপ্রহারেণ পপাত ভূবি মুচ্ছিতঃ ॥১৫  
 ধর্মঃ কৃতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা মুচ্ছিতং জগদীশ্বরম্ ।  
 সমাগতৌ তমানেতুং কঙ্কে তৌ জগৃহে নৃপঃ ॥১৬

শ্লোকার্থ । এইরূপে কঙ্কিদেব ও শশিধ্বজ উভয়ে দিব্যাস্ত্রের প্রয়োগ বিফল হইল দেখিয়া, অস্ত্র পরিত্যাগান্তে পরস্পর বাহ্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । পদাঘাত, চপেটাঘাত ও মুষ্টি প্রহার দ্বারা উভয়ে যুদ্ধলিপ্ত হইলেন । ১৩

উভয়েই মহাবীর এবং যুদ্ধকুশল । সূতরাং পরস্পর পরস্পরের যুদ্ধ কৌশল দর্শনে অতি প্রীত হইলেন । যখন সৃষ্টির প্রারম্ভে বরাহ পৃথিবী উদ্ধার করেন, তখন যেরূপ ঘোর শব্দ হইয়াছিল, সেইরূপ মহাশব্দে কঙ্কি করতল দ্বারা রাজাকে প্রহার করিলেন । ১৪

রাজা শশিধ্বজ মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অবিলম্বে উত্থিত হইয়া ক্রোধভরে বলপূর্বক বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বয় দ্বারা কঙ্কিদেবের দেবদেহে প্রহার করিলেন । কঙ্কিদেব সেই প্রহারে মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন । ধর্ম ও সত্যযুগ জগদীশ্বর কঙ্কিকে মুচ্ছিত দেখিয়া অস্ত্র অপসারণ নিমিত্ত সেইস্থানে ক্ষতবেগে উপনীত হইলেন । ১৫-১৬

কঙ্কিং বক্ষস্থাপাদায় লক্ষার্থঃ প্রযযৌ গৃহম্ ।  
 যুদ্ধেন নৃপাণামন্তেষাং পুত্রৌ দৃষ্ট্বা সুহৃজ্জ্যৈৌ ॥১৭  
 কঙ্কিং সুরাধিপপতিং প্রধনে বিজিত্য  
 ধর্মং কৃতঞ্চ নিজকক্ষয়ুগে নিধায় ।  
 হর্ষোল্লসদ্ধৃদয় উৎপুলকঃ প্রমাথী  
 গম্বা গৃহং হরিগৃহে দদৃশে স্মৃশাস্তাম্ ॥১৮

দৃষ্ট্বা তস্ত্যাঃ সুললিতমুখং বৈষ্ণবীনাঞ্চ মধ্যে  
 গায়ন্তীনাং হরিগুণকথাস্তামথ\* প্রাহ রাজা ।  
 দেবাদীনাং বিনয় বচসা শস্ত্রলে জন্মনাবা\*১  
 বিজালাভং পরিণয় বিধিং শ্লোচ্ছ পাবণ্ডনাশম্ ॥১২  
 কঙ্কিঃ স্বয়ং হৃদি সমায়মিহাগতোহঙ্কা  
 মূচ্ছিচ্ছলেন তব ভক্তিসমী ক্ষণার্থম্ ।  
 ধর্ম্যং কৃতঞ্চ মম কক্ষাযুগে স্মৃশাস্তে !  
 কাস্তে বিলোকয় সমর্চয় সংবিধেহি ৥২০  
 ইতি নৃপবচসা বিনোদপূর্ণা  
 হরিকৃত ধর্ম্মযুতং প্রণম্য নাথম্ ।  
 সহ নিজসখিভিন'নর্ভ রামা  
 হরিগুণ কীর্তন বর্তন বিলজ্জা ॥২১

ইতি শ্রীকঙ্কি পুরাণে অন্নভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে ধর্ম্মকঙ্কিতা নামা-  
 নয়নং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্লোকার্থ । রাজা শশিধ্বজ ধর্ম ও সত্যযুগকে দুই কক্ষে লইলেন । পরে  
 তিনি কঙ্কিকে বক্ষঃস্থলে ধারণে কৃতকৃত্য হইয়া নিজ গৃহাভিমুখে চলিলেন এবং  
 বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অত্ৰ কোন রাজা তাঁহার পুত্রদ্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত  
 করিতে পারিবে না ৥১৭

এইরূপে রাজা শশিধ্বজ দেবগণেরও অধীশ্বর কঙ্কিকে সংগ্রামে পরাজিত  
 করিয়া ধর্ম ও সত্যযুগ উভয়কে উভয় কক্ষে ধারণ পূর্বক হর্ষভরে উল্লসিত  
 হৃদয়ে ও পুলকিত দেহে সৈন্ত সমূহকে বিমদিত ও উৎসারিত করিয়া  
 নিজপ্রাসাদে গমন করিলেন এবং দেখিলেন, মহিষী স্মৃশাস্তা হরিগৃহে অবস্থান  
 করিতেছেন । ১৮

বৈষ্ণবীগণ তাঁহার চতুর্দিকে হরিগুণ গান করিতেছে । স্মৃশাস্তার সুললিত  
 বদনকমল অবলোকন করিয়া রাজা বলিলেন, যিনি দেবতাগণের প্রার্থনায়

শঙ্কলগ্রামে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই তিনি এখানে উপস্থিত। ইনি এই রূপে বিদ্যালভ, বিবাহ এবং পাষণ্ড ও স্নেহগণকে উন্মূলিত করিয়াছেন। ১৯

অগ্নি স্রুশাস্ত্রে, যে কঙ্কিদেব হৃদয়ে অবস্থান করেন, তিনি এক্ষণে তোমার শুদ্ধা ভক্তি দর্শনার্থ মায়া অবলম্বনে মুচ্ছাচ্ছলে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। হে কাস্তে, এই দেখ ধর্ম ও সত্যযুগ আমার উভয় কক্ষে অবস্থান করিতেছেন। তুমি ইহাদের সৎকার কর। ২০

স্রুশাস্তা রাজার কথা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং শ্রীহরি, ধর্ম, সত্য এবং নিজ পতিকে প্রণাম করিয়া লজ্জা পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় সখীবর্গের সহিত একত্র হইয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে নৃত্য<sup>১৫২</sup> করিতে লাগিলেন। ২১

\*হরিগুণকথারতামথ ইতি বা পাঠঃ।

\*১ জন্মবান্ বিদ্যালভঃ ইতি বা পাঠঃ।

শ্রী কঙ্কিপুরাণে ভবিষ্য অষ্টভাগবতে তৃতীয়াংশে

ধর্ম, কঙ্কি ও কৃতযুগ আনয়ন নামক

নবম অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত

**টিপ্পণী।** ১৫২। হাব ও ভাব ব্যঞ্জক অঙ্গ ভঙ্গীর নাম নৃত্য। সংস্কৃত সাহিত্যে নৃত্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। পুরাকাল হইতে ভারতে নৃত্যগীতাদি প্রচলিত। সঙ্গীত পারিজাত নামক সংস্কৃত পুস্তকে (২২-২৩ শ্লোকে) আছে।—

ব্রহ্মণোহধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতম্ মার্গসংগীতম্।

অঙ্গরোভিষ্চ গন্ধর্বৈঃ শস্তোরগ্রে প্রযুক্তবান্ ॥

ততোহপি তাণ্ডবং জাত্বা লাস্ত্রং জ্ঞান্বোময়োদিতম্।

তৎ সর্বং শিষ্যসংঘেভ্যঃ প্রোক্তবান্ ভরতো মুনিঃ ॥

ভরতমুনি ব্রহ্মার নিকট সংগীত বিদ্যা শিক্ষাস্তে অঙ্গরা ও গন্ধর্বদ্বারা মহাদেবের সম্মুখে অভিনয় করেন। অনন্তর তিনি শিবের নিকট তাণ্ডব নৃত্য ও পার্বতীর নিকট লাস্ত্র নৃত্য শিখিয়া শিষ্যগণকে এই দুই বিষয় শিক্ষা দেন। সংস্কৃত নাটক শাস্ত্র “সঙ্গীত দামোদর” গ্রন্থে আছে—

দেবরুচ্যা প্রতীতো যন্তালমানরসাশ্রয়ঃ ।

সবিলাসোদ্ধবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥

তাল, মান ও রসাশ্রয় দেবতাগণের রুচিসঙ্গত । সবিলাস অলভঙ্গীকে নৃত্য বলে । তাণ্ডব ও লাস্ত্র দুই প্রকাব নৃত্য । আবাব তাণ্ডবও দ্বিবিধ—পেবলি ও বহুরূপ । আর লাস্ত্রও দ্বিবিধ—ছবিত ও যৌবত । এই সম্বন্ধে সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোক সমূহ দৃষ্ট হয় ।

তাণ্ডব চ তথালাস্ত্রং দ্বিবিধং নৃত্যমুচ্যতে ।

পেবলিবহুরূপং চ তাণ্ডবং দ্বিবিধং মত ॥

অদ্ধবিক্ষেপবাহুল্যং তথাহভিনয়শূণ্যতা ।

যএ সা পেবলিস্ত্রাঃ সংগাদেশাতি লোকতঃ ॥

ছেদনং ভেদনং যত্র বহুরূপা মুখাবলী ।

তাণ্ডবং বহুরূপং তদ্বাক্যগলমুক্তম্ ॥

ছবিতং যৌবতং চেতি লাস্ত্রং দ্বিবিধমুচ্যতে ।

যত্রাভিনয়াগ্ৰৈর্ভাবৈ রসৈবাল্পৈষুচুশনৈঃ ॥

নাযিকা নাযকৌ রঞ্জে নৃত্যতশ্চুরিতং হি তৎ ।

মধুরং বহুলীলাভি নটীভির্যত্র নৃত্যতে ॥

বশীকবণবিছাভং তল্লাস্ত্রং যৌবতং মতম্ ॥

এইরূপ কার্যাবিশেষ দ্বারা নৃত্যের বহু নাম হইয়াছে । এক সকল ব্যতীত নৃত্যের অত্যন্ত ভেদও বিद्यমান । সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ।—

গেয়াহুস্তিষ্ঠতে বাজং বাজাহুস্তিষ্ঠতে লয়ঃ ।

লয় তাল সমাবধ্বং ততো নৃত্যং প্রবর্ততে ॥

গীত হইতে বাজ ও বাজ হইতে লয় উৎপন্ন হয় । ইহাব পরে লয় ও তালের প্রাবন্ধে নৃত্য হয় ।

## তৃতীয় অংশ দশম অধ্যায়ঃ

সুশাস্তোবাচ ।

জয় হরেঃমরাধীশ সেবিতং, তব পদাম্বুজং ভূরিভূষণম্ ।  
কুরু মমাশ্রিতঃ সাধুসংকৃতং ত্যজ মহামতে ! মোহমাত্মনঃ ॥১  
তব বপুর্জ্জগদ্রূপসম্পদা বিরচিতং সতাং মানসে স্থিতম ।  
রতিপতেশ্বনোমোহদায়কং কুরু বিচেষ্টিতং কামলম্পটম্\* ॥২  
তব যশো জগচ্ছোকনাশনং মূঢ়কথামৃতপ্রীতিদায়কম্ ।  
স্মিতসুধোক্ষিতং চন্দ্রবমুখং তব করোহ্মলং লোকমঙ্গলম্ ॥৩  
মম পতিভুয়ং সর্ববহুর্জ্জয়ো যদি তবা প্রিয়ং কাম্যং চরেৎ ।  
জহি তদাত্মনঃ শত্রুমুচ্ছতং কুরু কৃপাং নচেদীদৃগীশ্বরঃ ॥৪  
মহদহংযুতং পঞ্চমাত্রয়া প্রকৃতি জায়য়া নির্মিতং বপুঃ ।  
তব নিরীক্ষণাল্লীলয়া জগৎ-স্থিতলয়োদয়ং ব্রহ্ম কল্লিতম্ ॥৫  
\*কামপূরণম্ ইতি বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্থ । সুশাস্তা বলিলেন, হে হরে, তোমার জয় হউক । আত্ম মোহ  
পরিত্যাগ কর । হে মহামতে, সাধুগণ কর্তৃক পূজিত, স্বরপতি কর্তৃক সেবিত,  
৩ নানা আভরণে অলংকৃত তোমার চরণকমল আমার সম্মুখে স্থাপন কর ।১

তোমার এই শরীর জগতের উৎকৃষ্ট রূপলাবণ্য দ্বারা বিরচিত এবং তোমার  
দেব রূপ সাধুগণের হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে । তোমার এই রূপ দর্শনে  
।তিপতির মনেও মোহ উপস্থিত হয় । এক্ষণে আমার প্রার্থনা পূরণ কর ।২

তোমার যশোগান শ্রবণে জগতের শোক তাপ দূর হয় । তোমার মুগ্ধচন্দ্র  
স্মিতসুধায় প্রাবিত এবং মূঢ়বাক্যরূপ অমৃতবর্ষণে সকলকে মুগ্ধ করে । তোমার  
।ই বদনকমল জগতের মঙ্গলকর হউক ।৩



আমার পতি সকলের পক্ষেই দুর্জয়। যদি ইনি কার্য দ্বারা তোমাব কোনরূপ অপ্রিয় কর্মের অল্পষ্ঠান করিয়া থাকেন, তবে তুমি এখন শত্রুভাব পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহাকে ক্ষমা কর। নচেৎ তোমাকে লোকে কি দ্রুত কুপাময় দেখিব বলিবে ? ৪

তোমার প্রকৃতিরূপ জায়া হইতে মহত্ত্ব, অহংকারত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি দ্বারা শরীর নির্মিত হয়। তোমার দৈক্ষণ ও লীলা হেতু ব্রহ্মে ১৬০ কল্পিত দৃশ্য জগতের সৃষ্টিও হইতেছে। ৫

**টিপ্পনী।** ১৬০। ব্রহ্ম সত্য ও জগৎ মিথ্যা—ইহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য সার তত্ত্ব। বেদান্তীগণ বলেন, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত, মায়াবলে ব্রহ্মে জগৎভ্রম হয়। অবিচার প্রভাবে দৃশ্য জগৎ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, ইহাব বাস্তব সত্তা নাই। দৃশ্য জগতের ব্যবহারিক সত্তামাত্র আছে, পারমাণ্বিক সত্তা নাই।

ভূবিষ্মকদ্বারিতেজসাং রাশিভিঃ শরীরৈন্দ্রিয়াশ্রিতৈঃ।

ত্রিগুণয়া স্ময়া মায়য়া বিভো কুরুকুপাং ভবং সেবনাধিনাম্ ॥৬

তব গুণালয়ং নাম পাবনং কলিমলাপহং কীৰ্ত্তয়ন্তি যে।

ভবভয়ক্ষয়ং তাপতাপিতা মুহুরহো জনাঃ সংসরন্তি নো ॥৭

তব জন্মঃ\* সত্যং মানবর্ধনং নিজ কুলক্ষয়ং দেবপালকম্।

কৃতযুগার্পকং ধর্ম্মপূরকং কলিকুলাস্তকং শং তনোতু মে ॥৮

মম গৃহং পতিপুত্রনপ্তৃকং গজরথৈশ্বৰ্য্যজৈশ্চারৈর্ধনৈঃ।

মনিবরাসনং সংকৃতিং বিনা তব পদাজ্যয়োঃ শোভয়ন্তি কিম্ ॥৯

তব জগদ্বপুঃ সুন্দরশ্রিতং মুখমনিন্দিতং সুন্দরারবম্।

যদি ন মে প্রিয়ং বস্তুচেষ্টিতে পরিকরোত্যাহো মতূরস্ত্বিহ ॥১০

**শ্লোকার্থ।** হে প্রভো, শরীর ও ইন্দ্রিয়াশ্রিত পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতসমষ্টি এবং নিজ ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা তোমার সেবাপ্রার্থী জনগণের প্রতি রূপাদৃষ্টি কর। যে ব্যক্তিগণ সংসার তাপে তাপিত হইয়া

কলিকলুষনাশক, ভবভয়নিবারক, অশেষগুণ নিলয় ও পরম পাবন ভবদীয় নাম কীর্তন করে, এই সংসারে তাহাদের আর পুনর্জন্ম হয় না। ৬-৭

তোমার আবির্ভাবে সাধুদেব মানবুদ্ধি, দ্বিজগণের অভ্যুদয়, দেবতাগণের<sup>১৬১</sup> পালন, সত্যযুগেব পুনরধিকারপ্রাপ্তি, ধর্মের বৃদ্ধি ও কলিকুলের সংহার হইতেছে। অধুনা তোমার ঐ পুণ্য আবির্ভাবে আমাব পরম মঙ্গল হউক। ৮

মদীয় গৃহে আমার পতি, পুত্র, পৌত্র, হস্তী, রথ, ধ্বজ, চামর, ঐশ্বর্য ও মণিময় আসন প্রভৃতি সমস্ত বিজ্ঞান। পবিত্র তোমার চরণকমল সেবন ব্যতীত এতৎ সমস্ত অর্থহীন হয়। ৯

হে জগন্মতি, সুন্দর সুস্মিত সুশোভিত সর্বাদ সুন্দর মনোহর বাক্য যুক্ত বমণীয় চেষ্টা সম্পন্ন ভবদীয় মুখচন্দ্র যদি আমার হিতাশুষ্ঠানে উত্তত না হয়, তাহা হইলে এইক্ষণে আমার মৃত্যু হউক। ১০

\*জন্ম সত্যং ইতি বা পাঠঃ।

\*১ গজরথৈধ্বং জৈশ্বামদৈধ্বনৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

**টিপ্পণী।** ১৬১। যাগ-যজ্ঞ অন্তর্গত হইলে দেবগণ হব্যভাগ প্রাপ্ত হন। যখন যজ্ঞাদি অন্তর্গত না হয়, তখন দেবগণ অতৃপ্ত, অভুক্ত থাকেন। হকার তাৎপর্য এই যে, তৎকালে যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা দেবগণ পালিত হইতেন।

হয়চর ভয়হর করহরশরণ খরতরবর \*দশবলমণন।

জয় হতপরভর ভববরনশন \*১শশধর শতসমর সত্তরবদন ॥১১

ইতি তস্তাঃ স্মশাস্তায়া গীতেন পরিতোষিতঃ।

উত্তম্ভৌ রণশযায়াঃ কঙ্কিষুর্দ্ধস্বীরবৎ ॥১২

স্মশাস্তাং পুরতো দৃষ্ট্বা কৃতং বামে তু দক্ষিণে।

ধর্ম্যং শশিধ্বজং পশ্চাৎ প্রহোতি ত্রীড়িতাননঃ ॥১৩

কা স্বং পদপলাশাক্ষি ! মম সেবার্থমুচ্ছতা !

কাস্তে শশিধ্বজঃ শূরো মম পশ্চাদুপস্থিতঃ ॥১৪

**শ্লোকার্থ।** তুমি অস্বাযোগে বিচরণ কর। তোমার রূপায় ভবভয় লুপ্ত

হয়। তুমি ব্রহ্মা ও হরের আশ্রয়। তুমি খরতর শরনিকরে বহু বলশালী  
বীরকে মথিত করিয়া থাক। যে বীরগণ সমরে পরাভূত ও বিনষ্ট হইয়াছে,  
তুমি তাহাদের উদ্ধার করিয়া থাক। তোমার কৃপায় জীবকুলে সংশয়  
অতিক্রান্ত হয়। তোমার বদনকমল শত শশধর সদৃশ সুন্দর। ১১

তদনন্তর কঙ্কিদেব এই প্রকার সুশান্তার জয়গানে পরিতোষিত হইয়া  
সংগ্রামস্থ বীরের স্তায় রণশয্যা হইতে সমুখিত হইলেন। তিনি সম্মুখে  
সুশান্তাকে, বামে সত্যযুগকে, দক্ষিণে ধর্মকে এবং পশ্চাতে রাজা শশিধ্বজকে  
দেখিয়া লজ্জানয়নমুখে বলিলেন। ১২-১৩

হে পদ্মপলাশাক্ষি, তুমি কে? কি জন্ত আমার সেবার উদ্যত হইয়াছ?  
মহাবীর শশিধ্বজ কি জন্ত আমার পশ্চাতে সমাগত হইয়াছেন? ১৪

\* খরতরবরশর ইতি বা পাঠঃ।

\* ১ হতপাং ভবভবভয় শমন ইতি বা পাঠঃ

হে ধর্ম! হে কৃতযুগ! কথমত্রাগতা বয়ম্।

বণাঙ্গণং বিহায়ান্ত্যাঃ শত্রোরন্তপুরে বদ ॥১৫

শত্রুপত্ন্যাঃ কথং সাধু সেবন্তে মামরিং মুদা।

শশিধ্বজঃ শূরমানী মূর্চ্ছিতং হস্তি নো কথম্ ॥১৬

সুশান্তোবাচ

পাতালে দিবি ভূমৌ বা নরনাগস্মরাঃস্মরাঃ।

নারায়ণস্ত তে কঙ্কে কেবা সেবাং ন কুর্ক্বতে ॥১৭

যং সেবকানাং জগতাং মিত্রাণাং দর্শনাদপি।

নিবর্তন্তে শত্রুভাবস্তস্ত সাক্ষাৎ কুতো রিপুঃ ॥১৮

শ্লোকার্থ। হে ধর্ম, হে কৃতযুগ, আমরা রণভূমি ত্যাগ করিয়া কি জন্ত  
কিরূপে এই শত্রুর অন্তঃপুরে আসিলাম, বল। ১৫

আমি শত্রু, শত্রুপত্নীগণ কি জন্ত আমাকে প্রীতচিত্তে সেবা করিতেছে?

আমি মুচ্ছিত হইয়াছিলাম, শূরগানী শশিধ্বজ কিজন্ত আমাকে বিনাশ করে নাই ? ১৬

সুশান্তা বলিলেন, ভূতলবাসী, স্বর্গবাসী বা পাতালবাসী মনুষ্য, দেবতা, অশ্বর বা নাগ প্রভৃতির মধ্যে কে ত্রীহরির অবতার কঙ্কিদেবের সেবা না করে ? ১৭

জগৎ যাহার সেবক, জগৎ যাহার মিত্রস্বরূপ, যাহার দর্শনে শত্রুভাব বিদূরিত হয়, সাক্ষাতে কে তাঁহার প্রতি শত্রুবৎ আচরণ করিতে পারে ? ১৮

ত্বয়া সার্কিং মম পতিঃ শত্রুভাবেন সংযুগে ।

যদি যোগ্যসুন্দা নেতুং কিং সমর্থো নিজালয়ম্ ॥১৯

তব দাসো মম স্বামী অহং দাসী নিজা তব ।

আবয়োঃ সংপ্রসাদায় আগতোহসি মহাভূজ ॥২০

ধর্ম উবাচ

অহং তবৈতয়োর্ভক্ত্যা নামরূপান্নকীর্তনাং ।

কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি কৃতার্থোহস্মি কলিঙ্কয় ॥২১

কৃতযুগ উবাচ ।

অধুনাহং কৃতযুগং তব দাস্যশ্চ দর্শনাং ।

হমীশ্বরো জগৎপুজ্যাঃ সেবকস্ত্যস্ত তেজসা ॥২২

শ্লোকার্থ । যদি আমার স্বামী শত্রুভাবে তোমার সহিত যুদ্ধ করিতেন, তাহা হইলে কি তোমাকে নিজালয়ে আনিতে পারিতেন ? ১৯

আমার স্বামী তোমার দাস, আমি তোমার দাসী । হে মহাভূজ, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তুমি স্বয়ং এখানে আসিয়াছ ২০

ধর্ম বলিলেন, হে কলিনাশন, ইহার উভয়ে আপনার প্রতি যেরূপ ভক্তি প্রদর্শন করিতেছেন, যেরূপ আপনার নাম কীর্তন করিতেছেন, যেরূপ শুভগান করিতেছেন, তদ্বদানে আমি কৃতার্থ হইলাম ২১

কৃতযুগ বলিলেন, অহা আমি আপনার প্রিয় ভক্তকে দর্শন করিয়া

সত্যযুগরূপে গণিত হইলাম। আপনিও এই সেবকের তেজোদ্বারা জগৎপূজ্য ঈশ্বররূপে বিজ্ঞাত হইলেন। ২২

শশিধ্বজ উবাচ।

দণ্ডয় মাং দণ্ডয় বিভো যোদ্ধৃদ্ধাত্ততায়ুধম্।

যেন কামাদি রাগেণ ত্বয়াত্মত্বপি বৈরিতা ॥২৩

ইতি কঙ্কির্বচস্তেবাং নিশম্য হৃষিতাননঃ।

ত্বয়া জীতোহস্মীতি নৃপং পুনঃ পুনরুবাচ হ ॥২৪

ততঃ শশিধ্বজো রাজা যুদ্ধাদাহুয় পুত্রকান্।

সুশাস্ত্রায়া মতিং বুদ্ধা রমাং প্রাদাৎ স কঙ্কয়ে ॥২৫

তদৈত্য মরু দেবাপি শশিধ্বজসমাহৃতৌ।

বিশাখযুপভূপশ্চ রুধিরাস্থশ্চ সংযুগাৎ ॥২৬

শয্যাকর্ণনূপেনাপি ভল্লাটং পুরমাযযুঃ।

সেনাগণৈরসংখ্যাতৈঃ সা পুরী মদ্ভিতাভবৎ ॥২৭

ল্লোকার্থ। শশিধ্বজ কঙ্কিকে বলিলেন, হে বিভো, আমি যুদ্ধ করিয়া আপনার শরীরে অস্ত্রাঘাত করিয়াছি। আপনি আমাদের আস্রা, আমি কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর বশীভূত হইয়া আপনার সহিত বৈরিতা করিয়াছি। ২৩

কঙ্কি তাঁহাদের কথা শুনিয়া সহাস্রবদনে বাববাব বলিলেন, তুমিই আমাকে ভক্তিবলে জয় করিয়াছ। ২৪

অনন্তর রাজা শশিধ্বজ ঐণভূমি হইতে পুত্রগণকে ডাকিয়া সুশাস্ত্রার অভিশ্রায় অবগত হইয়া রমানার্মী কস্তা কঙ্কিকে দান করিলেন। ২৫

তৎকালে মরু, দেবাপি, বিশাখযুগ, প্রপতি ও রুধিরাস্থ প্রভৃতি সকলে শশিধ্বজের অহুরোধে সংগ্রামস্থল হইতে রাজা শয্যাকর্ণের সহিত ভল্লাট নগরে যাত্রা করিলেন। অসংখ্য সৈন্যসমূহে সেই নগর বিমর্দিত হইতে লাগিল। ২৬-২৭

গজাস্থরথসংবোধৈঃ পান্তিচ্ছত্ররথধ্বজৈঃ ।

কঙ্কিনাপি রমায়শ্চ বিবাহোৎসব সম্পাদাম্ ॥২৮

দ্রষ্টুং সমায়ুক্তরিতা হর্ষাৎ সবলবাহনাঃ ।

শঙ্খভেরী মৃদঙ্গানাং বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥২৯

নৃত্য গীতবিধানৈশ্চ পুরজীকৃতমঙ্গলৈঃ ।

বিবাহো রময়া কঙ্কেরভূদতি সুখাবহঃ ॥৩০

**শ্লোকার্থ।** গজ, অশ্ব ও রথসমূহের পরস্পর বিমর্দনে পদাতিক, রথ ও ধ্বজপতাকাসমূহে কঙ্কি ও রমার বিবাহোৎসব যথোচিত সমারোহে সম্পাদিত হইল । ২৮

সকলে আনন্দিত চিত্তে বলবাহনের সহিত তাহা দেখিবার জন্ত সত্বর আগমন করিল। শংখ, ভেরী, ১৬২ মৃদঙ্গ ১৬৩ ও অন্যান্য বাতায়ন্ত্রের বিপুল ধ্বনি ও নৃত্যগীতাদির অলুষ্ঠান এবং পুরনারী কৃত মঙ্গলাচরণ দ্বারা রমা ও কঙ্কির পরিণয় অতীব সুখাবহ হইল । ২৯-৩০

**টিপ্পণী।** ১৬২। বাতায়ন্ত্র বিশেষ। ইহা একপ্রকার বড় ঢাক। পুরাকাল হইতে ভারতে ভেরী বাত প্রচলিত। আনক ও দুন্দুভি ভেরীর পথ্যায়তুস্ত। ১৬৩। বাতায়ন্ত্র বিশেষ। ইহাকে পাথোয়াজ বলে। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণ ইহার অধিক ব্যবহার করেন। কাষ্ঠে নির্মিত যন্ত্রকে পাথোয়াজ এবং মৃদয় যন্ত্রকে মৃদঙ্গ বলে। সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে পাথোয়াজ ও মৃদঙ্গ গঠনের অভিন্ন নিয়ম প্রদত্ত। মৃত্তিকানির্মিতশ্চৈব মৃদঙ্গ পরিকীর্তিতঃ। ইহার পরিমাণ নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত।

সার্কহস্ত প্রমাণং তু দৈব্যমস্ত বিধিয়তে ।

ত্রয়োদশাংগুলং বামমথবা দ্বাদশাংগুলম্ ॥

দক্ষিণং চ ভবেদ্বীনমে কেনক্যাংগুলেন বা ।

করণানক্ৰবদনো মথ্যে চৈবং পৃথুর্ভবেৎ ॥

পাথোয়াজ বা মৃদঙ্গ দেড় হাত দীঘ, বাম ভাগের বেড় ১২ বা ১৩ আঙ্গুল ও

দক্ষিণ ভাগ এক বা অল্প আবুল কম হয়। উঁহাব দুই মাথা ছোট ও মধ্যভাগ মোটা হয়। দুই মাথা চর্মদ্বারা আবৃত ও দেহ চর্ম রজ্জুতে বদ্ধ থাকে। সঙ্গীত দামোদর গ্রন্থে ইহার প্রস্তুতি প্রণালী লিখিত।

নৃপা নানাবিধৈর্ভোজ্যৈঃ পূজিতা বিবিধৈঃ সভাম্।

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চাবরজাতয়ঃ ॥৩১

বিচিত্র ভোগাভরণাঃ কঙ্কিঃ দ্রষ্টৃমুপাবিশন্।

তস্তাং সভায়াং শুশ্রুভে কঙ্কিঃ কমললোচনঃ ॥৩২

নক্ষত্রগণমধ্যস্থঃ পূর্ণঃ শশধরো যথা।

রেজে রাজগণাধীশো লোকান্ সর্বান্ বিমোহয়ন্ ॥৩৩

রমাপতিং কঙ্কিমবেক্ষ্য ভূপঃ সভাগতং পদ্মদলায়তেক্ষণম্।

জামাতরং ভক্তিয়ুতেন কর্মণা বিবুধ্য মধ্যে নিষাদ তত্র হ ॥৩৪

ইতি ককিপুরণে অষ্টভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে রমাবিবাহে নাম দশমোহধ্যায়ঃ ॥

**স্তোত্রার্থ।** নৃপতিগণ বিবিধ ভক্ষ্যভোজ্য দ্বারা সংকুত হইয়া আহুত সভায় প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং অন্ত্রাস্ত্র চাতিভুক্ত জনগণ বিচিত্র ভূষণ ও বহুবিধ ভোগ্যবস্তু পাইয়া কঙ্কির দর্শনার্থ সেই সভায় যোগদান করিলেন। কমললোচন কঙ্কিদেব সেই সভায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। ৩১-৩২

নক্ষত্রগণের মধ্যে যেমন পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করেন, রাজগণের অধীশ্বর কঙ্কিও সহরূপ সকলকে বিমোহিত করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। ৩৩

রাজা শশিধর পদ্মপলাশনিভ বিশাললোচন কঙ্কিদেবকে সভামধ্যে উপবিষ্ট দেখিয়া ভক্তিপূত মনে তাঁহাকে জামাতৃজ্ঞানে তথায় উপবিষ্ট হইলেন। ৩৪

শ্রীককিপুরণে ভবিষ্য অষ্টভাগবতে তৃতীয়াংশে

রমাবিবাহ নামক দশম অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত।

## তৃতীয় অংশ একাদশ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

তত্রাহস্তে সভামধ্যে বৈষ্ণবং তং শশিধ্বজম্ ॥ ১

মুনিভিঃ কথিতাশেষ-ভক্তিব্যাসক্তবিগ্রহম্ ।

সুশাস্তাঞ্চ কৃতেনাপি ধর্মেণ বিধিবদযুতাম্ ॥ ২

রাজান উচুঃ

যুবাং নারায়ণস্মাস্থ কঙ্কেঃ স্বশুরতাং গতো ।

বয়ং নৃপা ইমে লোকা স্বয়য়ো ব্রাহ্মনাশ্চ যে ॥ ৩

প্রেক্ষ্য ভক্তিবিতানং বাং হরৌ বিস্মিত মানসাঃ ।

পৃচ্ছামস্তামিযং ভক্তিঃ ক লক্সা পরমাত্মনঃ ॥ ৪

**শ্লোকার্থ** । সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ যে পর্যন্ত ভক্তির<sup>১৬৪</sup> সীমা বর্ণনা করিয়াছেন, রূপ সেই ভক্তিমান পরম বৈষ্ণব রাজা শশিধ্বজকে এবং কৃতযুগ ও ধর্মের সহিত মিলিতা সুশাস্তাকে দেখিয়া সমাগত রাজগণ ও ব্রাহ্মণগণ বলিলেন । :-২

রাজগণ বলিলেন, এক্ষণে আপনারা সাক্ষাৎ নারায়ণ কঙ্কির স্বশুর ও শাশুড়ী হইলেন । পরন্তু আমরা এই রাজগণ, স্বয়িবৃন্দ, ব্রাহ্মণগণ ও বৈষ্ণাদি সাধারণ জনগণ ত্রীহরিতে আপনাদের গাঢ় ভক্তি দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছি এবং জানিতে ইচ্ছা করি, আপনারা এই পরমাত্মবিষয়ক পরা ভক্তি কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন ? ৩-৪

**টিপ্পনী** । ১৬৪ । শ্রীকৃপ গোস্বামী রচিত ‘ভক্তি রসায়ন সিক্ত’ গ্রন্থে ( প্রথম লহরী) এই শ্লোক দৃষ্ট হয় ।—

“অভ্যভিলাষিতাশুভং জ্ঞানকর্মাস্তনারুতম্ ।

আত্মকুল্যেন কৃষ্ণাত্মশীলনং ভক্তিরুত্তমম্ ॥



যে কৃষ্ণাশ্রীলনে কৃষ্ণ ব্যতীত অহা বস্তুর কামনা থাকে না, যাহা জ্ঞান বা কর্ম দ্বারা আবৃত হয় না এবং যাহা দ্বারা অহুকূল পরিবেশে কৃষ্ণচিন্তা অবিস্মৃত হয়, তাহাই পরা ভক্তি। ইহার অর্থ, শ্রীকৃষ্ণের নিকাম ভজন কর্তব্য। যে কর্ম জ্ঞান দ্বারা কৃষ্ণভক্তি বৃদ্ধি না হয়, এইরূপ জ্ঞান ও কর্মের অহুষ্ঠান চলিতে য়ে। যে ব্রত ও যোগসাধনা প্রভৃতি দ্বারা ঈশ্বরের ভজন ব্যাহত না হয় বা তিকূল্য না ঘটে, উহা ত্যাগ করিয়া পরাভক্তির অহুষ্ঠান প্রয়োজন। গতে যে ভক্তিরস উদ্গত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ ভক্তি। এই সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

সর্বোপাধিবিনিমুক্তং তৎপরত্বেন নির্মলম্।

স্বধীক্বেণ স্বধীকেশসেবনং ভক্তিরূচ্যতে ॥

অহুকূল পরিবেশে একাগ্রচিত্তে কায়িক, বাচিক ও মানসিক উপাধিমুক্ত হওয়া কৃষ্ণভজন করিলে উত্তমা ভক্তি লাভ হয়।

বস্ত্র বা শিক্ষিতা রাজন্। কিংবা নৈসর্গিকৌ তব।

শ্রোতুমিচ্ছামহে রাজন্। ত্রিভুগজ্জনপাবনীম্ ॥

কথাং ভাগবতী তত্ত্বঃ সংসারাপ্রমণাশিনীম্ ॥ ৫

শাশ্বদ্রজ উবাচ।

স্ত্রীপুংসোরা বয়োস্তত্ত্বং শৃণুতামোঘ বিক্রমাঃ।

বস্ত্রং যজ্জন্মকর্মাদি স্মৃতিং তন্তুক্তি লক্ষণম্ ॥ ৬

পুরা যুত\*সহস্রান্তে গুণোহহং পুতিমাংসভুক্।

গৃধ্রায়ং মে প্রিয়ারণো কৃতনীড়ো বনস্পত্যৌ ॥ ৭

শ্লোকার্থ। হে রাজন্, এই ভক্তি কি কাহারও নিকট শিক্ষা করিয়াছেন যথবা ইহা আপনাদের স্বভাবজা ভক্তি? হে রাজন্, আপনার নিকট আমরা এই ভগবদ্ভিষয়ক ভক্তি-তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। ইহা শ্রবণ করিলেও ত্রলোকবাসী পবিত্র হয়, ইহার প্রভাবে সংসার প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ হয় ॥

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, হে অমোঘবিক্রম রাজগণ, আমাদের স্ত্রী-পুরুষে  
যেক্ষেপে জন্মকর্মাদি হইয়াছে এবং যেক্ষেপে ভক্তি ও স্মৃতি লাভ করিয়াছি  
তৎসমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ৬

সহস্র যুগ অতীত হইল, পূর্বে আমি পুতিমাংসাঙ্গী গৃধ্র ছিলাম । আমি  
প্রিয়া স্ত্রীশাস্তা ও গৃধ্রী ছিলেন । ইনি অরণ্যমধ্যে এক মহাবৃক্ষে নীড় নির্মা  
পূর্বক বাস করিতেন । ৭

\* যুগ সহস্রান্তে ইতি বা পাঠঃ ।

চচার কামং সর্বত্র বনোপবন সংকুলে ।

মৃতানাং পুতিমাংসৌঘৈঃ প্রাণিনাং বৃত্তিকল্পকৌ ॥ ৮

একদা লুদ্ধকঃ কুরো লুলোভ পিশিতাশিনৌ ।

আবাং বীক্ষ্য গৃহে পুষ্টং গৃধ্রং তত্রাপ্যয়োজয়ৎ ॥ ৯

তং বীক্ষ্য জাতবিশ্রস্তৌ ক্ষুধয়া পরিপীড়িতৌ ।

স্ত্রীপুংসৌ পতিতৌ তত্র মাংসলোভিতচেতসৌ ॥ ১০

বদ্ধাবাবাং বীক্ষ্য তদা হর্ষাদাগত্য লুদ্ধকঃ ।

জগ্ৰাহ কণ্ঠে তরসা চঞ্চাগ্রাঘাতপীড়িতঃ ॥ ১১

শ্লোকার্থ । ইনি বন ও উপবনসংকুল স্থানে যথাকৃতি বিচরণ করিতেন  
আমরা উভয়েই মৃত জীবগণের দুর্গন্ধ মাংস খাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতাম । ৮

একদা কোন কুরাশয় ব্যাধ আমাদের উভয়কে দেখিয়া ধরিবার জ  
লোলুপ হইল । পরে সেই ব্যাধ আমাদেরিগকে বদ্ধ করিবার জন্ত তাহার  
গৃহপালিত গৃধ্র ছাড়িয়া দিল । ৯

সেই সময় আমরা অতিশয় ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম । সুতরাং আমরা সেই  
পালিত গৃধ্রকে দেখিয়া বিশ্বস্ত হৃদয়ে মাংসলোভে তাহার সহিত তথায় পতি  
হইলাম । ১০

ব্যাধ আমাদেরিগকে বদ্ধ দেখিয়া হৃষ্টচিন্তে সেখানে আসিয়া বেগে আমাদের

লদেশ ধারণ করিল। আমরাও প্রাণপণে তাহাকে চক্ষুদ্বারা আঘাত করিতে গিলাম। ১১

আবাং গৃহীত্বা গণ্ডক্যাঃ শিলায়াং সলিলান্তিকে ।

মস্তিষ্কং চূর্ণয়ামাস লুব্ধকঃ পিশিতাশনঃ ॥ ১২

চক্রাঙ্কিত শিলাগঙ্গামরণাদপিতংক্ষণাৎ ।

জ্যোতির্ময়বিমানেন সত্ত্বো ভূহা চতুর্ভূজৌ ॥ ১৩

প্রাপ্তৌ বৈকুণ্ঠনিলয়ং সৰ্ব্বলোকনমস্কৃতম্ ।

তত্র স্থিত্বা যুগশতং ব্রহ্মণো লোকমাগতৌ ॥ ১৪

ব্রহ্মলোকে পঞ্চশতং যুগানামুপভূজ্য বৈ ।

দেবলোকে কালবশাদ্ গতং যুগচতুঃশতম্ ॥ ১৫

শ্লোকার্থ। পরে মাংসলোলুপ ব্যাধি আমাদগকে গঙ্গাজল সন্নিধানে প্রকী শিলাতে নিক্ষিপ্ত করিয়া উভয়েরই মস্তক চূর্ণ করিল। ১২

গঙ্গা সলিলে এবং চক্রাঙ্কিত শিলাতে মৃত্যু হওয়ায় আমরা তৎক্ষণাৎ চতুর্ভূজ দিব্য মূর্তি ধারণ করিয়া জ্যোতির্ময় বিমানে আরোহণ পূর্বক স্বর্গলোক প্রভৃতি বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলাম। সেই লোকে শতবর্ষ বাসান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম। ১৩-১৪

একলোকে পাঁচশত যুগ সুখ ভোগান্তে কালবশে চারিশত যুগ দেবলোকে পঞ্চ উপভোগ করিলাম। ১৫

ততো ভুবি নৃপাস্তাবদ্ বদ্ধসুহুরহং স্মরন্ ।

হরেরনুগ্রহং লোকে শালগ্রামশিলাশ্রমম্ ॥ ১৬

জাতিস্মরত্বং গণ্ডক্যাঃ কিং তস্তাঃ কথয়ামাহম্ ।

যজ্ঞলম্পর্শমাত্রেন মাহাত্ম্যং মহদদ্ভুতম্ ॥ ১৭

চক্রাঙ্কিতশিলালম্পর্শমরণস্যেদৃশং ফলম্ ।

ন জানে বাসুদেবস্য সেবয়া কিং ভবিষ্যতি ॥ ১৮

ইত্যাবাং হরিপূজাম্ হর্ষবিহ্বল চেতসৌ ।

নৃত্যস্তাবগায়ন্তৌ বিলুষ্ঠন্তৌ স্থিতাবিহ ॥ ১৯

**শ্লোকার্থ**। হে রাজগণ, তৎপরে আমি এই মর্ত্যলোকে জন্ম ল  
করিয়াছি ; পরন্তু শালগ্রামশিলার আশ্রম ও শ্রীহরির করুণা প্রভৃতি আ  
শ্রুতিপটে জাগরুক রহিয়াছে । ১৬

গণ্ডকী নদী তীরে মৃত্যু হইলে যে কিরূপ জাতিস্বর হয়, তাহা অধিক ত  
কি বলিব ? গঙ্গা জল স্পর্শমাত্র একটি অদ্ভুত মাহাত্ম্য দেখা যায় । চক্রা  
শিলাস্পর্শে মৃত্যু হইলে যখন ঈদৃশ ফল লাভ হয়, তখন ভগবান্ শ্রীহরির সে  
করিলে যে কি পুণ্য হইবে, তাহা বলিতে পারি না । ১৭-১৮

আমরা এইরূপ বিবেচনা করিয়া শ্রীহরিপূজা বিষয়ে একান্ত অহরন্তু থাকি  
ছষ্টমনে কখন নৃত্য করিতেছি, কখনও বা হরিগুণ কীর্তন করিতেছি, কথ  
বা ভক্তিভরে ভুলুপ্তিত হইতেছি । আমরা এইরূপে এখানে কালব্যাপন করি  
আসিতেছি । ১৯

কঙ্কৈর্নারায়ণাংশস্য অবতারঃ কলিঙ্কয়ঃ ।

পুরা বিদিতবীৰ্য্যস্য পৃষ্ঠো ব্রহ্মমুখাং শ্রুতঃ ॥ ২০

ইতি রাজসভায়াং সঃ শ্রাবয়িত্বা নিজ্জাঃ কথাঃ ।

দদৌ গজানামযুতমস্থানাং বক্ষ্যমাদরাৎ ॥ ২১

রথানাং ষট্ সহস্রন্ত দদৌ পূর্ণশ্র ভক্তিতঃ ।

দাসীনাং যুবতীনাঞ্চ রমানাথায় ষট্ শতম্ ॥ ২২

রত্নানি চ মহার্ঘ্যানি দত্ত্বা রাজা শশিধ্বজঃ ।

মেনে কৃতার্থমাত্মনং স্বজনৈর্বান্ধবৈঃ সহ ॥ ২৩

**শ্লোকার্থ**। সাক্ষাৎ ভগবান কল্কিদেব কলিনাশের জন্য অবতীর্ণ হইবেন  
ইহা আমি পূর্বেই ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলাম । আমি তাঁহার মহিমা দ  
জ্ঞাত আছি । ২০

রাজা শশিধ্বজ এইরূপে সভামধ্যে পূর্বজন্ম কাহিনী বর্ণনা করিয়া রমা

কক্ষিকে ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সমাদর সহকারে দশ সহস্র গজ, একলক্ষ অশ্ব, ছয় সহস্র বথ, ছয়শত তরুণী সেবিকা ও বহুসংখ্যক মহামূল্য রত্ন প্রদানপূর্বক বান্ধবগণের সহিত নিজেকে কৃতার্থবোধ করিলেন । ২১-২৩

সভাসদ ইতি শ্রুত্বা পূর্বজন্মোদিতাঃ কথাঃ ।

বিস্ময়াবিষ্টমনসঃ পূর্ণং তং মেনিরে নৃপম্ ॥ ২৪

কক্ষিং স্তবস্তো ধ্যায়ন্তো প্রশংসন্তো জগজ্জনাঃ ।

পুনস্তমাহুরাজানং লক্ষণং ভক্তি ভক্তয়োঃ ॥ ২৫

নৃপা উচুঃ ।

ভক্তিকাম্যদ্ভগবতঃ কো বা ভক্তো বিধানবিৎ ।

কিং করোতি কিমশ্রুতি ক্বা বসতি বক্তি কিম্ ॥ ২৬

এতান্ বর্ণয় রাডেন্দ্র । সর্বং স্বং বেৎসি সাদরাৎ ।

জাতিস্মরত্বাং কৃষ্ণশ্চ জগতাং পাবনেচ্ছয়া ॥ ২৭

ইতি তেবাং বচ শ্রুত্বা প্রফুল্লবদনো নৃপঃ ।

সাধুবাদৈঃ সমামন্ত্র্য তানাহ ব্রহ্মণোদিতম্ ॥ ২৮

শ্লোকার্থ । সভাসদগণ রাজা শশিধ্বজের পূর্বজন্ম-বিবরণ শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে পূর্ণ প্রজ্ঞ বলিয়া মনে করিলেন । পরে তত্রত্য জনগণ সকলেই শ্রীকক্ষির স্তব, ধ্যান ও গুণগান করিতে লাগিলেন । পরে তাঁহারা বাজ শশিধ্বজকে ভক্তি ও ভক্তের লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন । ২৪-২৫/

রাজগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবদ্ভক্তি কাতার নাম, কাহাকেই বা বিধিভক্ত বলিয়া ঘাইতে পারে ? ঐ ভক্ত কি কার্য করেন, কি আহার করেন, কোথায় বাস করেন এবং কিরূপ কথা বলেন ? ২৬

হে রাজেন্দ্র, আপনি ভক্তিতত্ত্ব অবগত আছেন । অতএব আপনি এতৎ সমস্ত বর্ণন করুন । রাজা তাঁহাদের এই সকল প্রশ্ন শুনিয়া প্রফুল্লবদনে সাধুবাদ প্রদানান্তে তাঁহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া জাতিস্মরণ\* হেতু কৃষ্ণনাম উচ্চারণে

জগৎ পবিত্র করিবার অভিপ্রায়ে পূর্বে ব্রহ্মার নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন,  
তাহা বলিতে লাগিলেন । ২৭-২৮

শশিধ্বজ উবাচ ।

পুরা ব্রহ্মসভামধ্যে মহাবিগণসংকুলে ।

সনকো নারদং প্রাহ ভবন্তির্ষাষ্টিহোদিতাঃ ॥ ২৯

তেষামনুগ্রহেণাহং তত্রোষিত্বা শ্রুতাঃ কথাঃ ।

যাস্তাঃ সংকথয়ামীহ শৃণুধ্বং পাপনাশনাঃ ॥ ৩০

সনক উবাচ ।

কা ভক্তিঃ সংসৃতিহরা হরৌ লোকনমস্কৃতা ।

তামাদৌ বর্ণয় মুনে নারদাবহিতা বয়ম্ ॥ ৩১

\*ভগবান পতঞ্জলি কৃত যোগসূত্র গ্রন্থে বিভূতিপাদের ১৮ সূত্র অত্র উক্ত হইল, সংস্কারসাক্ষাৎ কবণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্ । ব্যাস ভাস্করের আলোকে এই সূত্রার্থ লিখিলাম । সংস্কারে সংযম দ্বারা সংস্কারের স্বরূপ সাক্ষাৎকাব করিলে যোগিগণ সর্বজীবের পূর্বজন্ম বিষয়ক জ্ঞানলাভে সমর্থ হন । সংস্কার দ্বিবিধ—বাসনা ও ধর্মধর্ম । যাহা পূর্বজন্মভূত বিষয়ের স্মৃতি জন্মাইয়া ক্রেশেব হেতু হয়, তাহা বাসনা । আর যাহা জাতি, আয়ু ও ভোগরূপ বিপাকের হেতু, তাহা ধর্মধর্ম । ইহারা পূর্বজন্ম কৃত কর্মসমূহ দ্বারা সঞ্চিত । পরিণাম, চেষ্টা, নিরোধ, শক্তি ও জীবন ইহাদের ধর্ম । ইহারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য এবং ধর্মরূপে চিন্তে অবস্থিত । এই সকল সংযম অভ্যাস করিলে সংস্কারের স্বরূপ সাক্ষাৎকারের সামর্থ্য জন্মে । দেশ, কাল, পূর্বদেহ ও ইন্দ্রিয়াদি নিমিত্তের অনুভব ব্যতীত এই সকল সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয় না । অতএব সংস্কারের সাক্ষাৎকার দ্বাব। যোগিগণ পূর্বজন্ম বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন । এইরূপ পবকালীর সংস্কার সাক্ষাৎকার দ্বারা ভবিষ্যৎ জন্ম সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে । ভগবান্ জৈগীষব্য সংস্কার সাক্ষাৎকরণদ্বারা দশ মহাকল্পের জন্ম-পরম্পরাক্রমের জ্ঞানলাভ করেন । ইহার ফলে তাঁহার বিবেকজ্ঞ পর্ণপ্রজ্ঞা প্রোদভূত হয় ।

**প্রোকার্থ ।** শশধ্বজ বলিলেন, পূর্বে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার সভায় যখন মহর্ষিগণ উপস্থিত ছিলেন, এই সময় আপনারা আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এই প্রশ্ন তখন সনক নারদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । আমিও তৎকালে তথায় উপস্থিত ছিলাম । স্মতরাং আমি তাঁহাদের অন্তর্গত তৎসমস্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম । হে নিম্পাপ সদস্তগণ, আমি যাহা যাহা নিবিষ্ট চিন্তে শুনিয়া ছিলাম, তাহা এখন আপনাদের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ২২-৩০

অনন্তর দেহধারী ভগবান আবট্য তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ; “নিম্পাপ হইয়া আপনি নির্মল বুদ্ধিস্ত হইয়াছেন । আপনার বুদ্ধিসত্ত্ব কিছুতেই অভিভূত হয় না । আপনার বুদ্ধি সর্ববিষয় ধারণা করিতে সমর্থ । দশ কল্পের জন্ম বৃত্তান্ত আপনি স্মরণ করিতে পারেন । তৎ তৎ জন্মে আপনি নরক ও তির্য্যক যোনিতে দুঃখসমূহ ভোগ করিয়াছেন । দেব ও মনুষ্য যোনিতে জন্মলাভ করিয়া তৎ সমুদয় পরিজ্ঞাত আছেন । আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি যে সকল সুখ দুঃখ অনুভব করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোনটির মাত্রা অধিকতম ?” তখন মহর্ষি জৈগীষব্য উত্তর দিলেন, “আমার বুদ্ধি নির্মল হইয়াছে । আমি দশ মহাকল্পের জন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারি । আমি নরকের এবং পক্ষী যোনি প্রাপ্তি হেতু দুঃখ অনুভব করিয়াছি । আমি দেবতা ও মনুষ্য যোনিতে পুনঃ পুনঃ উৎপাদন হইয়াছি ।” তাহাতে যাহা কিছু অনুভব করিয়াছি তৎ সমুদয়ই দুঃখমাত্র । তখন ভগবান আবট্য তাঁহাকে বলিলেন, “হে আয়ুমান, আপনি ষড়্ছাত্ত্বমে প্রকৃতিচালনে সমর্থ । আপনি প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়াছেন । উক্ত যৌগৈশ্বর্য্য-লাভের ফলে আপনি যে সন্তোষ-সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও কি দুঃখ বলিয়া ধনে করেন ?” তখন ভগবান জৈগীষব্য বলিলেন, “বিষয়-সুখের তুলনায় এই দর্শনৈশ্বর্য্যজাত সন্তোষ-সুখ অমূল্য সুধরূপে জ্ঞেয় ; কিন্তু কৈবল্যের অপেক্ষায় ইহা দুঃখরূপে হয় । কারণ এই সন্তোষ বুদ্ধি-সংস্কারই ধর্ম্ম । স্মতরাং ইহা ত্রিগুণাত্মক । দর্শ প্রত্যয় ত্রিগুণাত্মক বলিয়া দুঃখময় । তৃষ্ণা রজতুল্য বন্ধনকারী ও দুঃখাত্মক । এই তৃষ্ণারূপ দুঃখের সন্তাপ অপগত হইলে সর্ববিষয়ে অনুরূপ অবাধ অগাধ আনন্দ লব্ধ হয় ।” ( ৫৭ শ্লোকিত ‘যোগ’ পুস্তকে ৭৫-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । )

সনক বলিলেন, হে মহর্ষি নারদ, শ্রীহরিতে কিরূপ ভক্তি করিলে মর্ত্যে জন্ম লইতে হয় না ? কিরূপ ভক্তি প্রশংসনীয় ? আপনি তাহা অগ্রে বর্ণন করুন । আমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিতেছি । ৩১

নারদ উবাচ ।

মনঃ বৰ্ণনান্দ্রিয়ানি সংযম্য পরয়া ধিয়া ।  
 গুরাবপি হৃদেদেহং লোকতত্ত্ববিচক্ষণঃ ॥ ৩২  
 গুরো প্রসন্নো ভগবান্ প্রসাদতি হরিঃ স্বয়ম্ ।  
 প্রণবাগ্নিপ্রিয়ামধ্যে মবর্ণং তন্নিদেশতঃ ॥ ৩৩  
 স্মরেদনন্তয়া বুদ্ধ্যা দেশিকঃ সুসমাহিতঃ ।  
 পাঠার্থ্যাচমনীয়াত্মৈঃ স্নানবাসোবিভূষণৈঃ ॥ ৩৪  
 পূজয়িত্বা বাসুদেবপাদপদ্মং সমাহিতঃ ।  
 সর্বদাঙ্গসুন্দরং রম্যং স্মরেৎ হৃৎপদ্মমধ্যগম্ ॥ ৩৫

শ্লোকার্থ । দেবর্ষি নারদ কহিলেন, লোকতত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ সাধক উত্তম বুদ্ধি দ্বারা চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এই জ্ঞানেন্দ্রিয়<sup>১৬৭</sup> পঞ্চক ও মন সংযত করিয়া পশ্চিম জ্ঞান আশ্রয়পূর্বক শ্রীগুরুচরণে দেহ সমর্পণ করিবেন । ৩২

যদি গুরু প্রসন্ন হন, তাহা হইলে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরিও প্রসন্ন হন । গুরু আজ্ঞানুসারে প্রণব ও অগ্নিপ্রিয়া স্বাহাব<sup>১৬৮</sup> মধ্যে মবর্ণ ওমকার অনন্তরূপে স্মরণ করিবে । কেহ বলেন, ওঁ নমঃ স্বাহা মন্ত্র জপ করিবে । ৩৩

অতঃপর শিষ্য সুসমাহিত মনে পাণ্ড, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি এবং স্নানীয়, বস্ত্র ও বিভূষণ দ্বারা নিবিষ্ট চিত্তে শ্রীহরির পাদপদ্ম পূজা করিবে পরে হৃৎপদ্মস্থ রমণীয় সর্বাঙ্গসুন্দর শ্রীহরির ধ্যান করিবে । ৩৪-৩৫

টিপ্পনী । ১৬৫ । চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় : জ্ঞানেন্দ্রিয় বলে । পঞ্চদশী নামক বেদান্ত গ্রন্থে উক্ত হয়—



শ্রোত্রং ত্বক্ চক্ষুযী জিহ্বা ভ্রাণং চেন্দ্রিয় পঞ্চকম্ ।

কর্ণাদি গোলকস্থং তচ্ছব্বাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ ।

সৌম্ভ্যাংকার্যাহমেয়ং তৎপ্রায়ো ধাবেদ্বহিমুখম্ ॥

চক্ষু দ্বারা দর্শন, ত্বক্ দ্বারা স্পর্শন, কর্ণে শ্রবণ, জিহ্বা দ্বারা আশ্বাদন ও নাসিকায় গন্ধের জ্ঞান জন্মে ।

১৬৬। বজ্রকালে ঘৃতাহতির পূর্বে 'স্বাহা' মন্ত্র উচ্চারিত হয়। শ্রীমন্তাগবতে স্বাহাদেবী অগ্নিপত্নীরূপে উল্লিখিত। দক্ষ প্রজাপতি স্বাহার পিতা ।

এবং ধ্যাত্বা বাক্যমনোবুদ্ধৌল্লিয়গণৈঃ সহ ।

আত্মানমর্পয়েদ্বিদ্ধান্ হরাবেকান্তভাববিং ॥ ৩৬

অঙ্গানি দেবাস্তেষাঙ্ক নার্মনি বিদিতান্নাত ।

বিষোঃ কঙ্কেরনস্তস্ত তান্নেবাস্তন্ন বিদ্যতে ॥ ৩৭

সেব্যঃ কৃষঃ সেবকোহহমগ্নে তস্মাত্তমূর্ত্তয়ঃ ।

অবিদ্যোপাধয়ো জ্ঞানাদ্ বদন্তি প্রভাবদয়ঃ ॥ ৩৮

ভক্তস্ত্যপি হরৌ দ্বৈতং সেব্যসেবকবদ্ভদা ।

নাত্তদ্বিনা তমিত্যেব ক-চ কিঞ্চন বিদ্যতে ॥ ৩৯

শ্লোকার্থ। এইরূপে ধ্যান করিয়া জ্ঞানী ও একান্ত ভাবজ ব্যক্তি বাক্য, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত আত্মাকে শ্রীহরি চরণে সমর্পণ করিবে। ৩৬

অত্নাত্ত দেবযুতি কঙ্কিরূপী মহা বিষ্ণুর অঙ্গস্বরূপ। সেই সমস্ত নাম আপনারা পরিজ্ঞাত আছেন। এতদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। ৩৭

শ্রীহরি সেব্য, আমি সেবক। সমস্ত জীবই শ্রীহরির অভিন্নমূর্তি। জ্ঞানীগণ বলেন, অবিদ্যোপাধিবেশে<sup>১৬৭</sup> এই সকল ভ্রান্তির উদ্ভব হইয়াছে। ৩৮

যিনি ভক্ত, তাঁহার মনেও সেব্যসেবকরূপ দ্বৈতভাব উদ্ভূত হয়। ফলতঃ শ্রীহরি বিনা অস্ত্র কোন পূজ্য কোথাও নাই। ৩৯

টিপ্পনী। ১৬৭। পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গীতে জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি অবিজ্ঞা-

প্রস্তুত। অবিচার উপাধিভেদকে জন্ম মৃত্যু বলা হয়। দ্বৈতবাদী মধ্বাচার্য ব্যাসাধিকরণমালা গ্রন্থে ( ২ অধ্যায়, ৩ পাদ, ১৮ সূত্রে ) বলেন—

ব্রহ্মাদয়ং জাতবুদ্ধৌ জীবদেহে বিশেষে স্বয়ম্ ।

উপাধিকং জীবজন্ম নিত্যত্বং বস্তু তৎ স্মৃতম্ ॥

ভক্তঃ স্মরতি তং বিষ্ণুং তন্মামানি চ গায়তি ।

তৎকৰ্ম্মাণি করোত্যেব তদানন্দসুখোদয়ঃ ॥ ৪০

নৃত্যত্যাঙ্কতবদ্রোতি হসতি প্রৈতি তন্মনাঃ ।

বিলুপ্ত্যাবিস্মৃত্য ন বেত্তি কিয়দন্তরম্ ॥ ৪১

এবং বিধা ভগবতো ভক্তিরব্যভিচারিণী ।

পুনাতি সহসা লোকান্ সদেবাসুরমানুষান্ ॥ ৪২

ভক্তিঃ সা প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মসম্পৎ প্রকাশিতা ।

শিববিষ্ণুব্রহ্মরূপা বেদাচ্চানাং বরাপি বা ॥ ৪৩

**শ্লোকার্থ ।** ভক্তজন সেই শ্রীহরিকে স্মরণ করেন, হরিনাম গান করেন ও শ্রীহরির উদ্দেশে কর্ম করেন, তাহাতেই তাঁহার আনন্দ ও সুখোদয় হয়। ভক্ত জন উদ্ধতের ন্যায় নৃত্য করেন, রোদন করেন, হাস্য করেন, তন্ময় হইয়া গমন করেন, আত্মবিস্মৃতি হেতু বিলুপ্তি হন এবং কোথাও কোন ভেদ দর্শন করেন না। ৪০-৪১

এইরূপ অব্যভিচারিণী ভগবদ্ভক্তি<sup>১৬৮</sup> দেবগণকে, অসুরগণকে ও মনুষ্যগণকে তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে। যিনি নিত্য প্রকৃতি, যিনি ব্রহ্মসম্পৎ, তিনিই ভক্তিরূপে সুপ্রকাশিত। এই ভক্তিই বেদাদি শাস্ত্রে প্রশংসিত। এই ভক্তিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবস্বরূপা। ৪২-৮৩

**টিপ্পনী ।** ১৬৮। দীর্ঘকাল যাবৎ সংকারাদি সহ সেবার নাম ভক্তি। একনিষ্ট ইষ্টসেবায় ধর্মাদি চতুর্বর্গ লাভ হয়। উক্ত ধর্মে ভক্তিরসায়ুত সিদ্ধ ( ৩য় লহরী ) গ্রন্থে আছে—

সর্বমঙ্গলমূৰ্দ্ধন্যা পূৰ্ণানন্দময়ী সদা ।

দ্বিজেন্দ্র তব চাপাশ্চ ভক্তিরব্যভিচাবিণী ॥

ইহাকেই অব্যভিচারিণী শুদ্ধা ভক্তি বলে । বৈষ্ণব শাস্ত্র মতে অব্যভিচারিণী ভক্তির মাহাত্ম্য অসীম ।

ভক্তাঃ সত্বগুণাধ্যাসাদ্ রজসেন্দ্রিয়লালসাঃ ।

তমসা ঘোরসংকল্পা ভজন্তি দ্বৈতদৃগ্ জনাঃ ॥ ৪৪

সত্বান্নিগুণতামেতি রজসা বিষয়স্পৃহা ।

তমসা নরকং যাস্তি সংসারা বৈতর্হস্মিণি ॥ ৪৫

উচ্ছিষ্টমবশিষ্টং বা পথ্যং পুতমভীপ্সিতম্ ।

ভক্তানাং ভোজনং বিষ্ণোর্নৈবেদ্যং সাত্বিকং মতম্ ॥ ৪৬

ইন্দ্রিয় প্রীতি জননং শুক্ৰশোণিত বর্দ্ধনম্ ।

ভোজনং রাজসং শুদ্ধমায়ুরারোগ্য বর্দ্ধনম্ ॥ ৪৭

শ্লোকার্থ । যাহাদের দ্বৈত জ্ঞান আছে, তাহাদের মধ্যে যে সকল ব্যক্তিতে সত্বগুণের আধিক্য হয়, তাহাবা ভক্ত হয় । যাহাদের অন্তরে বজ্রোশুণের অধ্যাস হয়, তাহাবা ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে আসক্ত হইয়া থাকে । আব তমোশুণের আবির্ভাব হইলে ঘোর কর্মে অগ্নয়ুক্ত হয় । সংসারের মধ্যে যাহাবা দ্বৈত জ্ঞানসম্পন্ন, তাহাদের মধ্যে সত্বগুণেব প্রাচুর্য্য হইলে গুণাতীত স্বাভাব হয় । রজোশুণের উদয়ে বিষয় ভোগস্পৃহা জন্মে এবং তমোশুণেব আধিক্য হইলে নরকগমন হয় । ৪৪-৪৫

উচ্ছিষ্ট-অবশিষ্ট স্থপথ্য অভীপ্সিত ও পবিত্র বিষ্ণু-নৈবেদ্য যে ভক্তগণ ভক্ষণ করেন, তাহারা সাত্বিক আহার করেন । যাহা ইন্দ্রিয়বর্গের প্রীতিজনক, যাহাতে শুক্ৰ, শোণিত ও পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, যাহাতে শরীর নীরোগ থাকে, তাদৃশ বিজ্ঞান-ভোজনকে রাজস ভোজন বলা হয় । ৪৬-৪৭

অতঃপরং তামসানাং কটুল্লোফবিদাহিকম্ ।

পুতিপথুবিষতং জৈয়ং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ৪৮

সান্ধিকানাং বনে বাসো গ্রামে বাসন্ত রাজসঃ ।

তামসং দ্যুতমত্ৰাদিসদনং পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥ ৪৯

ন দাতা স হরিঃ কিঞ্চিৎ সেবকস্ত ন যাচকঃ ।

তথাপি পরমা প্রীতিস্তয়োঃ কিমিতি শাস্বতী ॥ ৫০

ইত্যেতদ্ ভগবত ঈশ্বরস্য বিষ্ণোৰ্গুণকথনং সনকৌ বিবৃধ্যভক্তা ।

সবিনয়বচনৈঃ সুরষিবৰ্য্যং পরিণুতোল্লপুৰং জগাম শুদ্ধঃ ॥ ৫১

ইতি শ্রীকঙ্কিপুৰাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে নৃপগণ-শশিধ্বজ-  
সংবাদে জাতিস্মরকথনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ল্লোকার্থ । অতঃপর তামস আহার বলিতেছি । যাহা কটু, অম্ল, উষ্ণ,  
দধি, দুর্গন্ধযুক্ত ও পৰ্য্যাসিত, তাহা তামস আহার ও তামসিক ব্যক্তির প্রিয় । ১৮

স্বশুণী ব্যক্তিগণ বনে বাস করেন, রাজাসিক ব্যক্তিগণ গ্রামে বাস করেন  
এবং তামসিক ব্যক্তিগণ দ্যাভালে বা সুরালে বাস করেন । ৪৯

শ্রীহরি কাহাকেও কোন বস্তু স্বহস্তে দেন না । উত্তম সেবকও শ্রীহরির  
নিকট কিছু যাচ্চা করেন না । তথাপি তাঁহাদের মধ্যে পরস্পর পরম প্রীতি  
নিয়ত লক্ষিত হয় । ইহা সামান্ত ঘটনা নহে । ৫০

বিশুদ্ধ হৃদয় দেবর্ষি সনক এইরূপে ঈশ্বর বিষ্ণুর গুণগান শ্রবণ করিয়া বিনয়-  
বচনে স্তুতি পাঠান্তে অমরাবতীতে প্রস্থান করিলেন । ৫১

শ্রীকঙ্কিপুৰাণে ভবিষ্য অমৃতভাগবতে তৃতীয়াংশে

নৃপগণ ও শশিধ্বজ সংবাদে জাতিস্মরক

কথন নামক একাদশ অধ্যায়ের

অমৃতবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় অংশ

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ

শশিধ্বজ উবাচ ।

এতদ্ বঃ কথিতং ভূপাঃ কথনীয়োরুক্ষ্মণঃ ।

কথা ভক্তস্য ভক্তেশ্চ কিমন্ত্যং কথয়াম্যহম্ ॥১

ভূপা উচুঃ

ত্বং রাজন্ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠঃ সর্বসমুদ্বাহিতে রতঃ ।

তবাবেশঃ কথং যুদ্ধরঙ্গে হিংসাদি কক্ষ্মণি ॥ ২

প্রায়শঃ সাধবো লোকে জীবানাং হিতকারিণঃ ।

প্রাণ বুদ্ধি ধনৈর্ব্যাগ্ভিঃ সর্বেষাং বিষয়াশ্চনাম্ ॥ ৩

শশিধ্বজ উবাচ ।

দ্বৈত প্রকাশিনী যা তু প্রকৃতিঃ কামরূপিনী ।

স্যা স্মৃতে ত্রিভুগং কৃৎস্নং বেদাংশ্চ ত্রিগুণাশ্চিকা ॥ ৪

শ্লোকার্থ । রাজা শশিধ্বজ কহিলেন, হে ভূপালগণ, ষাাহাদের আলৌকিক  
১ম কীর্তন করা কর্তব্য ত্রাদশ ভক্তের ও ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম ।  
এক্ষণে আর কি বলতে হইবে, নির্দেশ ককন ।১

নৃপতিগণ কহিলেন, হে বাজন্, আপনি পরম বৈষ্ণব, আপনি সকল প্রাণীর  
কল্যাণ সাধনে নিরত । কিজন্তু আপনার হিংসাদি দোষে দূষিত যুদ্ধাদি কাণ্ডে  
প্রবৃত্ত হইল ১২

আমরা দেখিয়াছি, সাধুগণ প্রায়ই প্রাণ, বুদ্ধি, ধন ও বাক্য দ্বারা বিষয়লিপ্ত  
জীবগণের হিতানুষ্ঠান করেন ।৩

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণাশ্চিকা প্রকৃতি  
হহতেই দ্বৈততাব প্রকাশিত । এই প্রকৃতিই কামরূপা সংকল্পাশ্চিকা । এই  
প্রকৃতি হইতেই চতুর্বেদ ও জগদ্রয় প্রসূত ।৪

তে বেদাঞ্জিঙ্গগদ ধর্মশাসনা ধর্মশাসনাঃ ।  
 ভক্তি প্রবর্তক। লোকে কামিনাং বিষয়েষিনাম্ ॥ ৫  
 বাৎস্যায়নাদমুনয়ো মনবো বেদপারগাঃ ।  
 বহন্তি বলিমীশস্ত বেদবাক্যানুশাসিতাঃ ॥ ৬  
 বয়ং তদনুগাঃ কস্ম ধর্মনিষ্ঠা রণপ্রিয়াঃ ।  
 জিঘাংসন্তু জিঘাংসামো বেদার্থকৃতনিশ্চয়াঃ ॥ ৭  
 অবধ্যস্ত বধে যাবাং স্তাবানু বধ্যস্ত রক্ষণে ।  
 ইত্যাং ভগবানু ব্যাসঃ সর্ববেদার্থ তৎপরঃ ॥ ৮

**শ্লোকার্থ।** বিষয়ভিলাষী কামী লোকগণেব অন্ত বেদ ত্রিঙ্গগতের ধর্ম  
 সংস্থাপনপূর্বক অধর্মনাশ করিয়া ভক্তিব উদ্ভব করিতেছেন । ৫

বেদাচাৰ্য্য বাৎস্যায়ন প্রভৃতি মহর্ষিগণ ও মন্ত্ৰগণ বেদবাক্যেব অনুবর্তা হইয়া  
 ঈশ্বরের উদ্দেশে বলিদান করেন । ৬

আমবা তাঁহাদের পদানুগ হইয়া ধর্মকর্মে নিবৃত থাকিয়া সংগ্রাম করি ।  
 আমবা বৈদিক বিধান অনুসাবে যুদ্ধক্ষেত্রে আততায়ী প্রাণ বিনাশ করি ।  
 সর্ববেদার্থবিশাবদ ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন, অবধ্য ব্যক্তিকে বিনাশ  
 করিলে যাদৃশ পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিলেও তাদৃশ পাপ হয় । ৭ ৮

প্রায়শ্চিত্তং ন তত্রাস্তি তত্রাধর্মঃ প্রবর্ততে ।

অতোহত্র বাহিনীং হস্তা ভবতাং যুধি তুর্জয়াম্ ॥ ৯

ধর্ম কৃতঞ্চ কঙ্কিস্ত সমানীয়াগতা বয়ম্ ।

এষা ভক্তিস্মম মতা তবাভিপ্রেতমায়ম্ ॥ ১০

অহং তদনুবক্ষ্যামি বেদবাক্যানুসারত : ।

যদি বিষ্ণুঃ স সর্বত্র তদা কং হস্তি কো হতঃ ॥ ১১

হস্তা বিষ্ণুর্হতো বিষ্ণুর্বধঃ কস্তাস্তি তত্র চেৎ ।

যুদ্ধযজ্ঞ বধো যাদিন বধো বেদ শাসনাং ॥ ১২

**শ্লোকার্থ।** এইরূপ আচরণ না করিলে এত অধিক অধর্ম হয় যে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয় না। এই কাবণে আমি সংগ্রামস্থলে আপনাদের দুর্জয় সৈন্তসমূহ দংহার পূর্বক ধর্ম, সত্যযুগ এবং কলিকৈ লইয়া আগমন করিয়াছি। আমার বিবেচনায় এইরূপ ভক্তিই যথার্থ ভক্তি। এই বিষয়ে আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। ১০

তৎপর আমি বেদালোকে উত্তর প্রদান করিব। শ্রীবিষ্ণু সর্বত্র বিद्यমান। যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তাহা হইলে কে কাহাকে বিনাশ কবে? ১১

যিনি হস্তা, তিনিও বিষ্ণু এবং যিনি হত হন, তিনিও বিষ্ণু। অতএব কে কাহাব বধ্য হইবে? বিশেষতঃ বেদের বিধান আছে যে, যুদ্ধস্থলে ও যজ্ঞস্থলে প্রার্থী বধ বধমধ্যে গণ্য নহে। ১২

ইতি গায়ন্তি মুনয়ো মনবশ্চ চতুর্দশ।

ইথং যুৈশ্চ যজৈশ্চ ভজামো বিষ্ণুমীশ্বরম্ ॥১৩

অতো ভাগবতীং মায়ামাক্রিত্য বিধিনা যজ্ঞং।

সেব্য-সেবক ভাবেন সুখী ভবতি নাশ্রুথা ॥১৪

ভূপা উচুঃ

নিমেভূপশ্চ ভূপাল ! গুরোঃ শাপান্মৃতশ্চ চ।

তাদৃশে ভোগায়তনে বিরাগঃ কথমুচ্যতাম্ ॥১৫

শিষ্যশাপাদ্ বশিষ্ঠশ্চ দেহাবাপ্তিমূর্তশ্চ চ।

জায়তে কিল মুক্তানাং জন্ম ভক্তবিমুক্ততা ॥১৬

অতো ভাগবতী মায়া দুর্কোধ্যা বিজিতাশ্বনাম্।

বিমোহয়ন্তি\* সংসারে নানাঋদিত্ত্রজালবৎ ॥১৭

**শ্লোকার্থ।** মহর্ষিগণ ও চতুর্দশ মহু এইরূপ তব কীর্তন করিয়াছেন। আমরাও এইরূপে যুদ্ধ ও যজ্ঞ করিয়া ভগবান বিষ্ণুর পূজা করিয়া থাকি। ১৩

এইরূপে ভাগবতী মহামায়া অবলম্বনে যথাবিধি সেব্য-সেবক ভাবে হরি পূজা করিয়া ভক্ত সুখী হন, অন্তরূপে সুখী হইতে পারেন না। ১৪

নৃপগণ বলিলেন, হে রাজর্ষে, রাজা নিমি<sup>১৩২</sup> গুরু বশিষ্ঠের শাপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পরন্তু তাদৃশ ভোগায়তন শরীরে তাঁহার কি জন্ত বৈরাগ্য জন্মিয়াছিল? অর্থাৎ যজ্ঞাবসানে দেবতাগণ প্রীত হইয়া যখন তাঁহাকে বাঁচাইয়া দেহে প্রবেশ করিতে অল্পজ্ঞা করেন, তখন কিজন্ত তিনি ত্যক্ত দেহে প্রবিষ্ট হইতে সম্মত হন নাই। ১৫

শোনা যায়, মহর্ষি বশিষ্ঠ উক্ত শিষ্যের শাপে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি পুনবার দেহপরিগ্রহ করেন। গুপ্ত জনের মুক্তি লাভ হয়। অতএব মুক্ত মাহুষের কিরূপে পুনর্জন্ম হইতে পারে? ১৬

এই স্থলে বিষ্ণুমায়া জ্ঞানীগণেরও দুঃক্ষেপ। এই মায়া নানাত হেতু ইন্দ্রজাল ভুল্য সংসারে মাহুষকে বিমোহিত করে। ১৭

\*বিমোহয়তি ইতি বা পাঠঃ।

টিপ্পণী। ১৬৯। স্বর্ঘবংশে ইক্ষ্বাকু নামে এক রাজা ছিলেন। নিমি নামে তাঁহার এক সূপুত্র জাত হয়। একবার নিমি সহস্রবর্ষব্যাপী যজ্ঞের অহুষ্ঠান করেন। উক্ত যজ্ঞে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ হোতা ছিলেন। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ অংশ, ৫ অধ্যায়ে) দৃষ্ট হয় “ইক্ষ্বাকুতনয়ো যোহসৌ স তু সহস্রা-সংবৎসরং সত্রমারেভে বশিষ্ঠং চ হোতারং বরয়ামাস।” কিন্তু বশিষ্ঠ বলেন, ইহার পূর্বেই পাঁচশত বর্ষব্যাপী যজ্ঞের জন্ত ইন্দ্রদেব আমাকে বরণ করিয়াছেন। অতএব তুমি অল্পকাল অপেক্ষা কর। ইজ্ঞের যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া আমি তোমার যজ্ঞের ঋদ্ধিকৃ হইব। বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণে নিমি নিরুত্তর রহিলেন। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ অংশ, ৫ অধ্যায়, ২ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে।—

অহমিন্দ্রেণ পঞ্চশত বর্ষং যাগার্থং প্রথমত্তরং বৃতঃ।

তদন্তরং প্রতিপাল্যতামাগতন্তুবার্ণ ঋদ্ধিকৃ ভবিষ্যামি॥

ইতু্যক্তঃ স পৃথিবীপতির্ণ কিঞ্চিদুত্তবান্॥

বশিষ্ঠ বিচার করিলেন, মৌন ভাব সম্ভতির লক্ষণ। তদনুসারে তিনি ইজ্ঞের যজ্ঞ গমন করেন। যথা—বশিষ্ঠোহপ্যনেন সমঘীপ্সতিমিত্যমরপতে—  
বাগমকরোৎ। ইতিমধ্যে রাজা নিমি গৌতমাদি মুনিদ্বারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন



হৃদয়ের যজ্ঞ সাজ করিয়া বশিষ্ঠ নিমির যজ্ঞাতুষ্ঠানার্থ শীঘ্র তথায় আগমন করেন ও দধেন, গৌতম নিমির যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন। তখন রাজা নিমি শায়িত ছিলেন। ইহাতে বশিষ্ঠ এই বলিয়া নিমিকে শাপ দেন, আমাকে অবহেলা করিয়া এই রাজা গৌতমের উপর যজ্ঞভার অর্পণ করিয়াছেন। অতএব এই পাপে তিনি বিদেহ (দেহহীন) হইবেন। উক্তমর্মে বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে,

‘সোহপি তৎকালমেবান্ধৈর্গৌতমাদিভির্ধাগমকবোৎ। সমাপ্তে চামর-পতের্ষাগে স্বরাবান্ বশিষ্ঠো নিমোঃ কৰ্ম করিষ্যামীত্যাজগাম। তৎ কৰ্মকর্তৃৎ চ তত্র গৌতমস্ত দৃষ্ট্বা অথ স্বপতে তস্মৈ রাজ্ঞে মামপ্রত্যাখ্যায়ৈতদনেন গৌতমায় কৰ্মান্তরমপিতং যস্মাৎ তস্মাদয়ং বিদেহো ভবিষ্যতীতি শাপং দদৌ ॥’

নিমির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিনি জাগ্রত হইয়া বলিলেন, “হুষ্ট গুরু আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। আমি শায়িত ছিলাম, কোন কথা জানিতে পারি নাই। এই অবস্থায় তিনি আমাকে শাপ দিলেন। এই কারণে তাঁহার দেহেরও পতন হইবে।” এই শাপ দিয়া রাজা নিমি দেহত্যাগ করেন। উক্তমর্মে বিষ্ণুপুরাণ বলেন,

‘প্রতিবুদ্ধচাসাববনীপতিরপি প্রাহ। যস্মায়াম অসম্ভাষ্য অজ্ঞানত এব শয়ানস্ত শাপোৎসর্গমসৌ হুষ্ট গুরুশ্চকার। তস্মান্তশাপি দেহঃ পতিতে ভবিষ্যতীতি প্রতিশাপং দধা দেহমত্যাগং ॥’

নিমির শাপে বশিষ্ঠের তেজ মিত্রাবরুণের তেজে প্রবিষ্ট হইল। তিনি দেহরক্ষা করিলেন। অনন্তর স্বর্গের অপ্সরা উর্বশার রূপ দর্শনে মিত্রাবরুণের বীৰ্য্য স্থলিত হয়। উক্ত বীৰ্য্যে বশিষ্ঠের দ্বিতীয় জন্ম হয়।

এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণ বলেন, ‘তস্মাচ্ছাপাচ্চমিত্রাবরুণয়োন্তেজসি বশিষ্ঠ-ভোজঃ প্রবিষ্টম্। উর্বনীদর্শনোদ্ধৃতবীৰ্য্য প্রপাতয়োঃ সকাশাৎ বশিষ্ঠো দেহম্পরং লভে ॥’

উক্তরূপে পরস্পরের অভিশাপে উভয়ে বিদেহী, বিয়ত হন। অনন্তর রাজা নিমি সর্বজনের চক্ষুতে নিমেঘরূপ অবস্থান করেন। রাজা নিমি অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন। তাঁহার তেজস্বিতা পূর্বোক্ত ব্রহ্মাস্ত্রে প্রমাণিত হয়।

ইতি তেবাং বচো ভূয়ঃ শ্রদ্ধা রাজা শশিধ্বজঃ ।  
 প্রোবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠো ভক্তিপ্রবণয়া মিয়া ॥১৮  
 শশিধ্বজ উবাচ ।

বহুনাং জন্মনামন্তে তীর্থক্ষেত্রাদি যোগতঃ ।  
 দৈবাস্তবেৎ সাধু-সঙ্গস্তস্মাদীশ্বরদর্শনম্ ॥১৯  
 ততঃ সালোক্যতাং প্রাপ্য ভজন্ত্যাদৃতচেতসঃ ।  
 ভূক্তা ভোগাননুপমান্ ভক্তো ভবতি সংসৃতৌ ॥২০  
 রজোজুষঃ কৰ্মপরাঃ হরিপূজাপরাঃ সদা ।  
 তন্মানি প্রগায়ন্তি তদ্রূপস্মরণোৎসুকাঃ ॥২১

শ্লোকার্থ । বাক্যবিশ্বাসকুশল রাজা শশিধ্বজ তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া  
 ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন । ১৮

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি দর্শন ফলে বহু জন্মের পর দৈব  
 অন্তর্গ্রহে জীবের সাধুসঙ্গ লাভ হয় । ঐ সাধুসঙ্গ হইতেই ঈশ্বর সাক্ষাৎকার লাভ  
 হয় । ১৯

পরে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়া ভক্ত ভক্তিভরে ভগবানকে ভজনা করে ।  
 এইরূপে জীব অন্তঃপন্ন ভোগ্য বস্তুসমূহ ভোগ করিয়া সংসার মধ্যে ভক্তরূপে  
 গণ্য হয় । ২০

রজোগুণাবলম্বিগণ কর্মানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া সর্বদা ত্রীহরির পূজা ও হরি-  
 নাম গান করেন এবং হরিমূর্তি ধ্যানে মগ্ন থাকেন । ২১

অবতারানুকরণ পর্বতব্রতমহোৎসবাঃ\* ।  
 ভগবন্তুভক্তিপূজাঢ্যাঃ পরমানন্দসংপ্লুতাঃ ॥২২  
 অতো মোক্ষং ন বাঞ্ছন্তি দৃষ্টমুক্তি\*<sup>১</sup> ফলোদয়াঃ ।  
 মুক্তালভন্তে জন্মানি হরিভাবপ্রকাশকাঃ ॥২৩  
 হরিরূপাঃ ক্ষেত্রতীর্থ পাবনা শর্ম্মতৎপরাঃ ।  
 সারাসারবিদঃ সেব্য-সেবকা দ্বৈতবিগ্রহাঃ ॥ ২৪

যথাবতারঃ কৃষ্ণস্ত তথা তৎসেবিনামিহ ।

এবং নিমেনিমিবতা লীলা ভক্তস্তলোচনে ॥২৫

শ্লোকার্থ। তাঁহারা শ্রীভগবানের অবতারের অল্পকরণে একাদশী তিথি প্রভৃতি পর্বে, ব্রত ও মহোৎসবে, ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও পূজাদি কার্যে আনন্দে আপ্ত থাকেন ॥২২

সেই ভক্তগণ ভোগের ফলোদয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই জন্য তাঁহারা মোক্ষ প্রার্থনা করেন না। ভক্তবৃন্দ স্বর্গভোগান্তে জন্মগ্রহণ পূর্বক সুদ্রলভ হরি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥২৩

ভক্তগণ শ্রীহরিরই ভিন্নরূপ মাত্র। তাঁহারা ভক্তিভয়ে ক্ষেত্র ও তীর্থাদি পবিত্র করেন। তাঁহারা ধর্মারুষ্ঠানে অল্পবক্ত থাকেন। তাঁহারা সার ও অসার বস্তুভেদ জ্ঞাত আছেন এবং সেব্য ও সেবক মূর্তিদ্বয়ে বিবাজ করেন ॥২৪

যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহার ভক্তগণও সময় সময় অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এইরূপ নিমি যে ভক্তবৃন্দের লোচনে নিমেষরূপে অবস্থান করেন, তাহা ঐশী লীলামাত্র ॥২৫

\* পরব্রতমহোৎসবাঃ ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ মোক্ষং ন বাঞ্ছতি দৃষ্টভুক্তিকলোদয়াঃ ইতি বা পাঠঃ ।

মুক্তস্তাপি বশিষ্ঠস্ত শরীর ভজনাদরঃ ।

এতদ্বঃ কথিতং ভূপা মাহাত্ম্যং ভক্তিভক্তয়োঃ ॥২৬

সন্তঃ পাপ হরং পুংসাং হরিভক্তিবিবর্দ্ধনম্ ।

সর্বৈশ্রিয়স্থদেবানামানন্দসুখসঞ্চয়ম্ ।

কামরাগাদি দোষশ্চ মায়ামোহনিবারণম্ ॥ ২৭

নানাশাস্ত্র পুরাণবেদবিমল ব্যাখ্যামৃতান্তোনিধিং

সংমথ্যাতিচিরং ত্রিলোকমুনয়ো ব্যাসাদয়ো ভাবুকাঃ ।

কৃষ্ণে ভাবমনন্তমেবমমলং হৈয়ঙ্গবীনং নবং

লব্ধং। সংসৃতিনাশনং ত্রিভুবনে শ্রীকৃষ্ণতুল্যায়তে ॥২৮

ইতি শ্ৰীকঙ্কিপুৰাণে অন্তৰ্ভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে ভক্তিভক্তয়োমাহাত্ম্য-  
কথনং নাম দ্বাদশোঃধ্যায়ঃ ।।

**শ্লোকার্থ** । বশিষ্ঠ মুক্ত হইয়াও যে শরীর পরিগ্রহে উন্মুখ হন, ইহাই তাহারও কারণ । হে রাজগণ, আপনাদের নিকট ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য কীর্তন করিলাম । ২৬

ইহা শ্রবণ করিলে মহেশ্বরের সর্বপাপ, সর্বতাপ তৎক্ষণাৎ ধ্বংস হয় এবং ইহা হইতে হরিভক্তি বধিত হয় । ইহা হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের আনন্দ ও সুখরাশি সংবৰ্ধিত হয় । ইহা হইতে কাম, রাগ প্রভৃতি দোষ বিদূষিত হয় । ইহা হইতে মায়ী, মোহ প্রভৃতি নিবারিত হয় । ২৭

বেদব্যাস প্রভৃতি ত্রিলোকস্থ ভাবুক মুনিগণ বেদ, পুরাণ ও নানা শাস্ত্রের সরল ব্যাখ্যাকপ অমৃতসাগর মনন করিয়া সংসার বন্ধন মোচনক ঐকান্তিক-  
ভাব-রূপ নুতন সরল হৈয়ঙ্গবীন<sup>১৭০</sup> লাভ করিয়া ত্রিভুবনেব মধ্যে কৃষ্ণতুল্য  
হন । ২৮

**টিপ্পনী** । ১৭০ । সত্ত্ব হ্রহিত দুষ্ক হইতে যে স্নাত প্রস্তুত হয়, তাকে হৈয়ঙ্গবীন বলে । অমরকোষে আছে, ‘তত্ত্ব হৈয়ঙ্গবীনং যৎ ছোগোদোহেষ্ণব  
স্বতম্ ।’ হারাবলী নামক সংস্কৃত কোষে আছে, করজ, মহজ ও কলম্বুট শব্দ  
নবনীত (মাখন) পর্যায়ভুক্ত ।

শ্ৰীকঙ্কিপুৰাণে ভবিষ্য অন্তৰ্ভাগবতে তৃতীয়াংশে

ভক্তি ও ভক্তের মাহাত্ম্য কথন নামক

দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় অংশ  
ত্রয়োদশ অধ্যায়  
মৃত উবাচ ।

ইতি ভূপঃ সভায়াং স কথয়িত্বা নিজাঃ কথাঃ ।  
শশিধ্বজঃ প্রীতমনাঃ প্রাহ কঙ্কিং কৃতাজ্জলিঃ ॥১  
শশিধ্বজ উবাচ ।

ঈং হি নাথ । ত্রিলোকেশ এতে ভূপাস্তদাশ্রয়াঃ ।  
মাং তথা বিদ্ধি রাজানং ঈন্নিদেশকরং হরে ॥২  
তপস্তপুং যামি কামং হরিদ্বারং মুনিপ্রিয়ম্ ।  
এতে মৎপুত্রপৌত্রাশ্চ পালনীয়াস্তদাশ্রয়াঃ ॥৩/  
মমাপি কামং জানাসি পুরা জাম্ববতো যথা ।  
নিধনং দ্বিবিদস্তাপি তদা সৰ্ব্বং সুরেশ্বর ৷৪  
ইত্যুক্ত্বা গন্তুমদযুক্তং ভার্যয়াসত্বিতং নৃপম্ ।  
লজ্জয়াধোমুখং কঙ্কিং প্রাহভূপাঃ কিমিত্যুত ॥৫

শ্লোকার্থ । মৃত বলিলেন, রাজা শশিধ্বজ প্রীতচিত্তে সভাস্থিত জনগণের  
নিকট আত্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া কৃতাজ্জলিপুটে কঙ্কিদেরকে বলিতে  
লাগিলেন ৷১

রাজা শশিধ্বজ বলিলেন, হে হরে, তুমি ত্রিলোকের ঈশ্বর । এই সকল  
বাজা তোমাব আশ্রিত । এই রাজগণ এবং আমি তোমাব আজ্ঞা পালনে  
সর্বদা প্রস্তুত আছি জানিবে । ২

আমি এক্ষণে মুনিগণের প্রিয় তীর্থ হরিদ্বারে তপস্কার্থ যাইতেছি  
আমার পুত্র-পৌত্রগণ তোমার চরণে আশ্রিত । তুমিই ইহাদিগকে পালন ৫  
রক্ষণ করিবে । ৬

হে স্বরূপতি, আমার অভিপ্রায় তুমি জ্ঞাত আছ। পূর্বজন্মে তুমি জাহ্নবান ৫  
দ্বিবিদ নামক বানরকে বিনাশ করিয়াছিলে। উহা নিশ্চয়ই তোমার স্মরণ  
আছে। ৪

রাজা শশিধ্বজ এই কথা বলিয়া পত্নীর সহিত গমন করিতে উত্তত হইতে  
কঙ্কি লজ্জাভরে অবনত মুখ হইলেন। তখন রাজগণ তাহার কারণ জানিয়ে  
অভিলাষী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ৫

হে নাথ কিমনেনোক্তং যৎ শ্রুত্বা হুমধোমুখঃ ।

কথং তদ্ব্রুহি কামং নঃ কিং বা নঃ শাশ্বি সংশয়াৎ ॥৬

কঙ্কিরূবাচ ।

অমং পৃচ্ছত বো ভূপা যুগ্মাকং সংশয়চ্ছিদম্ ।

শশিধ্বজং মহাপ্রাজং মন্তুক্তিকৃতনিশ্চয়ম্ ॥৭

ইতি কঙ্কের্বচঃ শ্রুত্বা তে ভূপাঃ প্রোক্তকারিণঃ ।

রাজানং তং পুনঃ প্রোহঃ সংশয়াপন্নমানসাঃ ॥৮

নৃপা উচুঃ ।

কিং হুয়া কথিতং রাজন্ শশিধ্বজ মহামতে ।

কথং কঙ্কিস্তদ্বদিদং শ্রুত্বৈবাত্তদধোমুখঃ ॥৯

শ্রোকার্থ। হে প্রভু, রাজা শশিধ্বজ কি বাক্য কহিলেন? তাহা শুনিঃ  
আপনি কিজন্ত অধোমুখ হইলেন? আপনি তাহা আমাদের নিকট সবিস্তারে  
বলুন এবং সংশয় দূর করুন। ৬

ভগবান কঙ্কি বলিলেন, হে রাজগণ, আপনারা এই শশিধ্বজ রাজা  
নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করুন। ইনিই আপনারদের সংশয় দূর করিবেন  
এই রাজা শশিধ্বজ উত্তম জ্ঞানী। ইনি মৎ প্রতি গাঢ় ভক্তিসূক্ত। ৭

রাজগণ কঙ্কির কথা শুনিয়া তৎকাল্যাহুসারে সংশয়াপন্ন হৃদয়ে রাজ  
শশিধ্বজকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শশিধ্বজ, আপনি মহামতি  
ভক্ত রাজ। আপনি এক্ষণে কি কথা কহিলেন এবং আপনার কথা শুনিঃ  
কঙ্কি কি জন্ত অধোমুখ হইলেন? ৮

### শশিধ্বজ উবাচ ।

পুরা রামাবতারেণ লক্ষ্মণাদিস্রজ্জিৎবধম্ ।

লক্ষণালক্ষ্য দ্বিবিদো রাক্ষসজ্ঞাং স দারুণাং ॥১০

অগ্ন্যাগারে ব্রহ্মবীরবধেনৈকাহিকো জ্বরঃ ।

লক্ষ্মণস্য শরীরেণ প্রবিষ্টো মোহকারকঃ ॥১১

তং ব্যাকুলমভিপ্রেক্ষ্য দ্বিবিদো ভিষজাং বরঃ ।

অশ্বিংশে\* তু সংজাতঃ স্বাপয়ামাস লক্ষ্মণম্ ॥১২

লিখিত্বা রামভদ্রস্য সংজ্ঞাপত্রীমতস্মিতঃ ।

লক্ষ্মণং দর্শয়ামাস উদ্ধৃষ্টিষ্ঠন্ মহাভুজঃ ॥১৩

**স্তোকার্থ ।** শশিধ্বজ বাললেন, পূর্বে যখন ত্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, \*২ন লক্ষণ ইন্দ্রজিত বধ কবেন । ইহার ফলে লক্ষ্য ও অলক্ষ্য দ্বিবিধ রাক্ষসভাব হইতে ইন্দ্রজিত মুক্ত হন । ১০

অগ্নিশালায় ব্রহ্মবধ করায় ঐকান্তিক জ্বর লক্ষ্মণের শরীরে প্রবিষ্ট হইল । \*১১তে লক্ষ্মণের মোহাদি হইতে লাগিল । ১১

অশ্বিনীকুমাবের\* বংশসম্মত ভিষকশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ নামক বানর লক্ষ্মণকে \*১০এব ব্যাকুল দেখিয়া একটি মন্ত্র শুনাইল এবং ঐ মন্ত্রটি লিখিয়া তৎক্ষণাৎ \*গবান রামচন্দ্রের সমক্ষে উর্ধ্বস্থানে রাখিয়া লক্ষ্মণকে দেখাইল । ১১-১৩

\* অশ্বিনীনামক স্বর্ঘ্যপুত্রীয় যমজপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় । দেববৈজ্ঞান্যে উহার দ্বিলোকে অধ্যাত । ইহাদের নিকট ইন্দ্রদেব আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন । মহামুনি প্রহ্লাজ ইন্দ্রদেবের নিকট ইহা শিখিয়া ঋষিগণের মধ্যে প্রচার করেন । ব্রহ্মার নিকট দক্ষ প্রজাপতি ও দক্ষের নিকট অশ্বিনীকুমারদ্বয় আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন ।

\*অশ্বিংশেন ইতি বা পাঠঃ ।

লক্ষ্মণো বীক্ষ্য তাং পত্রীং বিজ্ঞরো বলবানভুং ।

স ততো দ্বিবিদং গ্রাহ বরং বরয় বানর ॥১৪

দ্বিবিদস্তদ্বচঃ শ্রদ্ধা লক্ষণং প্রাহ হৃষ্টবৎ ।

হন্তো মে মরণং প্রার্থ্যং বানরত্বাচ্চ\* মোচনম্ ॥১৫

পুনস্তং লক্ষণং প্রাহ মম জন্মান্তরে তব ।

মোচনং ভবিতা কৌশ বলরাম শরীরিণঃ ॥১৬

সমুদ্রশোভনে তীরে দ্বিবিদো নাম বানরঃ ।

ঐকাহিকং জ্বরং হস্তি লিখনং যন্ত পশ্যতি ॥১৭

ইতি মন্ত্রাক্ষরং দ্বারি লিখিত্বা তালপত্রে কে ।

যন্ত পশ্যতি তস্তাপি নশ্যতৈকাহিক জ্বরঃ ॥১৮

**শ্লোকার্থ ।** লক্ষণ ঐ পত্র দেখিয়া জ্বর মুক্ত ও বলবান হইলেন । পরে লক্ষণ দ্বিবিদ নামক বানরকে বলিলেন, হে বানর, তুমি বব প্রার্থনা কব । দ্বিবিদ সেই বাক্য শুনিয়া প্রহৃষ্ট মনে লক্ষণকে বলিল, আমি এই বর প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনার হস্তে আমার মৃত্যু হউক এবং আমি বানর যোনি হইতে মুক্তি পাই । ১৪-১৫

পবে লক্ষণ বলিলেন, আমি জন্মান্তরে বলরাম রূপে অবতীর্ণ হইব । তখন আমাব হস্তে তোমার বানরত্ব মোচন হইবে । ১৬

“সমুদ্রের উত্তর তীরে দ্বিবিদ নামে বানব বাস করে ।” যে ব্যক্তি এই মন্ত্র তালপত্রে লিখিয়া দ্বারদেশে রক্ষা করে এবং দর্শন করে, তাহার ঐকাহিক জ্বর-রোগ আরোগ্য হয় । ১৭-১৮

\* বানরত্বাচ্চ ইতি বা পাঠঃ ।

ইতি তস্ম বরং লব্ধ্বা চিরায়ুঃ সুস্থবানরঃ ।

বলরামাস্তভিগ্নাত্মা মোক্ষমাপাকুতোভয়ম্ ॥১৯

তথা ক্ষেত্রে সূতপুত্রো নিহতো লোমহর্ষণঃ ।

বলরামাস্তযুক্তাত্মা নৈমিষেহভূৎ স্ববাঞ্ছয়া ॥২০

জাম্ববাংশ পুরা ভূপা বামনত্বং গতে হরৌ ।

তস্যাপ্যুদ্ধগতং পাদং তত্র চক্রে প্রদক্ষিণম্ ॥২১



শ্লোকার্থ। দ্বিবিদ বানর লক্ষণেব নিকট এই বর লাভ করিয়া স্নহে দেহে দীর্ঘ কাল জীবনধারণ করিল। ছাপর যুগে বলরামের অজ্ঞাঘাতে তাহার শরীর বিনষ্ট হয় ও সে মুক্তি লাভ করে। ৩৯

এইরূপ আপনার ইচ্ছানুসারে হতপুত্র লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে বলরামের অস্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। ২৪

হে রাজগণ, সত্যযুগে যখন শ্রীবিষ্ণু বামন রূপে অবতীর্ণ হইয়া ত্রিপাদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন জাম্ববানু তাহার উর্ধ্বস্থ চবণ প্রদক্ষিণ করেন। ২১

মনোজবং তং নিরীক্ষ্য বামনঃ প্রাচ বিস্মিতঃ ।

মন্তো বনু বরং কামৃক্ষাধীশ মহাবল ॥২২

ইতি তং হৃষ্টবদনো ব্রহ্মাংশো জাম্ববানুদা ।

প্রাহ ভো চক্রদহনান্মম মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥২৩

ইত্যুक्ते বামনঃ প্রাহ কৃষ্ণজন্মনি মে তব ।

মোক্ষচ্চক্রেণ সংভিন্নশিরসঃ সংভবিষ্যতি ॥২৪

মম কৃষ্ণাবতারে তু সূর্য্য ভক্তস্ত ভূপতেঃ ।

সত্রাজিতস্ত মণ্যর্থং ছুর্বাদঃ সমজায়ত ॥২৫

শ্লোকার্থ। বামন তাঁহার মনোদশ ক্ষততর বেগ দোঁধিয়া বিস্মিত হৃদয়ে বলিলেন, হে ঋক্ষপতে, তুমি মহাবলপরাক্রমশালী। তুমি আমার নিকট কোন বর প্রার্থনা কর। ২১

ব্রহ্মার বংশধর জাম্ববানু এই বাক্য শুনিয়া হৃষ্ট মনে বলিলেন, আমাকে এই ১০ দিন, আপনার চক্রাঘাতে আমার মৃত্যু হউক। ২২

ভগবান বামনদেব এই কথা শুনিয়া বলিলেন, আমি যখন কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব, তখন আমার চক্রদ্বারা তোমার মস্তক ছিন্ন হইবে, এবং তুমি পশুযোনি ইতে মুক্তিলাভ করিবে। ২৩

পরে যখন ভগবান কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন আমি সত্রাজিৎ নামে

রাজা ছিলাম। আমি সূর্যদেবের আরাধনা করিতাম। সেই সময় আমার জন্ত শ্রমস্তক<sup>১১</sup> মণির নিমিত্ত কৃষ্ণের নামে একটি কলঙ্ক রটে। ২৫

**টিপ্পণী।** ১৭১। নিম্ন রাজার দুই পুত্র প্রসেন ও সত্রাজিৎ ছিলেন সত্রাজিৎ সূর্যদেবের আরাধনা করিতেন। একদা যখন তিনি সূর্যতপে মগ্ন ছিলেন, তখন সূর্যনারায়ণ প্রসন্ন হইয়া তথায় আসেন। সত্রাজিৎ তাঁহাকে বলেন, হে সূর্যদেব, যেরূপ আপনার তেজস্বী মূর্তি আকাশে দেখি, তদ্রূপ এখানেও দেখিতেছি। আপনার প্রসন্নতার লক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি। ইহাতে সূর্যদেব শ্রমস্তক মণি নিজ গলদেশ হইতে খুলিয়া রাখেন। মণিপ্রভ পৃথক হইলে তপস্বী সত্রাজিৎ সূর্যদেবের প্রসন্নমূর্তি দর্শন করেন। ইহাতে সূর্যদেব বলেন, হে সত্রাজিৎ, আমার নিকট বর প্রার্থনা কর। তখন সত্রাজিৎ ঐ শ্রমস্তক মণি ভিক্ষা করেন। সূর্যদেব তাঁহাকে সেই মণি প্রদানান্তে ব্যোমমাগে প্রস্থান করেন। অনন্তর সত্রাজিৎ স্বগৃহে প্রত্যাগত হন। উক্ত মণি হইতে প্রতিদিন আট ভার বিশুদ্ধ স্বর্ণ উৎপন্ন হইত। উক্ত মণির প্রভাবে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, সর্পভয়, অগ্নিভয় ও চোরের উপদ্রবাদি দূরীভূত হইল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাজা উগ্রসেনকে উক্ত মণির উপযুক্ত অধিকারী ভাবিয়া রাজ সত্রাজিতকে এই সম্বন্ধে কিছু বলেন। তিনি বলপূর্বক উক্ত মণি লইতে পারিতেন, কিন্তু জ্ঞাতি বিবোধের ভয়ে উহাতে নিরস্ত হন। উক্ত মর্মে বিষুপুরাণে (৮র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায়ে) আছে। অচ্যুতোৎপতি তদ্রত্নমুগ্রসেনস্ত ভূপতেষোগ্যমেতদিতি লিপ্যঙ্ককে গোত্রভেদ ভয়াচ্ছ শক্তোৎপিনী ন জহার সত্রাজিত বুঝিলেন, শ্রীকৃষ্ণ উক্ত রত্ন লাভে লুপ্ত হইয়াছেন। তিনি আমার নিকট উক্ত মণি চাহিলেন না। ইহা বিচার করিয়া সত্রাজিত তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনকে উক্ত মণি দান করেন। ঐ মণির এইরূপ প্রভাব যে, যিনি পবিত্রভাবে উহা ধারণ করিবেন, তাঁহার মঙ্গল হইবে। আর যিনি অপবিত্রভাবে ইহা ব্যবহার করিবেন, তিনি প্রাণ হারাইবেন। প্রসেন পবিত্রভাবে উক্ত মণি ধারণ করেন নাই। তিনি ঐ মণি ধারণ পূর্বক মৃগস্নাত্তে যান। তথায় একটি সিংহ প্রসেন ও তাঁহার অশ্বকে হত্যা করিয়া ঐ

মণি হরণ করিয়া লইয়া যায়। তথায় জাম্ববান নামে ঋক্ষরাজ ( ভল্লুক রাজ ) থাকিতেন। তিনি উক্ত সিংহকে মারিয়া মণি প্রাপ্ত হন এবং নিজ পুত্রকে ক্রীড়া করিতে দেন। প্রসেনকে যুগয়া হইতে ফিরিয়া আসিতে না দেখিয়া যত্নগণ ভাবিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ঐ মণি চাহিয়াছিলেন। স্মৃতরাং হয়ত তিনিই প্রসেনকে সংহার করিয়াছেন। উহা অত্র কাহারও কার্য নহে। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণ ( ৪র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায় ) বলেন।—

‘অনাগচ্ছতি চ তস্মিন্ প্রদেশে কৃষ্ণো মণিরত্নমভিলষিতবান্, ন চ প্রাপ্তবান্  
নুনমেতদশ্র কৰ্ম নাশ্তেন প্রাসেনো হস্তত ইত্যাখিল এব যত্নলোকঃ পরম্পরং  
কর্ণাকর্ণ্যকথয়ত ॥’

এই অপবাদ শ্রীকৃষ্ণের কর্ণগোচর হইল। তিনি যাদবসৈন্য সহ প্রসেনের অশ্বের পদচিহ্ন অনুসরণ করেন। অল্পদূর যাইয়া তিনি দেখেন, প্রসেন স্বীয় অশ্ব সহিত সিংহ দ্বারা নিহত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গীগণকে সিংহের পদচিহ্ন দেখাইয়া নিজ কলঙ্ক মোচন করেন এবং ঐ পদচিহ্ন পুনরায় অনুসরণ করেন। তিনি অগ্রগামী হইয়া দেখিলেন, জাম্ববান্ কর্তৃক সিংহ নিহত হইয়াছে। জাম্ববানের পদ চিহ্ন দেখিতে দেখিতে তিনি ঋক্ষরাজের গুহামধ্যে প্রবেশ করেন। তথায় জাম্ববানের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বোরতর যুদ্ধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে জয়ী হন। উক্ত মর্মে বিষ্ণুপুরাণ ( ৪র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায় ) বলেন।—‘স চ  
প্রণিপত্যৈনং পুনরপি প্রসাত্ত জাম্ববতী নাম কস্তাং গৃহাগমনার্থভূতাং  
গ্রাহয়ামাস। শ্রমন্তকমণিমথাসৌ প্রণিপত্য তস্মৈ প্রদদৌ। অচ্যুতোহ-  
প্যতিপ্রণতাত্তস্মাদগ্রাহমপি তস্মণিরত্নমাত্মশোধনায় জগ্রাহ ॥’

শ্রীকৃষ্ণকে সভক্তি প্রণাম দ্বারা প্রসন্ন করিয়া জাম্ববান স্বগৃহে গমন করেন এবং স্বকস্তা জাম্ববতীকে কৃষ্ণপদে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করেন এবং তৎসহ শ্রমন্তক মণিরত্নটিও উপহার দেন। শ্রীকৃষ্ণ কলঙ্ক মোচনের অভিলাষে উক্ত মণি গ্রহণ পূর্বক দ্বারকাধামে উপস্থিত হন। এই সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে (৪র্থ অংশ, ১৩ অধ্যায়) আছে।—ভগবানপি যথাত্ত্বভূতমশেষ যাদব সমাজে বধাবদাচ্চকে। শ্রমন্তকং চ  
সত্রাজিতায় দত্ত্বা মিথ্যাভিশস্তিবিভুদ্ধিমবাপ ॥ জাম্ববতীং চাস্তঃপুরে নিবেশয়া-

মাস। সত্রাজিতোহপি ময়াহস্তা ভূতমলিনমারোপিতমিতি জাতসংক্রাসঃ  
স্বমুতাং সত্যভামাং ভগবতে ভার্ষাং দদৌ ॥

এই সকল ঘটনা আহুপূর্বিক যাদবগণকে নিবেদনান্তে শ্রীকৃষ্ণ সত্রাজিতকে  
শ্রমস্তুকমণি প্রদান করেন এবং কলঙ্ক মুক্ত হন। তিনি জাম্ববতীকে অন্তঃপুবে  
রাখিলেন। সত্রাজিত মনে মনে বিচার করিলেন, আমি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে  
মথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়াছি। তিনি ভীত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজ কন্যা  
সত্যভামার বিবাহ দেন। কিয়ৎকাল পরে শতধ্বা নামক যাদব সত্রাজিতকে  
সংহার করিয়া শ্রমস্তুক মণি হস্তগত করেন। সত্যভামার অহুরোধে শ্রীকৃষ্ণ ও  
বলরাম মণিউদ্ধারার্থ শতধ্বার পশ্চাতে গমন করেন। কিন্তু শতধ্বা অকুরকে  
উক্ত মণি প্রদানান্তে পলায়ন কবেন। শ্রীকৃষ্ণ শতধ্বার প্রাণনাশ করেন, কিন্তু  
মণি পাইলেন না। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের কথায় বিশ্বাস না করিয়া ভাবিলেন, স্বয়ং  
মণি ভোগের আশায় শ্রীকৃষ্ণ আমাকে অসত্য বলিয়াছেন। এই ভ্রান্ত  
বিশ্বাস করিয়া তিনি দেশত্যাগী হন। পরে এই সত্য সংবাদ রটিল, উক্ত মণি  
শ্রীকৃষ্ণের নিকট নাই, অকুরের নিকটে আছে। উক্ত মণি ধারণার্থ শ্রীকৃষ্ণ  
অন্য যাদবকে অহুমতি দেন। ইহাই শ্রমস্তুক মণির উপাখ্যান।

প্রসেনস্ত মম ভ্রাতুর্বধস্ত মণিহেতুকঃ ।

সিংহাং তস্তাপি মণ্যার্থে বধো জাম্ববতা কৃতঃ ॥২৬

দুর্বাদভযভীতস্ত কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ ।

মণ্যন্বেষণচিত্তস্ত ঋক্ষণাভুত্রেণে বিলে ॥২৭

স নিজেসং পরিজ্ঞায় তচ্চক্রগ্রস্তবন্ধনম্ ।

মুক্তো বভূব সহসা কৃষ্ণং পশ্যন্ সলক্ষণম্ ॥২৮

নবদূর্বাদলশ্যামং দৃষ্ট্বা প্রদান্নিজ্ঞাত্বজ্ঞানম্ ।

তদা জাম্ববতাং কন্যাং প্রগৃহ্য মণিনা সহ । ২৯

প্রোকার্থ। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল প্রসেন। একটি সিংহ  
মণির নিমিত্ত আমার ভ্রাতাকে বধ করে। ঐ সিংহও সেই মণির নিমিত্ত  
জাম্ববান্ কর্তৃক নিহত হইয়াছিল। ২৬

অসীম তেজঃ সম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ কলঙ্ক ভয়ে ভীত হইয়া মণির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পরে একটি গুহার মধ্যে জাশ্ববানের সহিত তাঁহার সংগ্রাম হইল। ২৭

জাশ্ববান্ স্বীয় প্রভুকে চিনিতে পারিলেন। শ্রীকৃষ্ণের চক্রে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইল। জাশ্ববান্ লক্ষণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ পূর্বক মুক্তিলাভ করিলেন। ২৮

পরন্তু ঐ ঋক্ষরাজ শ্রীকৃষ্ণের নবদূর্বাদল সদৃশ শ্রামমূর্তি সন্দর্শন করিয়া মণির সহিত জাশ্ববতী নামী কস্তা তাকে দান করিলেন। ২৯

দারকাং পুরমাগত্য সভায়াং মামুপাহ্বয়ং ।  
 আহুয় মহাং প্রদদৌ মণিং মুনিগণাচ্চিতমুখিঃ ।  
 সোহহং তাং লজ্জয়া তেন মণিনা কণ্ঠকাং স্বকাম্ ।  
 বিবাহেন দদাবশ্মৈ লাবণ্যাজ্জগৃহে মণিম্ ॥৩১  
 তা সত্যভামামাদায় মণিং ময্যপ্য সপ্রভুঃ ।  
 দারকামাগত্য পুনর্গজাহ্বয়মগাদ্ বিভুঃ ॥৩২  
 গতে কৃষ্ণে মাং নিহত্য শতধ্বাগ্রহীন্মণিম্ ।  
 অতোহহমিহ জানামি পূর্বজন্মানি যং কৃতম্ ॥৩৩

শ্লোকার্থ। শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় দারকার আসিয়া সভামধ্যে আমাকে আহ্বান করিলেন এবং সেই সময়ে তিনি মহর্ষিগণের দ্বারা সেই মণিরই আমাকে প্রদান করেন। ৩০

তৎকালে আমি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া সেই মণি এবং সত্যভামা নামী কস্তা শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলাম। শ্রীকৃষ্ণ উভয়ের অঙ্কুর লাবণ্য দেখিয়া উভয়ই গ্রহণ করিলেন। ৩১

অল্পকিছুদিন পরে প্রভু কৃষ্ণ আমার নিকট মণি রাখিয়া সত্যভামাকে লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলে শতধ্বা নামে রাজা আমাকে বিনাশ করিয়া অশ্রুতক মণি প্রাপ্ত হন। অতএব পূর্বজন্মে কন্ধিদের কৃষ্ণাবতাবে বাহা বাহা করিয়াছেন, তৎ সমস্ত আমি পরিজ্ঞাত আছি। ৩২-৩৩

মিথ্যাভিশাপাং কৃষ্ণস্ত নৈবাভূম্মোচনং মম ।  
 অতোহং কঙ্কিরূপায় কৃষ্ণায় পরমাশ্রমে ।  
 দত্তা রমাং সত্যভামারূপিণীং যামি সদগতিম্ ॥৩৪  
 সুদর্শনান্ন ঘাতেন মরণং মমকাঙ্ক্ষিতম্ ।  
 মরণোহভূদিতি জ্ঞাত্বা রণে বাঞ্ছামি মোচনম্ ॥৩৫  
 ইত্যসৌ জগতামীশঃ কঙ্কিঃ স্বপ্তরঘাতনম্ ।  
 ঞ্জৈবাবধোমুখস্তস্তৌ হ্রিয়া ধর্মভিষ্মা প্রভুঃ ॥৩৬  
 অত্যাশ্চর্য্যমপূর্ব্বমুস্তমমিদং ঞ্জাত্বা নৃপা বিস্মিতা  
 লোকাঃ সংসদি হর্ষিতা মুনিগণাঃ কঙ্কেণাকর্ষিতাঃ ।  
 আখ্যানং পরমাদরেণ শ্রুত্বদং ধন্যং যশস্রং পরং  
 শ্রীমদভূপশিশিধ্বজেরিতবজ্রো মোক্ষপ্রদং চাভবন্ ॥৩৭

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে শশিধ্বজচরিতচক্রমরণং  
 নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

**স্তোত্রার্থ** । আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামে মিথ্যা কলঙ্ক আরোপ করিয়া  
 ছিলাম । তজ্জন্ত সেই জন্মে আমার মুক্তি হয় নাই । এই হেতু আমি ইহ জন্মে  
 কঙ্কিরূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে সত্যভামারূপিনী রমানাগ্নী কন্যা দানান্তে সদগতি  
 লাভ করিতেছি । ৩৪

আমিও কামনা করিয়াছিলাম, সুদর্শনান্ন গ্রহণে আমার মৃত্যু ঘটে ।  
 সংগ্রামে মৃত্যু হইলে মুক্তি লাভ হইবে, ইহা জানিয়া তাহাই কামনা  
 করিয়াছিলাম । ৩৫

জগতের ঈশ্বর প্রভু কঙ্কি এইরূপে স্বপ্তরবধ বার্তা শ্রবণ করিয়া ধর্মভয়ে ও  
 লজ্জাতরে অধোবদন হইলেন । ৩৬

এই অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব মনোহর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া সভাস্থিত রাজগণ  
 বিস্মিত হইলেন, সদশ্রুগণ আনন্দ লাভ করিল এবং মহর্ষিগণ কঙ্কির লীলায়  
 আকৃষ্ট হইলেন । শ্রীমান রাজা শশিধ্বজ কর্তৃক কথিত এই উপাখ্যান যিনি  
 শ্রবণ করিবেন, তিনি সুখী, ধন্য, যশস্বী ও মোক্ষভাগী হইবেন । ৩৭

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্য অমৃতভাগবতে তৃতীয়াংশে শশিধ্বজচরিতচক্রমরণ

আখ্যান নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।



ভগবান কল্লিদেব  
( দিল্লী কল্লি মন্দির )





তৃতীয় অংশ  
চতুর্দশ অধ্যায়ঃ  
স্মৃত উবাচ

ততঃ কঙ্কিমহাতেজাঃ শ্বশুরং তং শশিধ্বজম্ ।  
সমামন্ত্র্য বচশ্চিত্রৈঃ সহ ভূপৈষ্যযৌ হরিঃ ॥১  
শশিধ্বজে বরং লব্ধ্বা যথাকামং মহেশ্বরীম্ ।  
স্তম্ভা মায়াং ত্যক্তমায়ঃ সপ্রিয়ঃ প্রযযৌ বনম্ ॥২  
কঙ্কিঃ সেনাগণৈঃ সার্কিং প্রযযৌ কাঞ্চনীং পুরীম্ ।  
গিরিচূর্ণাবৃতং গুপ্তাং ভোগিভির্বিবর্ষযিভিঃ ॥৩  
বিদায্য চূর্ণং সগণং কঙ্কিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।  
ছিত্বা বিষায়ুধাঘানৈস্তাং পুরীং দদৃশেহচ্যুতঃ ॥৪  
মনিকান্ধনচিত্রাঢ্যাং নাগকন্যাগণাবৃতাম্ ।  
হরিচন্দনবৃক্ষাঢ্যাং মনুজৈঃ পরিবজ্জিতাম্ ॥৫

লোকার্থ । স্মৃত বলিলেন, অনন্তর মহাতেজা কঙ্কি বিচিত্র বাক্যে  
শ্বশুর শশিধ্বজকে পারিতুষ্ট করিয়া তাঁহাকে সন্তোষণাস্তে রাজগণের সহিত প্রস্থান  
করিলেন ।১

রাজা শশিধ্বজও কঙ্কিদেবের নিকট অভীষ্ট বর লাভ করিয়া মহেশ্বরী  
মহামায়ার স্তব দ্বারা মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া প্রিয়তমা পত্নীর সহিত বনগমন  
করিলেন ।২

অনন্তর কঙ্কিদেব সৈন্তসমূহে পরিবৃত হইয়া কাঞ্চনীপুরীতে যাত্রা করিলেন ।  
এই পুরী গিরিচূর্ণে সুরক্ষিত এবং বিষবর্ষণকারী সর্পগণ কর্তৃক পরিবৃত ।৩

অরি নিহৃদন অচ্যুত কঙ্কি স্বীয় সৈন্তগণের সহিত সেই চূর্ণম চূর্ণ ভেদ করিয়া  
শরনিকর বর্ষণে বিষবর্ষী সর্পসমূহ সংহার পূর্বক পুরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।৪

তিনি তথায় দেখিলেন, সেই পুৰী বহুবিধ মণি ও কাঞ্চন দ্বারা বিভূষিত  
উহার স্থানে স্থানে নাগকন্ঠাগণ বিজ্ঞমান। মধ্যে মধ্যে কল্পবৃক্ষ স্তম্ভোভি-  
পরস্ব তথায় একটিও মনুষ্য নাই।৫

বিলোক্য কঙ্কিঃ প্রহসন্ প্রাহ ভূপান্ কিমিত্যহো।

সৰ্পশ্চৈয়ং পুরী রম্যা নবায়াং ভয়দায়িনী।

নাগনারীগণাকীর্ণা কিং যাস্ত্যামো বদন্তিহ ॥৬

ইতি কৰ্ত্তব্যতাৰ্য্যং রমানাথং হরিং প্রভূম।

ভূপাংস্তদনুৰূপাংশ্চ তে বাগাহাশরীরিণি ॥৭

বিলোক্য নেমাং সেনাশ্চৈঃ প্রবেষ্টুং, ভোক্তুমহঁসি।

ত্বাং বিনাশ্তে মরিষ্যন্তি বিষকন্ঠাদৃশাদপি ॥৮

আকাশবাণীমাকর্ণ্য কঙ্কিঃ শুকসহায়কুং।

যযাবেকঃ খড়্গধরস্তুরগেণ হরাস্থিতঃ ॥৯

শ্লোকার্থ। ভগবান কঙ্কিদেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে হাস্তপূর্বক নৃপগণে  
বলিলেন, দেখ, কি আশ্চর্য। ইহা সৰ্পপুৰী। এই পুরী অতীব বমণীয়  
মনুষ্যগণের পক্ষে ইহা অতি ভয়ানক। ইহার মধ্যে কেবল নাগকন্ঠাগণ বা  
করে। স্তম্ভবাং আর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিব কি না, তোমরা বল ৬

রমানাথ প্রভু শ্রীহরি এবং রাজগণ সে স্থলে কি করিবেন, স্থির করিতে না  
পারিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। এমন সময় আকাশবাণী হইল, এই পুরীমণ্ডে  
সেনাগণের সহিত প্রবেশ করা আপনার পক্ষে উচিত নয়। কারণ, ইহা  
অভ্যন্তরবাসিনী বিষকন্ঠার দৃষ্টিপাতে একমাত্র আপনি ব্যতীত অন্য সকলে  
কাল-কবলে পতিত হইবে।০-৮

ভগবান কঙ্কিদেব এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া সত্বর খড়্গহস্তে একাকী অ-  
আরোহণপূর্বক শুকপক্ষীর সহিত অন্তঃপুবে গমন করিলেন ১০

গত্বা তাং দদৃশে বীরো ধীরাণাং ধৈর্য্যনাশিনীম।

রূপেণালক্ষ্য লক্ষ্মীশং প্রাহ প্রহসিতাননা ॥১০

### বিষকল্লোবাচ

সংসারেহস্মিন্ মম নয়নয়োবীক্ষণক্ষীণদেহা  
লোকা ভূপাঃ কতি কতি গতা মৃত্যুমৃত্যুগ্রবীৰ্যাঃ ।  
সাহং দীনাশূরশূরনব প্রেক্ষণ প্রেমহীন  
তে নেত্রোজ্জ্বরস স্খাপ্লাবিতা ত্বাং নমামি ॥১১  
ক্ৰাহং বিষেক্ষণা দীনা ক্কা মৃতেক্ষণ সঙ্গমঃ ।  
ভবেহগ্নিন ভাগ্যহীনায়াঃ কেনাহো তপসা কৃতঃ ॥১২

কঙ্কিরুবাচ ।

কাসি কল্যাণি সূত্রোণি কস্মাদেযা গতিস্তব ।  
ক্রহি মাং কস্মর্গা কেন বিষনেত্রং তবাভবং ॥১৩

শ্লোকার্থ । কিয়দূর গমন করিয়া বীর কঙ্কিরুবাচ একটি অপূৰ্ণ কপবহী কল্যাণকে দেখিতে পাইলেন । এই কল্যাণ দর্শনে জ্ঞানীগণও ধৈর্যহীন হন । এই কল্যাণ দিব্য কপসম্পন্ন রম্যপতি কঙ্কিরুবাচকে দেখিয়া সহাস্রো বলিতে লাগিল ১০

বিষকল্যাণ বলিল, এই জগতের মধ্যে কত শত বীৰ্য্যশালী রাজা ও তনুতনু আমার দৃষ্টিপাতে ভস্মীভূত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে অতএব আমি নিতান্তই দুঃখিনী । দেবতা, অশুর ও মনুষ্য কাহারো সহিত আমার গ্রমের সম্বন্ধ নাই । এক্ষণে আমি আপনার দৃষ্টিপাতকপ অমৃত ধারায় প্রাবিত হইলাম । আপনাকে আমি নমস্কার করি ১১

এই সংসার মধ্যে আমি বিষদৃষ্টি, অতিদীনা ও ভাগ্যহীন । আপনার কৃপা দৃষ্টি অমৃতময় । আমি এমন কি তপস্তা করিয়াছিলাম যে, আপনার সন্দর্শন পাইলাম ১২

ভগবান কঙ্কিরুবাচ বলিলেন, অগ্নি সূত্রোণি, তুমি কে ও কাহার কল্যাণ ? কি জন্য তোমার জন্ম দর্শন হইয়াছে ? তুমি এমন কি দুর্কর্ম করিয়াছিলে যে, তৎফলে তোমার বিষদৃষ্টি হইয়াছে ? ১৩

## বিষকণ্ঠোবাচ

চিত্রগ্রীবস্ত ভাৰ্য্যাং গন্ধৰ্বস্য মহামতে ।  
 সুলোচনেতি বিখ্যাতা পত্ন্যরত্যন্তকামদা ॥১৪  
 একদাহং বিমানেন পত্যা পীঠেন সঙ্গতা ।  
 গন্ধমাদনকুঞ্জেষু রেমে কামকলাকুলা ॥১৫  
 তত্র যক্ষমুনিং দৃষ্ট্বা বিকৃতাকার মাতুরম্ ।  
 রূপ যৌবন গৰ্বেণ কটাক্ষেণাহসং মদাৎ ॥১৬  
 সোপালন্তং মুনিঃ ক্রুত্বা বচনং চ মমাপ্রিয়ম্ ।  
 শশাপ মাং ক্রুধা তত্র তেনাহং বিষদৰ্শনা ॥১৭

শ্লোকার্থ । বিষকণ্ঠা বলিল, মহামতে, আমি চিত্রগ্রীব নামক গন্ধৰ্ব  
 পত্নী, আমার নাম সুলোচনা । আমি পতির অতিশয় মনোরঞ্জন করিতাম ॥১৪

একদা আমি পতির সহিত বিমানারোহণে গন্ধমাদন পর্বতের কুঞ্জ মণ্ড  
 প্রবেশান্তে কোন প্রস্তরপীঠে উপবেশনপূর্বক বিহারাদি করিতেছিলাম ॥১৫

এই সময়ে সেই স্থানে বিকৃতাকার ও আতুর যক্ষমুনিকে দেখিয়া রূপযৌবন  
 গৰ্বে গবিতা হইয়া আমি কটাক্ষপাত ও উপহাস করিয়াছিলাম ॥১৬

মহর্ষি আমার মুখে সেই অবজ্ঞাসূচক অপ্রিয় উপহাস বাক্য শুনিয়  
 ক্রোধভরে আমাকে শাপ দেন । সেই শাপেই আমি বিষদৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছি ॥১৭

নিষ্কিণ্ণাহং সৰ্পপূরে কাঞ্চন্যাং নাগিনীগণে ।

পতিহীনা দৈবহীনা চরামি বিষবর্ষিণী ॥১৮

ন জানে কেন তপসা ভবদৃষ্টিপথং গত ।

ত্যক্তশাপামৃতাক্ষাহং পতিলোকং ব্রজাম্যতঃ ॥১৯

অহো তেবামস্ত শাপঃ প্রসাদো মা সতামিহ ।

পত্ন্যঃ শাপাদ্বেশ্মোক্ষাং তব পাদাজদর্শনম্ ॥২০

ইত্যাঙ্কু সা যযৌ স্বৰ্গং বিমানেনার্কবর্চসা ।

কঙ্কিস্ত তৎপুরাধীশং নৃপং চক্রে মহামতিম্ ॥২১

শ্লোকার্থ। অনন্তর আমি কাঞ্চনী নাম্নী এই সর্পপুরীতে নাগিনীগণ  
নধ্যে নিক্ষিপ্তা হইয়াছিলাম। আমি দৃষ্টিপাতে বিষ বর্ষণ করিয়া থাকি। আমি  
অতি ভাগ্যহীনা এবং পতিহীনা হইয়া এখানে একা পরিভ্রমণ করি। ১৮

জানি না, আমি এমন কি তপশ্চা করিয়াছিলাম যে, আপনাব দৃষ্টিপথে  
পতিত হইলাম! আপনার দর্শনলাভে আমি শাপমুক্ত হওয়ায় অমাব দৃষ্টি  
এখানে অমৃতবর্ষিণী হইয়াছে। অধুনা আমি পতি সন্নিধানে যাত্রা করিব। ১৯

কি আশ্চর্য! সাধুদের প্রসন্নতা অপেক্ষা অভিধাপ শ্রেয়স্বয়। কারণ ঋষি  
এমাকে শাপ দেওয়ায় শাপমোচনকালে\* আপনাব পাদপদ্ম দর্শন  
করিয়া ধন্ত হইলাম। ২০

বিষকণা এই কথা বলিয়া সূর্যের তায় তেজোময় বিমানে অববোহণ পূর্বক  
দেগে গমন করিল। ককিদেরও মহামতি নামক রাজাকে সেই কাঞ্চনপুরীর  
অধিপতি করিলেন। ২১

\*পূর্ণশক্তি অবতাব সন্দর্শনে মন্দভাগ্য নরনাবী শাপ ও পাপ হইতে মুক্ত হয়।  
অবতার দর্শনে দৈশ্বর দর্শন হয়। পরমেশ্বর ও তাঁহার অবতার স্বরূপতঃ অভিন্ন।

অমর্ষস্তংসুতো ধীমান সহস্রো নাম তংসুতঃ।

সহস্রতঃ সূতশ্চাসীদ্রাজ। বিষ্ণুতবানসিঃ ॥২২

বৃহন্নলানাং ভূপানাং সংভূতা যস্য বংশজাঃ।

তং মনুং ভূপাশাদ্ভিলং নানামুনিগণৈর্বৃতঃ ॥২৩

অযোধ্যায়াং চাভিষিচ্য মথুরামগমন্ধরিঃ।

তস্যাং ভূপং সূর্যাকেতুমভিষিচ্য মহাপ্রভম্ ॥২৪

ভূপং চক্রে ততো গন্ধা দেবপিং বারণাবতে।

অরিস্থলং বৃকস্থলং মাকন্দঞ্চ গজাহবয়ম্ ॥২৫

পঞ্চদেশেশ্বরং কৃষ্ণা হরিঃ শত্ত্বলমায়যৌ।

শৌস্তং পৌণ্ডং পুলিন্দঞ্চ সুরাষ্ট্রং মগধং তথা।

কবি প্রাজ্ঞ স্মমন্তভ্যঃ প্রদদৌ ভ্রাতৃবৎসলঃ ॥২৬

শ্লোকার্থ। মহামতিৰ পুত্র অমৰ্ষ, অমৰ্ষের পুত্র ধীমান্ সহস্র ও সহস্র হইতে অসি নামক বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।২২

যাঁহার বংশে বৃহন্নলা নামক রাজগণের উৎপত্তি হইয়াছে, সেই রাজসিংহ মন্ত্ৰকে অযোধ্যায় অভিষিক্ত করিয়া শ্রীহরি কঙ্কিদেব মুনিগণে পরিবৃত্ত হইয়া মথুরাধামে গমন করিলেন। পরে তিনি মহাপ্রভ রাজা স্বৰ্য্যকেতুকে সেই মথুরাধামে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বারণাবতে যাত্রা করিলেন।২৩-২৪

সেই স্থানে দেবাপিকে রাজা করিয়া তাঁহাকে অরিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দ, হস্তিনাপুর ও বারণাবত এই পঞ্চদেশের অধিপতি করিলেন। পরে শ্রীহরি শম্ভুল গ্রামে যাত্রা করিলেন। ভ্রাতৃবৎসল শ্রীহরি কবি, প্রাজ্ঞ ও স্মৃন্তকে শোভা, পৌণ্ড্র, পুলিন্দ, সুরাট ও মগধদেশ প্রদান করিলেন।২৫-২৬

কীকটং মধ্যকর্ণাটমন্ত্র মোড়ং কলিঙ্গকম্।

অঙ্গং বঙ্গং স্বগোত্রেভ্যঃ প্রদদৌ জগদীশ্বরঃ ॥২৭

স্বয়ং শম্ভুলমধ্যস্থঃ কঙ্ককেন কলাপকান্।

দেশং বিশাখযুপায় প্রাদাৎ কঙ্কিঃ প্রতাপবান্ ॥২৮

চোলবৰ্ষরকৰ্বাখান্ দ্বারকাদেশমধ্যগান্।

পুত্রেভ্যঃ প্রদদৌ কঙ্কিঃ কৃতবৰ্ষ্য পুরস্কৃতান্ ॥২৯

শ্লোকার্থ। অনন্তর জগদীশ্বর কঙ্কিদেব জ্ঞাতিগণকে কীকট, মধ্যকর্ণাট, অঙ্গ, ওড়্র, অঙ্গ, বঙ্গ ও কলিঙ্গ এই সমস্ত দেশ প্রদান করিলেন।২৭

পরে প্রতাপবান্ কঙ্কিদেব স্বয়ং শম্ভুলনগরে অবস্থানপূৰ্ব্বক বিশাখযুপকে কঙ্কগদেশ ও কলাগদেশ প্রদান করিলেন।২৮

অনন্তর তিনি কৃতবৰ্ষাদি পুত্রগণকে দ্বারকার অন্তঃপাতী চোল, বৰ্ষর ও কৰ্ব দেশ দান করেন।২৯

পিত্রে ধনানি রত্নানি দদৌ পরমভক্তিতঃ।

প্রজাঃ সমাখাস্য হরিঃ শম্ভুল গ্রামবাসিনঃ। ৩০

পদ্ময়া রময়া কঙ্কির্হস্তো যুদ্মে ভৃশম্।

ধৰ্ম্মশচতুপ্পদোহভবৎ কৃতপূৰ্ণং জগজ্জয়ম্ ॥৩১

দেবা যথোক্ত ফলদাশ্চরস্তি ভূবি সর্বতঃ ।

সর্ব্বশম্যা বসুমতী হৃষ্টপুষ্টজনাবৃত্তা ।

শাঠ্যাচৌর্য্যানুতৈর্হীনান্ আধিব্যাধিবিবর্জিতান্ ॥৩২

বিপ্রা বেদবিদঃ সূমঙ্গলযুতান্যাস্ত চার্য্যান্ ব্রতৈঃ ।

পূজাহোমপরাঃ পতিব্রতধরা যাগোক্তাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ॥

বৈশ্যান্ বস্তৃষু ধর্ম্মতো বিনিময়েঃ শ্রীবিষ্ণুপূজাপরাঃ ।

শূদ্রাস্ত দ্বিজসেবনাক্রিয়কথালাপাঃ সপর্য্যাপরাঃ ॥৩৩

ইতি শ্রীকৃষ্ণপুরাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে বিবক্ষ্য

মোক্শ-কৃতধর্ম্ম-প্রবৃত্তি-কথনং নাম চতুর্দশোধ্যায়ঃ ॥

**শ্লোকার্থ** । কঙ্কিদেব ভক্তিশুভে পিতা বিষ্ণুঘণাকে প্রচুর ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন । পরে সেই শব্দলগ্রামবাসী প্রজাগণকে অভয় প্রদানান্তে গৃহস্থাপ্রসঙ্গে অবস্থানপূর্ব্বক রমা ও পদ্মার সহিত পরম আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন । জগন্নাথ সত্যযুগে পূর্ণ হইল ও চতুষ্পাদ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইল । ৩০-৩১

দেবগণ যথায়থ ফলদাতা হইয়া ভূমণ্ডলের সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন । পৃথিবী সর্বশস্ত্রে পরিপূর্ণা হইলেন । সর্বস্থানে সকল লোকই হৃষ্ট-পুষ্ট হইয়া উঠিল । শাঠ্য, চৌর্য্য, মিথ্যা কথন, আধি-ব্যাধি প্রভৃতি ভূমণ্ডল হইতে অপসারিত হইল । ৩২

ব্রাহ্মণগণ বেদপাঠে অহরুক্ত হইলেন । রমণীগণ মাস্তুলিক অমৃতস্থানে রতা, সদাচার সম্পন্না, ব্রতনিষ্ঠা ও পূজা-হোম প্রভৃতিতে তৎপর, পতিব্রতা ও ধর্ম্ম পরায়ণা হইলেন । ক্ষত্রিয়গণ যাগাদি অমৃতস্থানে প্রবৃত্তা হইলেন । বৈশ্যগণ শ্রীবিষ্ণু পূজায় নিষ্ঠাবান হইয়া ধর্ম্মানুসারে দ্রব্য বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করিতে লাগিল । শূদ্রগণ দ্বিজসেবারত হইয়া হরিকথালোপে ও হরিপূজায় কালযাপন করিতে লাগিল । ৩৩

শ্রীকৃষ্ণপুরাণে ভবিষ্য অমৃতভাগবতে তৃতীয়াংশে বিবক্ষ্যামোক্শ-কৃতধর্ম্ম-

প্রবৃত্তি-কথনং নামক চতুর্দশ অধ্যায়ের অমৃতভাগ সমাপ্ত ।

তৃতীয় অংশ  
পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ  
শৌনক উবাচ

শশিধ্বজো মহারাজঃ শ্রদ্ধা মায়াং গতঃ কূতঃ ।  
কা বা মায়াস্ততিঃ সূত বদ তত্ত্ববিদাং বর ।  
যা ত্বং কথা বিয়কথা বক্তব্য্য সা বিশুদ্ধয়ে ॥১

সূত উবাচ

শৃগুধ্বং মুনযঃ সৎ মার্কেয়ায় পৃচ্ছতে ।  
শুকঃ প্রাহ বিশুদ্ধাত্মা মায়াস্তবমনুত্তমম্ ॥২  
তৎ শৃগুশ্চ প্রবক্ষ্যামি যথাশীতং যথাশ্রুতম্ ।  
সর্বকামপ্রদং নৃণাং পাপতাপবিনাশনম্ ॥৩

শুক উবাচ

ভল্লাটনগরং ত্যক্ত্বা বিষ্ণু ৬ক্. শশিধ্বজঃ ।  
আত্মসংসারমোক্ষায় মায়াস্তবমলং জগৌ ॥২

শ্লোকার্থ । শৌনক জিজ্ঞাসা কবিলেন যে সূত, মহাবাজ শশিধ্বজ  
মায়াস্তব করিয়া কোথায় গমন কবিলেন ? তোমাব তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধ হইয়াছে ।  
অতএব মায়াস্ততি কিরূপ, তাহা ব্যাখ্যা কব । মাযাকথা ও বিয়ুকথা ভিন্ন  
নহে । সূতবাং পাপমোচনার্থ তুমি সেই মাযার স্তুতি বল ৥১

সূত বলিলেন, যে মুনীগণ, মহর্ষি মার্কেণ্ডেয় জিজ্ঞাসা করায় বিশুদ্ধাত্মাশুকদেব  
তাঁহার নিকট অতীব উত্তম মায়াস্তব কহিয়াছিলেন । আমি এক্ষণে সেই  
মায়াস্তব কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন । আমি যাহা অধ্যয়ন ও শ্রবণ  
করিয়াছি, যাহা শ্রবণে মানবগণের সকল কামনা পূর্ণ হয়, যাহা শুনিলে সমস্ত  
পাপ-তাপ নিবৃত্ত হয়, তাদৃশ মায়াস্তব বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ২-৩



শুকদেব বলিলেন, বিযুক্ত বাজা শশিধ্বজ ভল্লটনগর পরিত্যাগ করিয়া  
সংসার হইতে মুক্তি লাভের আশায় মযাপ্তব কবিত্তে লাগিলেন । ৪

### শশিধ্বজ উবাচ

ও হ্রীং কারাং সঙ্কসারাং বিযুক্তাং ব্রহ্মাদীনাং মাতরং বেদবোধ্যাম্ ।  
তদ্বীং স্বাহাং ভূততন্মাত্রাক্ষাং বন্দে বন্দ্যং দেবগন্ধর্বসিন্ধৈঃ ॥৫  
লোকাভীতাং দ্বৈতভূতাং সমীড়ে ভূতৈর্ভব্যং ব্যাসসামাসিকাতৈঃ ।  
বিদ্বদ্গীতাং কালকল্লোললোলাং, লীলাপাঙ্গক্ষিপ্ত সংসাবহুর্গাম্ ॥৬  
পূর্ণাং প্রাপ্যাং দ্বৈতলভ্যাং শরণ্যামাছে শেষে মধাতো যা বিভাতি ।  
নানা রূপৈন্দেবতির্যঙ্ মনুষ্যৈস্তামাধারাং ব্রহ্মকপাং নমামি ॥৭  
যস্য ভাসা ত্রিজগন্তাতি ভূতৈর্নভাতোতত্তদভাবে বিধাতুঃ ।  
কালো দৈবং কস্ম চোপাধয়ো যে তস্যাং ভাসা তাং বিশিষ্টাং নমামি । ৮

শ্লোকার্থ । শশিধ্বজ বলিলেন, যিনি হ্রীং\* বীজস্বরূপা ও বিযুক্তস্বরূপা,  
হ্রীং হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতাগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি  
বদচতুষ্টয়েব প্রতিপাল্য এবং স্বাক্ষরূপা ও স্বাহা-স্বরূপা, যাহার কক্ষমধ্যে  
ভূতপঞ্চক ও পঞ্চতন্মাত্র অবস্থিত, যিনি দেবগণ, গন্ধর্বগণ ও সিদ্ধগণের আরাধ্যা  
সই ভগবতী মহামায়াকে নমস্কার করি । ৫

যিনি লোকাভীত, হ্রীংহাতে দ্বৈতভাব আরোপিত, ব্যাস শাস্ত্রাতপ প্রভৃতি  
মুনিগণ যাহার বন্দনা করেন, জ্ঞানীবৃন্দ যাহার স্তব করেন, যিনি কালকল্লোলে  
লোলায়মানা, যাহার কটাক্ষপাতে জীবগণ সংসার সাগরে নিক্ষিপ্ত, আমি  
ভক্তিভরে তাঁহার স্তব করি । ৬

যিনি পূর্ণভাবে লভ্য এবং দ্বৈতভাবেও লভ্য, শরণ্যগতের পালনকর্তা, সৃষ্টির

\*ইহাকে মায়াবীজ বা শক্তিবীজ বলে । ইহাই মহামায়ার বীজমন্ত্র । উক্ত  
বীজ হুগী, চণ্ডী, কালী প্রভৃতি দেবীর মন্ত্রেও সন্নিবিষ্ট হয় । ইহাকে তান্ত্রিক  
প্রণবও বলে ।

প্রথমে ও মধ্যে এবং অন্তে সর্বকালেই বিद्यমানা, দেব, তিৰ্থক ও মহুয় প্রভৃতি নানাক্রমে প্রকাশমানা, সর্বাধার এবং ব্রহ্মরূপা, সেই ভগবতী মহামায়াকে নমস্কার করি ।৭

বাহার আভাসে জগত্ৰয় পঞ্চভূত দ্বারা প্রকাশমান, বাহার আভাস ব্যতীত কাল, দৈব ও কর্ম প্রভৃতি প্রকাশিত হয় না, সেই সর্বশ্রেষ্ঠা সর্ব-বিধায়িনী ভগবতী মহামায়াকে আমি নমস্কার করি ।৮

ভূমৌ গন্ধো রসতাপ্স প্রতিষ্ঠা রূপং তেজস্যেব বায়ৌস্পৃশত্বম্ ।

থে শব্দো বা যচ্চিদাভাস্তি নানামতাভ্যে তাং বিশ্বরূপাং

নমামি ॥৯

সাবিত্রী ঙ্গ ব্রহ্মরূপা ভবানী ভূতেশস্য ত্রীপতেঃ ত্রীশ্বরূপা ।

শচী শুক্রস্যাপি নাকেশ্বরস্য পত্নী শ্রেষ্ঠা ভাসি মায়ে জগৎসু ॥১০

বাল্যে বালা যুবতী যৌবনে ঙ্গ বার্দক্যে যা স্থবির্য কালকল্পা ।

নানাকারৈর্যোগযৌগৈরূপাস্যা জ্ঞানাতীতা কামরূপা বিভাসি ॥১১

বরেন্যা ঙ্গ বরদাং লোকসিদ্ধ্যা সাধ্বী ধন্যা লোকমান্যা সুকন্যা ।

চণ্ডী হুর্গা কালিকা কালিকাখ্যা নানাদেশে রূপবেশৈর্বিভাসি ॥১২

শ্লোকার্থ । বাহার চিদাভাসে ভূমিতে গন্ধ, ভলে রস, তেজে রূপ, বায়ুতে স্পর্শ ও আকাশে শব্দাদি পঞ্চ বিষয় প্রকাশমান, সেই বিশ্বরূপা বিশ্বমাতা ভগবতীকে নমস্কার করি ।৯

ভূমি ব্রহ্মার অঙ্গস্বরূপা সাবিত্রী, রুদ্রের রুদ্রাণী, নারায়ণের লক্ষ্মী ও দেব-রাজ ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠা পত্নী ইন্দ্রাণী । হে মায়ে, তুমি বিশ্বময় ছোতমানা ।১০

ভূমি বাল্যে বালিকাস্বরূপা । যৌবনে যুবতীস্বরূপা ও নারীগণের বার্দক্যে স্থবিরস্বরূপা । তুমি কালরূপা, কামরূপা এবং নানাবিধ যোগ ও যোগদ্বারা উপাস্তা ।১১

ভূমি জ্ঞানাতীত হইয়াও শোভমানা, বরেন্যা ও বরদা । তুমি সর্বলোকে সিদ্ধিদান কর । তুমি সাধ্বী, ধন্যা, সুমাতা, সুকন্যা, চণ্ডী, হুর্গা,

কালিকা প্রভৃতি বিবিধ কালিকাঅথায় নানাদেশে নানারূপে নানাবেশে  
প্রকাশমান। ১২

তব চরণ সরোজং দেবি । দেবাদিবন্দ্যং  
যদি হৃদয় সরোজে । ভাবহন্তীহ ভক্ত্যা ।  
শ্রুতিযুগ কুহরে বা সংশ্রুতং ধর্মসম্পজ্  
জনয়তি জগদাভে সর্বসিদ্ধিঞ্চ তেবাম্ ॥১৩  
মায়া স্তবমিদং পুণ্যং শুকদেবেন ভাষিতম্ ।  
মার্কণ্ডেয়াদবাপ্যাপি সিদ্ধিং লেভে শশিধ্বজঃ ॥১৪  
কোকামুখে তপস্তপ্ত্বা হরিং ধ্যানা বনাস্তরে ।  
সুদর্শনেন নিহতো বৈকুণ্ঠং শরণং যযৌ ॥১৫

ইতি ত্রীকাক্ষিপু্রাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে মায়াস্তবো নাম  
পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

**শ্লোকার্থ ।** হে জগদাভে, হে দেবি, যদি কেহ স্বকীয় হৃদয়কমলে  
দেবাদি বন্দিত তোমার চরণযুগল ভক্তিভরে ধ্যান করে, অথবা যদি কেহ  
কর্ণকুহরে তদীয় শুভ নাম শ্রবণ করে, তবে তাহার ধর্মসম্পৎ লাভ হয় এবং সে  
সর্ববিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে ১৩

শুকদেব এই পুণ্যপ্রদ মায়াস্তব কীর্তন করিয়াছিলেন । রাজা শশিধ্বজ  
মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের নিকট এই মায়াস্তব শুনিয়া সিদ্ধিলাভ করেন ১৪

রাজা শশিধ্বজ অরণ্যমধ্যে কোকামুখ নামক স্থানে তপস্তা করিয়া হরিধ্যান-  
পূর্বক সুদর্শন চক্রদ্বারা নিহত হইয়া বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হন ১৫

ত্রীকাক্ষিপু্রাণে ভবিষ্য-অমৃতভাগবতে তৃতীয়াংশে

মায়াস্তব নামক পঞ্চদশ অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত ।

## তৃতীয় অংশ ষোড়শ অধ্যায়ঃ

### স্মৃত উবাচ

এতদ্ বঃ কথিতং বিপ্রাঃ শশিধ্বজবিমোক্ষণম্ ।  
কল্কেঃ কথামপ্রতিমাং শৃণ্বন্তু বিবুধর্ষভাঃ ॥১  
বেদা ধর্মঃ কৃতযুগং দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ ।  
হৃষ্টাঃ পুষ্টাঃ সুসংতুষ্টাঃ কল্কৌ রাজনি চা ভবন্ ২  
নানাদেবাদি লিঙ্গেষু ভূষণে ভূষিতেষু চ ।  
ইন্দ্রজালিকবদ্ বৃত্তিকল্পকাঃ পূজকা জনাঃ ॥৩  
ন সন্তি মায়ামোহাঢ্যাঃ পাষণ্ডাঃ সাধু বঞ্চকাঃ ।  
তিলকাচিত\* সর্বকাজাঃ কল্কৌ রাজনি কুত্রচিৎ ॥৪  
শঙ্কলে বসতস্তস্য পদ্ময়া রময়া সহ ।  
প্রাহ বিযুঃযশাঃ পুত্রং দেবান্ যষ্টুং জগদ্বিতান্ ॥৫

শ্লোকার্থ । স্মৃত বলিলেন, হে বিপ্রগণ, আমি আপনাদের নিকট রাজা শশিধ্বজের মুক্তিলাভের বিবরণ ব্যক্ত করিলাম । হে বিধুশ্রেষ্ঠগণ, অতঃপর পুনর্বার কঙ্কির উপাখ্যান বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ১

ভগবান কঙ্কিদেব রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে বেদ, ধর্ম, সত্যযুগ, দেবগণ ও হাবর-জঙ্গমাত্মক জীবগণ সকলেই হৃষ্টপুষ্ট ও সুসন্তুষ্ট হইলেন । ২

পুরাকালে পূজক ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ ভূষণে বিভূষিত দেবমূর্তি সমূহে ইন্দ্রজালিকবৎ আচরণ করিতেন । কঙ্কি রাজা হইলে আর কোথাও মায়ামোহে অভিভূত, সাধুবঞ্চক, পাষণ্ড বা সর্বকাজে তিলকধারী রহিল না । ৩-৪

এইরূপে কঙ্কি পদ্মা ও রমার সহিত শঙ্কলগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন ।

একদা তাঁহার পিতা বিমুগ্ধশা তাঁহাকে বলিলেন, দেবতাগণ জগতের হিতাহুষ্ঠান করেন বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে যাগাহুষ্ঠান কর্তব্য।

\* তিলকাক্ষিত সর্বাদাঃ ইতি বা পাঠঃ।

তং শ্রদ্ধা প্রাহ পিতরং কঙ্কিঃ পরমহম্বিতঃ।

বিনয়াবনতো ভূত্বা ধর্ম্যকামার্থ সিদ্ধয়ে ॥৬

রাজসূয়ের্বাঙ্গপেয়ৈরশ্বমেধৈর্মহামথৈঃ।

নানাযাগৈঃ কস্মতস্তৈরীক্রে ক্রতুপতিং হরিম্ ॥৭

কৃপরামবশিষ্ঠাঐক্যাসধোম্যাকৃতভ্রণৈঃ।

অশ্বখামমধুচ্ছন্দোমন্দপালৈর্মহাশ্বনঃ ॥৮

গঙ্গাযমুনয়োর্মধো স্নাত্বাববৃথমাদরাৎ।

দক্ষিণাভিঃ সমভ্যর্চ্য ব্রাহ্মনান্ বেদপারগান্ ॥৯

চর্কৈর্যশ্চোষ্যৈশ্চ পেয়ৈশ্চ পুপশঙ্কুলিযাবকৈঃ ॥১০

মধুমাংসৈর্মূলফলৈ রৈশ্চ ॥১১

শ্লোকার্থ। কঙ্কিদেব পিতৃবাক্য শুনিয়া পরম হুইচিতে বিনয়াবনত হইয়া বলিলেন, আমি ধর্ম, কাম ও অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত রাজসূয়, বাঙ্গপেয়, অশ্বমেধ ও অত্যাশ্রিত নানাবিধ মহাযজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞেশ্বর শ্রীহরির অর্চনা করিব। ৬-৭

পরে কৃপ, রাম, ব্যাস, বশিষ্ঠ, ধোম্য, অকৃতব্রণ, অশ্বখামা, মধুচ্ছন্দ, মন্দপাল প্রভৃতি মহর্ষিগণকে অর্চনাপূর্বক কঙ্কিদেব গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলে যজ্ঞে বৃত ও স্নাত হইয়া দক্ষিণা দান করিলেন। ৮-৯

পরে তিনি বহুদিন চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়, পুপ, শঙ্কুলি, যাবক, মধু, মাংস, ফলমূল ও অত্যাশ্রিত নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা ব্রাহ্মণগণকে যথাবিধি ভোজন করাইলেন। ১০

\* অশ্বখামমধুচ্ছন্দো ইতি বা পাঠঃ।

\*১ পুপশঙ্কুলিযাবকৈঃ ইতি বা পাঠঃ।

\*২ রৈশ্চ ইতি বা পাঠঃ।

ভোজয়ামাস বিধিবং সৰ্ব্বকৰ্মসমৃদ্ধিভিঃ ।

যত বহ্নিবৃত্তঃ পাকে বৰুণো জলদো মরুৎ ॥১১

পরিবেষ্টা দ্বিজান কামৈঃ সদগ্নাতৌরতোষয়ৎ\* ।

বাতৈনুৰ্ত্যৈশ্চ গীতৈশ্চ পিতৃ\*১ যজ্ঞমহোৎসবৈঃ ॥.২

কল্লিঃ কমলপত্রাঙ্কঃ প্রহর্ষঃ প্রদদৌ বসু ।

শ্রীবাল স্থবিরাদিত্যঃ সর্বেভ্যশ্চ যথোচিতম্ ॥১৩

রস্তা তালধরাং নন্দী হুহুর্গায়তি নৃত্যতি ।

দত্তা দানানি পাত্রেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যঃ স ঈশ্বরঃ ॥১৪

**শ্লোকার্থ।** এই যজ্ঞের সমস্ত অংশ সুসমাহিত হইল। এই মহাযজ্ঞে অগ্নিদেব পাচক, বরুণ জল দাতা ও বায়ু পরিবেশক হইলেন। ১১

কমললোচন কঙ্কিদেব যথাভিলষিত উত্তম অন্নাদি প্রদানে নৃত্য, গীত ও বাণ্য দ্বারা প্রতিযজ্ঞে অল্পদ্রিষ্ট বচবিধ মহোৎসবে সকলের আনন্দ বর্ধন করিলেন। তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলকেই যথোচিত ধন দান করিলেন। ১২-১৩

এই সকল মহোৎসবে রস্তা, নন্দী নৃত্য তালসহকারে বাজ এবং হুহু নামক গন্ধৰ্ব গান করিল। জগদীশ্বর কঙ্কি ঐ প্রগণে ও সংপাত্রাবিশেষে ধন বিতরণপূর্বক পিতার অন্নমতি লইয়া গঙ্গাতীরে বাস কবিতে লাগিলেন। ১৪-১৫

\* সদগ্নাতৌরতোষয়ৎ ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ প্রতিযজ্ঞ ইতি বা পাঠঃ ।

উবাস তীরে গঙ্গায়াঃ পিতৃবাক্যানুমোদিতঃ ।

সভায়াং বিষ্ণুযশসঃ পূর্বব্রাজ কথ্যঃ প্রিয়াঃ ॥১৫

কথয়ন্তো হসন্তশ্চ হষয়ন্তো দ্বিজা বুধাঃ ।

তত্রাগতস্তপুরুষা নারদঃ সুরপুঞ্জিতঃ ॥১৬

তং পূজয়ামাস মুদা পিত্রা সহ যথাবিধি ।

তৌ সংপূজ্য বিষ্ণুযশাঃ প্রোবাচ বিনয়ান্বিতাঃ ।

নারদং বৈষ্ণবং শ্রীত্যা বীণাপাণিং মহামুনিম্ ॥১৭

## বিষ্ণুযশা উবাচ ।

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং মম জন্মশতাজ্জিতম্ ।

ভবদ্বিধানাং পূর্ণানাং যন্মে মোক্ষায় দর্শনম্ ॥১৮

শ্লোকার্থ । এদিকে কল্কিপিণ্ডা বিষ্ণুযশাব সভায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ পূর্বতন নৃপগণেব অবগমধুব চবিত কীর্তনপূর্বক সকলকে সম্বোধন করিতেছেন ও হস্ত্য কবিত্তেছেন, এমন সময় .দবপূজিত মহাব নাবদ ও তুম্বকু সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন । ১৫-১৬

মহামনা বিষ্ণুযশা প্রীতচিত্তে সেই মহাবি যগলের যথাবিধি পূজা কবিলেন । তাঁর উত্তমরূপে তাঁহাদেব পূজা কবিয়া বিনযাঘিতহৃদয়ে বিষ্ণুভক্ত বীণাধাবী মহামুনি নাবদকে প্রীতমনে বলিতে লাগিলেন । ১৭

বিষ্ণুযশা বলিলেন, আমাব কি সৌভাগ্য । আমার শতজন্মাজিত ভাগ্য কি তদ্বৎ । আপনাব পূর্ণ, আমাব মুক্তিব নিমিত্তহ আপনাদেব পুণ্য দর্শন ঘটিল । ১৮

অত্যাশ্চর্যশ্চ স্মৃতাশ্চুপ্তাশ্চ পিতরঃ পরম ।

দেবাস্চ পরিসমুপ্তাস্তবাবেক্ষণপূজনাং ॥ ১৯

যৎপূজায়াং ভবেৎ পূজ্যো বিষ্ণুর্জন্ম ন দর্শনাং ।

পাপক্ষয়ং \* স্পর্শনাচ্চ কিমহো সাধুসঙ্গমঃ ॥২০

সাধুনাং হৃদয়ং ধর্মো বাচো দেবাঃ সনাতনাঃ ।

কর্মক্ষয়ানি কর্ম্মানি যতঃ সাধুর্হরিঃ স্বয়ম্ ॥২১

মন্যে ন ভৌতিকো দেহো বৈষ্ণবস্ত জগজ্জয়ে ।

যথাবতারে কৃষ্ণস্ত সতো দৃষ্টবিনিগ্রহে ॥২২

শ্লোকার্থ । অত আপনাদের দর্শন ও পূজা করিয়া আমার পিতৃগণ পরিতুষ্ট হইলেন । আমি যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছি, তাহা সফল হইল । অত দেবগণও পরিতুষ্ট হইলেন । ১৯

যাহার পূজা করিলে বিষ্ণু পূজিত হন, যাহার দর্শনে আর পুনর্জন্ম হয় না, যাহার স্পর্শে পাপরাশি ক্ষয় হয়, তাদৃশ সাধুসমাগম কি অপূর্ব। ২০

সাধুগণের হৃদয়েই ধর্মের নিবাস, সাধুগণের বাক্যই সনাতন দেবতা ও সাধুগণের কর্মই কর্মক্ষয়ের কাবণ। অতএব সাধুই স্বয়ং শ্রীহরির মূর্তি। ২১

চুপ্ত নিগ্রহার্থ কৃষ্ণ-অবতারে কৃষ্ণেব নিত্যদেহ যেমন ভৌতিক নহে, সেইরূপ বোধ হয় এই ত্রিলোকে বৈষ্ণব শরীরও পঞ্চভূত দ্বারা বিনির্মিত নহে। ২২

\*পাপসব স্পর্শনাচ্চ কিমহো সাধু সঙ্গতঃ ইতি বা পাঠঃ।

পৃচ্ছামি ত্বামতো ব্রহ্মন্ মায়াসংসারবারিধৌ।

নৌকায়াং বিযুভক্তা চ কর্ণধারোঃসি পারকৃৎ ॥২৩

কেনাহং যাতনাগারাং নির্বাণপদমুত্তমম্।

লক্ষ্যামীহ জগদ্বন্ধো কর্মণা শশ্য তদ্ বদ ॥২৪

নারদ উবাচ।

অহো বলবতী মায়া সর্বাশ্চর্য্যাময়ী শুভা।

পিতরং মাতরং বিযুভৈব মুকৃতি কঠিচিং ॥২৫

পূর্ণো নারায়ণো যশ্চ শ্রুতঃ কঙ্কিজ্জগৎপতিঃ।

তং বিহায় বিযুযশা মান্দা মুক্তিমভীষতি ॥২৬

শ্লোকার্থ। হে ব্রহ্মন্, মায়াময় সংসারমাগরে আপনি বিযুভক্তিকপ নৌকাদ্বারা পারকর্তা। এই কাবণে আপনাব নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছি। ২৩

হে জগদ্বন্ধো, আমি কোন্ কর্মদ্বারা এই সংসাররূপ যাতনাগার হইতে নিষ্কৃতি লাভ কবিয়া শ্রেয়স্বর উত্তম ব্রহ্ম নির্বাণ লাভ করিতে পারিব, তাহা বলুন। ২৪

দেবর্ষি নারদ বলিলেন, মায়া কি শুভঙ্করী! মায়া কি বলবতী! মায়া সকলের কি বিশ্বয়করী! কি আশ্চর্য! কঙ্কিরূপী বিযু স্বীয় পিতা-মাতাকেও মায়ামুক্ত করিতেছেন না। ২৫



পূর্ণনারায়ণ জগৎপতি কক্ষি বাহার পুত্র, সেই বিষ্ণুযশা পুত্রের পরিবর্তে আমার নিকট মুক্তির উপায় প্রত্যাশা করিতেছেন । ২৬

\* নৌকয়া বিষ্ণুভক্ত্যা চ ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ বিষ্ণুর্নৈব ইতি বা পাঠঃ ।

বিবিচ্যেথং ব্রহ্মসূতঃ প্রাহ ব্রহ্মযশঃ সূতম্ ।

বিবিভ্তে বিষ্ণুযশসং ব্রহ্মসংপদ্বিবর্দ্ধনম্ ॥২৭

নারদ উবাচ ।

দেহাবসানে জীবং সা দৃষ্ট্বা দেহাবলম্বনম্ ।

মায়াহ কৰ্ত্তু মিচ্ছন্তং যন্মে তৎ শৃণু মোক্ষদম্ ॥২৮

বিন্ধ্যাত্রৌ রমণী ভূত্বা মায়োবাচ যথেষ্টয়া ॥২৯

মায়োবাচ ।

অহং মায়া ময়া তাক্তঃ কথং জীবিতুমিচ্ছসি ॥৩০

জীব উবাচ ।

সাহং\* জীবাম্যহং মায়ে কায়েহস্মিন্ জীবনাশ্রয়ে ।

অহমিত্যন্থথাবুদ্ধির্বিনা দেহং কথং ভবেৎ ॥৩১

শ্লোকার্থ । ব্রহ্মসূত নারদ এইরূপ পর্যালোচনা করিয়া পরে ব্রহ্মযশার পুত্র বিষ্ণুযশাকে নির্জনে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ দানার্থ এই বাক্য বলিলেন । ২৭

নারদ বলিলেন, দেহ ধ্বংস হইলে জীব পুনর্বার দেহকে আশ্রয় করিতে ইচ্ছুক দেখিয়া, মায়া যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ইহা শ্রবণ করিলে মুক্তিলাভ সুনিশ্চিত । বিন্ধ্যপর্বতে মায়াদেবী স্বেচ্ছাক্রমে নারীরূপ ধারণ করিয়া কহিলেন, আমি মায়াশক্তি । আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছি । তুমি কিরূপে পুনরায় জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা কর ? ২৮-৩০

জীব বলিলেন, হে মায়ে, আমি জীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না, পরন্তু

দেহই জীবনের আশ্রয়। ‘অহং’ এই অভিমান দ্বারা ভেদজ্ঞান ব্যতীত কিরূপে দেহ ধারণ সম্ভব হইতে পারে ? ৩১

\* নাহং জীবাম্যহং ইতি বা পাঠঃ ।

মায়োবাচ ।

দেববন্ধে যথাল্পেষাং তথা বুদ্ধিঃ কথং তব ।

মায়াদীনং বিনা চেষ্টাং বিশিষ্টাং তে কুতো বদ ॥৩২

জীব উবাচ ।

মাং বিনা প্রাজ্ঞতা মায়ে প্রকাশবিষয়স্পৃহা ॥৩৩

মায়োবাচ ।

মায়য়া জীবতি নরশেচেষ্টতে হতচেতনঃ ।

নিঃসারঃ সারবন্তাতি গজভুক্তকপিথবৎ ॥৩৪

জীব উবাচ ।

মম সংসর্গজাতা ভ্ৰং নানা নামস্বরূপিনী ।

মাং বিনিন্দসি কিং মূঢ়ে শৈশ্রিণী স্বামিনং যথা ॥৩৫

শ্লোকার্থ। মায়্যা বলিলেন, দেহ ধারণ করিলে দেহ সম্পর্কে যেমন ভেদ-জ্ঞান জন্মায়, তোমার তজ্রপ বুদ্ধি কি প্রকারে হইতেছে ? চেষ্টা মায়্যার অধীন । এক্ষণে মায়্যা ভিন্ন তোমার কিরূপে চেষ্টা হইতেছে ? ৩২

জীব বলিলেন, হে মায়ে, আমি বিনা তোমার প্রাজ্ঞতা প্রকাশ ও বিষয়স্পৃহা হইতে পারেনা । ৩৩

মায়্যা বলিলেন, জীব মায়্যাদ্বারা যন্ত্রবৎ কায ও চেষ্টা করে । মায়্যা বলে জীব জীবনধারণ করে এবং গজভুক্ত কপিথের\* জায় নিঃসার হইয়াও সারত্বলা প্রতীত হয় । ৩৪

জীব বলিলেন, হে মূঢ়ে, তুমি আমার সংসর্গে উৎপন্ন হইয়া বহুবিধ

মকপ ধারণ করিয়াছ। যেমন স্বৈরিণী স্বামীর নিন্দা করে, তদ্রূপ কিছ্র  
ম আমার নিন্দা করিতেছ ? ৩৫

যেমন হস্তী স্পৃক \*কপিথ গলাধঃকরণপূর্বক উহার সারাংশ শোষণান্তে উহার  
হত খোলকে ফোলয়া দেয়, তেমনি মায়াযুক্ত জীব মায়াবলে জীবনধারণ  
রয়া ভ্রমবশে নিজেকে কর্তা ও ভোক্তা মনে করে। ( কপিথ = কয়েত বেল )

মম ভাবে তবাভাবঃ প্রোক্তং সূর্যো তমো যথা ।

মামাবর্য্য বিভাসি ত্বং রবিং নবধনো যথা ॥৩৬

লীলাবীজকুশ্লাসি মম মায়ে জগন্ময়ে ।

\*আত্মস্তে মধ্যতো ভাসি নানাত্বাদিন্দ্রজালবৎ ॥৩৭

এবং নির্বিষয়ং নিত্যং মনোব্যাপারবর্জিতম্ ।

অভৌতিকমজীবঞ্চ শরীরং বীক্ষ্য সা ত্যজ্যেৎ ॥৩৮

তাত্ত্বা মাং সা দদৌ শাপমিতি লোকে তবাশ্রিয় ।

ন স্থিতির্ভবিতা কাষ্ঠকুড়োপম কথঞ্চন ॥৩৯

শ্লোকার্থ । যেমন সূর্যোদয় হইলে অন্ধকার তিরোহিত হয়, সেইরূপ আমার  
ভাবে তোমারও অভাব ঘটিয়া থাকে । যেমন নূতন মেঘ সূর্যকে আবরণ  
রয়া বিরাজ করে, তদ্রূপ তুমি আমাকে আবৃত করিয়া শোভা পাইতেছ । ৩৬  
মায়ে, তুমি লীলা-বীজের স্বরূপা । নানাত্ব হেতু তুমি এই জগতের  
দ, অন্ত ও মধ্যে ইন্দ্রজাল সদশ শোভা পাইতেছে । ৩৭

এইরূপে বিষয় ব্যাপার বর্জিত, নিত্য, মানসিক ব্যাপার রহিত, অভৌতিক  
জীবনহীন শরীর দেখিয়া মায়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন । ৩৮

মায়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, রে অশ্রিয়,  
লাকে কাষ্ঠকুড়্য তুল্য কখনই তোমার সংস্থিতি বা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি  
ব না । ৩৯

\* নাত্মস্তে মধ্যতো ইতি বা পাঠঃ ।

স৷ মায়া তব পুত্ৰস্ত কঙ্কেৰ্বিৰাশ্বানঃ প্ৰভোঃ ।  
 তাং বিজ্ঞায় যথাকামং চর গাং হরিভাবনঃ ॥৪০  
 নিরাশো নিৰ্মমঃ শান্তঃ সৰ্বভোগেষু নিস্পৃহঃ ।  
 বিৰোধো জগদিদং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুৰ্জগতি বাসকুং ।  
 আত্মনাত্মানমাবেশ্য সৰ্বভোগে বিৰতো ভব ॥৪১  
 এবং তং বিষ্ণুযশসমামন্ত্য চ মুনীশ্বরৌ ।  
 কঙ্কিং প্ৰদক্ষিণীকৃত্য জগাতুঃ কপিলাশ্ৰমম্ ॥৪২  
 নারদেৱিতমাকৰ্ণ্য কঙ্কিং সূতমমুত্তমম্ ।  
 নারায়ণং জগন্নাথং বনং বিষ্ণুযশা যযৌ ॥৪৩

শ্লোকাৰ্থ । তোমাৰ পুত্ৰ বিৰাট্টা প্ৰভু কঙ্কিৰই সেই মায়া ।  
 মায়াকে জ্ঞাত হইয়া শ্ৰীহৰিতে আত্মসমৰ্পণ পূৰ্বক যথেষ্ট ভ্ৰমণ কৰ । ৪০  
 তুমি কল কামনা শূন্য, মমতাহিত, শান্ত ও সৰ্বপ্ৰকাৰ ভোগ বিমুখ হ  
 এই জগৎ বিষ্ণুতে অবস্থিত এবং বিষ্ণুও এই জগতে অল্পপ্ৰতিষ্ঠা আছেন, (   
 জ্ঞান লাভ কৰিবে । পৰে জীবাত্মাকে সেই পৰমাৰ্ম্মাতে একীভূত কৰিয়া  
 কৰ্ম হইতে বিৰত হইবে । ৪১

মহৰ্ষিৰ্ভগ্ন এইৰূপে বিষ্ণুযশাকে উপদেশ প্ৰদান ও সন্তোষপূৰ্বক কঙ্কি  
 প্ৰদক্ষিণ কৰিয়া কপিলাশ্ৰমে প্ৰস্থান কৰিলেন । ৪২

পৰে যখন বিষ্ণুযশা নারদের মুখে শ্ৰবণ কৰিলেন, তাঁহাৰ পুত্ৰ কা  
 স্বয়ং জগন্নাথ নারায়ণ, তখন তিনি গৃহহাশ্ৰম পৰিত্যাগপূৰ্বক অৱণ্য  
 কৰিলেন । ৪৩

গত্বা বদৱিকারণ্যং তপস্তপ্ত্বা শুদাৰুণম্ ।  
 জীবং বৃহতি সংযোজ্য পূৰ্ণস্তত্যাঙ্ক\*ভৌতিকম্ ॥ ৪৪  
 মৃতং স্বামিনমালিন্য সুমতিঃ স্নেহবিক্ৰবা ।  
 বিবেশ দহনং সাধ্বী শ্ৰবেশৈৰ্দ্ধিবি সংস্কতা ॥ ৪৫

কঙ্কিঃ শ্রদ্ধা মুনিমুখাং পিত্রোর্নির্বাণমীশ্বরঃ ১\* ।

সবাণ্পনয়নং স্নেহাৎ তয়োঃ সমকরোং ক্রিয়াম্ ॥ ৪৬

পদ্ময়ারময়া কঙ্কিঃ শস্ত্রলে সুরবাহিত্তে ।

চকার রাজ্যং ধর্ম্মায়া লোকবেদ পুরস্কৃতঃ ॥ ৪৭

মহেন্দ্রশিখরাদ্র্যামস্তার্থপর্যটনাদৃতঃ ।

প্রায়াং কঙ্কেদর্শনার্থং শস্ত্রলং তীর্থতীর্থকং ॥ ৪৮

শ্লোকার্থ। তিনি বদরিকাক্রমে যাইয়া কঠোর তপস্বীদ্বারা আত্মাকে । একে বিলীন করিলেন এবং পূর্ণতা লাভে পার্শ্বভৌতিক কলেবর পরিহার । লেন ।

পতিপ্রাণা সাধ্বী স্মৃতি মৃত পাতিকে আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিপ্রবেশ । লেন । দেবলোকে দেবগণ সুপরিচ্ছদ ধারণপূর্বক তাঁহার স্তব করিতে । লেন । ৪৫

কঙ্কিদেব মুনিগণের মুখে পিতামাতার মহাপ্রমাণ বুদ্ভাস্ত্র শ্রবণ করিয়া । ভরে বাণ্পাকুল লোচনে শ্রদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন । ৪৬

লৌকিকাচার ও বেদাচার পরায়ণ ধর্ম্মায়া কঙ্কিদেব দেবগণেরও বান্ধিত । গ্রামে থাকিয়া রমা ও পদ্মার সহিত রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন । ৪৭

যিনি তীর্থকেও পবিত্র করেন, সেই পরশুরাম তীর্থ পর্যটন ক্রমে । দ্র পর্বতের শিখরদেশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কঙ্কি দশনার্থ শস্ত্রলগ্রামে । স্তত হইলেন । ৪৮

\* পূর্ণস্ত্যাজয় ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ পিত্রোর্নির্বাণমীশ্বরঃ ইতি বা পাঠঃ ।

তং দৃষ্ট্বা সহসোথায় পদ্ময়া রময়া সহ ।

কঙ্কিঃ প্রহর্ষো বিধিবৎ পূজাধিক্রে বিধানবিৎ ॥ ৪৯

নানারসৈগুণময়ৈর্ভোজয়িত্বা বিচিহ্নিতে ।

পর্যঙ্কেহনর্ঘ্যকবজ্রাঢ্যে শায়য়িত্বা মুদং যযৌ ॥ ৫০

তং ভুক্তবন্তং বিশ্রান্তং পাদ সংবাহনৈর্গুরুম্ ।

সংতোষ্য বিনয়াপন্নঃ কঙ্কির্মধুরমত্রবীং ॥ ৫১

তব প্রসাদাৎ সিদ্ধং মে গুরো ত্রৈবর্গিকঞ্চ যং ।

শশিধ্বজমুতায়ান্ত শৃণু রাম নিবেদিতম্ ॥ ৫২

ইতি পতিবচনং নিশম্য রাম নিজহৃদয়েষ্পিত পুত্রলাভমিষ্টম্

ব্রতজপনিয়মৈর্মৈশ্চ কৈর্কবা মম ভবতীহ মুদাহ জামদগ্ন্যম্ ॥

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরাণে অন্নভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে বিষ্ণুখশাসোঃ  
কৈরামদর্শনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥

**শ্লোকার্থ ।** বিধানজ্ঞ কঙ্কিদেব পরগুরামকে দর্শন করিবামাত্র সান্না  
পদ্যা ও রমার সহিত সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার পু  
করিলেন । ৪৯

তিনি ভগবান পরগুরামকে নানা রস ও গুণ পূর্ণ দ্রব্যদ্বারা ভোজন করাই  
বহুমূল্য পরিচ্ছদযুক্ত বিচিত্র পর্যঙ্কে শয়ন করাইয়া পরম সুখী হইলেন । ৫০

গুরু পরগুরাম ভোজনান্তে বিশ্রাম কালে কঙ্কিদেব পাদসংবাহন দ্বা  
তাঁহাকে পরিভূষ্ট করিয়া বিনয়াবনত হইয়া মধুর বচনে বলিলেন, হে গুরো  
আপনার প্রসাদে আমার ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ হুসিদ্ধ হইয়াছে । একা  
শশিধ্বজ তনয়া রমার একটি প্রার্থনা শ্রবণ করুন । ৫১-৫২

শশিধ্বজ দুহিতা পতিবাক্য শুনিয়া প্রহরহৃদয়ে জমদগ্নি স্মৃতিকে জিজ্ঞা  
করিলেন, কিরূপ যম, নিয়ম, জপ বা ব্রতের অহুষ্ঠান করিলে আমার মনোম  
পুত্র লাভ হইতে পারে ? ৫৩

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্য অন্নভাগবতে তৃতীয়াংশে বিষ্ণুখশার

মৌক্ষ লাভ ও পরগুরাম দর্শন নামক

ষোড়শ অধ্যায়ের অন্ত্যবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় অংশ  
সপ্তদশ অধ্যায়  
সূত উবাচ ।

জামদগ্ন্যাঃ সমাকৰ্ণ্য রমাং তাং পুত্রগন্ধিনীম্ ।\*  
কঙ্কেরভিমতং বুদ্ধাকারয়দ্রুক্ষিণীব্রতম্ ॥ ১  
ব্রতেন তেন চ রমা পুত্রাঢ্যা স্নুভগা সতী ।  
সর্বভোগেন সংযুক্তা বভূব স্থিরযৌবনা ॥ ২

শৌনক উবাচ ।

বিধানং ব্রাহ্মি মে সূত ! ব্রতস্তাস্মৈ চ যং ফলম্ ।  
পুরা কেন কৃতং ধৰ্ম্মা কুক্ষিণী ব্রতমুত্তমম্ ॥ ৩

সূত উবাচ ।

শৃণু ব্রহ্মন্ । রাজপুত্রী শশ্মিষ্ঠা বার্ষপৰ্বণী ।  
অবগাহ্য সরোনীরং সোমং হরমপশ্যত ॥ ৪  
সা সখীভিঃ পরিবৃত্তা দেবযাজ্ঞা চ সজ্জতা ।  
শঙ্কুভীত্যা সমুথায় পর্য্যধুৰ্ব্বসনং দ্রুতম্ ॥ ৫

শ্লোকার্থ । সূত কহিলেন, অনন্তর পরশুরাম রমাকে পুত্রাভিলাষিনী  
দেখিয়া কঙ্কির অভিপ্রায় অঙ্গসারে কুক্ষিণীব্রত করাইলেন । ১

সতী রমা সেই ব্রত পালনের ফলে পুত্রবতী, সৌভাগ্যশালিনী ও সর্বভোগ-  
সম্পন্ন স্থিরযৌবনা হইলেন । ২

শৌনক বলিলেন, হে সূত, এই কুক্ষিণী ব্রতের কিরূপ বিধান, কি ফল এবং  
কোন ব্যক্তিই বা পূর্বে এই উত্তম ব্রত পালন করিয়াছিলেন, আমায় বল । ৩

সূত বলিলেন, হে ব্রহ্মন্, আমি তৎ সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন । একদ

দৈত্যরাজ বৃষপর্ব্বার ছুঁহিতা শর্মিষ্ঠা সরোবরের জলে অবগাহন করিতেছিলেন। সেই সময়ে তিনি সোমেশ্বর মহেশ্বরকে দেখিতে পাইলেন। ৪

শর্মিষ্ঠা সহচরীৱন্ধে পরিবৃত্তা হইয়া দেবযানীর সহিত জলক্ৰীড়া করিতে ছিলেন। তিনি শব্দকে দর্শন মাত্র সভয়ে উখিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ বস্ত্র পরিধান করিলেন। ৫

\* পুত্রগর্দ্বিজীম্ ইতি বা পাঠঃ। পুত্রাকাজ্জিগীম্ ইতি বা পাঠঃ।

তত্র শুক্রশ্চ কন্যায়া বস্ত্রবতয়মাশ্ননঃ।

সংলক্ষ্য কুপিতা প্রাহ বসনং ত্যজ্জ ভিক্ষুকি ॥ ৬

ইতি দানবকন্যা সা দাসীভিঃ পরিবারিতা।

তাং তস্তা বাসসা বদ্ধা কূপে ক্ষিপ্ত্বা গত্যা গৃহম্ ॥ ৭

তাং নগ্নাং \*রুদতীং কূপে জলার্থী নহ্ষাশ্রজঃ।

করে স্পৃশ্য সমুদ্ভূত্যা প্রাহ কা ঙ্ং বরাননে ॥ ৮

সা শুক্রপুত্রী বসনং পরিধায় ত্রিয্যা ভিয়া।

শর্মিষ্ঠায়াঃ কৃতং সর্ব্বং প্রাহ রাজানমীক্ষতী ॥ ৯

যযাতিস্তদভিপ্রাং জ্ঞাৎবান্নব্রজ্য শোভনম্ ১\*।

আশ্বাস্ত তাং যযৌ গেহং তত্ৰাঃ পরিগম্যাদৃতঃ ॥ ১০

শ্লোকার্থ। সেই স্থানে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের তনয়া দেবযানীর বস্ত্রও ছিল। দেবযানীর সহিত বস্ত্র পরিবর্তিত হওয়ায় শর্মিষ্ঠা কুপিতা হইয়া বলিলেন, রে ভিক্ষুকি, আমার বস্ত্র পরিত্যাগ কর। ৬

পরে দাসীগণে পরিবৃত্তা দানবকন্যা শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিয়া কূপমধ্যে ফেলিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। ৭

দেবযানী কূপে পতিত হইয়া রোদন করিতেছিলেন। এমন সময় নহ্ষতনয় যযাতি জল পানার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণান্তে উত্তোলন করিয়া কহিলেন, হে বরাননে, তুমি কে ? ৮



শুক্র-কন্যা লজ্জায় ও ভয়ে বসন পরিধান করিয়া রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক শর্মিষ্ঠাকৃত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন । ৯

পরে যযাতি দেবযানীর অভিপ্রায় জানিয়া তদীয় পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন এবং কিয়দূর তাঁহার অতুগমন পূর্বক উত্তম আশ্বাস প্রদানান্তে নিজ রাজসদনে প্রত্যাগমন করিলেন । ১০

\* মগ্নাং ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ শোভনাম্ ইতি বা পাঠঃ ।

সা গহ্বা ভবনং শুক্রং গ্রাহ শর্মিষ্ঠয়া কৃতম্ ।

তৎ শ্রুত্বা কুপিতং বিপ্র বৃষপর্ব্বাহ সাস্বয়ন্ ॥ ১১

দণ্ড্যং মাং দণ্ডয় বিভো কোপো যত্নস্তি তে ময়ি ।

শর্মিষ্ঠাং বাপ্যপকৃতাং কুরু যস্মনসেপ্সিতম্ ॥ ১২

রাজানং প্রণতং পাদে পিতৃদৃষ্ট্বা কৃষাত্রবীং ।

দেবযানী ত্রিয়ং কন্যা মম দাসী ভবত্বিতি । ১৩

সমানীয় তদা রাজা দাস্তে তাং বিনিযুজ্য সঃ ।

যযৌ নিজগৃহং জ্ঞানী দৈবং পরমকং স্মরন্ ॥ ১৪

ভ্রোকার্থ । স্বগৃহে ফিরিয়া দেবযানী পিতা শুক্রের নিকট শর্মিষ্ঠার ব্যবহার বর্ণনা করিলেন । আচার্য্য শুক্র তাহা শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইলেন । দৈত্য-রাজ বৃষপর্ব্বা তাঁহাকে সাস্বনা প্রদানার্থ বলিলেন, হে বিভো, যদি আমার উপর আপনি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকেন ও যদি আমি দণ্ডনীয় হই, অথবা আপনার অপকারিণী শর্মিষ্ঠার উপর ক্রোধ হইয়া থাকে, তবে আপনার ইচ্ছানুযায়ী দণ্ড দান করুন । ১১-১২

অনন্তর দেবযানী দৈত্যরাজকে শুক্রের চরণে পতিত দেখিয়া ক্রোধভরে বলিলেন, আপনার কন্যা আমার দাসী হউক । ১৩

জ্ঞানী রাজা দৈবের পরম বলবত্তা স্বরণ করিয়া কন্যাকে আনয়নপূর্বক দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় ভবনে প্রস্থান করিলেন । ১৪

ততঃ শুক্রস্তমানীয় যযাতিং প্রতিলোমকম্ ।  
 তস্মৈ দদৌ তাং বিধিবদ্ দেবযানীং তয়া সহ ॥ ১৫  
 দত্ত্বা প্রাহ নৃপং বিপ্রোহপ্যেনাং রাজসুতাং যদি ।  
 শয়নে হ্রয়সে সতো জরা হামুপভোক্ষ্যতি ॥ ১৬  
 শুক্রস্যৈতদ্বচঃ শ্রুত্বা রাজা তাং বরবর্ণিনীম্ ।  
 অদৃশ্যং স্থাপয়ামাস দেবযানুগুণাং ভিয়া ॥ ১৭  
 সা শর্মিষ্ঠা রাজপুত্রী দুঃখশোকভয়াকুলা ।  
 নিত্যং দাসীশতাকীর্ণা দেবযানীন্তু সেবতে ॥ ১৮

শ্লোকার্থ । পরে শুক্রাচার্য্য, রাজা যযাতিকে আনয়নপূর্বক প্রতিলো-  
 বিবাহানুসারে যথাবিধি দেবযানীকে সম্প্রদান করিলেন । দেবযানীর সহিত  
 স্বদীপ্তা দাসী শর্মিষ্ঠাও প্রদত্তা হইলেন । ১৫

শুক্রাচার্য্য দানব রাজসুতা শর্মিষ্ঠাকে সমর্পণ পূর্বক রাজাকে কহিলেন, যদি  
 তুমি এই রাজকন্যাকে শয়নে আলসান কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তুমি জরাগ্রা-  
 হইবে । ১৬

রাজা যযাতি আচার্য্য শুক্রের কঠোর নির্দেশ শ্রবণে দেবযানীর সহচরী  
 রূপবতী শর্মিষ্ঠাকে অদৃশ্য স্থানে চক্ষুর অন্তরালে রাখিলেন । ১৭

অনন্তর দুঃখিতা, শোকসন্তপ্তা ও ভয়াকুলা রাজকুমারী শর্মিষ্ঠা প্রতিদিন শত  
 দাসীর সহিত এক সঙ্গে দেবযানীর সেবা-ওক্ষণ করিতে লাগিলেন । ১৮

একদা সা বনগতা রুদতী জাহ্নবীতটে ।  
 বিশ্বামিত্রং যুনিং সা তং দদৃশে স্ত্রীভিরাবৃতম্ ॥ ১৯  
 ব্রতিনং পুণ্যগন্ধাভিঃ সুরূপাভিঃ সুবাসিতম্ ।  
 কারয়ন্তং ব্রতং মাল্যধূপদীপোপহারকৈঃ ॥ ২০  
 নির্যায়্যষ্টদলং পদ্মং বেদিকায়্যং সুচিহ্নিতম্ ।  
 রম্ভাপোতৈশ্চতুর্ভিঃ চতুর্দোণং বিরাজিতম্ ॥ ২১

বাসসা নিম্নিতগৃহে স্বর্ণপট্টেবিচিত্রিতে ।

মিস্ত্রিতং\* শ্রীবাসুদেবং ননারত্নবিঘট্টিতম্ ॥ ২২

শ্লোকার্থ । একদা হুঃখিতা শর্মিষ্ঠা অবগা মধ্যে গঙ্গাতীরে উপবেশন পূর্বক বোদন কবিতেন্নিলেন । এমন সময় বমণীগণে পবিত্র মহামুনি বিশ্বামিত্রকে তিনি দেখিতে পাইলেন । ১২

এই মুনি ব্রতকাবী স্বাক্ষর জ্যোতির্ভূষিত, সুরূপা বমণীগণে বিরাজিত ছিলেন । তিনি ধূপ, দীপ, মালা ও বহুবিধ উপহাৰ প্রদানান্তে ঐ বমণীগণকে ব্রত পালন করাইতেছিলেন । ২০

বিশ্বামিত্র সূচিহিত বেদিকাতে অষ্টদল পদ্ম নির্মাণ কবিয়াছেন । উহার চাবি কোণে চাবিটি রত্নাবলি প্রোথিত হইয়াছে । ২১

পট্টনির্মিত গুহমধ্যে স্তবর্ণময় পীঠস্থান বিদ্যমান । তদুপরি সূনির্মিত নানারত্নে পরিশোভিত ইবি মূর্তি বিবাজমান । ২২

\* নির্মিতে ইতি বা পাঠঃ ।

পৌরুষেণ চ সূক্তেন নানাগন্ধোদকৈঃ শুভৈঃ ।

পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈর্যথামন্ত্রৈর্দ্বিজৈরিতৈঃ ॥ ২৩

স্নাপয়িত্বা ভদ্রপীঠে কর্ণিকায়াং প্রপূজয়েৎ ।

পঞ্চভির্দশভির্বাপি ষোড়শৈকপচাবকৈঃ ॥ ২৪

পাণ্ডুমধ্বশ্রমহরং শীতলং সূমনোহরম্ ।

পরমানন্দজনকং গৃহাণ পরমেশ্বর ॥ ২৫

দূর্ব্বাচন্দনগন্ধাঢ্যমর্ধ্যং যুক্তং প্রযত্নতঃ ।

গৃহাণ কল্মষীনাথ প্রসন্নস্য মম প্রভো ॥ ২৬

শ্লোকার্থ । শ্রীহরির পূজাবিধি এইরূপ । ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্ত পাঠান্তে বহুবিধ মনোহর গন্ধোদক, পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা ব্রাহ্মণ কর্তৃক উচ্চারিত যথোক্ত মন্ত্রে শ্রীহরিকে স্নান করাইয়া ভদ্র পীঠোপরি কর্ণিকামধ্যে স্থাপন পূর্বক ষোড়শ উপচার \*পঞ্চোপচার অথবা দশোপচার দ্বারা পূজা করিবে । ২৩-২৪

হে পরমেশ্বর, এই পাণ্ড ৭৩ শ্রমহর, স্মৃণীতল, মনোহর ও পরম আনন্দ-জনক । অতএব তুমি ইহা গ্রহণ কর । ২৫

হে প্রভো, হে কাশ্মীনাথ, এই অঘ্য দূবা, চন্দন ও অস্ত্রাঙ্ক গন্ধদ্রব্য সমৃদ্ধ । ইহা অতি যত্নসহকায়ে সংগৃহীত । তুমি প্রসন্ন হইয়া ইহা গ্রহণ কর । ২৬

\*আসন, পাণ্ড, অঘা, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনবাচমনীয়, স্নানীয়, বস্ত্র, উল্লাস, আভরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পানীয়—এই ষোড়শ উপকায়ে দ্রব্যপূজা বিহিত ।

নানাতীর্থোদ্ভবং বারি স্নগন্ধি স্মনোহরম্ ।

গৃহানাচমনীয়ং ত্বং ত্রিনিবাস শ্রিয়া সহ ॥ ২৭

নানাকুসুমগন্ধাঢ্যং সূত্রগ্রথিতমুত্তমম্ ।

বক্ষঃশোভাকরং চারু মাল্যং নয় সুরেশ্বর ॥ ২৮

তন্তুসস্তানসন্ধানবচিতং বন্ধনং হরে ।

গৃহাণাবরণং শুদ্ধং নিরাবরণ সপ্রিয় ॥ ২৯

যজ্ঞসূত্রমিদং দেব । প্রজ্ঞাপতিবিনিম্মিতম্ ।

গৃহাণ বাসুদেব ত্বং কক্ষিণ্য রময়া সহ ॥ ৩০

শ্লোকার্থ । হে ত্রিনিবাস, এই সলিল নানাতীর্থ হইতে সংগৃহীত । ইহা স্নগন্ধি ও মনোহর । তুমি লক্ষ্মীব সহিত এই আচমনীয় গ্রহণ কর । ২৭

হে সুরেশ্বর, এই মাল্য বহুবিধ স্নগন্ধ সূন্দর কুসুমে স্তম্ভোভিত । ইহা সূত্র-দ্বারা গ্রথিত ও উত্তম । ইহা বক্ষঃস্থলের শোভাবর্দ্ধক ও মনোহর । তুমি ইহা গ্রহণ কর । ২৮

হে হরে, কোনও আবরণই তোমাকে আবৃত্ত কারতে পারে না । তন্তু সস্তানগণ কর্তৃক রচিত, সূত্র সন্ধান বিনিমিত এই পাঁচ বস্ত্র বস্ত্রাবরণ তুমি শ্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর সহিত গ্রহণ কর । ২৯

হে বাসুদেব, এই যজ্ঞসূত্র প্রজ্ঞাপতি কর্তৃক নির্মিত । তুমি রমা ও কক্ষিণীর সান্নিধ্য এই যজ্ঞ সূত্র গ্রহণ কর । ৩০

\* স্বং কক্ষিণ্য রময়া সহ ইতি বা পাঠঃ ।

নানারত্নসমায়ুক্তং স্বর্ণযুক্তাবিষট্টিতম্ ।

প্রিয়য়া সহ দেবেশ গৃহাণাভরণং মম ॥ ৩১

দধি-ক্ষীর-গুড়ান্নাদি-পূপ-লড্ডুক-খণ্ডকান্ ।

গৃহাণ কক্লিগী নাথ সনাথং কুরু মাং প্রভো ॥ ৩২

কর্পূরাণ্ডকগন্ধাঢ্যং পরমানন্দদায়কম্ ।

ধূপং গৃহাণ বরদ বৈদৰ্ভ্যা প্রিয়য়া সহ ॥ ৩৩

ভক্তানাং গেহসক্তানাং সংসারধ্বাস্তানাশনম্ ।

দীপমালোকয় বিভো ! জগদালোকনাদর ॥ ৩৪

**শ্লোকার্থ।** হে দেবেশ্বর, বহুবিধ রত্নযুক্ত এবং স্তবর্ণযুক্ত বিনির্মিত এই আভরণ প্রিয়া পত্নীর সহিত গ্রহণ কর । ৩১

হে কক্লিগীনাথ, দধি, ক্ষীর, গুড়, অন্ন, পিষ্টক, লড্ডুক, খণ্ডক প্রভৃতি সুখাত্ত গ্রহণ কর । হে প্রভো, আমাকে সনাথ কর । ৩২

হে বরদ, প্রিয়া বৈদৰ্ভী কক্লিগীর সহিত পরম আনন্দদায়ক কর্পূর ও অণ্ডক গন্ধযুক্ত এই দিব্য ধূপ গ্রহণ কর । ৩৩

হে বিভো, তুমি সংসারাসক্ত ভক্তবৃন্দের সংসাররূপ তমস্তোম দূর করিয়া থাক । তুমি জগৎ অবলোকনার্থ এই দীপ গ্রহণ কর । ৩৪

শ্যামসুন্দর ! পদ্মাক্ষ ! পীতাস্বর ! চতুর্ভূজ ।

প্রপন্নং পাহি দেবেশ কাক্লিগ্যা সহিতাচ্যুত ॥ ৩৫

ইতি তাসাং ব্রতং দৃষ্ট্বা মুনিং নত্বা স্তুত্বাঃখিতা ।

শশ্মিষ্ঠা মিষ্টবচনা কৃতাজ্জলিরূবাচ তাঃ ॥ ৩৬

শশ্মিষ্ঠোবাচ ।

রাজপুত্রীং দুর্ভাগাং মাং স্বামিনা পরিবর্জিতাম্ ।

ত্রাতুমর্হথ হে দেবো ব্রতেনানেন কর্মণা ॥ ৩৭

শ্রুত্বা তু তা বচস্তস্যাঃ কারুণ্যাচ্চ কিয়ং কিয়ং ।

পুণ্যপকরণং দত্ত্বা কারয়ামাসুদারনাং ॥ ৩৮

শ্লোকার্থ। হে পদ্মপলাশ লোচন, হে পীতাম্বর, হে শ্রীমহেশ্বর, হে চতুর্ভূজ, হে দেবেশ, হে অচ্যুত, আমি তোমার শরণাগত হইয়াছি। কৃষ্ণিণী ও তুমি আমাকে সর্বদা রক্ষা কর। ৩৫

সুদুঃখিতা শর্মিষ্ঠা রমণীগণের ব্রত পালন দর্শনে মুনিবরকে প্রণাম পূর্বক কৃতাজলিপুটে মিষ্টবাক্যে বলিলেন, হে দেবিগণ, আমি অতি দুর্ভাগা রাজকন্যা। আমি স্বামীসঙ্গ পরিবর্জিতা। আপনারা এই ব্রতোপদেশ দানে আমাকে পরিত্রাণ করুন। ৩৬-৩৭

রমণীগণ শর্মিষ্ঠার মিষ্ট বাক্য শুনিয়া করুণাবিষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পূজোপকরণ প্রদানান্তে সমাদরের সহিত তাঁহাকে ব্রতপালন করাইলেন। ৩৮

ব্রতং কৃত্বা তু শর্মিষ্ঠা লব্ধা স্বামিনমীশ্বরম্।

সূত্বা পুত্রান্ সুসন্তুষ্টা সমভূৎ স্থির যৌবনা ॥ ৩৯

সীতা চাশোকবনিকামধ্যে সরময়া সহ।

ব্রতং কৃত্বা পতিং লেভে রামং রাক্ষসনাশনম্ ॥ ৪০

বৃহদশ্বপ্রসাদেন কুত্বেমং দ্রৌপদী ব্রতম্।

পতিযুক্তা হুঃখমুক্তা বভূব স্থির যৌবনা ॥ ৪১

তথা রমা সিতে পক্ষে বৈশাখে দ্বাদশীদিনে।

জামদগ্ন্যাদ ব্রতং চক্রে পূর্ণং বর্ষচতুষ্টয়ম্ ॥ ৪২

শ্লোকার্থ। পরে শর্মিষ্ঠা ব্রত পালনের ফলে যযাতিকে পতিরূপে লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র প্রসবপূর্বক স্থিরযৌবনা হইয়া রহিলেন। ৩৯

অশোকবনে সীতা<sup>১৭২</sup> সরমার<sup>১৭৩</sup> সহিত এই ব্রত পালন করিয়া রাক্ষসনাশক পতি শ্রীরামকে পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। ৪০

বৃহদশ্বের প্রসাদে দ্রৌপদী<sup>১৭৪</sup> এই ব্রত পালন করিয়া পতিযুক্তা, হুঃখহীনা ও স্থির যৌবনা হইয়াছিলেন। ৪১

এইরূপ রমা বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম দ্বারা সম্পূর্ণ চারি বৎসরকাল ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ৪২

**টিপ্পনী।** ১৭২ একদা রাজা সীরধ্বজ সন্তান কামনার যজ্ঞ করেন। উক্ত যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে হালের সীতাতে (মাটির দাগে) এক কন্ডা উৎপন্ন হইল। ভূমিস্থ সীতাতে উৎপত্তি হওয়ায় উক্ত কন্ডাব নাম সীতা রাখা হয়। উক্তমর্মে বিষ্ণুপুরাণে (৪অংশ, ৫ অধ্যায়) আছে, ‘তস্য পুত্রার্থ যজ্ঞভূবঃ কর্ষতঃ সীরে সীতা দৃহিতা সমুৎপন্নাংসীৎ।’ সীরধ্বজের অন্ত নাম বিদেহ ও জনক প্রভৃতি। এই হেতু তাঁহার কন্ডা সীতা বৈদেহী ও জানকী প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হন। সীতা পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বলিয়া ধরণী কন্ডা বা অঘোনিজা নামেও অভিহিত। মহাদেবের ধর্ম্মভঙ্গ করিয়া ভগবান রামচন্দ্র সীতাকে প্রাপ্ত হন। জনকদুহিতা যেরূপ অসাধারণ গুণাবলীতে বিভূষিতা ছিলেন, এবং যেরূপ পতিব্রতা ছিলেন তজপ পৃথিবীতে অত্যন্ত বিরল। সীতাদেবী গুণসম্পন্না ও রূপমণ্ডিতা ছিলেন। তিনি ভারতীয় নারীর আদর্শরূপে অরণীয়া।

১৭৩। বিভীষণের পত্নীর নাম। তিনি অত্যন্ত স্নানীলা ও পতিব্রতা ছিলেন। সীতাদেবী অশোকবনে সরমার সপ্রেম সেবায় জীবন ধারণ করেন। সরমার চরিত্র অত্যন্ত উদার, বিগুহ ও সরল ছিল।

১৭৪। ঋপদ রাজার কন্ডার নাম। দ্রৌপদীর বিবাহ স্বয়ংবর পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নানাদেশের রাজন্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভাস্থলে একটি লক্ষ্য বহু উর্দ্ধে স্থাপিত হয় এবং প্রচারিত হয়, যিনি এই লক্ষ্যভেদ করিবেন, তিনি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণে সমর্থ হইবেন। সর্বশেষে অর্জুন ঐ লক্ষ্য ভেদ করেন। সমবেত রাজগণ ঈর্ষাবশে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে জয়লাভান্তে দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া বিজয়ী অর্জুন নিজ আশ্রমে গমন করেন। উক্তকালে পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। তাঁহারা ভিক্ষুর বেশে কাল যাপন করিতেন। ধীরে ধীরে আশ্রমে ফিরিয়া অর্জুন বলেন, হে ভ্রাতৃগণ, আজ শুব্র ক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। মাতা কুন্তী গৃহমধ্য হইতে বলিলেন, বাবা, যাহা কিছু ভিক্ষা করে পেয়েছ, পাঁচ ভাই ভাগ করে নাও। মাতৃ আজ্ঞায় পঞ্চভ্রাতা বিভ্রমে পড়িলেন। এক পত্নীকে কিরূপে পাঁচজন ভাগ করিয়া লইবেন। আবায় মাতার আজ্ঞাও কিরূপে লঙ্ঘন করা যায়। অবশেষে কুন্তীর নির্দেশ পালিত হইল। পঞ্চপাণ্ডব রাজা ঋপদের দুহিতা দ্রৌপদীকে বিবাহ করেন। এইরূপে দ্রৌপদীর বিবাহ হয়। মহাভারতে এই ঘটনা বিস্তৃতভাবে বিবৃত।

পট্টসূত্রং করে বন্ধা ভোজয়িত্বা দ্বিজান্ বহুন্ ।

ভুক্তা হবিষ্যাংক্ষীরাক্তং সুমুষ্ণং স্বামিনা সহ ॥ ৪৩

বুভুজে পৃথিবীং সর্বামপূর্বাং স্বজনৈবৃত্তা ।

সা পুত্রো সুষুবে সাক্ষী মেঘমালবলাহকো ॥ ৪৪

দেবানামুপকর্তারো যজ্ঞদানতপোব্রতৈঃ ।

মহোৎসাহো মহাবীর্যো সূভগো কঙ্কিসম্মতো ॥ ৪৫

ব্রতবরমিতিকৃত্বা সর্ব সম্পৎসমৃদ্ধ্যা

ভবতি বিদিততত্ত্বা পূজিতা পূর্ণকামা ।

হরিচরণসরোজদ্বন্দ্বভক্ত্যেকতানা

ব্রজতি গতিমপূর্বাং ব্রহ্মবিজ্ঞেরগম্যাম্ ॥ ৪৬

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কঙ্কিগীত্রতং নাম  
সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

শ্লোকার্থ । রমা হস্তে পট্টসূত্র বন্ধন করিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ভোজন  
করাইলেন পরে তিনি পতির সহিত উত্তমরূপে প্রস্তুত ক্ষীরযুক্ত হবিষ্যন্ন ভোজন-  
পূর্বক স্বজন বর্গে পরিবৃত্ত হইয়া অথও পৃথিবী ভোগ করিতে লাগিলেন । পরে  
সাক্ষী রমার গর্ভে দুই পুত্র জন্মিল । ৪৩-৪৪

এক পুত্রের নাম মেঘলাল, অন্য পুত্রের নাম বলাহক । এই পুত্রদ্বয় কঙ্কির  
প্রিয়, সৌভাগ্যশালী মহাবীর্য ও মহোৎসাহ সম্পন্ন । ইহারা যজ্ঞ, দান, তপস্যা  
ও ব্রত পালনে দেবগণের পরিতোষ জন্মাইতে লাগিলেন । ৪৪-৪৫

যে নারী এই ব্রতাহুতান করেন, তিনি সর্বসম্পদ লাভ করেন ও তাঁহার  
তৎসজ্জান জন্মে । তিনি ইহলোকে পূজিতা ও পূর্ণকামা হন । বিশেষত ইহা দ্বারা  
শ্রীহরির চরণ সরোজে একান্ত ভক্তিলাভ হেতু ব্রহ্মজগৎপেরও অলভ্য সঙ্গতি লাভ  
হইতে পারে । ৪৬

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্য অমৃতভাগবতে তৃতীয়াংশে

কঙ্কিগীত্রত নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের

অনুবাদ সমাপ্ত ।



## তৃতীয় অংশ অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

এতদ্ বঃ কথিতং বিপ্রা ব্রতং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।

অতঃ পরং কন্ধিকৃতং কস্ম যৎ শৃণুত দ্বিজাঃ ॥১

শস্ত্রলে বসতস্তস্য সহস্রপরিবংসরাঃ ।

ব্যতীতা ভ্রাতৃ-পুত্র-স্বজাতিসম্বন্ধিভিঃ সহ\* ॥২

শস্ত্রলে শুশুভে শ্রেণী সতাপণকচত্বরৈঃ ।

পতাকাধ্বজ চিত্রাটোর্যধেন্দ্রস্থামরাবতী ॥৩

যত্রাষ্টষষ্টিতীর্থানাং সম্ভবঃ শস্ত্রলেহভবৎ ।

মৃত্যোর্মোক্শঃ ক্ষিতৌ কঙ্করকঙ্কশ্চ পদাশ্রয়াৎ ॥৪

ল্লোকার্থ । সূত বলিলেন, ব্রাহ্মণগণ, আমি আপনাদের নিকট ত্রিলোকে  
বিশ্রুত কন্ধিকীৰ্ত্তিত বলিলাম । অতঃপর ভগবান কন্ধিদেব যে সকল কর্ম করিয়া  
ছিলেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন । ১

এইরূপে কন্ধিদেব ভ্রাতা, পুত্র, জাতি, সম্বন্ধী ও স্বজনবর্গের সহিত শস্ত্রল  
গ্রামে এক সহস্র বৎসর স্থখে বাস করিলেন । ২

অমরাবতী সদৃশ শস্ত্রলগ্রাম সভা, বিপণি ও চত্বর প্রভৃতি ধ্বজ-পতাকায়  
বিভূষিত হইয়া অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল । ৩

পুণ্য শস্ত্রলগ্রামে অষ্টষষ্টি তীর্থসমূহ অধিষ্ঠিত হইল । এইস্থানে মৃত্যু হইলে  
ভগবান কন্ধির চরণকমলের আশ্রয় প্রাপ্তি হেতু সর্বপাপক্ষয় এবং মোক্ষপদ  
লাভ হয় । ৪

\*সম্বজাতি সম্বন্ধিভিঃ ইতি বা পাঠঃ ।

বনোপবনসন্তান নানাকুসুম সংকুলৈঃ ।  
 শোভিতং শম্ভুলংগ্রামং মন্ত্ৰে মোক্ষপ্রদংভূবি ॥৫  
 তত্র কঙ্কিঃ পুরস্ত্রীণাং নয়নানন্দবর্জনঃ ।  
 পদ্ময়া রময়া কামং ররাম জগতীপতিঃ ॥৬  
 সুরাধিপপ্রদন্তেন কামগেন রথেন বৈ ।  
 নদীপর্ক্বতকুঞ্জেষু দ্বীপেষু পরয়া মুদা ॥৭  
 রমমানো বিশন্ পদ্মারমাচ্ছাভী রমাপতিঃ ।  
 দিবানিশং ন বুবুধে স্তৈগশ্চ কামলম্পটঃ ॥৮

শ্লোকার্থ। নানাকুসুম সংকুল বন-উপবনরাজিশোভিত এই শম্ভুলগ্রাম  
 খরাতলে মোক্ষ তীর্থে পরিণত হইল । ৫

পুরনারীগণের নয়নপ্ৰীতিকর জগৎপতি কঙ্কিদেব এই শম্ভুলগ্রামে পদ্মা ও  
 রমার সহিত যথাভিলাষ বিচরণ করিতে লাগিলেন । ৬

তিনি দেবরাজ প্রদত্ত কামগামী দিব্য রথে আরোহণপূর্বক পরম প্ৰীতহৃদয়ে  
 নদী, পর্বত, কুঞ্জ ও দ্বীপসমূহে প্রবেশ পূর্বক রমা ও পদ্মাদি নারীগণের সহিত  
 বিহার করিতে লাগিলেন । সেই কামলম্পট স্তৈগ রমাপতির দিবারাত্রি বোধ  
 রহিল না । ৭-৮

পদ্মামুখামোদসরোজশীঘ্রবাসোপভোগী সুবিলাসবাসঃ ।

প্রভূত নীলেন্দ্রমণি প্রকাশে গুহাবিশেষে প্রবিবেশ\* কঙ্কিঃ । ৯

পদ্মা তু পদ্মাশতরুতরূপা\*১ রমা চ পীযুষকলারিলাসা ।

পতিং প্রবিষ্টং\*২ গিরিগহ্বরে তে নারীসহস্রাকুলিতে স্বগাতাম্ ॥১০

পদ্মা পতিং প্রেক্ষ্য গুহানিবিষ্টং রম্যং মনোজ্ঞা প্রবিবেশ পশ্চাৎ ।

রমাবলামুখসমম্বিতা তৎপশ্চাদ্গতা কঙ্কি মহোগ্রেকামা ॥১১

ভক্তেন্দ্রনীলোৎপলহরাস্তে কাস্তাভিরাশ্র্য প্রতিমাত্রিরীশম্ ।

কঙ্কিঞ্চ দৃষ্ট্বা নবনীরদাভং ততঃ স্থিতং প্রস্তুতবশুমোহ ॥১২

শ্লোকার্থ। একদা পদ্মার মুখ্যমোদরূপ কমল-গন্ধোপভোগী বিলাসী ককিদ্বেব প্রভূত ইন্দ্রনীল মণিদ্বারা শোভমান পর্বত গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন ।৯

কমলসদৃশী স্বর্ণবর্ণা পদ্মাদেবী ও অমৃতপাত্ররূপা রমাদেবী দেবপতিকে গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সহস্র নারী পরিবৃত্তা হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন । ১০

মনোহারিণী পদ্মা পতিকে গুহামধ্যে প্রবিষ্ট দেখিয়া বিহারের কামনায় তাঁহার অন্তঃগমন করিলেন । ককির সহিত বিহাবে অতিশয় অভিলাষিণী রমা ও রমণী মণ্ডলে পরিবেষ্টিতা হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন । ১১

অনন্তর পদ্মা দেখিলেন, সেই ইন্দ্রনীল মণিময় গহবর মধ্যে নবীন-নীবদনিভ কান্তিযুক্ত ঈশ্বর ককি পদ্মাসম অন্তরূপ রূপবতী রমণীগণের সহিত অবস্থান করিতেছেন । তিনি তাহা দেখিয়া মোহাবিষ্ট হইয়া প্রতরবৎ নিশ্চেষ্ট হইলেন । ১২

\* গহাবিশে প্রাবিবেশ ককিঃ ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ রূপকপা ইতি বা পাঠঃ ।

\*২ প্রতি প্রবিষ্টাঃ গিরিগহ্বরে তে নারীসহস্রকুলিতে ভগানাম্ ইতি বা পাঠঃ ।

রমা সখীভিঃ প্রমদাভিরার্ভা বিলোকয়ন্তী দিশমাকুলাক্ষী ।

পদ্মাপি পদ্মাশতশোভমানা বিষলচিত্তা ন বভৌ স্ব চার্ভা ॥১৩

ভূমৌ লিখন্তী নিজকজ্জলেন ককিং শুকং তং কুচকুঙ্কুমেণ ।

কন্তুরিকাভিস্ত তদগ্রমগ্রে নির্মায় চালিন্য ননাম ভাবাৎ ॥১৪

রমা কলালাপপরা স্তবন্তী কামাদ্বিতা তং হৃদয়ে নিধায়ে ।

ধ্যাত্বা নিজালঙ্করণৈঃ\* প্রপূজ্য তস্থৌ বিষল্য করুণাবসন্ন ॥১৫

ক্ষণাৎ সমুখায় রুরোদ রামা কলাপিনঃ কণ্ঠনিভং স্ননাধম্ ।

হৃদোপঢং গুন পুনঃ প্রলভ্য কামদ্বিতেত্যাহ হরে প্রসীদ ॥১৬

শ্লোকার্থ । রমাও সহচরী প্রমদাগণের সহিত কাতর হৃদয়ে ব্যাকুল নেত্র  
চারিদিক অবলোকন করিতে লাগিলেন । শত শত পদ্মা তুল্যা শ্রী সম্পন্ন পদ্মাও  
বিষণ্ণ ও ব্যাকুল হইয়া এককালে নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িলেন । ১৩

পদ্মাব নয়নকজ্জলে ভূমিতে কঙ্কি অংকিত হইলেন । তিনি কুচকুংকুমে  
শুককে অঙ্কিত কবিলেন এবং কস্তুরিকা দ্বারা সন্নিহিত ভূমিকে ধূসরিত করিয়া  
তত্পরি পতিতা হইলেন । ১৪

মধুরভাষিণী মদনভবপীড়িতা রমা কঙ্কিকে ধ্যানান্তে হৃদয়ে স্থাপনপূর্বক  
স্বীয় অন্তঃকরণরূপ পুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া দুঃখভারাক্রান্তা ও বিষাদগ্রস্তা হইয়া  
পতিতা হইলেন । ১৫

ক্ষণকাল পবে উর্ধ্বতন হইয়া তিনি ময়বীর ছায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিঃ  
লাগিলেন । তিনি নিজ হৃদয়ে পতি কঙ্কিকে আলিঙ্গন কবিতো না পাহায়া  
কামপীড়িতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হ হবে, আমাব প্রতি প্রসন্ন হও । ১৬

\* নিজাক্ষকরণৈঃ ইতি বা পাঠঃ ।

পদ্মাপি নিষ্পৃচ্চ্য নিজাক্ষভূষা-শচকার ধূলীপটলে বিলাসম্ ।

কণ্ঠঞ্চ কস্তুরিকয়াপি নীলং কামং নিহন্তং শিবতামুপেত্য ॥১৭

কলাবতীনাং কলয়াকলয়্য ক্ষাণেক্ষণানাং\* হরিরার্তবন্ধুঃ ।

কামপ্রপূরায় সংসার মথ্যে কঙ্কিঃ প্রিয়াণাং সুরতোৎসবায় ॥১৮

তাং সাদরেণাশ্রপতিং মনোজ্ঞাঃ করেণবো যুথপতিং যথেষু ।

সানন্দভাবা বিশদানুবৃত্তা বনেষু রামাঃ পরিপূর্ণকামাঃ ॥১৯

বৈভ্রাজকে চৈত্ররথে সুপুষ্পে স্নানন্দনে মন্দর কন্দরান্তে ।

রেমে স রামাভিরুদারতেজা রথেন ভাস্বৎখগমেন কঙ্কিঃ ॥২০

শ্লোকার্থ । পদ্মাও স্বকীয় অঙ্গভূষা বর্জন পূর্বক ধূলিপটলে বিলুপ্তিত  
হইলেন । তাঁহার কণ্ঠদেশ কস্তুরিকা দ্বারা নীলবর্ণ হওয়ায় বোধ হইতে  
লাগিল, তিনি যেন কামকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শিবমূর্ত্তি পরিগ্রহ  
করিয়াছেন । ১৭

আর্তবদ্ধ হরি কাতরনয়না প্রণয়িনী বিলাসিনীগণের বিহারবাসনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের কামনাপূরণার্থ ও মদনোৎসব সাধনার্থ তাঁহাদের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন । ১৮

হস্তিনীগণ যেমন যুধপতির সহিত সঙ্গতা হয়, সেইরূপ মনোরমা রমণীগণ আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে স্ননির্মল অমুবৃত্তি দ্বারা সেই বন মধ্যে সবদ্রে স্বপতিব সহিত সঙ্গতা হইয়া পূর্ণকামা হইলেন । ১৯

পরে মহাতেজা কঙ্কিদেব রমনীবৃন্দের সহিত ব্যোমগামী দীপ্যমান বথারোহণে স্নন্দর পুষ্পাশোভিত বৈভ্রাজক বনে, কুবেরোত্তানে ও আনন্দময় মন্দপর্বতকন্দরে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । ২০

\*কলয়াকলয় কীণানাং ইতি বা পাঠঃ ।

পদ্মামুখাজামৃতপানমন্তো রমাসমালিঙ্গনবাসরঙ্গী ।

বরাজনানাং কুচকুমুমাক্তো রতিপ্রসঙ্গে বিপরীত যুক্তঃ ।

মুখে বিদষ্টারসনাবশিষ্টামোদঃ স কঙ্কিন্ হিবেদ দেহম্ ॥২১

রমাঃ সমানাঃ পুরুষোত্তমং তং বক্ষোজমধ্যে বিনিধায় ধীরাঃ ।

পরম্পরাল্লেষণজাতহাসা রেযুম্ কুলং বিলসং শরীরাঃ ॥২২

ততঃ সরোবরং স্বরা জ্বিয়ো যযুঃ ক্রমজ্বরাঃ ।

প্রিয়েণ তেন কঙ্কিনা বনাস্তরে বিহারিণা ।

সরঃ প্রবিশু পদ্ময়া বিমোহরুপয়া তয়া ।

জলং দহুর্বরাজনাঃ করেণবো যথা গজম্ ॥২৩

শ্লোকার্থ । পদ্মাদেবীর বদনকমলের মধুপানে মত্ত, রমা সমালিঙ্গন জনিত পরিমল্লক বরষুবতীগণের কুচকুমুমলিপ্ত কঙ্কিদেব বিপরীত রতি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন । সুপ্রিয়া রমণীগণ তাঁহার বদন দংশন করিতে লাগিলেন । তিনি প্রণয়িনীগণের মুখামৃতপানে একরূপ বিহ্বল হইলেন যে, তাঁহার নিজ শরীরও নিজ আয়ত্তে রহিল না । ২১

সমান রূপবতী ধীরা রমণীগণ পুরুষোত্তম কঙ্কিদেবকে বক্ষোজ মধ্যে ধারণ পূর্বক ক্রীড়া সক্ত হইলেন। তাহাদের পুলকিত শরীর পরস্পর সংশ্লেষ নিমিত্ত সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন। ২২

অনন্তর অমাতুরা রমণীগণ বনান্তর বিহাবী প্রিয়তম কঙ্কির সহিত সঙ্ঘর সরোবরে গমন করিলেন। যেমন করিণীরন্দ যুগপতি করীণাত্রে সলিল সেচন করে, সেইরূপ ববাঙ্গণাগণ নিরুপম রূপবতী পদ্মার সহিত সরোবরে অবগাহন পূর্বক কঙ্কি ব গাত্রে ডলবর্ষণ ব বিতে লাগিলেন। ২৩

ইতি হ যুবতিলীলো লোকনাথঃ স কঙ্কিঃ ।

প্রিয়যুবতি পবীতঃ পদ্ময়া রামযাতঃ ।

নিজ 'মণ'বনোদৈঃ শিক্ষয়ণলোকবর্গান্

জয়াত বিবৃণভর্তা শম্ভলে বাসুদেবঃ ॥১৪

যে শ্রুন্তি বদান্ত ভাবচতুরা ধ্যায়ন্তি সন্তঃ সদা

কঙ্কে: শ্রীপুরুষোত্তমস্ত চরিতং কর্ণামৃতং সাদরাঃ ।

তেবাং নো সুখয়ত্যয়ং মুররিপোদ্দাস্তাভিলাষং বিনা

সংসারঃ পরিমোচনঞ্চ পরমানন্দামৃতান্তোনিধেঃ ॥২৫

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরণে অন্তভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কঙ্কিবিহার বর্ণনং নাম অষ্টাদশোঃ অধ্যায়ঃ ॥

**শ্লোকার্থ**। তরুণীগণের সহিত লীলালোলুপ, দেবগণের অধীশ্বর, আদিনাথ, লোকপতি কঙ্কি ভয়যুক্ত হউন। তিনি শম্ভলগ্রামে নিজ প্রণয়িনী রমা এবং প্রিয়তমা রমণীমণ্ডলীর সহিত মিলিত হইয়া স্বকৃত বিহারাদি বিনোদনে লোক সমূহকে উপদেশ দিয়াছিলেন। ২৪

যে সকল ভাবুক মনুষ্য সমাদর সহকারে কর্ণামৃততুল্য শ্রীপুরুষোত্তম কঙ্কির চরিত্র শ্রবণ, কীর্তন বা চিন্তন করিবে, তাহাদের পক্ষে সেই মুরারির দাস্তাভিলাষ ব্যতীত পরম আনন্দামৃত সাগরস্বরূপ এই ভব সংসার হইতে মুক্তিলাভ ও সুখকর বলিয়া বোধ হইবে না। ২৫

শ্রীকঙ্কিপুরণে ভবিষ্য অন্তভাগবতে তৃতীয়াংশে কঙ্কিবিহার বর্ণনং নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্তবাদ সমাপ্ত ।

## তৃতীয় অংশ উনবিংশ অধ্যায়ঃ

সূত উবাচ ।

ততো দেবগণাঃ সৰ্বে ব্রহ্মণা সহিতা রথৈঃ ।

শৈঃ শৈবর্গনৈঃ পরিবৃতা কঙ্কিং দ্রষ্টু মুপাষয়ুঃ ॥১

মহর্ষয়ঃ সগন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরাশ্চাপ্সরোগণাঃ ।

সমাজগ্নুঃ প্রমুদিতাঃ শস্ত্রলং সুরপূজিতম্ ॥২

তত্র গহ্বা সভামধ্যে কঙ্কিং কমললোচনম্ ।

তেজোনিধিং প্রপন্নানাং জনানামভয়প্রদম্ ॥৩

নীলজ্বীমূতসঙ্কশং দীর্ঘপীবরবাহকম্ ।

কিরীটেনার্কবর্ণেন স্থিরবিদ্যাম্নিভেন তম্ ॥৪

ল্লােকার্থ । সূত বলিলেন, অনন্তর দেববৃন্দ ও ব্রাহ্মণগণ সমবেত হইয়া নিজ নিজ অস্ত্রচরবর্গের সহিত রথে আরোহণপূর্বক কঙ্কিকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন ।১

মহর্ষিবৃন্দ, গন্ধর্বগণ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ প্রমুদিতহৃদয়ে দেবগণেরও স্পৃহণীয় শস্ত্রলগ্রামে আগমন করিলেন ।২

তাহারা সভামধ্যে প্রবেশ পূর্বক দেখিলেন, তেজোরাশি স্বরূপ কমললোচন কঙ্কিদেব শরণাপন্ন জনগণকে অভয়প্রদান করিতেছেন ।৩

নীলনীরদনিভ তাঁহার অঙ্গ কাস্তি, বাহুদ্বয় দীর্ঘ ও পীবর এবং মস্তকে স্থির বদ্যং সঙ্গ শূর্যের ত্রায় তেজঃপুঞ্জময় কিরীট স্থশোভিত ।৪

শোভমানং ছ্যমগিনা কুণ্ডলেনাতিশোভিনা ।

সহর্ষালাপবিকসদবদনং স্মিতশোভিনম্ ॥৫

কৃপাকটাক্ষবিক্ষেপ পরিক্ষিপ্তবিপক্ষকম্ ।  
 তারহারোল্লসদ্ বক্ষচ্চকাস্তমণি শ্রিয়া ॥৬  
 কুমুদ্বতীমোদবহং ক্ষুরচ্ছক্রাযুধাস্বরম্ ।  
 সর্বদানন্দসন্দোহরসোল্লসিতবিগ্রহম্ ॥৭  
 নানামণিগণোদ্ভোতদীপিতং রূপমদ্ভুতম্ ।  
 দদৃশুর্দেবগন্ধর্ব্বা যে চাত্রে সমুপাগতাঃ ॥৮

শ্লোকার্থ । তাঁহার বদনমণ্ডল আদিত্যের স্তায় দীপ্যমান কুণ্ডলে শোভা  
 পাইতেছে । বিশেষতঃ তদীয় মুখপদ্ম সহস্রালাপে বিকশিত হইয়াছে এবং ঈষৎ  
 হাস্তে স্নন্দর দেখাইতেছে । ৫

তদীয় কৃপাকটাক্ষ নিক্ষেপে বিপক্ষগণ অল্পগৃহীত হইতেছে । তাঁহার বক্ষস্থলে  
 শোভমান হারস্থিত চক্ৰকাস্ত মণির কাস্তিচ্ছটায় কুমুদিনীর আমোদ বর্ধিত  
 হইতেছে । ৬

তাঁহার বসন ইন্দ্রধনুতুল্য শোভা বিস্তার করিয়াছে এবং শরীর সর্বদা আনন্দ-  
 সন্দোহরসে উল্লসিত হইতেছে । ৭

তদীয় দিব্য রূপ বহুবিধ মণি সমূহের কিরণজালে দেদীপ্যমান হইতেছে ।  
 দেবতা, গন্ধর্ব ও অস্ত্রান্ত সমাগত জনগণ প্রভু কঙ্কিকে এইরূপ দেখিলেন । ৮

ভক্ত্যা পরময়া যুক্তাঃ পরমানন্দবিগ্রহম্ ।  
 কঙ্কিং কমলপত্রাক্ষং তুষ্টুবুঃ পরমাদরাং ॥৯

দেবা উচুঃ

জয়াশেষ সংক্লেষ কক্ষ প্রকীর্ত্তনলোদ্যাম সংকীর্ত্তনহীশ

দেবেশ বিবেশ ভূতেশ ভাবঃ ।

তবানন্ত চাস্তঃস্থিতোহঙ্গাপুরতঃ

প্রভাভাতপাদাজিতানন্তশক্তে ॥১০



প্রকাশীকৃতশেষলোকত্রয়াত্র

বক্ষঃস্থলে ভাস্বকৌস্তভশ্রাম ।

মেঘোধরাজচ্ছরীর দ্বিজাবীশপুঞ্জানন\*

ত্রাহি বিষ্ণু সদারাঃ বয়ং ত্বাং প্রপন্নঃ শেষঃ ॥১১

যতন্ত্যমুগ্রহোহস্মাকং ব্রজ বৈকুণ্ঠমীশ্বর ।

ত্যাক্তা শাসিত ভূখণ্ডং সত্যধর্মাবিরোধতঃ ॥১২

গ্লোকার্থ । তাঁহারা সকলেই পরম ভক্তিভরে ও অতিশয় আনন্দচিত্তে  
পদ্মলোচন কঙ্কিদেবকে স্তব কবিত্তে লাগিলেন ।৯

দেবগণ বলিলেন, হে বিষ্ণুধর ভূতনাথ অনন্তদেব, সমস্ত সং পদার্থ তোমার  
অন্তরেই অবস্থিত । তোমার অঙ্গধৃত ব্রহ্মপ্রভা সহকারে শোভমান ত্বদীয় চরণ  
যুগল দ্বারা মায়ী শক্তি অধঃকৃত হইয়াছে । হে ঈশ্বর, তুমি অশেষ ক্লেশরূপ  
তণরাশি-নিষ্কিপ্ত উদ্ধাম অনলস্বরূপ । তোমার জয় হউক ।১০

তোমা হইতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে । তুমি শ্রামবর্ণ । তোমার  
বক্ষঃস্থলে কৌস্তভমণি শোভমান । বোধ হইতেছে, যেন শ্রামবর্ণ মেঘের মধ্যে  
পূর্ণ চন্দ্র সূশোভিত । আমরা সঙ্গীক অহুচরবর্ণের সহিত তোমার শরণাগত  
হইয়াছি । হে বিষ্ণু, তুমি আমাদের রক্ষা কর ।১১

হে ঈশ্বর, যদি আমাদের প্রতি তোমার রূপা থাকে, তবে সত্যধর্মের  
অবিরোধে শাসিত ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান কর ।১২

\* মেঘোধরাজদ্বিজাবীশ শরীর ইতি বা পাঠঃ ।

কঙ্কিস্তেবামিতি বচঃ শ্রদ্ধা পরমহর্ষিতঃ ।

পাত্রমিষ্টৈঃ পরিবৃত্তশ্চকার গমনে মতিম্ ॥১৩

পুত্রানাহুয় চতুরো মহাবলপরাক্রমান্ ।

রাষ্ট্রে নিষ্কিপ্য সহসা ধর্মিষ্ঠান প্রকৃতি প্রিয়ান্ ॥১৪

ততঃ প্রজ্ঞাঃ সমাহৃত্য কথয়িত্বা নিজ্জাঃ কথাঃ ।

প্রাহ তান নিজ্জনির্ঘাণং দেবানামুপরোধতঃ ॥১৫

তৎ শ্রুত্বা তাঃ প্রজ্ঞাঃ সর্ব্বা রুকছুর্বিস্ময়াস্থিতাঃ ।

তাং প্রাহঃ প্রণতাঃ পুত্রা যথা পিতরমীশ্বরম্ ॥১৬

শ্লোকার্থ । কঙ্কি দেবগণেব প্রার্থনা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং পাত্র-  
মিত্রে পরিবৃত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ গমনে সংকল্প কবিলেন ॥১৩

অনন্তর তিনি প্রজাবর্গেব প্রিয় পরম ধার্মিক মহাবল-পরাক্রম প্রিয় পুত্র-  
চতুষ্টয়কে আহ্বান পূর্বক অবিলম্বে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥১৪

পরে তিনি প্রজাবর্গকে আহ্বান পূর্বক স্বীয় সংকল্প জানাইলেন এবং  
বলিলেন, দেবগণেব অচিবোধে আমাকে বৈকুণ্ঠে যাইতে হইবে ॥১৫

কঙ্কিপ্রিয় প্রজাবর্গ এই কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া রোদন করিতে  
লাগিল । পুত্রগণ যেমন পিতাকে বলে, সেইরূপ তাহারা ঈশ্বকে প্রণাম করিয়া  
বলিতে লাগিল ॥১৬

প্রজা ভূচুঃ ।

ভো নাথ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ নাম্মান্ ত্যক্ত মিহাহঁসি ।

যত্র ত্বং তত্র তু বয়ং যামঃ প্রণতবৎসল ॥১৭

প্রিয়া গৃহা স্নাত্বাত্র পুত্রাঃ প্রাণাস্তবানুগাঃ ।

পরত্রেহ বিশোকায় জ্ঞাত্বা ত্বাং যজ্ঞপুরুষম্ ॥১৮

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা সাস্থয়িত্বা সছুক্তিভিঃ ।

প্রযযৌ ক্লিন্নহৃদয়ঃ পত্নীভ্যাং সহিতৌ বনম্ ॥১৯

হিমালয়ং মুনিগণৈরাকীর্ণং জাহ্নবীজলৈঃ ।

পরিপূর্ণং দেবগণৈঃ সেবিতং মনসঃ প্রিয়ম্ ॥২০

শ্লোকার্থ । প্রজাগণ বলিল, হে প্রভো, আপনি সত্য ধর্ম অবগত আছেন ।

আমাদিগকে পরিত্যাগ কবা আপনার অঙ্গুচিহ্ন। আপনি প্রজ্ঞাবৎসল। আপনি যেখানে যাইবেন, আমরাও সেইস্থানেই যাইব। ১৭

এই জগতে পত্নী, ধন, পুত্র ও গৃহসকলের পক্ষে প্রিয় হইলেও আপনি যজ্ঞেশ্বর ও আপনার প্রসাদে সমগ্র গোক ভূখণ্ড দূরীভূত হয়। ইহা জানিয়া আমাদের প্রাণ আপনার অঙ্গুগামী হইতেছে। ১৮

কঙ্কিদেব প্রজাবর্গেব কাতর্য্য দর্শনে সত্ৰক্তি দ্বারা তাহাদিগকে সাহুনা দানান্তে বিষম হৃদয়ে পত্নীদ্বয়েব সহিত বনগমন করিলেন। ১৯

তিনি মুনিগণ কর্তৃক পরিবৃত, গদ্যাসলিলে পরিপূর্ণ, দেবগণ কর্তৃক সেবিত ও অস্ত্রকরণের আক্লাদজনক হিমালয়ে গমন করিয়া দেবগণে পরিবৃত হইয়া গদ্যাতীরে উপবেশনপূর্বক অপাখিব চতুর্ভূজ বিষ্ণু মূর্তি ধারণ পূর্বক স্বকীয় বৈষ্ণব স্বরূপ প্ররণ করিতে লাগিলেন। ২০-২১

গদ্য বিষ্ণুঃ সুরগণৈর্নৃত্যচরুভূজঃ।

উষিহা জাহ্নবীতীরে সম্মারাত্মানমাশ্রয়। ২২

পূর্ণজ্যোতির্ময়ঃ সাক্ষী পরমাত্মা পুরাতনঃ।

বভৌ সূর্য্য সহস্রানাং তেজোরশিসমছাতিঃ। ২৩

শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম শার্ঙ্গাঠৈঃ সমাভিষ্টুতঃ।

নানালঙ্করণাঞ্চ সমলঙ্করণাকৃতিঃ। ২৪

ববৃষুস্তং সুরাঃ পুষ্পৈঃ কৌস্তভামুক্তকঙ্করম্।

সুগন্ধি কুসুমাসারৈর্দেবহৃদুভিনিঃস্বনৈঃ। ২৫

শ্লোকার্থ। তখন তাঁহাতে সহস্র সূর্য্যসদৃশ তেজোরশি প্রকটিত হইল। সেই পূর্ণ জ্যোতির্ময় সাক্ষিস্বরূপ সনাতন পরমেশ্বর দ্ব্যতিমান হইলেন। তাঁহার মূর্তি বহুবাহু অলংকারের স্রবমা স্বরূপ হইল। তিনি শংখ, চক্র, গদা, পদ্ম ও শার্ঙ্গ প্রভৃতি ধারণ করিতে লাগিলেন। ২২-২৩

তাঁহার হৃদয়ে কৌস্তভ-মণি শোভা বিস্তার করিল। দেবগণ তাঁহার উপর সুগন্ধি কুসুম বর্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজিতে লাগিল। ২৪



তুষ্ণুর্মুর্জ্জ্বলঃ সর্বৈ লোকাঃ সন্তানুজ্জ্বলাঃ ।  
 দৃষ্ট্বা রূপমরূপস্ত নির্য্যাণে বৈষ্ণবং পদম্ ॥২৫  
 তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং পত্যাঃ কঙ্কের্মহাশ্রমঃ ।  
 রমা পদ্মা চ দহনং প্রবিষ্টা তমবাপতুঃ ॥২৬  
 ধর্মঃ কৃতযুগং কঙ্কেরাজয়া পৃথিবীতলে ।  
 নিঃসপত্তো স্তম্ভখিনৌ ভূলোকং চেরতুচ্চিরম্ ॥২৭  
 দেবাপিচ্চ মরুঃ কামং কঙ্কেরাদেশকারিণৌ ।  
 প্রজাঃ সংপালয়ন্তৌ তু ভুবং জুগুপতুঃ প্রভুঃ ॥২৮

শ্লোকার্থ । যখন কঙ্কি বিষ্ণুপদে প্রবেশ করেন, তখন সেই অরূপ বিষ্ণুর  
 অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া হাবর-জন্ম সমস্ত লোকই মুগ্ধ হইল ও শুব করিতে  
 লাগিল ॥২৫

জগৎপতি অবতার কঙ্কির তাদৃশ মহাশ্রম রূপ দেখিয়া রমা ও পদ্মা অনলে  
 প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলেন । ধর্ম ও সত্যযুগ কঙ্কির আজ্ঞায় পৃথিবীতে  
 নিঃসপত্ত হইয়া পরম স্তম্ভে চিবকাল বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥২৬-২৭

দেবাপি ও মরু নামক ভূপালযুগল কঙ্কির আজ্ঞানুসারে প্রজাপালন ও  
 পৃথিবী শাসন করিতে লাগিলেন ॥২৮

বিশাখযুপভূপালঃ কঙ্কেনির্য্যাণমীদৃশম্ ।  
 শ্রদ্ধা স্বপুত্রং বিষয়ে নৃপং কৃত্বা গতৌ বনম্ ॥২৯  
 অগ্রে নৃপতয়ো যে চ কঙ্কেবিরহকথিতাঃ ।  
 তং ধ্যায়ন্তৌ জপন্তুচ্চ বিরক্তাঃ স্তানুপাসনে ॥৩০  
 ইতি কঙ্কেরনন্তস্ত কথং ভুবনপাবনীম্ ।  
 কথয়িত্বা শুকঃ প্রায়ান নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥৩১  
 মার্কণ্ডেয়াদয়ো যে চ মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ ।  
 শ্রদ্ধানুভাবং কঙ্কেস্তে তং ধ্যায়ন্তৌ জগুর্ধনঃ ॥৩২

**শ্লোকার্থ।** রাজা বিশাখযুগ কঙ্কির এইকপ প্রয়াগ শ্রবণপূর্বক নিজ পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বনবাসী হইলেন । ২২

অত্ৰাত্ত য়ে বাজগণ কঙ্কিব বিবহে কাতর হইয়াছিলেন, তাঁহারা রাজ-সিংহাসনে স্পৃহাহীন হইয়া কেবলমাত্র কঙ্কির নামজপ ও কঙ্কিমূর্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন । ৩০

বাসপুত্র শুকদেব এইকপে দেখিব কঙ্কিব ভুবনপাবনী পুণ্যকাহিনী বর্ণনা পূর্বক নবনাবায়ণাশ্রমে যাত্রা করিলেন । ৩১

শান্তিগুণালংকৃত মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি মুনিগণ কঙ্কি-মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাব ধ্যান ও গুণগান করিতে লাগিলেন । ৩২

যস্তাম্বশাসনাদ্ ভূমৌ নাধর্মিষ্ঠাঃ প্রজাজনাঃ ।

নান্নায়ুষো দরিদ্রাশ্চ ন পামণ্ডা ন হৈতুকাঃ । ৩৩

নাধয়ো ব্যাধয়ঃ ক্লেশা দেবভূতাত্মসন্তবাঃ ।

নির্মৎসরাঃ সদানন্দাঃ বভূবুজীবজ্জাতয়ঃ । ৩৪

ইত্যেতৎ কথিতং কঙ্কিরবতারং মহোদয়ম্ ।

ধন্যং যশস্ত্রমায়ুশ্চ স্বর্গ্যং স্বস্ত্যয়নং পরম্ । ৩৫

শোকসন্তাপপাপস্বং কলিব্যাকুলনাশনম্ ।

সুখদং মোক্ষদং লোকে বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদম্ । ৩৬

**শ্লোকার্থ।** কঙ্কিব শাসনে মর্ত্য মধ্যে কোন প্রজাই অধার্মিক, অন্নানু, দরিদ্র, পামণ্ড ও কপটাচারী রহিল না । সমস্ত জীবই আধিব্যাধি শূন্য, ক্লেশ মুক্ত ও মাৎসর্য বর্জিত দেবতাবৎ সদানন্দ হইয়াছিল । সেই মহোদয় কঙ্কির অবতার কথা কীর্তন করিলাম । ইহা শ্রবণ করিলে ধনরক্ষি, যশোরক্ষি আয়ু-বৃদ্ধি ও পরমমঙ্গল হইয়া থাকে এবং অন্তে স্বর্গলাভ হয় । ৩৩-৩৫

যে পর্যন্ত ইহলোকে অভীষ্ট ফলদায়ক পুরাণ রূপ সূর্য উদিত না হয়, সেই

পর্যন্তই এই ভূমণ্ডলে অস্বাভাব্য শাস্ত্ররূপ প্রদীপের আলোক প্রকাশ পাইয়া থাকে। (৩৬-৩৭)

তাবচ্ছাল প্রদীপানাং প্রকাশো ভূবি রোচতে ।

ভাতি ভানুঃ পুরাণাখ্যো যাবল্লোকেহতিকামধুব্ ॥৩৭

শ্রুতৈতদ্ ভৃগুবাংশজো মুনিগণৈঃ সাকং সহসো বশী

জ্ঞাত্বা স্মৃতমমেয়বোধবিদিতং\* শ্রীলোমহর্ষাশ্রজম্ ।

শ্রীকঙ্করবতারবাক্যমমলং ভক্তি প্রদং শ্রীহরেঃ

শুশ্রীষুঃ পুনরাহ সাধুবচসা গঙ্গাস্তবং সংকৃতঃ ॥৩৮

ইতি শ্রীকঙ্কিপুবাণে অন্তভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে কঙ্কিনির্বাণং নাম একোনবিংশোঃধ্যায়ঃ ॥

**শ্লোকার্থ।** ভক্তি দাতা শ্রীহবি কঙ্কির নির্মল অবতার কাহিনী শ্রবণ করিয়া জিতেদ্রিয় সংকৃত ভৃগুনন্দন শোনক মুনিগণের সহিত ঋগ্ হইলেন। তিনি লোমহর্ষণ তনয় উগ্রশ্রবাকে অসীম জ্ঞান বাশি মাণ্ডিত বিবেচনা করিলেন। পরে তিনি গঙ্গাশ্রব শ্রবণাভিলাষী হইয়া পুনরায় মধুরবচনে বলিতে বলিলেন। ৩৮

\* স্মৃতমমেয়বোধবিদিতং ইতি বা পাঠঃ

শ্রীকঙ্কিপুবাণে ভবিষ্য অন্তভাগবতে তৃতীয়াংশে

কঙ্কিপুবাণ নামক একোনবিংশ

অধ্যায়ের অন্তবাদ সমাপ্ত ।

তৃতীয় অংশ

বিংশ অধ্যায়ঃ

শৌনক উবাচ ।

হে সূত ! সৰ্ব্ব ধৰ্মজ্ঞ যত্নয়া কথিতং পুৰা ।  
গঙ্গাং স্তত্বা সমায়াতা মুনয়ঃ কঙ্কিসন্নিধিম্ ॥১  
স্তবং তং বদ গঙ্গায়াঃ সৰ্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ।  
মোক্ষদং শুভদং ভক্ত্যা শৃদ্ধতাং পঠতামিহ ॥২

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বমুদয়ঃ সৰ্ব্বে গঙ্গাস্তবমমুত্তমম্ ।  
শোকমোহহরং পুংসামৃষিভিঃ পরিকীৰ্ত্তিতম্ ॥৩

ঋষয়ঃ উচুঃ

ইয়ং সূর-তরঙ্গিণী ভবনবারিধেস্তারিণী  
স্ততা হরিপদানুজাহুপগতা জগৎসংসদঃ ।  
সুমেরুশিখরামরপ্রিয়জলা মলক্ষালনী  
প্রসন্নবদনা শুভা ভবভয়শ্চ বিদ্রাবিণী ॥৪

শ্লোকার্থ । শৌনক বলিলেন, হে সূত, তুমি সৰ্বধৰ্মবেত্তা । তুমি পূৰ্বে বলিয়াছিলে যে, মুনিগণ গঙ্গাস্তব করিয়া কঙ্কিদেবের সন্নিধানে সমাগত হইয়াছিলেন । সেই সৰ্বপাপহর গঙ্গাস্তব ব্যক্ত কর । উহা ভক্তিভরে পাঠ বা শ্রবণ করিলে ইহজন্মে মোহনাশ ও প্রেয়োলাভ হয় । সূত বলিলেন, হে ঋষিবৃন্দ, ঋষিপ্রোক্ত অত্যুত্তম গঙ্গাস্তব শ্রবণ কর । ইহা নরনারীগণের শোক ও মোহ হারক । ঋষিগণ বলিলেন, এই সূর নদী সৰ্বজীবকে সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করেন । ইনি ত্রীহরির পাদপদ্ম হইতে ধরাতলে অবতীর্ণ । মর্ত্যবাসিগণ ইহার স্তুতি করিয়া থাকেন । গঙ্গাবারি সুমেরুশিখরবাসী অমরগণের প্রিয় ।

গঙ্গাজলে সর্বপাপ, মল বিধৌত হয়। গঙ্গাদেবী প্রসন্ন হইলে ভবভয়  
দূর হয়। ১-৪

ভগীরথমথাম্বুগা সুরকরীন্দ্র দর্পাপহা  
মহেশমুকুট প্রভা গিরিশিরঃ পতাকা সিতা।  
সুরাসুর নরোরগৈরজ্জভবাচ্যুতৈঃ সংস্তুতা  
বিমুক্তিফলশালিনী কলুষনাশিনী রাজতে ॥৫  
পিতামহ কমণ্ডলু প্রভবমুক্তিবীজা লতা  
ঋতিস্মৃতিগণস্তুতা দ্বিজকুলালবালাবৃতা।  
সুমেরুশিখরাভিদা নিপতিতা ত্রিলোকাবৃতা  
সুধর্ম্য ফলশালিনী সুখপলাসিনী রাজতে ॥৬  
চরদ্বিহগমালিনী সগরবংশ মুক্তিপ্রদা  
মুণীন্দ্র বরনন্দিনী দিবিমতা চ মন্দাকিনী।  
সদা ত্বরিতনাশিনী বিমল বারি সন্দর্শন  
প্রণাম গুণকীর্তনাদিষু\* জগৎসু সংরাজতে ॥৭  
মহাভিধ সূতাজনা হিম গিরীশকূটস্তনী  
সফেনজলহাসিনী সিতমরাল সঙ্কারিনী।  
চলল্লহরিসংকরা বরসরোজমালাধরা  
রসোল্লসিতগামিনী জলধিকামিনী রাজতে ॥৮

শ্লোকার্থ। গঙ্গাদেবী মর্ত্যলোকে অবতরণার্থ মহাবাজ ভগীরথের অমু-  
গামিনী হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। ইনি  
মহাদেবের মুকুটের প্রভাস্বরূপা ও হিমালয় পর্বতেব শিখরস্থ শ্বেত পতাকা  
রূপে বিবাজিতা। দেবগণ, দৈত্যগণ, নরগণ, সর্পগণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব  
সকলেই গঙ্গাস্তবে অমুরক্ত। গঙ্গাদেবী কলুষনাশিনী ও বোদ্ধদাত্রী। ৫

ইনি পিতামহ ব্রহ্মাব কমণ্ডলু হইতে উৎপন্ন ও মুক্তিবীজময়ী লতিকা-



কপিলী। ইহার চতুর্দিকে ঋতি (বেদ) ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র দ্বারা স্তূরমান ব্রাহ্মণবৃন্দ আলবাল\* রূপে অবস্থিত। ইনি স্মেরু পর্বত শিখর গোমুখ হইতে প্রপতিতা এবং সঙ্কর্মরূপ ফলে ও স্থখ রূপ পত্রে শোভিত। ৪-৬

গঙ্গার তীরে ও নীরে পক্ষীকুল বিচরণ করে। কপিল মুনির অভিধানে ভয়ীভূত সগর বংশীয়গণ গঙ্গাস্পর্শে উদ্ধার লাভ করেন। ইনি মহাষি ঙ্গুর কন্তা বলিয়া জাহ্নবী নামে অভিহিত। ইনি দেবলোকে মন্দাকিনী রূপে প্রবাহিত। গঙ্গাবারী দর্শন, গঙ্গাদেবীকে প্রণাম ও তাঁহার গুণকীর্তন করিলে সমস্ত পাতক বিধোত হয়। ৭

যিনি রাজা শান্তনুর মতিষী হইয়াছিলেন, গিরিরাজ হিমালয়ের অত্যাচ শিখর যাহার স্তন রূপে শোভিত, ফেনপুঞ্জ মণ্ডিত সলিল যাহার হাস্য স্বরূপ, শ্বেত বর্ণ হংসগণ যাহার গতিস্বরূপ, তরঙ্গসমূহ যাহার হস্তরূপে প্রসারিত, প্রস্তুটিত পদ্মশ্রেণী যাহার মাল্যস্বরূপ, সেই গঙ্গা প্রেমোন্মাদে সাগরসঙ্গমে\*গমন করিতেছেন। ৮

\*প্রণামগুণকীর্তনাদিষু ইতি বা পাঠঃ।

\*আলবাল শব্দ সংস্কৃত, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় ব্যবহৃত হয়। ইহার হিন্দি অর্থ আঁছাল, কিয়ারী এবং ইংরাজী অর্থ বৃক্ষমূলের চারিদিকে জল সেচন নিমিত্ত নালা। পুষ্পোচ্চানে বৃত্তাকারে বা চতুষ্কোণে বা ত্রিভুজাকারে বা অঙ্ক কোন আকারে ফুলগাছের সারি।

\*গঙ্গাসাগরসঙ্গমে পোষ সংক্রান্তি দিবসে বৃহৎ মেলা বসে। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে শতশত ভক্ত ও সাধুবৃন্দ কলিকাতা হইতে জলপথে বা স্থলপথে তথায় গমন করেন। উক্তমেলায় কয়েক লক্ষ যাত্রী উপস্থিত হন। উহা পুণ্যতীর্থরূপে পরিগণিত।

ক'চং কলকলস্বনা কচিদ্ব্যবসাদোগণা।

কচিন্মুনিগণৈঃ স্তুতা কচিদনন্ত সম্পূজিতা,

কচিদ্রবিকরোজ্জ্বলা কচিহৃদপ্রপাতাকুলা।

কচিজ্জনবিগাহিতা জয়তি ভীষ্ম মাতা সতী ॥৯

স এব কুশলো জনঃ প্রথমতীহ ভাগীরথীং  
 স এব তপসাং নিধিৰ্জপতি জাহ্নবীমাদরাং ।  
 স এব পুরুষোত্তমঃ স্মরতি সাধু মন্দাকিনীং  
 স এব বিজয়ী প্রভুঃ সুরতরঙ্গিনীং সেবতে ॥১০

তবামলজলচিতং \*খগশৃগালমীনক্ষতং  
 চলল্লহরিলোলতং রুচিরতীরজস্থালিতম্ ।  
 কদা নিজ্ববপুমুদা সুরনরোরগৈঃ সংস্তুতোহ-  
 প্যহং ত্রিপথগামিনী ! প্রিয়মতীব পশ্যাম্যহো\*<sup>১</sup> ॥ ১১  
 ত্বত্তীরে বসতিং তবামলজলস্নানং তব প্রেক্ষণং  
 হ্নানামস্মরণং তবোদয়কথাসংলাপনং পাবনম্ ।  
 গঙ্গে মে তব সেবনৈকনিপুণোহপ্যানন্দিতচ্চাদৃতঃ ।

স্তুত্বা ত্বদগতপাতকো ভূবি কদা শাস্তুশ্চরিষ্যাম্যহম্ ॥১২

শ্লোকার্থ । কোথাও ঋষিবৃন্দ স্তবপাঠে নিযুক্ত আছেন । কোথাও  
 অনন্তদেব তাঁহার অর্চনা করিতেছেন । কোথাও দুর্জয় নক্সাদি জলজীব লমণ  
 করিতেছে । কোন স্থান সূর্য্যকিরণে সমৃদ্ধাসিত, কোন স্থানে ভীষণ শব্দে বাব  
 নির্গত হইতেছে, কোন স্থানে বা নরনাবীগণ পবিত্র সলিলে স্নান করিতেছে ।  
 ঐদৃশ সতী ভীষ্মদাতার জয় হউক ।২

যিনি গঙ্গাদেবীকে নমস্কার কবেন, তাঁহাব মঙ্গললাভ হয় । যিনি অনুরাগ  
 সহকারে গঙ্গানাম জপ করেন, তিনিই পরম তপস্বী । যিনি সুরধনীকে স্মরণ  
 করেন তিনিই ধার্মিক পুরুষ । যিনি মন্দাকিনীকে সেবা করেন, তিনি জয়ী ও  
 প্রভুৰূপে গণ্য হন ।১০

হে ত্রিপথগে, আমি কোনদিন ত্বদীয় বিমল জলে প্রাবিত হইব । পক্ষী,  
 শৃগাল ও মীনগণ কর্তৃক অধভক্ষিত, চঞ্চল তরঙ্গে আন্দোলিত, কুলবর্তী জঞ্জালে  
 সমাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রীতিকর দেহ দেখিব এবং দেবগণ মহুয়গণ ও সর্পগণ  
 আমার স্তুতিবাদ করিবে । ১১

হে সুরনদি, কবে আমি ত্বদীয় তটে অবস্থান করিব, ত্বদীয় নির্মল সলিলে বগাহন করিব, ত্বদীয় স্বচ্ছ সলিল দর্শন পূর্বক ত্বদীয় নাম শ্রবণ করিব, ত্বদীয় অবতরণ কাহিনী অধ্যয়ন করিব, একমাত্র তোমার আরাধনায় নিরত কিব এবং সপ্রেমে তোমার স্তুতিগান করিয়া নিষ্পাপ দেহে পুঙ্কলিত চিত্তে অস্তঃকরণে ভূতলে ভ্রমণ করিব ! ১২

\* ভবামলজলাতিতং ইতি বা পাঠঃ ।

\*১ পশ্চাম্যাদৌ ইতি বা পাঠঃ ।

উত্যোতদৃষিভিঃ প্রোক্তং গঙ্গাস্তবমনুস্তমম্ ।

স্বর্গাং যশস্যমায়ুষ্যং পঠনাং শ্রবণাদপি ॥ ১৩

সর্বপাপহরং পুংসাং বলমায়ুবিন্দনম্ ।

প্রাতঃস্নানার্থে সায়াক্ষে গঙ্গাসান্নিধ্যতা ভবেৎ ॥ ১৪

ইত্যেতৎ ভার্গবাখ্যানং শুকদেবান্ ময়া শ্রুতম্ ।

পঠিতং শ্রাবিতং চাত্র পুণ্যং ধন্যং যশস্করম্ ॥ ১৫

অবতারং মহাবিশ্ণোঃ কঙ্কেঃ পরমমদ্বুতম্ ।

পঠতাং শৃণ্বতাং ভক্ত্যা সর্বান্তভবিনাশনম্ ॥ ১৬

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরাণে অমৃতভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে গঙ্গাস্তবো নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

**শ্লোকার্থঃ** । এই ঋষি প্রোক্ত অতি উত্তম গঙ্গাস্তব পঠন বা শ্রবণ করিলে গলাভ, যশোপ্রাপ্তি ও আয়ুঃ বৃদ্ধি হয় । ১৩

প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং কালে উক্ত স্তবের পঠন বা শ্রবণ নবনারীগণের পাপ নাশক, বল ও আয়ুবৃদ্ধক এবং গঙ্গার সন্নিধিকারক । ১৪

আমি ব্যাস পুত্র শুকদেবের মুখে এই ভার্গবাখ্যান শুনিয়াছিলাম । ইহার ঠনে বা শ্রবণে পুণ্য, ধন ও যশোবৃদ্ধি হয় । ( ভার্গব অর্থে ভৃগু সম্বন্ধী, জমদগ্নি, রত্নরাম, শুক্রাচার্য, পুরাণ, মার্কণ্ডেয় ) । ১৫

মহাবিশ্বের অন্তিম অবতার কঙ্কর অত্যদ্বুত লীলাকথা ভক্তিবরে অধ্যয়ন ও অধ্যয়ন করিলে সমস্ত অন্তঃকরণে বিনষ্ট হয় । ১৬

শ্রীকঙ্কিপুরাণে ভবিষ্য অমৃতভাগবতে তৃতীয় অংশে গঙ্গাস্তব নামক

বিংশ অধ্যায়ের অমৃতভাগ সমাপ্ত ।

## তৃতীয় অংশ একবিংশ অধ্যায়

সূত উবাচ ।

অত্রাপি শুকসংবাদো মার্কণ্ডেয়েন ধীমতা ।

অধর্মবংশকথনং কলেব্রিবরণং ততঃ ॥ ১

দেবানাং ব্রহ্মসদন প্রয়াগং গোভূবা সহ ।

ব্রহ্মানো বচনাচ্চিষ্ণোর্জন্ম বিষ্ণুযশোগৃহে ॥ ২

সুমত্যাং স্বাংশকৈর্ভ্রাতৃচতুর্ভিঃ শস্ত্রলেপুরে ।

পিতুঃ পুত্রৈশ্চ সংবাদস্তথোপনয়নং হরেঃ ॥ ৩

পুত্রৈশ্চ সহ সংবাসো বেদাধ্যয়নমুক্তমম্ ।

শস্ত্রাস্ত্রাণাং পশিদ্ধজ্ঞানং শিব সন্দর্শনং ততঃ ॥ ৪

ল্লোকার্থ । সূত বলিলেন, এহ কহি পুবাণে প্রথমতঃ ধীমান্ মার্কণ্ডে  
মহিহ শুকদেবেবং<sup>১৭৭</sup> কথোপকথন এবং পবে অধর্মব বংশ বর্ণন ও কলিষা  
বিবরণ কণ্ডত । গাভীকপী মনসসহ দেবগণেব ব্রহ্মলোকে গমন, ব্রহ  
পাঠন য বিষ্ণুযশাব গৃহে কর্মকপে বিষ্ণুব জন্ম কথা, শস্ত্রল গ্রামে মা  
সুমতিগর্ভে শ্রীচবিব অংশে কাব সমুখ চািব ভ্রাতাব উৎপাত্ত, পিতা-পু  
কথোপকথন, কাব উপনয়ন, পিতা পুণেব সহবাস, কলিব বদপাঠ ও ত  
শব্দ শিখা এবং তৎপবে শিবদর্শন বাণত । ১-০

টিপ্পনী । ১৭৫ । ব্রহ্মপ্রজ্ঞ শুকদেব বাসপুত্র । শ্রীমদভাগবতে লিখ  
যাছে, শুকদেব মাতৃগর্ভে মইতে ভূমিঃ ইহয়াই উপস্থিত বনে গমন করে  
এনি ব্রহ্মজ্ঞানী ও সিদ্ধযোগী ছিলেন । হান্দ রাজা পরীক্ষণকে শ্রীমদভাগ  
ভনাইয়াছিলেন । কুর্মপুবাণে আছে—

দৈপায়ণাঙ্কুরী ভক্তে ভগবানেব শঙ্করঃ ।

অংশেনৈবাত্তীর্থোব্যাসং সংপ্রাপ পরমং পদম্ ॥

শুকশ্রাপ্যভবং পুত্রাঃ পঞ্চাতন্ত্র তপস্বিনঃ ।

ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্বুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চম ॥

কচ্ছা কীতিমতী চৈব যোগমাতা দূতব্রতা ॥

শুকদেব সম্বন্ধে নানা মূনির নানা মন্তব্য দেখা যায়। এমনকি, ভাগবতেই ভেদ দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত মহাভারত, হরিবংশ ও আশ্বপুত্রাণের প্রাপ্তি এক অধ্যায়ে শুকদেবের বিস্তৃত বৃত্তান্ত লিখিত। ভূরিশ্রবা, প্রভু, শম্বু, কৃষ্ণ, গৌর শুকদেব এই মহাতপস্বী পঞ্চপুত্র এবং তিন কচ্ছা যোগমাতা, দূতব্রতা কীতিমতী লাভ করেন।

কঙ্কেঃ স্তং শিবপুরো বরলাভঃ শুকাপনম্ ।

শম্ভুলাগমনং চক্রে জ্ঞাতিভ্যো বরকীর্তনম্ ॥৫

বিশাখযুপভূপেন নিজসর্বাঙ্গবর্ণনম্ ।

মহাভাগাদ্ ব্রাহ্মণানাং শুকস্যাগমনং ততঃ ॥৬

কাকিনা শুকসংবাদঃ সিংহলাখ্যানমুত্তমম্ ।

শিব দত্ত বরা পদ্মা তস্তা ভূপস্বয়ংবরে ॥৭

দর্শনাদ্ ভূপমজ্জানাং স্ত্রীভাব পরিকীর্তনম্ ।

তস্তা বিবাদঃ কঙ্কেস্ত বিবাহার্থং সমুচ্চমঃ ॥৮

শ্লোকার্থ। পরে কঙ্কি কৃত শিবস্তব, শিবের বরলাভ ও শুকপক্ষী প্রাপ্তি, কঙ্কি শম্ভুলাগ্রামে প্রত্যাগমন ও জ্ঞাতিগণের নিকট শিব দত্ত বর বণিত। ৫

রাজা বিশাখযুপের প্রস্তাব অহুসারে কঙ্কির নিজস্বরূপ বর্ণন, ব্রাহ্মণগণের হাওয়া কথন এবং শুকপক্ষীর আগমন প্রভৃতি ব্যাখ্যাত। অনন্তর কঙ্কিদেবের কথোপকথন, শুককর্তৃক সিংহলের বিবরণ প্রদান, শিবদত্ত বর অহুসারে তার স্বয়ংবর সভায় পদ্মার দর্শনমাত্র রাজগণের নারীরূপ প্রাপ্তি কথন, পদ্মার বাদ এবং বিবাহার্থ কঙ্কির উদ্যোগ প্রভৃতি এই পুরাণে প্রদত্ত। ৬-৮

শুকপ্রস্থাপনং দৌত্যে ভয়া তস্যাপি দর্শনম্ ।

শুকপদ্মাপরিচয়ঃ স্ত্রীবিষোঃ পূজনাদিকম্ ॥ ৯

পাদাদিদেহধ্যানঞ্চ কেশান্তং পরিবণিতম্ ।

শুকভূষণদানঞ্চ পুনঃ শুকসমাগমঃ ॥ ১০

কঙ্কেঃ পদ্মাবিবাহার্থং গমনং দর্শনং তয়োঃ ।

জলক্ৰীড়া প্রসঙ্গেন বিবাহস্তদনন্তবম্ ॥ ১১

পুংস্তপ্রাপ্তিশ্চ ভূপানাং কঙ্কেদর্শন মাত্রতঃ ।

অনন্তাগমনং রাজ্ঞা সংবাদস্তেন সংসদি ॥ ১২

**শ্লোকার্থ ।** তৎপবে শুককে দৌত্য কর্মে প্রেবণ, পদ্মাকর্তৃক শুকদর্শন, ও পদ্মার পরম্পর পরিচয় এবং শ্রীবিষ্ণুব পূজাদি বিধি বিবৃত । ২

অতঃপর আপাদমস্তক বসুমূর্তি ধ্যান বর্ণন, শুকেব নিকট পদ্মাব ভূষণ এবং কঙ্কিব সহিত পুনর্বার শুকের সমাগম বর্ণিত । ১০

পরে পদ্মাকে বিবাহ করিবাব জন্ত কঙ্কিব যাত্রা, জলক্ৰীড়া প্রসঙ্গে প সাহিত কঙ্কিব সম্মানবাব এবং তৎপবে শুভ বিবাহের বিবরণ কথিত । ১১

কঙ্কিব সহিত পদ্মাব বিবাহান্তে কঙ্কিব দর্শনমাত্রে রাজগণের পুঙ্খবস্ত্র প্রা অনন্তেব আগমন এবং সভাস্থলে রাজগণেব সহিত অনন্তের সংবাদ বর্ণিত ।

যশুহাদাঅনো জন্ম কস্ম চাত্র শিবস্তবঃ ।

মৃত্যে পিতরি তদ্বিষোঃ ক্ষেত্রে মায়া প্রদর্শনম্ ॥ ১৩

অত্রাখ্যানমনস্তস্য জ্ঞান বৈরাগ্যবৈভবম্ ।

রাজ্ঞ্যাং প্রয়াণং কঙ্কেশ্চ পদ্ময়া সহ শম্ভলে ॥ ১৪

বিশ্বকস্মবিধানঞ্চ বসতিঃ পদ্ময়া সহ ।

জ্ঞাতি ভ্রাতৃসুহৃৎপুত্রৈঃ সেনাভিযুক্তি নিগ্রহঃ\* ॥ ১৫

কথিতশ্চাত্র তেষাঞ্চ জ্ঞীণাং সংযোধনাত্রয়ঃ\* ১ ।

ততোহত্র বালখিল্যানাং মুনিনাং স্বনিবেদনম্ ॥ ১৬

**শ্লোকার্থ ।** অনন্তর যশুরূপে অনন্তের জন্মকথন, শিবস্তব, অনন্তের বিয়েগাস্তে বিষ্ণুক্ষেত্রে মায়া দর্শন, অনন্তের আখ্যান, তাঁহার জ্ঞান ও বৈরাগ্য

বভব, রাজগণের প্রস্থান, পদ্মাব সহিত কঙ্কির শস্ত্রলে প্রত্যাগমন, বিশ্বকর্মা কর্তৃক শস্ত্রলে পুৰীনিৰ্মাণ, জ্ঞাতি, ভাতা, স্ত্রীাদি সহিত সপদ্ম কঙ্কির তথায় বসতি এবং সৈন্তগণ কর্তৃক বৌদ্ধগমন, বৌদ্ধ নারীগণের যুদ্ধযাত্রা, বালখিল্য নামক মুনিগণের আগমন ও আত্মনিবেদন প্রভৃতি আখ্যান বর্ণিত। ১৩-১৬

\* যুদ্ধনিগ্রহঃ ইতি বা পাঠঃ । \*১ সংযোজনগ্রহঃ ইতি বা পাঠঃ ।

সপুত্রায়াঃ কুথোদর্যা বধশ্চাত্ত প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

হরিদ্বারগতস্যাপি বন্ধেঃ মুনিসমাগমঃ ॥ ১৭

সূর্য্যবংশস্য কথনং সোমস্য চ বিধানতঃ ।

শ্রীৰামচরিতং চাক্ষুঃ সূর্য্যবংশানুবর্ণনে ॥ ১৮

দেবাপেশ্চ মরোঃ সঙ্গে যুদ্ধায়াত্র প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

মহাঘোরবনে\* কোক-বিকোক-বিনিপাতনম্ ॥ ১৯

ভল্লাটগমনং তত্র শয্যাকর্মানাং সহ ।

যুদ্ধং শশিধ্বজেনাত্মশাস্ত্রাভ্যাসে ॥ ২০

শ্লোকার্থ। পবে সপুত্রা কুথোদরী নাম্নী রাক্ষসী বধ, হরিদ্বারে কঙ্কির সহিত মুনিগণের সমাগম, সূর্যবংশ বর্ণন, চন্দ্রবংশ বর্ণন, সূর্যবংশ কীর্তন প্রসঙ্গে শ্রীৰামচরিত কথন, মরু ও দেবাপরামলন এবং যুদ্ধযাত্রা পরে মহাঘোর কোক-বিকোক বধ, ভল্লাট নগরে কঙ্কির গমন, শয্যাকর্ষণ প্রভৃতি সহিত যুদ্ধ, শশিধ্বজ নরপতির সহিত সংগ্রাম এবং শাস্ত্রাভ্যাস ভক্তি কীর্তন বর্ণিত। ১৭-২০

\* মহাঘোরবনে ইতি বা পাঠঃ ।

যুদ্ধে কঙ্কেরানয়নং ধর্ম্যস্ত চ কৃতস্ত চ ।

শাস্ত্রায়াঃ স্তবস্তত্র রমোদ্বাহস্ত কঙ্কিনা ॥ ২১

সভায়াং পূর্ব্বকথনং নিজ গৃহত্বকারণম্ ।

মোক্ষঃ শশিধ্বজস্তাত্র ভক্তিপ্রার্থয়িতুর্বিভোঃ ॥ ২২

বিষকণ্ঠামোচনঞ্চ নৃপাণামভিষেচনম্ ।

মায়াস্তবঃ শস্ত্রলেশু নানা যজ্ঞাদি সাধনম্ ॥ ২৩

নারদাং বিষ্ণু যশসো মোক্ষশাত্ৰ প্রকীৰ্ত্তিতঃ ।

কৃতধর্মপ্রবৃতিশ্চ কল্মণী ব্রতকীর্ত্তনম্ ॥২৪

শ্লোকার্থ । অতঃপর যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে কঙ্কি সহ ধর্ম ও কৃতযুগেব অ'নয়ন মুশাস্ত্রাব স্তব এবং কঙ্কির সহিত ব'মার বিবাহ, সভামধ্যে শশিধ্বজেব পূবজন্ম বৃত্তান্ত কথন, স্বকীয় গৃহস্থ প্রাপ্তিব কাবণ, বিহু কঙ্কিব নিকট ভক্তিপ্রার্থা শশিধ্বজেব মোক্ষলাভ, বিষকন্ডা উদ্ধাব, ব'জগণেব অভিষেক, মায়াস্তব, শম্ভলগ্রামে নানা যজ্ঞেব অশ্ঠান, নাবদেব মুখে বিষ্ণুযশাব মোক্ষোপদেশ লাভ, দত্যযুগধর্ম প্রবৃতি এবং কল্মণীব্রত বিধি উক্ত হইয়াছে । ২১-২৪

ততো বিহারঃ কল্কেশ পুত্র পৌত্রাদি সম্ভবঃ ।

কথিতো দেব গঙ্কর্বগণাগমনমত্র হি ॥ ২৫

ততো বৈকুণ্ঠ গমনং বিষ্ণোঃ কল্কেরিহোদিতম্ ।

শুকপ্রস্থানমুচিতং কথয়িত্বা কথা শুভাঃ ॥ ২৬

গঙ্গাস্তোত্রমিহ প্রোক্তং পুরাণে মুনি সম্মতম্ ।

জগতামানন্দকরং পুবাণং পঞ্চলক্ষনম্ ॥ ২৭

সকলসিদ্ধিদং\* লোকৈঃ স্ট সহস্রাংশতাধিকম্ ।

সর্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বানাং সারং শ্রুতি মনোহরম্ ॥ ২৮

শ্লোকার্থ । তৎপর কাল্বে বিহার, কঙ্কির পুত্রপৌত্রাদির জন্ম, শম্ভলগ্রামে দেববৃন্দও গঙ্কর্বগণের আগমন, সর্বশেষে বিষ্ণুর অবতার কঙ্কির বৈকুণ্ঠে গমন ও শুভকথা কীর্ত্তনান্তে শুকের প্রস্থান এই পুবাণে উক্ত হইয়াছে । ২৫-২৬

মুনিজন সম্মত গঙ্গাস্তোত্র পঞ্চলক্ষণ সম্পন্ন কঙ্কি পুরাণে ১৭৬ বর্ণিত । ইহা জগতের আনন্দসন্দোহজনক । যাহারা কলিকলুষপূর্ণ, এতৎশ্রবণে তাঁহাদের সিদ্ধিলাভ হইবে । ইহাতে ছয় সহস্র একশত শ্লোক আছে এবং ইহাতে সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম সংকলিত । এই পুরাণ শ্রবণে লোকের মঙ্গল হয় । ২৭-২৮

\* সকলসিদ্ধিদং শ্লোকৈঃ ইতি বা পাঠঃ ।



টিঙ্কলী । ১৭৬ । শাস্ত্রে পুরাণের পঞ্চ লক্ষণ নির্দেশিত । যথা—

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাপিচ ।

বংশাচ্চরিতং চৈব পুবাণম্ পঞ্চলক্ষণম্ ॥

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশাচ্চরিত—এই পঞ্চ লক্ষণ পুবাণে দেখা যায় ; সর্গ অর্থে সৃষ্টি । প্রতিসর্গ অর্থে প্রলয় । বংশ অর্থে স্বর্ঘ্যবংশ বা চন্দ্র-বংশাদির বর্ণনা । মন্বন্তর অর্থে চৌদমন্তর অধিকাব কাল । আর বংশাচ্চরিত অর্থে, বহু বংশে যে সকল মহাপুরুষ অবিত্রিত হইয়াছেন তাঁহাদের চরিত্র চিত্রণ । কল্পিপুবাণ এই পঞ্চলক্ষণ সংযুক্ত হওয়ায় ইহা উত্তম পুরাণরূপে স্বীকৃত ।

চতুর্বর্গপ্রদং কল্পিপুবাণং পরিকীর্তিতম্ ।

প্রলয়াস্তে ভারমুখাং নিঃসৃতং লোকবিস্তৃতম্ ॥ ২৯

অথো ব্যাসেন কথিতং দ্বিজরূপেণ ভূতলে ।

বিষ্ণোঃ কল্কৈর্ভগবতঃ প্রভাবং পরমাদ্বুতম্ ॥ ৩০

যে ভক্তগাত্র পুরাণসারমমলং ত্রীবিম্বভাবাপ্তং

শৃণুতীহ বদন্তি সাধুসদসি স্নেহে স্তুতীর্থাশ্রমে ।

দত্তা গাং তুরগং গজং\* গজবরং স্বর্ণং দ্বিজায়াদরাং

বজ্রালঙ্করণৈঃ প্রপূজ্যবিধিবদ্ মুক্তাস্ত এবোত্তমাঃ ॥ ১

শ্লোকার্থ । কথিত আছে, এই কল্পিপুবাণ চতুর্বর্গ ফল দাতা । প্রলয়াবসানে ইহা ত্রীহারির মুখ হইতে নির্গত হইয়া জগতে প্রচারিত । ২৯

বেদব্যাস দ্বিজরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া এই পুরাণে ভগবান্ বিষ্ণু-অবতার কাকির পরমাদ্বুত প্রভাব কথা কীর্তন করিয়াছেন । ৩০

গাভী, অশ্ব, গজ ও স্বর্ণ সাদরে ব্রাহ্মণকে দানান্তে এবং বজ্র, অলংকার প্রভৃতি দ্বারা যথাবিধি ব্রাহ্মণের পূজা পূর্বক যাঁহারা সাধুসভায় ও স্তুতীর্থাশ্রমে ভক্তিতরে বিম্বভাবে প্রাপ্ত হইয়া এই স্ননির্মল পুরাণসার শ্রবণ বা পাঠ করিবেন, তাঁহারা ইহা মহাশ্রম মধ্যে উত্তম হইবেন এবং মোক্ষপদ লাভ করিবেন । ৩১

\* তুরগং ধরং ইতি বা পাঠঃ ।

ঋহা বিধানং নিধিবদ্ ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ ।  
 ক্ষত্রিয়ো ভূপতিবৈশ্যো ধনৌ শূদ্রো মহান্ ভবেৎ ॥ ৩২  
 পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্ ।  
 বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পঠনাং শ্রবণাদপি ॥ ৩৩  
 ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানং লোমহর্ষণজ্ঞো মুনিঃ ।  
 শ্রবয়িত্বা মুনীনৃভক্ত্যা যযৌতীর্থাটনাদৃতঃ ॥ ৩৪  
 শৌনকো মুনিভিঃ সার্কিং স্মৃতমামন্ত্র্য ধর্মবিৎ ।  
 পুণ্যারণ্যে হরিং ধাত্বা ব্রহ্মপ্রাপ সহস্রিভিঃ\* ॥ ৩৫

শ্লোকার্থ । এই কঙ্কিপুৰাণ যাথাবিধি শ্রবণ করিলে ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ ও  
 ক্ষত্রিয় ভূপতি হন, বৈশ্য ধনবান্ ও শূদ্র মহৎ হন । ইহা পাঠ বা শ্রবণ করিলে  
 পুত্রার্থী পুত্র ও ধনাকাজক্ষী ধন লাভ করেন এবং বিদ্যার্থী বিদ্যালভ  
 কবেন । ৩২-৩৩

মুনি লোমহর্ষণপুত্র ভাক্তভরে মহাসিগগকে এই পবিত্র আখ্যান শ্রবণ  
 কবাইয়া তীর্থ পয়টনের উদ্দেশে যাত্রা কবিলেন । ৩৪

যোগশাস্ত্রবিশারদ ধর্মজ্ঞ মহর্ষি শৌনক মনিগণের সহিত স্মৃতিকে সন্তোষপূর্বক  
 পুণ্যারণ্যে ত্রীহরির ধ্যান করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন । ৩৫

\* স যোগবিৎ ইতি বা পাঠঃ ।

লোমহর্ষণজং সর্বপুৰাণজং যতব্রততম্ ।

ব্যাসশিষ্যং মুনিবরং তং স্মৃতং শ্রণমাম্যহম্ । ৩৬

আলোক্য সর্বশাস্ত্রানি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ ।

ঈদমেব স্মৃনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা ॥ ৩৭

৩৬-৩৭ রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।

আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে\* ॥ ৩৮

সজ্জলজলদদেহো বাতবেগৈকবাহঃ

করধৃত করবালঃ সর্বলোকৈক পাহঃ\*১ ।

কলিকুল বলহস্তা মোক্ষঃধর্ম\*২ প্রণেতা

কলয়তু কুশলং নঃ কঙ্কিরূপঃ স ভূপঃ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীকঙ্কিপুরাণে অন্তভাগবতে ভবিষ্যে তৃতীয়াংশে একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ইতি কঙ্কিপুরাণং সম্পূর্ণম্ ।

শ্লোকার্থ । সর্বপুবাণজ্ঞ সংগতব্রত ব্যাসাশ্রিত্য মুনিবর লামহর্ষণের পুত্র সেই স্তম্ভনিকে প্রণাম করি । সর্বশাস্ত্র আলোচনাস্থে ভূয়োভূয় বিচার করিয়া এই সিদ্ধান্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে যে, সর্বদা নাবায়ণের ধ্যান করিবে । ৩৬-৩৭

বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে ও পুবাণে, আদি, অন্ত ও মধ্য সর্বত্রই লীলা সংকীর্তিত । ৩৮

যিনি সজ্জল জলদ সদৃশ দেহকান্তিযুক্ত, যাহার বাহন বায়ুবৎ বেগশালী, যিনি করে তরবারি ধারণ পূর্বক সমস্ত লোক পালন করেন, যিনি কলির সৈন্তসমূহ সংহার পূর্বক সত্যধর্ম স্থাপন করেন, সেই কঙ্কিরূপ ধর্মরাজ তোমাদের কুশল বিধান করুন । ৩৯

\* এই শ্লোক নানা গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ।

\*১ পালঃ ইতি বা পাঠঃ ।

\*২ সত্যধর্ম প্রণেতা ইতি বা পাঠঃ ।

শ্রী কঙ্কিপুরাণে ভবিষ্যন্তভাগবতে তৃতীয়াংশে একবিংশ

অধ্যায়ের অন্তবাদ সমাপ্ত ।

কঙ্কিপুরাণের অন্তবাদ সমাপ্ত

॥\*॥      ওঁ তৎ সৎ      ॥\*॥

## পরিশিষ্ট

এই পুস্তকে সংযোজিত টিপ্পনসমূহে নিম্নলিখিত শাস্ত্রাবলীর বহু বাক্য উদ্ধৃত।

১। অগ্নিপুরাণ	২। অমরকোষ	৩। দেবীকবচ
৪। মহানির্বাণ তন্ত্র	৫। ষিষ্ণুপুরাণ	৬। মনুসংহিতা
৭। সামবেদ ব্রাহ্মণ	৮। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ	৯। শ্রীমদ্ভাগবত
১০। কালিকাপুরাণ	১১। ভবিষ্যপুরাণ	১২। মৎস্যপুরাণ
১৩। বরাহপুরাণ	১৪। বায়ুপুরাণ	১৫। কুর্মপুরাণ
১৬। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা	১৭। যোগীনীতন্ত্র	১৮। মার্কণ্ডেয় পুরাণ
১৯। মৎস্যভাষ্য	২০। বিষ্ণুস্মৃতি	২১। লঘুহারিত সংহিতা
২২। গুরুনীতি	২৩। প্রহ্লাদ ভেদ	২৪। বারাহী তন্ত্র
২৫। হরিবংশ	২৬। স্বাথেন্দ	২৭। ঐতরেয় উপনিষৎ
২৮। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা	২৯। ছান্দোগ্য উপনিষৎ	৩০। রামায়ণ
৩১। জ্যোতিষ তত্ত্ব	৩২। আপস্তম্বীয় ধর্মসূত্র	৩৩। রতিমঞ্জরী
৩৪। রত্নরহস্য	৩৫। সাহিত্য দর্পণ	৩৬। আত্মিক তত্ত্ব
৩৭। শিব সংহিতা	৩৮। ভাগবতামৃত	৩৯। গরুড়পুরাণ
৪০। অগস্ত্যমত	৪১। বৃহৎ সংহিতা	৪২। ভাবপ্রকাশ
৪৩। বামন পুরাণ	৪৪। পদ্মপুরাণ	৪৫। সাংখ্যকারিকা
৪৬। রাজনির্ঘণ্ট	৪৭। সূত্র নিপাত	৪৮। দেবীপুরাণ
৪৯। বোধায়ন গৃহসূত্র	৫০। ধর্মবেদ	৫১। অধ্যাত্ম রামায়ণ
৫২। রঘুবংশ	৫৩। বিষ্ণুধর্মোত্তর	৫৪। শিকাগ্রন্থ
৫৫। সঙ্গীত পারিজাত	৫৬। সঙ্গীত দামোদর	৫৭। ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি
৫৮। যোগসূত্র	৫৯। পঞ্চদশী	৬০। ব্যাসাধিকরণমালা
৬১। যোগ		

# পরিশিষ্ট

বরাহ ও বৃসিংহ

দুই অবতারের পুণ্যতীর্থ

এক

মধ্য ভারতে ভূপাল হইতে রেলপথে ৪৫ কিলোমিটার দূরে বিদিশা ষ্টেশন অবস্থিত। বৌদ্ধযুগে বিদিশা এক সমৃদ্ধ জনপদ ও প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। বিদিশা ষ্টেশন হইতে সাত কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে উদয়গিরি বর্তমান। বিদিশা ষ্টেশন হইতে উদয়গিরি পর্যন্ত পাকা রাস্তা আছে। কেকা-মুর্খরিত পর্বত শীর্ষে পুরাতন বিভাগের একটি ক্ষুদ্র রেট্রোহাউস নির্মিত। উড়িষ্যা প্রদেশে ভুবনেশ্বরের অদূরে আর একটি উদয়গিরি অবস্থিত। বহুবর্ষ পূর্বে ভুবনেশ্বরে অবস্থানকালে আমি উহা দেখিয়াছি। ক্যানিংহাম সাহেব ১৮৭৪-৭৬ খ্রিষ্টাব্দে আর্কিয়োলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্টে মধ্যভারতের উদয়গিরি স্থা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়াছেন। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্টস্মিথ ক্যানিংহামকে অতসরণ কাব্য রাখেন। গুপ্তযুগে বৈষ্ণব ও শৈব ধর্ম কিরূপে উজ্জীবিত হইয়াছিল, তাহ'র পরিষ্কার পারচয় উদয়গিরির ভাস্কর্য ও স্থাপত্য আলোচনা কাঁলে পাওয়া যায়। উদয়গিরি স্থা বিভিন্ন গুহা মধ্যে বরাহ অবতার, একমুখী শিবলিঙ্গ, শেষশায়ী বিষ্ণু, মাহেশ্বরাদিনী, বন্দ কাটিকেশ্বর, গণেশাদির মূর্তি বিরাজিত। এতদ্ব্যতীত কয়েকটি জৈন মূর্তিও দেখা যায়, পাঁচ সংখ্যক গুহার বরাহমূর্তি অবস্থিত। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে উক্ত মূর্তি খোদিত হয়। এই গুহা সর্বাপেক্ষা ভাস্কর্য্যে সমৃদ্ধ। অবতারের বিরাট-নারীর নরাকৃতি হইলেও মস্তকটি বরাহের। উহার হাত দুইটি, বামপদে একটি নাগের কুণ্ডলীদলিত। এই নাগরাজের মস্তকে তেরো ফণা শোভিত, সাতটি ফণা সম্মুখে ও ছয়টি ফণা পশ্চাতে এবং গলদেশে রত্নহার পরিহিত। নাগরাজের মূর্তির পশ্চাতে নতজাহ্ন বক্রণ দেবের মূর্তি আছে। বরাহ মূর্তির ডান হাত পশ্চাতে

কোমরে রক্ষিত, বাম হাত জাগ্রতে। তাঁর হাত পাগুলি হাতির মত মোটা ও লম্বা। ইহার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করিয়া তিনি একটি পুষ্পমালা গলায় পরিয়াছেন। তাঁহার পেশীবহুল বলিষ্ঠ শরীরে আত্মবিশ্বাস ও অসীম সাহস প্রকটিত। তিনি মর্তিমান মহাশক্তিরূপে অবলীলাক্রমে পার্থিব কর্তব্য পালনে অবতীর্ণ। দক্ষিণ দন্তদ্বারা তিনি গভীর জলের মধ্য হইতে ধাত্রী ধরিত্রীর পেলব শরীর উত্তোলন করিতেছেন। যেমন বরাহ অবতারের মূর্তি বিরাট ও কঠিন, তেমনি বসুমতীর আকৃতিও কোমল ও ক্ষুদ্র। দেবীমূর্তির মুখটি অতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও সমস্ত শরীর হইতে উহার কারুকৃতির আভাষ পাওয়া যায়। তাঁহার দেহ নগ্নপ্রায় এবং কটিদেশে ও পদদ্বয়ে দু'একটি অলঙ্কার শোভিত, স্তনযুগল কিঞ্চিৎ উগ্রভাবে প্রকটিত এবং তাঁহার শরীর সর্পিলাভিতে বরাহের বাম ঋক্ষের উপর রক্ষিত। মনে হয়, পরম নির্ভরতায় তিনি বরাহের শুণ্ডকে জড়িয়ে ধরিয়াছেন। এই সমস্ত শিল্প মিলিতভাবে একটি সুন্দর শাস্ত্রশ্রী পরিস্ফুট করিয়াছে।

এই পটভূমিতে রেখায়িত তরঙ্গে মহাসাগরের গভীরতা অভিব্যক্ত। উল্লিখিত প্রধান মূর্তিসমূহের পশ্চাতে, দক্ষিণে ও বামে চার সারি মূর্তি বিद्यমান। ইহার বাদনরতা অঙ্গরা, দেবাসুর ও ঋষিরূপ। বামদিকে অঙ্গরাগণ কয়েকটি বায়বজ্র সহযোগে নৃত্যরতা। তন্মধ্যে রথবাহন ভূতনাথ, ব্রহ্মা ও জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে দেবগণকে এবং জটা শূশ্রধারী ঋষিগণকে সহজে চেনা যায়। ডানে ও বামে যে দুটি দেওয়াল আঁসিয়া মিলিয়াছে, উহাতে সুদক্ষ ভাস্কর গঙ্গা ও যমুনার সাগরাভিমুখে যাত্রা প্রদর্শন করিয়াছেন। উর্দ্ধে আকাশচারী দেববৃন্দ দেখা যায়। তন্মধ্যে পাঁচটি অঙ্গরা আছেন, মধ্যস্থিতা অঙ্গরা নৃত্যরতা ও অন্ত্যস্ত অঙ্গরা বাদনরতা। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সারঙ্গী, বাঁশী আর মৃদঙ্গ দেখা যায়। দুইপার্শ্বে তরঙ্গায়িত আকারে রূপায়িত দুই নদীর বহমান স্রোত ধারা উৎকীর্ণ। অঙ্গরাবৃন্দের নীচে মকর বাহিনী গঙ্গা ও কূর্মবাহিনী যমুনার মূর্তিবয় আছে। ইহাদের হস্তে কলস বিধৃত। অতঃপর দুইধারা মিলিত হইয়া সাগরে ধাবিত। তথায় সমুদ্রের দেবতা বরুণ নদীষয়কে অভ্যর্থনা জানাইতেছেন। বরুণ-

দেবের হাতে কলস, আজ্ঞা সলিলে নিমজ্জিত, বস্ত্রাবৃত কটিদেশ, মস্তকে মুকুট ও গলদেশে মুক্তাহার শোভিত। কোন পুরাণে আছে, একটি ভয়ঙ্কর মহাস্ত্র বসুমতীকে অপহরণ পূর্বক গভীর সমুদ্রের তলদেশে তাঁহাকে লুক্কায়িত রাখেন। ভগবান বিষ্ণু বরাহ মূর্তি ধারণ পূর্বক সাগরের অতলে প্রবেশান্তে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অল্পপুরাণে আছে, দেবগণ ও বসুমতী দৈত্যরাজ হিবণ্যাক্ষের অত্যাচারে অস্থির হইলে ভগবান বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক অত্যাচারী অসুরকে সংহার করেন। সম্ভবতঃ এই কাহিনী পরবর্তী যুগে পুরাণে প্রাক্কিপ্ত। গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্য্যে তার উল্লেখ নাই। এই স্থানের দৃশ্য প্রথম কাহিনীর অন্তর্গামী। যেমন গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্মের অমিত প্রভাব স্তিমিত হইলে দাচির মন্দিরে, সূপে ও তোরণের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে তেরশত বৎসরের বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত স্থলিখিত আছে, তেমনি উদয়গিরির গুহা নমহে গুপ্তযুগে বৈষ্ণব ও শৈবধর্মের বিকাশ কাহিনী জানা যায়। এই দুই স্থানের মধ্যে ব্যবধান ৭ কিলোমিটারও নয়। গুপ্তরাজগণ বিষ্ণু ও শিবের উপাসনা প্রচার পূর্বক হিন্দুধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজাবৃন্দও শাসকগণের অনুসরণ করেন।

মহাকবি কালিদাসের সময় এই স্থান দর্শার্ণ নামে খ্যাত ছিল। সম্ভবতঃ এহ পাহাড়কে তিনি ‘নীচের গিরি’ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে দর্শার্ণের ক্ষুরধার তরবারী প্রশংসিত। কৌটিল্য এই স্থানের হস্তি উল্লেখ করিয়াছেন। দর্শার্ণের মর্মস্থলে আধুনিক উদয়গিরি অবস্থিত।

গুপ্তযুগে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারের পূজা তত্রস্থ সমাজে প্রচলিত ছিল। ঐশ্বর্য্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় ছিলেন বরাহ অবতার। ইহার প্রমাণ, গুপ্তযুগের ধ্বংসাবলী হইতে নানাস্থানে বরাহ মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অল্পকাল পরবর্ত্তা যুগে বাদামী, বিজাপুর ও মমলপুরমেও ভাস্কর্য্যের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত বাসুদেবী রোমশ এবং চতুষ্পদ বরাহমূর্তির নমুনা মধ্যভারতের এরান, বিলহারী এবং খো নামক স্থানে আছে। বাদামী, বিজাপুর ও মমলপুরমের বরাহমূর্তি চতুর্ভুজ।

উদয়গিরিস্থ বরাহ অবতারের বিশেষত্ব ইহাব অমূল্যরূপে গঙ্গা ও যমুনাঃ অবতরণ। কোন পুরাণে বা শিল্পগ্রন্থে ইহা একত্রে প্রদর্শিত না হইলেও এই যুগোপযোগী ঘটনায় ইহাদের সন্নিবেশ যথায়ত।

উদয়গিরির বরাহমূর্তি প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জয়সওয়াল বলেন, এখানে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা রূপকের মাধ্যমে সূচিত্রিত। জানা যায়, প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাট্যকার বিশাখদত্ত ‘দেবীচন্দ্রগুপ্তম্’ নামেও একটি নাটক লিখিয়াছিলেন। এই নাটক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের বিখ্যাত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধে রচিত। চন্দ্রগুপ্তের পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্ত অল্পকাল রাজত্ব করেন। রামগুপ্তের শাসনকাল সম্বন্ধেও বিদেশীয় শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন দুঃসাহসী শক রাজা যুদ্ধে রামগুপ্তকে পরাজিত করেন। আর শান্তি স্থাপনের মূল্যরূপে বাণী ঋবক্ষামিনীকে সমর্পণেব অপমানজনক সর্ত্ত মানিয়া লইতে তাঁহাকে বাধ্য করেন। এই অপমানেব দুঃসহ জালা সহিতে অক্ষম হইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা চন্দ্রগুপ্ত বাণীর ছদ্মবেশ ধারণ পূর্বক সহচররূপে নারীবোণী অঙ্গসংখ্যক সশস্ত্র সৈনিক লইলেন। এইরূপে ছদ্মবেশে তিনি শত্রুশিবিরে প্রবেশ পূর্বক ছুরিকাঘাতে শক রাজাকে হত্যা করেন। তৎপরে তিনি প্রজাপ্রিয় হইয়া উঠিলে ষড়যন্ত্র সহকারে অগজকে বিনাশ করিয়া সাম্রাজ্যের সম্রাট হন এবং অগ্রজপত্নী ঋবক্ষামিনীকেও তাঁহাব অঙ্কশাষিনী করেন। বিশাখদত্ত রচিত নাটকে ভগবান ব্রহ্মের সহিত সম্রাট বিত্ত্য চন্দ্রগুপ্তের সাদৃশ্য কল্পিত। যেমন ববাহররূপে বিষ্ণু ধরিত্রীকে অবমাননাব কলঙ্ক হইতে রক্ষা করেন, তেমনি চন্দ্রগুপ্তও ভ্রাতৃজায়াকে শনিগ্রহের কোপ হইতে উদ্ধার করেন। বিশাখদত্ত কল্পিত রূপকের সঙ্গে উদয়গিরিব দৃশ্যে এত ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকায় অন্তর্নিহিত হয় তিনিই ইহাব মূল অঙ্গনভাগ পৰিচালন কবিয়াছিলেন। গুহ্যের নীচে যে দৃশ্য দেখা যায়, উহাতে প্রাচীন দর্শনবাসীর নৃত্যাগাভেব প্রতি আশ্রয় পবিস্কুট। উহাতে তৎকালে প্রচলিত বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধেও পরিচয় পাওয়া যায়। পৃথিবীর কটিদেশে শোভমান অলঙ্কার রাজ্য দেখিলে এই ধারণা স্রষ্টে, উচ্চ বংশীয় নারীগণ ঐসকল অলঙ্কার ব্যবহার করিতেন। বরুণদেব ও নাগরাজের মূর্তিহয়ে দেখা যায়,



মহাদেবের পরিধাণে সাধারণ ধূতি ও জামা, মস্তকে মুকুট, গলায় হার ও বাহুদ্বয়ে  
জড়। তৎকালীন রাজা ও রাজকন্যাবৃন্দের পরিধেয় সম্বন্ধে উদয়গিরির বরাহ  
মহাত্মার মূর্তি আলোকপাত করে।

(কলিকাতার 'যুগান্তর' দৈনিক ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৯৭০ রবিবার প্রকাশিত  
শ্রীদেবশিস বাগ্‌চির তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ 'অবলম্বনে ইহা লিখিত।')

বঙ্গোপসাগরের প্রান্তভাগে পূর্ববাট পর্বতমালা প্রসারিত। উহার এক  
পার্শ্বে তরঙ্গাকুল উপসাগর এবং অন্য পার্শ্বে অরণ্যবেষ্টিত অসংখ্য প্রান্তর।  
উল্লিখিত পর্বতমালার এক কক্ষে গিরিশৃঙ্গ সিমাচলম্ দণ্ডায়মান। কলিকাতা  
হইতে সিমাচলমের দূরত্ব প্রায় ৫৪০ মাইল এবং বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী স্থবিধ্যাত  
স্বাভাবিক পোতাশ্রয় ভিখাপট্টম হইতে সাতমাইল দূরে স্থিত। ভিখাপট্টম  
তে ট্রেনে বা বাসে সিমাচলম্ যাওয়া যায়। তবে তীর্থযাত্রীগণকে বাসপথই  
বিধাজনক। কারণ, রেলস্টেশন হইতে মূল মন্দিরের দূরত্ব প্রায় আড়াই মাইল।  
বাস যাত্রীগণকে নৃসিংহ পাহাড়ের পাদদেশে লইয়া যায়। বিগ্রহ দর্শনের  
সময় সকালে বা অপরাহ্নে। ইহা ব্যতীত দিবাভাগের অন্য সময় বিগ্রহ  
করা যায়। বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের উপরে ওঠা অতিশয় কষ্ট  
সাধ্য। ভিখাপট্টম সহর হইতে প্রতিঘণ্টায় নৃসিংহ পাহাড়ে বাস চলে।  
রয়ের উচ্চনীচ রাস্তা ও দুই পার্শ্বে ছোট বড় পাহাড়ের গায়ে কংক্রীট ও  
বাসপথ নির্মিত। কখনও উপত্যকার উপরে, বিপদসঙ্কুল অরণ্যানী  
করিয়া দুই একটি বসতির পাশ দিয়ে পথিকের পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়।  
ধনুষ্ঠীর মধ্যে তীর্থযাত্রী যথাস্থানে উপস্থিত হয়।

বাসষ্ট্যাণ্ডের নিকট হইতে নৃসিংহ পাহাড় পর্যন্ত সর্পিলাপথে সহস্রাধিক  
গণনাবলী অতিক্রম করিতে হয়। এই স্রুশ্রুশ্রু সোপান সমূহের পাশে কলা,  
গাম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাছ এবং বিবিধ ভেষজবৃক্ষ অবস্থিত। মাঝে  
মাঝে সহস্র সোপান বক্রপথে ঘুরিয়া এক একটি সমতল চত্বরে মিলিত হয়।

পরিশ্রান্ত তীর্থযাত্রীবৃন্দ ইহার ছায়াশীতল বক্ষে অলক্ষণ বিশ্রামান্তে আবাস  
মন্দিরের দিকে অগ্রসর হন। নৃসিংহ পাহাড় পায় ১১০০ ফুট উচ্চ। ইহা  
কক্ষে প্রায় ৮৫০ ফুট উপরে গঙ্গাধর ঝরণা দ্রষ্টব্য। এই অমৃতবর্ষিণী জলস্রোত  
কঠিন পাষাণের মধ্যে কোমল প্রাণপ্রতীক সদৃশ। ইহা সমস্ত পাহাড়ে একমাত্র  
প্রাণ কেন্দ্রস্বরূপ। যাত্রীবৃন্দের সুবিধার জন্য ঝরণার চারিপাশে অল্পস্রোত  
বাধান ঝর্ণাজলের আশ্রয় অমৃততুল্য, অনির্বচনীয়। উহার শীতলস্পর্শ  
প্রত্যেকের প্রাণে মধুর তৃপ্তিদান করে। এই জল বিবিধ ভেষজ গুণযুক্ত বলিয়  
অনেকে ইহা পান করিতে আসেন। সমস্ত তীর্থযাত্রীই প্রথমে এখানে স্নান ও  
উহার জল পান করেন। এইস্থান বৃক্ষলতা পরিবেষ্টিত ও ছায়াশীতল এবং  
উপরে ওঠার সময় ক্লান্তি দূর করে। স্নানান্তে বিগ্রহ দর্শনার্থ প্রায় ৫০ ফুট  
নীচে নামিতে হয়। প্রথমে প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দিরের  
সম্মুখে কয়েকটি বিক্রোতা ফল ফুলাদি বিক্রয়ার্থ উপবিষ্ট। মন্দিরস্থ দেবতার  
পূজার জন্য প্রত্যেক তীর্থযাত্রী একটি নারিকেল, দুইটি কলা, দুইটি ধূপকাঠি  
এবং অল্প কিছু কর্পূর এখানে জয় করে। ইহার জন্য সোয়া পাঁচ আনা পদ্ধতি  
দিতে হয়।

ডান দিকে একটি বিশাল দুর্গ প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। ককি  
আছে, পুরাকালে এই স্থান দুর্গে পরিবেষ্টিত ছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মী মুস  
মানগণের আক্রমণের ফলে এটমাত্র অবশিষ্ট আছে। প্রাচীরের সম্মুখে প্রা  
নির্মিত সুবৃহৎ নাটমণ্ডপ বর্তমান। নাটমণ্ডপের পরে একটি সুপ্রশস্ত চত্বর  
তৎপার্শ্বে প্রধান মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের প্রধান দ্বার স্বর্ণময় মোটা পা  
মোড়া এবং উহার মেঝে মূল্যবান কষ্টি পাথরে নির্মিত। এই দ্বারের এ  
পার্শ্বে মন্দির ট্রাষ্টের কেয়ানী বসিয়া আছেন এবং বিগ্রহ দর্শনার্থ তীর্থযাত্রী  
গণের নিকট হইতে প্রবেশ মূল্যরূপে মাত্র দশ পয়সা আদায় করেন ও সেহত  
টিকিট দেন। ইহা দেখিয়া দেব মন্দিরের প্রধান দ্বারী দেব দর্শনের অল্পম  
দেন। প্রধান মন্দিরের মধ্যে কষ্টিপাথরে নির্মিত আরও একটি নাটমণ্ড  
আছে। তৎপরে বিগ্রহের আসন দেখা যায়। ওই আসন সোনার পা

মোড়া একটি আবেষ্টনীর মধ্যে স্থাপিত। প্রচলিত রীতি অনুসারে এই আসনকে পাঁচবার প্রদক্ষিণান্তে পূজার সমগ্রী উপস্থিত পূজারীর হাতে দিতে হয়। দেবতার বিগ্রহ চন্দনে আবৃত থাকে বৎসরের প্রত্যেক দিন। কেবল অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে মুখ্য দেব দর্শন সম্ভব হয়। উক্ত দিন দেবতার নিজস্ব আকৃতি প্রত্যেক দর্শককে দেখানো হয়। বৎসরের অন্ত দিনে চন্দনাবৃত দেববিগ্রহকে শিবলিঙ্গতুল্য দেখায়। এই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া নিয়োক্ত বাৎসরিক মহোৎসব অঙ্কিত হয়। যথা, চৈত্র শুক্ল একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত কল্যাণ উৎসব, অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে চন্দন যাত্রা, বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব, বৈশাখী চতুর্দশী তিথিতে নৃসিংহ জয়ন্তী, আষাঢ়ী পূর্ণিমায় গিরি প্রদক্ষিণ, বিজয়া দশমী, মকর সংক্রান্তি উৎসব, পৌষ মাসে বেহলা অমাবস্তায় দীপ উৎসব এবং মুক্তি একাদশী উৎসব। মন্দিরের চারিদিকে প্রস্তর চত্বর নির্মিত। মন্দিরের গাত্রে এবং চত্বরে প্রাচীন পালি ও প্রাচীন ভারতীয় ভাষায় বহু লিপি খোদিত আছে। এইগুলিতে মন্দিরের ইতিবৃত্ত এবং মন্দিরের স্বার্থে আত্মত্যাগী ভক্তবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত।

এখানে রক্ষিত স্থল পুরাণ গ্রন্থে এই মন্দিরের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। উক্ত পুরাণে আছে, হিরণ্যকশিপু পরম বিষ্ণুভক্ত পুত্র প্রহ্লাদেয় প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করেন। বিষ্ণুর চিরশত্রু হিরণ্যকশিপু বহু অত্যাচার করিয়াও পুত্র প্রহ্লাদকে বিষ্ণু নাম তাগ করাইতে অসমর্থ হওয়ায় পুত্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধান্বিত ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল। স্থলপুরাণ অনুসারে এই সিমাচলম্ হইতে প্রহ্লাদ সাগর সলিলে নিক্ষিপ্ত হন। যখন ইহাতেও প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না, তখন হিরণ্যকশিপু তাঁর প্রধান রক্ষীবর্গের সাহায্যে তাঁহাকে সীমাচলম্ পাহাড়ের উচ্চশীর্ষ হইতে নিম্নে প্রস্তরময় ও অরণ্যসঙ্কুল গভীর উপত্যকায় নিক্ষেপ করেন। কিন্তু শ্রীবিষ্ণু প্রিয় ভক্তের প্রাণরক্ষার্থ এখানে আবিভূত এবং উক্ত পাহাড়ের একপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া উহাকে রক্ষা করেন। ইহার ফলে প্রহ্লাদ বিষ্ণুর ক্রোড়ে আশ্রয় পান। অনন্তর বিষ্ণুদেব বরাহ নৃসিংহ মূর্তি ধারণ পূর্বক

হিরণ্যকশিপুকে সংহার করেন। উত্তরকালে দেবতার প্রসাদে এই মন্দির প্রহ্লাদ কতৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

পরবর্তী যুগে বহু দেবারাধ্য এই তীর্থক্ষেত্র কালের বিবর্তনে লোকচক্ষুর অনুরালে নিমজ্জিত হইতে থাকে এবং শোচনীয় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এইরূপে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হয়। ইহার পরে কথিত আছে, রাজা পুন্দরবা ও তদীয় প্রিয়তমা মহিমী উর্বশী স্বপ্নে শ্রীবিষ্ণুর দর্শন লাভ করেন। শ্রীবিষ্ণু তাঁহাব মন্দির সংরক্ষণার্থ তাঁহাকে আদেশ করেন। তিনি তাঁহাকে ইহাও জানান, একমাত্র অক্ষয় তৃতীয়া দিবস ব্যতীত অত্র সবদিন তাঁহার মূর্তিকে চন্দনে আবৃত রাখিতে হইবে। উক্ত শুভ দিন ব্যতীত অত্রদিনে তাঁহাকে দর্শন করিলে দর্শকগণের সমূহ ক্ষতি হইবে। অনন্তর রাজা ও রাণীর বহু চেষ্টায় উক্ত স্থান পবিত্র হইলে বিগ্রহ পূজার সমগ্র ভাব তাঁহারা গ্রহণ করেন।

স্থল পুবাণোক্ত নির্দেশ অনুসারে আজও অক্ষয় তৃতীয়া দিবসে পবিত্র চন্দন যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শুভদিনে বিগ্রহের গাত্রস্থ সমস্ত চন্দন অপসারিত হয় এবং দেবতার নিজস্ব স্বরূপ ভক্তবৃন্দকে দেখান হয়। ইহা একটি পুণ্যদিন। বহুদূর হইতে সহস্র সহস্র ভক্ত দেবতার নিজস্ব স্বরূপ দর্শনার্থ মন্দিরে সমবেত হন। ষড়ঙ্গপুরাণে কথিত হইয়াছে, দেবতার এই স্বরূপ দর্শনে দর্শকগণ মোক্ষফল প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট সর্ব দিনে বিগ্রহ চন্দনাবৃত থাকেন। এই উদ্দেশ্যে মন্দির টাটি কর্তৃক ১২১৪ জন সেবক নিযুক্ত আছেন। মন্দিরের পার্শ্বস্থ চত্বরে ইহার সর্বদা বড় বড় চন্দন কাঠ বহু পিঁড়িতে ঘষিতে থাকেন।

ষড়িঙ্গ সিম্ফলমে এই পবিত্র ববাহ-নৃসিংহ অবতারের আবির্ভাব আজও রহস্যময় ও পুরাণ কাহিনীর মায়াজালে সমারত, কিন্তু ইহার চত্বর এবং মন্দির গাত্রে খোদিত লিপিগুলি হইতে এই মন্দিরের অস্তিত্ব বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যতার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রাচীন দাক্ষিণাত্যের মৌলিক ইতিহাস এবং হিন্দু নৃপতিবৃন্দের বীরত্ব, ধর্মভাব ও মহান আদর্শ লিপিবদ্ধ। এই সুপ্রাচীন দেবমন্দির বহু কারুকার্য শোভিত। তন্মধ্যে

কোথাও বা দেব-দেবীর মূর্তি, কোথাও অবতারের বিভিন্ন স্বরূপ, কোথাও প্রাকৃতিক চিত্রাবলীর শিল্প নৈপুণ্য স্থলক্ষিত হয়। মূল মন্দিরের পার্শ্বদেশে মূল্যবান স্বর্ণ চূড় স্থশোভিত।

প্রাচীর গাত্রস্থ শিলালিপি হইতে জানা যায়, ১০২১ শকাব্দে বা ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিঙ্গজয়ী চোলরাজ কুলটাস্তের সময়ে এই মন্দির তীর্থরূপে অধিষ্ঠিত ছিল। আর এক শিলালিপিতে অবগত হওয়া যায়, ভেলেনাডুর রাজা তৃতীয় গোঙ্কার ( ১১০৭-৫৬ অব্দে) ও রাণী এই মূর্তি স্বর্ণপত্রে আবৃত করেন। কলিঙ্গ-রাজগণও এই মন্দির পরিশোভনে বহু অর্থ ব্যয় করেন। রাজা প্রথম নৃসিংহ এই মন্দিরের মূল মণ্ডপ, নাটমণ্ডপ এবং বহিরাবেষ্টনী নিৰ্ম্মাণ করেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন এবং মূল্যবান কৃষ্ণপ্রস্তর ক্রয়ান্তে মন্দিরে দান করেন। এই সমস্ত নির্মাণ ১২৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়। রাজমুদ্রীর রেডিগণ, অদাদির মথ্যাশ, পঞ্চনরলের বিষুবর্ধন চক্রবর্তীকূল এবং কটকের সূর্য্যবংশীয় গজপতিগণ ভক্তিভরে এই মন্দিরের উন্নতিসাধনে বহুবান হন। ষোড়শ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধে বিজয়নগর রাজ্যের খ্যাতনামা রাজা কৃষ্ণদেব রায়, উড়িষ্যারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র রায়ের সঙ্গে সপ্তবর্ষব্যাপী ঘোর যুদ্ধের সময় ১৫১৬ এবং ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে দুইবার এই মন্দিরে আগমন পূর্বক ভগবান নৃসিংহের পূজার্তনা করেন। তৎকালে তিনি এই মন্দিরকে অনেক অলঙ্কারাদি এবং অমূল্য প্রস্তর দান করেন এবং বিগ্রহের নিয়মিত অন্ন-ভোগাদির পরিচালনার্থ কয়েকটি গ্রামও মন্দিরকে উপহার দেন। প্রসিদ্ধ নৃপতি পটচলপটক প্রভৃতি প্রদত্ত বহু মূল্যবান অলঙ্কারাদি অद्याপি বিद्यমান। এই সকল অলঙ্কারের মধ্যে প্রাচীন অঙ্গপ্রদেশের চাক্রশিল্প ও অকৃত্রিম শিল্প সাধনা ও শিল্প সৌন্দর্য্য সযত্নে উৎকীর্ণ।

উড়িষ্যার গজপতিগণের পতনের পর এই অঞ্চল গোলকুণ্ডার সুলতান কুতব সাহেবগণের অধিকারে আসে। উল্লিখিত গজপতিবৃন্দ উক্ত অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের ভার রাজা কৃষ্ণরায়ের উপর হস্ত করেন। গোলকুণ্ডার কুতব সাহেবের রাজত্বকালে এই মন্দির অপবিত্র হয়, লুপ্তি হয় এবং মন্দির দুর্গ

বধন্ত হয়। এই ধ্বংসের এক অংশ হতুমান দ্বারের নিকট অত্মাপি বিদ্যমান। পরবর্তীকালে গোলকুণ্ডার সুলতানগণের পতনের পরে ভিজিয়ানা গ্রামের শাসকগণ সীমাচলমের ক্ষয়িত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পুনরুদ্ধার করেন। তাঁহারা এই মন্দিরের নিরাপত্তা এবং পরিচালনার গুরু ভার গ্রহণ করেন এবং মন্দিরকে বহু অর্থ, অলঙ্কার ও জমি দান করেন। অধুনা এই মন্দির তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মহামাত্রা ত্রীরাজা পুষ্পভতি ভিজিয়ানা গ্রাম গজপতি বাহাদুর এম, এল, এ এখন এই মন্দিরের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক।

এই মন্দিরের প্রধান সম্পত্তিস্বরূপ কয়েকটি পাহাড় এবং তৎ পার্শ্ববর্তী প্রচুর জমি আছে। বিগ্রহের গাত্রে যে স্বর্ণালঙ্কার সমূহ অবস্থিত, তাহার মূল্য প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। এইসকল অলঙ্কারের মধ্যে স্বর্ণ কবচটি প্রধান। উহার ওজন প্রায় আটশত তোলা এবং মূল্য ৭২,০০০ টাকা। ইহা ব্যতীত ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যারাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বিজয় উৎসব উপলক্ষে বিজয়নগর-রাজ শ্রীকৃষ্ণদেব রায় এই বিগ্রহকে একটি মহামূল্য পদ্মরাগমণি দান করেন। ইহাব মূল্য প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।

সীমাচলম পাহাড় নীরব পর্বতবেষ্টিত। ইহা যুগ যুগ যাবৎ ভক্তবৃন্দের উপাসনার তীর্থক্ষেত্র। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার ও মানবতার মহা মিলনের এই পুত সঙ্গম চিরদিন সকলকে বিমুগ্ধ, বিস্মিত এবং ভক্তিপ্রসূত করিতেছে।

(কলিকাতার ‘বিশ্ববানী’ মাসিকে ১৯৬৪ আধ্বনি সংখ্যায় প্রকাশিত ত্রীসমরজিৎ করের তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ অবলম্বনে ইহা লিখিত।)

## তিন

### অগ্নি পুরাণোক্ত বিষুধ্যান

ভগবান বিষ্ময় স্বরূপ এবং তাঁহাকে প্রাপ্তির উপায় অগ্নিপুর্বাণে (৩৮২।১৬-২০৩) নিম্নোক্ত ধ্যানে বর্ণিত।

যজ্ঞদ ব্রহ্ম যতঃ সর্বং যৎ সর্বং তস্ম সংস্থিতম্।

অগ্রাহ্য কমণিদৈর্ঘ্যং স্পৃষ্টতিষ্ঠং চ যৎপরম্॥

পরাপর স্বরূপেণ বিষ্ণুঃ সর্বহৃদিস্থিতঃ ।

যজ্ঞেশং যজ্ঞ পুরুষং কেচিদিচ্ছন্তি তৎপরম্ ॥

কেচিদিচ্ছন্তি হরং কেচিৎ একেচিদ্ভিক্ষাণমীশ্বরম্ ।

ইন্দ্রাদি নামভিঃ কেচিৎ সূর্যং সোমং চ কালকম্ ॥

ব্রহ্মাদিস্তত্শপৰ্য্যন্তং জগদ্বিষ্ণুং বদন্তি চ ।

স বিষ্ণুঃ পরমং ব্রহ্ম যতো নাবর্ততে পুনঃ ॥

সুবর্ণাদি মহাদান পুণ্যতীর্থবিগাহনৈঃ ।

ধ্যানৈ ব্রতেঃ পূজয়া চ ধর্মপ্রত্যাবদাপ্নুয়াৎ ॥

অর্থ। যিনি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত আছেন, যিনি সকলের উৎপত্তির কারণ, যিনি সর্বস্বরূপে বিরাজমান ; অর্থাৎ এইসকল বস্তু যাহার সংস্থান (আকার বিশেষ) হয়। যিনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, যাহাকে কোন নাম দ্বারা নির্দেশ করা যায় না ; যিনি সূত্র তিষ্ঠিত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হন, সেই পরাপর ব্রহ্মের রূপ অবলম্বনে সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণুই সকলের হৃদয়ে বিরাজমান। তিনি যজ্ঞ স্বামী, যজ্ঞস্বরূপ। তাঁহাকে কেহ পরব্রহ্মরূপে প্রাপ্তি কামনা করেন, কেহ বিষ্ণুরূপে, শিবরূপে, ব্রহ্মারূপে, ঈশ্বররূপে, ইন্দ্রাদি নামে এবং কেহ বা সূর্য্য, চন্দ্র ও কালরূপে আরাধনা করেন। মনীবীগণ ব্রহ্ম হইতে স্তম্ভ পৰ্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে বিষ্ণুরই স্বরূপ বলিয়াছেন। ভগবান বিষ্ণু পরব্রহ্ম পরমাত্মা। তাঁহার দাম্বিধ্যলাভ করিলে পুনরায় এই সংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না, পুনর্জন্ম হয় না। সুবর্ণ দানাদি স্বরূপ বিশাল দান, পুণ্যতীর্থে স্নান, ধ্যান, ব্রত, পূজা এবং ধর্ম বিষয়ক আলোচনা ও তাঁর অমৃতবাণী পালন করিলে তাঁহার দর্শন সহজে লাভ করা যায়। ইহার অর্থ, বিষ্ণু দর্শনে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত হয়।

## অগ্নিপূরানোক্ত শ্রীবিষ্ণু নবব্যূহাচন বিধি

অগ্নিদেব বলিতেছেন, হে বশিষ্ঠ, এখন আমি নবব্যূহাচন বিধি বলিব।  
উহা ভগবান শ্রীহরি ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ ঋষিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। পদ্মময়  
মণ্ডলস্থিত শ্রীশ্রীবাসুদেবকে অং বীজ দ্বারা পূজা করিবে। যথা অং বাসুদেবায়  
নমঃ। আং বীজ সংযুক্ত করিয়া অগ্নি কোণে সংকর্ষণেব পূজা করিবে। অং  
বীজে দক্ষিণ দিকে প্রত্যাগমনকে, নৈঋত কোণে অং বীজে অনিরুদ্ধকে, প্রাণবযুক্ত  
( ঐ ) পশ্চিম দিকে নারায়ণের, বায়ুকোণে তৎসং বীজে ব্রহ্মার, হং বীজ  
যুক্ত করিয়া বিষ্ণু এবং ঞ্চং বীজ সংযুক্ত করিয়া উত্তরাদিকে নৃসিংহের পূজা  
করিবে। পৃথিবীকে ঈশান কোণে এবং বরাহকে পশ্চিমদ্বারে পূজা করিবে।

কং টং শং সং—এই বীজযুক্ত করিয়া পূর্বাভিমুখ বাহন গরুড়কে দক্ষিণ  
দিকে পূজা করিবে। খং ছং বং হং ফট্ এবং খং ঠং ফং শং এই বীজ সংযোগ-  
পূর্বক চন্দ্রমণ্ডল মধ্যে গদার পূজা করিবে। বং গং মং ঙ্গং এবং শং ধং দং ভং হং  
এই বীজে কোণ মধ্যে শ্রীদেবীর পূজা করিবে। দক্ষিণ এবং উত্তর দিকে  
গং ডং বং শং এই বীজ দ্বারা পৃষ্টিদেবীর পূজা করিবে। পীঠের পশ্চিম দিকে  
ধং বং বীজমন্ত্রে বনমালায় পূজা করিতে হয়। সং হং লং এই বীজে পশ্চিম  
দিকে শ্রীবৎস এবং ছং তং যং এই বীজমন্ত্রে দ্বারা জলে কৌস্তভের পূজা  
করিবে। পুনরায় দশমাদি ক্রমে ( পাঁচ অঙ্গভাস ও পাঁচ করভাস )  
শ্রীবিষ্ণুকে এবং অধোভাগে ভগবান অনন্তকে তাঁর নামের সহিত নমঃ পদ  
সংযুক্ত করিয়া পূজা করিবে। দশ অঙ্গাদিকা ও মহেঞ্জাদি দশ দিকপালকে  
পূর্বাদি দশ দিকে পূজা করিবে। পূর্বাদি দিকে চার কলশের পূজা করিতে  
হয়। তোরণ, বিতান ( চাঁদোয়া ) ও অগ্নি, বায়ু এবং চন্দ্রবীজে মণ্ডল মধ্যে  
ক্রমশঃ ধ্যানসহ স্বীয় শরীর বন্দনাগূর্বক অমৃত দ্বারা প্রাবিত করিতে হয়।



আকাশস্থিত আত্মার স্বরূপের ধ্যান করিয়া চিন্তা করিতে হয়, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ক্ষরিত স্নেহ অমৃত ধারায় আমি নিমগ্ন আছি। প্রাণন দ্বারা যাহা সংস্কৃত, তাহাই অমৃত আত্মার বীজস্বরূপ। এই অমৃত হইতে উৎপন্ন পুরুষই আত্মা, স্বরূপ। আরও ভাবিতে হয়, আমিই স্বয়ং বিষ্ণুরূপে প্রকটিত হইয়াছি। ইহার পর দ্বাদশ বীজ দ্বারা স্নান করিতে হয়। যথা বক্ষস্থল, শিখা, পৃষ্ঠভাগ, চক্ষুদ্বয় এবং দুই হাতে হৃদয় স্পর্শ করিয়া মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্রদ্বয় এবং অস্ত্র এই অঙ্গ সমূহের স্নান কবিবে। দুই হাতে অস্ত্রের স্নান করার পর সাধকের শরীর দিব্যতাপ্রাপ্ত হয়। যেমন স্বীয় শরীরে স্নান করিতে হয়, তেমনই বিগ্রহে এবং শিষ্যের শরীরে তদ্রূপই স্নান বিধেয়। হৃদয়ে শ্রীহরির পূজাকে নির্মাল্য রহিত পূজা বলে। মণ্ডলাদিতে নির্মাল্য সহিত পূজা করা হয়। দীক্ষাকালে শিষ্যের চক্ষুদ্বয় বাঁধা থাকে। তদ্রূপ অবস্থায় তিনি (অর্থাৎ শিষ্য) ইষ্টদেবেব বিগ্রহের উপর যে গন্ধগুপ্প নিক্ষেপ করেন, তদনুসারে তাঁর নামকরণ হওয়া উচিত। শিষ্য গুরুর বাম দিকে বসিয়া তিল, চাল এবং ঘৃত দ্বারা হোমে ১০৮ আহুতি প্রদান করিবে। অনন্তর কার্যাসিক্তি নিমিত্ত শিষ্য এক হাজাব আহুতি দিবে। নববাহু মূর্তির জন্ত এবং অঙ্গের জন্ত সে একশতের অধিক আহুতি দিবে। তদনন্তর পূর্ণাহুতি প্রদানান্তে গুরু শিষ্যকে দীক্ষা দিবেন এবং শিষ্যের কর্তব্য ধনাদি দ্বারা গুরুর পূজা।

বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষাদানকালে উক্তরূপে নববাহুর্চন করিতে হইত। অধুনা এই প্রাচীন পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়াছে।

## হুসিংহ দর্শন

অন্তিম জীবনে ভাগ্যদোষে অন্ধ হয়ে পড়ার এবং উচ্চ রক্তচাপ ও বহুমূত্রাদি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। দীর্ঘকাল দুঃখদৈন্তে জর্জরিত হইয়া আমি জাগ্রৎ বা স্বপ্নে কখনও কখনও উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতাম, চীৎকার করিয়া কাঁদিতাম। স্বপ্নাবস্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিলে

আমার ঘুম ভাঙিয়া যাঁইত। ২০শে ডিসেম্বর বুধবার ১৯৭২ মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে পুরাণ মন্দিরের পশ্চিম বারান্দায় আমি স্বীয় শয্যায় বিশ্রাম কালে বেলা ২ টায় নিদ্রিত অবস্থায় চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম, অন্তঃস্থলে পুঞ্জীভূত বেদনা উচ্ছসিত হইল। তখন কোন দয়াময় দেবমানব নিকটে আসিয়া আড়ালে থাকিয়া আমাকে গভীর সাহসনা দিলেন এবং মিষ্টবাক্যে বলিলেন, তুমি এত দুঃখ কর কেন! তোমার দুঃখ অচিরে দূর হইবে!! নিদ্রাভঙ্গে আমি দক্ষিণ বারান্দায় আসিয়া চৌকিতে বসিলাম এবং বৈকাল তিনটায় মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কে আমাকে নিদ্রাকালে এত মধুর সাহসনা দিলেন? আমি নিকটে চৌকির উপরে দক্ষিণ মুখে বসিয়াছিলাম এবং মহাগৌরী অনূরে টেবিলের পাশে উচ্চ টুলে বসিয়া দেখিলেন, আমার বাম দিকে একটি ভয়ঙ্কর দেবমানব ডানহাতে খড়্গসহ আবির্ভূত এবং মৎপ্রতি অভয় প্রদানে নিরত। তাঁহার মস্তক সিংহতুল্য বৃহৎ, নিম্নাঙ্গ নরতুল্য দ্বিপদ ও মুখে মধুর হাস্য ও চোখে স্নিগ্ধ দৃষ্টি এবং মাথায় সোনার মুকুট ও কেশর সদৃশ সোনালী লম্বা চুল। ইনি অবতার নরসিংহ এবং ধর্মস্থাপনার্থ হিরণ্যকশিপুকে তীক্ষ্ণ নখাঘাতে বিদীর্ণ ও নিহত করেন। অব্যাহত অপ্রিয় পুত্র প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হরি কি এই ক্ষটিক স্তম্ভের মধ্যেও অবস্থিত? বালক প্রহ্লাদ গভীর বিশ্বাসে উত্তর দিলেন, হাঁ পিতঃ, নিশ্চয়ই। তখন উক্ত ক্ষটিক স্তম্ভ হইতে সিংহাকৃতি ভগবান নরসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিলেন। সেই নরসিংহ অবতারকে সম্মুখে দর্শন করিয়া আমি কৃতার্থ হইলাম এবং সভক্তি মানস প্রণাম করিলাম। অল্পক্ষণ পরে ভগবান নরসিংহ আমাকে অভয় প্রদানান্তে স্বধামে প্রস্থান করিলেন। অবতারবৃন্দ এখনও বিশ্বাসী ভক্তগণকে দর্শন ও অভয় প্রদান করেন। চতুষ্পদ ধরিয়া এই অলৌকিক দেবলীলা চলিতেছে। কোন শ্লোকাক্ষে আছে, শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীমূসিংহ প্রসাদতঃ। ইহার অর্থ, টীকাকার শ্রীধর স্বামী ইষ্টদেব নরসিংহের রূপায় সমস্ত গীতার্থ অবগত আছেন। ইহাতে প্রমাণিত হয়, ভগবান নরসিংহ শ্রীধর স্বামীর ইষ্টদেব ছিলেন।

## চান্ন

### পরশুরাম

আসামে পরশুরাম কুম্ভ প্রাচীন তীর্থরূপে পরিগণিত। মহাভারতের শান্তি পর্বে উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। উক্ত তীর্থের বিবরণ সংগ্রহার্থ আমার অনেক সন্ধান নিম্ফল হইল। ৬ জ্যৈষ্ঠয়ারী ১৯৭৩ শনিবার ভোরে স্বীয় শয্যায় জাগ্রত থাকিয়া দিব্য চক্ষুতে দেখিলাম, ভগবান পরশুরাম কৃপাপূর্বক আমার শয্যায় আসিয়া উচ্চাসনে বসিলেন এবং ক্ষণকাল পরে অন্তর্হিত হইলেন। তিনি দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, মাথায় ঝাঁটি, কাঁধে উপবীত ও পরশু কুঠার হস্তে ধৃত এবং কামরে সাদা ছোট কাপড় পরিহিত। ভগবান পরশুরামকে ক্ষণকাল সন্দর্শন করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইলাম। তাঁহার মূর্তি চিন্তা আমার মনে চলিতে লাগিল। বেলা ১০টায় নাটমন্দিরে নামিয়া আমি মহাগৌরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পরশুরামের চেহারা কিরূপ বলত? মহাগৌরী আমার নিকটে ভগবান পরশুরামকে দেখিয়া বলিলেন, এই তো পরশুরাম আপনার নিকটে দণ্ডায়মান। ইহা বলিয়া মহাগৌরী পরশুরামের বর্ণনা দিলেন এবং আমি দয়ালু দেবতাকে স্বভক্তি প্রণাম করিলাম। ইহার পরেই তিনি স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। পরশুরাম যমদগ্নির পুত্র এবং একুশবার মহাযুদ্ধে ভারতকে নিক্ষত্রিয় করেন।

পিতার আদেশে তিনি স্বহস্তে পরশুকুঠার দ্বারা মাতৃ বধ করেন। উক্ত যুদ্ধে কুঠার তাঁহার হস্তে সংলগ্ন হইল এবং নানাতীর্থ ভ্রমণান্তে আসামে উক্ত কুণ্ডসমীপে কুঠার তপস্তার ফলে উগা তাঁহার হাত হইতে খসিয়া পড়িল। এই হেতু উক্ত কুণ্ড মহাতীর্থরূপে প্রখ্যাত। পরশুরাম ও রামচন্দ্র দুই অবতারের মধ্যে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরশুরাম মহেন্দ্র পর্বতে সারারাত্রি থাকেন এবং প্রাতঃকালে পৃথিবীতে পদার্পণ করেন। অনেক বৎসর পূর্বে পরশুরামের প্রথম দর্শন লাভে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। ভক্ত কবি জয়দেব কৃত দশাবতারস্তোত্রে পরশুরামের এই মহিমা বর্ণিত।

ক্ষত্ৰিয়ৰুধিরময়ে জগদপগতপাপং,

নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্ ।

কেশব ধৃততৃণপতিক্ৰপ,-জয় জগদীশ হরে ॥

হে ভগবান পরশুরাম, তুমি ক্ষত্ৰিয়ের রুধিররূপ জলে জগৎকে প্রাণিত করিয়  
পাপ স্থালন কর এবং সংসারের তাপ শমিত কর । হে কেশব, হে পরশুরাম  
হে জগদীশ, তোমার জয় হোক ।

পরশুরাম তীর্থ আসামের পূর্ব প্রান্তে ডিব্ৰুগড় জিলায় মদিরার নিক  
অবস্থিত । কলিকাতা হইতে কামৰূপ এক্সপ্ৰেসে একেবারে ডিব্ৰুগড় যাহা  
তথা হইতে ছোট গাড়ীতে উঠিয়া মদিরায় যাইতে হয় । মদিরা হইতে পাঁচ  
হাঁটিয়া পরশুরাম কুণ্ডে যাওয়া যায় । পরশুরাম কুণ্ড হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ উৎপন্ন  
মকর সংক্রান্তি দিবসে তথায় মহা মেলা বসে এবং বহু ভক্ত উক্ত কুণ্ডে পু  
জ্ঞান করেন । যেমন দক্ষিণ বঙ্গে গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ  
লক্ষ নরনারী সমবেত হন, তেমনি পরশুরাম তীর্থে পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ লক্ষ  
স্বানার্থী উপস্থিত হন । অল্প সময়ে তথায় গমন আসাম সরকার কর্তৃক  
নিষিদ্ধ ।

পৌষ মেলার সময় মোটর বাসে তিনসুকিয়া পর্যন্ত যাওয়া যায় । সেখা  
হইতে মদিরায় ট্রেনে যাওয়া যায় । মদিরা হইতে ব্ৰহ্মকুণ্ড বেশি দূরে নহে  
মদিরা হইতে নৌকা যোগে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদের উত্তর পাড়ে যাইতে হয় । মেলা  
সময় কুণ্ডের নিকট অস্থায়ী চালা যাত্রীদের জন্য নির্মিত হয় । একমাত্র পৌ  
মাসে মকর সংক্রান্তি যোগেই স্নানের ব্যবস্থা হয়, অল্প সময় নহে ।

‘কামাখ্যা তীর্থ’ পুস্তিকায় পরশুরাম তীর্থের অল্প বিবরণ প্রদত্ত । শাস্ত্র  
মুনির পত্নী সমোদার গর্ভে ব্ৰহ্মার সংযোগে এক জলময় পুত্ৰ ভূমিষ্ট হয়  
লোকহিতকারী শাস্ত্রমু নি তদ্রূপে উৎপন্ন সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰকে চারিটি পর্বতে  
মধ্যস্থলে স্থাপন করিলেন । এইরূপে ব্ৰহ্মকুণ্ডের উৎপত্তি হয় । পর্বতশ্রেণী  
মধ্যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জলরাশিরূপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন । কালিকা পুরাণে এ  
পঞ্চাশ অধ্যায়ে ( ৬৫-৬৬ শ্লোকদ্বয়ে ) আছে, পশ্চিমে করতোয়া নদী হইতে

পূর্বে দিকুরবাসিনী নদী পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদ শতযোজন প্রসারিত। ইহা ত্রিকোণাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও চারিদিকে পর্বতবেষ্টিত। ইহা হইতে শত শত নদী নদীদিকে প্রবাহিত। সেইহেতু পুরাকালে উহা যোগী, ঋষি ও তপস্বীগণের অশ্রম বাস ভূমি ছিল। মহামুনি বশিষ্ঠ ও কপিলাদির আশ্রম এই কামরূপেই বর্তমান ছিল। গোহাটি সহরের অদূরে কপিল আশ্রম আমি দেখিয়াছি। এই আশ্রম সংকুল অরণ্যে বেষ্টিত। জমদগ্নি মুনির পুত্র পরশুরাম পিতার আদেশে কুঠার দ্বারা স্বীয় জননী রেণুকাকে হত্যা করেন। মাতৃহত্যা পাপ মোচনার্থে পিতার নির্দেশে এই ব্রহ্মকুণ্ডে গুণ্যস্নান ও জলপান করিয়া তিনি পাপ মুক্ত হন। পরশুরাম সেই মহাকুণ্ডের মাহাত্ম্য জানিয়া লোক কল্যাণের জন্য পর্বত সমূহ ভেদ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নদকে পূর্বদিকে কামরূপের মধ্যে কামাখ্যা মন্দিরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত করিলেন। এই প্রসঙ্গে কালিকা পুরাণে শীতমোহন্যায় ( ৪১-৪৩ ) এই শ্লোকত্রয় দৃষ্ট হয়।

তস্মিন্‌বসরে রামো জামদগ্ন্যঃ প্রতাগবান।

চক্রে মাতৃবধং ঘোরমযুক্তং পিতুরাজ্ঞয়া ॥

তস্ত পাপস্ত মোক্ষায় অপিতুশ্চোপদেশতঃ।

স জগাম মহাকুণ্ডং ব্রহ্মাখ্যং স্নাতুমিচ্ছয়া ॥

তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মাতৃহত্যাম পানযত।

বীথীং পরন্তুনা কৃত্বা তং মহামবতারয়ৎ ॥

ব্রহ্মপুত্র নদে আবাহন মন্ত্রে আছে, “ব্রহ্মপুত্র নদ শ্রেষ্ঠ জামদগ্ন্যাবতারিতঃ”। শীতমোহন মন্ত্রে ব্রহ্মকুণ্ড পরশুরাম ক্ষেত্র নামে উল্লিখিত। ব্রহ্মপুত্র নদের অপর প্রান্তে উত্তর গোহাটি নামক স্থানে স্নাত্ত পাহাড়ে মন্দিরদ্বয় অবস্থিত। তদ্ব্যতীত বায়ল মন্দিরের গাত্রে ভগবানের দশাবতারের প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। ব্রহ্মপুত্র নদে তীরে এই স্থান অতিশয় মনোহর।

## বরাহভূমে বরাহদেবের মূর্তিপূজা

পশ্চিমবঙ্গে পুরুলিয়া জেলায় বরাহভূম রাজ্যে পুরাকালে ভগবান বরা দেবের মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ‘জঙ্গল মহল’ প্রবন্ধে লিখিত আছে, রাজা নাথ বরাহদেব প্রতিষ্ঠিত ভগবান বরাহের কৃষ্ণবর্ণ চতুর্ভূজমূর্তি দিঘীর কুরমী গৃহে অত্যাপি পূজিত। বরাহভূমে নানাস্থানে নিম্নোক্ত ধ্যানে ও মন্ত্রে বরাহদেবের পূজা প্রচলিত।

ওঁ ততঃ সংরক্ত নয়নো হিরণ্যাক্ষো মহাসুরঃ ।

কোয়স্থিতি বদণ্, রোষণ্, নারায়ণ মুদৈ ক্ষত ॥

বরাহ রূপিনং দেবং স্থিতং পুরুষ বিগ্রহম ।

শঙ্খ চক্রোত্তর করং দেবানামান্তি নাশনম্ ॥

বরাজ শঙ্খ চক্রাভ্যাং ত্র্যাভ্যামস্তর সূদনঃ ।

সূর্য্যচন্দ্র মসৌর্মধ্যে পৌর্ণমাস্ত্র্যমিবাশ্বদুঃ ॥

বরাহ মন্ত্র—

ওঁ নমো ভগবতে বরাহ রূপায় ভূভূবঃ স্বঃ

পতয়ে ভূপতিস্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা ।

পবনপুরের বরাহমন্দির বহুপূর্বে ধ্বংসীভূত। রূপসান ডুংরীর পাদদেশে কব্জিত (খোদিত) বরাহমুণ্ড (প্রস্তরনির্মিত) অত্যাধি বর্তমান। প্রাচীন কালে চন্দ্র (সোম) বংশী বৈরাটি ক্ষত্রিয় রাজগণের শাসনে বরাহভূমি, মানভূমি এবং সামন্ত ভূমি সংযোগ গঠিত ‘বরাহভূমি রাজ্য’ শাসিত হইয়া আসিতেছিল। শেখর পবত, দ্বারকেশী নদী এবং তুঙ্গভূমি রাজ্য বরাহভূমি সীমা নির্দেশক ছিল। বরাহভূম রাজ্য ও রাজবংশ প্রতিষ্ঠাতা নাথ বরাহদেব। রাজ্য স্থাপনের শুভক্ষণে পাত্ৰকুমররাজ বিক্রমাদিত্যদেব কর্তৃক ‘স্বস্তি বরাহাবসী’ নাথ, নাথ বরাহাদেব দর্প স্বাহাদেব’ রূপে ঘোষিত হন। পৌরাণিক কাহিনী

অনুসারে রাজস্থানের অন্তর্গত বৈরাট রাজ্যের স্বাধীন রাজা ও রাণী শ্রীশ্রীজগন্নাথ ধাম দর্শনে আসেন। পথিমধ্যে তাঁহারা রূপসান নামক পাহাড়ের সম্মুখিত অরণ্যে রাজি যাপন করেন। দৈবক্রমে রাজিকালে গর্ভবতী রাণী যমজ সন্তান প্রসব করেন। বনমধ্যে শিলাবন্ধে যুগল সন্তান ফেলিয়া রাজা ও রাণী শ্রীক্ষেত্র চলিলেন। বনদেবী অসহায় শিশুদ্বয়ের প্রাণরক্ষার্থ বজ্র বরাহ মূর্তি ধারণ পূর্বক তাহাদিগকে নিজ তৃণ দ্বন্দ্ব পান করাইতেন। এইরূপে বারাহী দেবী কর্তৃক এই শিশুদ্বয় বনমধ্যে প্রতিপালিত হয়। এই শিশুদ্বয়ের নাম শ্বেত বারাহা ও নাথ বারাহা। উক্ত কারণে রাজকুমার দ্বয়ের পদবী বারাহা হইয়াছিল। এই নাথ বরাহদেব বরাহভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। শ্বেত বরাহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে নাথ বরাহদেব বিক্রমাদিত্যের নিকট বিস্তৃত ভূমি প্রাপ্ত হন। উক্ত রাজা বরাহা আখ্যাধারী হওয়ায় রাজ্যের নাম বরাহভূমরূপে প্রখ্যাত হইল। নাথ বরাহদেবই স্বীয় রাজ্যের নানাস্থানে বরাহদেবের মূর্তিপূজা প্রচলন করেন। বরাহভূম রাজ্য ৮১ বিক্রম সম্বতে প্রতিষ্ঠিত হয়। নাথ বরাহের পুত্রের নাম দত্ত বরাহ। তিনি পরে উক্ত রাজ্যের রাজা হন।

সমাপ্ত